انوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر

সালাতে বুকের উপর হাত বাঁধুন

শাইখ কিফায়াতুল্লাহ সানাবিলী হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ: আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী



সালাতে বুকের উপর হাত বাঁধুন

আল্লামা শায়েখ কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলী
হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

অনুবাদকের ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা গ্রহণ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প উপায় নেই। রাসূলের দেয়া উপহারকে তথা সুন্নতকে ছোট-খাটো বলে উপহাস করা, তুচ্ছ করা কুফরী। বর্তমানে সালাতের বেশ কিছু মাসলা নিয়ে তিন ধরনের মতবাদধারী গোষ্ঠী দেখা যায়। প্রথম দল বলেন, 'এসব বিতর্কিত বিষয়ে সহীহ হাদীসই একমাত্র সমাধান'। দ্বিতীয় দল বলেন, 'মাযহাবে যা আছে তাই মানতে হবে'। তৃতীয় দল বলেন, 'যার যেটা মন চায় মানুক। এসব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা ফেতনা'।

এ তিনটি দলের মাঝে একমাত্র প্রথম দলটিই হচ্ছেন হকের অনুসারী। সালাতের যে কয়টি বিষয় নিয়ে বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে তার অন্যতম হল সালাতে হাত বাঁধা। সালাতে হাত কোথায় অবস্থান করবে এটা নিয়ে আমাদের দেশে দুটি মতবাদ খুব বেশী প্রসিদ্ধ।

১. বুকে হাত বাঁধতে হবে।

২. নাভীর নিচে বাঁধতে হবে।

উভয় পক্ষই তাদের মতের পক্ষে ও প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অনেক লেখনী রচনা করেছেন। কেউ বুকে হাত বাঁধার পক্ষে। কেউ বা আবার নাভীর নিচে হাত বাধার পক্ষে। আলোচ্য গ্রন্থে বুকে হাত বাঁধার হাদীসগুলিকে সহীহ ও নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসগুলিকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করা হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে যারা এ বিষয়ে অসাধারণ খেদমত দিয়েছেন তাদের একজন হলেন শায়েখ কেফায়াতুল্লাহ সানাবেলী হাফিযাহুল্লাহ। তিনি একজন তরুণ আহলে হাদীস আলেম। বিদাত ও বিদাতীদের খন্ডনে তিনি খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নম্র ভাষা, ক্ষুরধার যুক্তি ও বেশুমার দলীল-দালায়েল দিয়ে গুরু-গম্ভীর তাহকীকী বিষয়কে সহজভাবে তুলে ধরার এক অসাধারণ যোগ্যতা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। হাদীস তাহকীকের মত কঠিন বিষয়কে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেন। নিচে তার বুকে হাত বাঁধা বিষয়ক গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।–

নাম : انوار البدر في وضع اليدين علي الصدر উর্দূতে লেখক সাহেব যে শিরোনাম দিয়েছেন তার বাংলা অনুবাদ হল, 'সালাতে বুকের উপর হাত বাঁধুন'।

বিবরণ : এ গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ ২০১৬ সালে মুদ্রিত হয়েছে। 'মাকতাবা বায়তুস সালাম' হতে উন্নতমানের কাগজ ও কভার সহ প্রকাশিত এ গ্রন্থটি অতীব দৃষ্টিনন্দন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫৫।

বৈশিষ্ট্যাবলী : বইটির বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্ষেপে তুলে ধরা মুশকিল। তবুও কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল-

(১) মুহতারাম লেখক প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে মোট ৬ জন সাহাবী থেকে মারফূ হাদীস পেশ করেছেন। আল-

হামদুলিল্লাহ। অতঃপর তিনি ৪ জন সাহাবী থেকে আসার পেশ করেছেন। সবগুলি হাদীসেরই অত্যন্ত দীর্ঘ ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

(২) এরপর তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে হানাফীদের দলীল সমূহ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি একজন সাহাবী থেকে মারফূ হাদীস নিয়ে এনেছেন। এবং সেটিকে জাল প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি ৪ জন সাহাবী থেকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলিকে বাতিল প্রমাণ করেছেন।

(৩) তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি তাবেঈ, ইমাম চতুষ্টয় প্রমুখদের মতামত উল্লেখ করেছেন।

(৪) চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল সমূহ উপস্থাপন করেছেন।

মোট চারটি অধ্যায় সন্নিবেশিত এ গ্রন্থে তিনি তাহকীকী আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, বুকে হাত বাঁধাই হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমদের আমল। নাভীর নিচে হাত বাঁধার কোন গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। সুতরাং এ আমল বর্জনযোগ্য।

যারা গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন

পাক-ভারতের বড় বড় আলেমগণ এ গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকা রচনা করেছেন আল্লামা, মুহাদ্দিসুল আসর, মুফতিয়ে আযম শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ।

পাকিস্তানের যে সকল আলেম প্রশংসাবাণী দিয়েছেন তাদের নাম সমূহ নিম্নরূপ-

১. আল্লামা, মুহাক্কিক শায়েখ হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ।
২. শায়েখ মুবাশশির রব্বানী।
৩. শায়েখ হাফেয ইবতিসাম ইলাহী যহীর।
৪. আল্লামা শায়েখ দাঊদ আরশাদ।
৫. শায়েখ রফীক তাহের।

ভারতের যে সকল আলেম প্রশংসা করেছেন-

১. শায়েখ আব্দুল মুঈদ মাদানী।
২. শায়েখ সালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ মাদানী।
৩. শায়েখ রাযাউল্লাহ আব্দুল করীম মাদানী।
৪. শায়েখ আব্দুস সালাম সালাফী।
৫. শায়েখ মাহফূযুর রহমান ফায়যী।
৬. শায়েখ আবূ যায়েদ যামীর প্রমুখ।

গ্রন্থকার পরিচিতি : তার নাম আবুল ফাওযান কেফায়াতুল্লাহ বিন মুহিব্বুল্লাহ সানাবিলী। তিনি **১৯৮৩** সনের জানুয়ারী মাসে উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের সাদুল্লাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীর জামেআ ইসলামিয়া সানাবিল হতে পড়াশোনা করেছেন। তিনি এ যাবত ৬০টির মত গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি জমঈয়তে আহলে হাদীস মুম্বাই-এর গবেষক হিসেবে নিয়োজিত। এছাড়াও কেরালার কুল্লিয়া উম্মে সালামা আল-আসারিইয়া-এর মুহাদ্দিস। পাশাপাশি তিনি মুম্বাই হতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা আহলে সুন্নাহ-এর পরিচালক। তিনি জামেআ সালাফিইয়া বানারস-এর ফতওয়া ও তাহকীক বিষয়ক উচ্চ পরিষদের রুকন হিসেবেও জড়িত।

'সালাতে বুকের উপর হাত বাঁধুন' -গ্রন্থটিতে প্রচুর পরিমানে তাহকীক, উসূল রয়েছে। যা আলেমদের বিশেষ করে মুহাদ্দিসদের জন্য উপকারী। বাংলায় এর অনুবাদ এই প্রথমবারের মত হল। আল-হামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ বইটি অনুবাদ করা গেল না সময়ের অভাবে। ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট অংশটুকু পরবর্তীতে অনুবাদ করা হবে। তবে সবগুলি হাদীসের পূর্ণ আলোচনা অনুবাদ করা হয়েছে। আশা করি পাঠকগণ এতেই অনেক উপকৃত হবেন।

বইয়ের শেষে শায়েখ, মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা ইরশাদুল হক আসারীর হাত বাঁধা বিষয়ক একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ যুক্ত করা হল।

নিবেদক

আবূ মুবাশশির আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী বিন আব্দুত তাওয়াব আনসারী

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায় (মূল গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠা থেকে)

হাদীস-১

সাহ্ল বিন সাদ রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاَةِ– قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ : يُنْمَى ذَلِكَ– وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي–

'আমাদেরকে আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা হাদীস বর্ণনা করেছেন মালেক হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি সাহ্ল বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহল বিন সাদ) বলেছেন, লোকদেরকে আদেশ করা হত যে, নামাযে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ডান হাত তার বাম হাতের যিরার (কনুই থেকে নিম্ন আঙ্গুল পর্যন্ত অংশ) উপর রাখে। আবূ হাযেম বিন দীনার বর্ণনা করেছেন, আমি ভালভাবে মনে রেখেছি যে, তিনি একে (হাদীসটিকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সম্বন্ধ করেছেন। ইসমাঈল (বিন উয়াঈস) বলেছেন, এ কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো হত। এটা বলেন নি যে, তিনি পৌঁছাতেন'।[১]

তাহকীক : এ হাদীসটির সহীহ হওয়ার জন্য সহীহ বুখারীতে থাকাই যথেষ্ট। কেননা সহীহ বুখারীর হাদীসগুলি সকল হাদীসের মধ্যে উচ্চ স্তরের শুদ্ধতা রাখে। ওলামায়ে উম্মত এ ফায়সালাই দিয়েছেন।[২]

---

১. সহীহুল বুখারী ১/১০২ দরসী নুসখা; সহীহুল বুখারী, ফাতহুল বারীসহ কিতাবুল আযান, বাবু ওয়াযইল য়ুমনা আলা যিরায়িহিল য়ুসরা ফিস-সালাতি হা/৭৪০। ইমাম মালেক একে বর্ণনা করেছেন মুওয়াত্তা গ্রন্থে আবূ হাযেম হতে (হা/৩৭৬)।

২. শরহে নুখবাতুল ফিকার পৃ. ২২৪; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী পৃ. ২৫ ইত্যাদি।

উপরন্তু এ হাদীসকে ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ 'আল-মুহাল্লাহ' গ্রন্থে (৪/১১৪) এবং হাফেয ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ 'ইলামুল মুওয়াককিঈন' গ্রন্থে (২/৬ হিন্দুস্তানী ছাপা) সহীহ বলেছেন।

এ হাদীসটি মারফূ। যেমনটা রাবী আবূ হাযেম স্পষ্টভাবে বলেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কে হুকুম দিতে পারেন? এজন্যই হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (২/১২৪) এবং আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ উমদাতুল কারীতে (৫/২৬৮) এই হাদীসকে মারফূ প্রমাণ করেছেন।[৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতকে বাম হাতের 'যিরা'-এর উপর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যিরা দ্বারা মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত অংশকে বলা হয়। যেমন-

* হারবী রচিত গরীবুল হাদীস গ্রন্থে (১/২৭৭) আছে,

الذِّرَاعُ : مِنْ طَرَفِ الْمِرْفَقِ إِلَى طَرَفِ الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى

'কনুই হতে শুরু করে মধ্যমা আঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত অংশকে যিরা বলা হয়'।

* এছাড়াও অভিধানের গ্রন্থগুলিতেও যিরা-এর এই অর্থটিই লিখিত আছে। যেমন দেখুন লিসানুল আরব (৮/৯৩), তাজুল আরূস (১/৫২১৭), কিতাবুল আইন (২/৯৬), আল-মুজামুল ওয়াসীত (১/৩১১), তাহযীবুল লুগাহ (২/১৮৯), কিতাবুল কুল্লিয়াত (১/৭৩০) ইত্যাদি।

* দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক আদবের (আরবী সাহিত্য) উস্তাদ মাওলানা ওয়াহীদুয যামান কাসেমী কিরানবী রহিমাহুল্লাহ 'যিরা'-এর এই অর্থ লিখেছেন যে, 'কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত'।[৪]

---

৩. দেখুন : আল্লামা বদীউদ্দীন শাহ রাশিদী রচিত নামায মেঁ খুশূ আওর আজিযী পৃ. ৭-৮।

৪. দেখুন : তার রচিত গ্রন্থ আল-কামূসুল জাদীদ (আরবী-উর্দূ) পৃ. ৩০৮, কুতুব খানায়ে হুসাইনিয়াহ দেওবন্দ, ইউপি।

অভিধানের উপরোল্লিখিত গ্রন্থগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত অংশকে যিরা বলা হয়। আর বুখারীর উল্লিখিত হাদীসে বাম হাতের 'যিরা' অর্থাৎ কনুই হতে শুরু করে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত পুরো অংশের উপর ডান হাত রাখার হুকুম রয়েছে। এখন যদি এই হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে ডান হাতকে বাম হাতের 'যিরা' (কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত)-এর উপর রাখেন তাহলে উভয় হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বুকের উপর এসে যাবে। বাস্তবে অনুশীলন করে দেখুন। সুতরাং বুখারীর এই হাদীসটি বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল।

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد، وحديث وائل – المتقدِّمان –، ولفظه : وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ولفظ حديث سهل : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإن قلت : ليس في الحديثين بيان موضع الوضع! قلت : ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تُطَبِّق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعاً إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريباً منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والذراع اليسرى، فجرِّب ما قلتُه لك تجدْه صواباً. فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر–

'বুকের উপর হাত বাঁধা প্রসঙ্গে সাইয়েদুনা সাহল বিন সাদ এবং ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার উপরোক্ত দুটি হাদীস পেশ করাও সঠিক। সাইয়েদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটির বাক্য এই যে {তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান হাতকে বাম হাতের তালু হাতের পাতা এবং বাহুর উপর রেখেছিলেন}। সাহল বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটির ইবারত হল, লোকদেরকে হুকুম দেয়া হত যে, (তারা যেন) ডান হাত বাম হাতের যিরার উপর (কনুই থেকে মধ্যম আঙ্গুল পর্যন্ত অংশ) রাখে।

যদি কেউ বলেন যে, এ দুটি হাদীসের মধ্যে হাত রাখার স্থানের উল্লেখ নেই। তাহলে আরয রইল যে, অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উল্লেখ আছে। কেননা যখন আপনি আপনার ডান হাত বাম হাতের কব্জি, পাতা ও বাহুর উপর রাখবেন

তখন আপনার দুটি হাত আবশ্যিকভাবে বুকের উপর অথবা এর নিকটবর্তী স্থানে এসে যাবে। আমাদের কথায় অনুশীলন করে দেখুন। আপনি সত্যটি বুঝতে পারবেন। সুতরাং এই হাদীসগুলি দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নামাযে উভয় হাত বুকের উপর রাখাই সুন্নত'।[৫]

জ্ঞাতব্য : কিছু আলেম অভিযোগ করেন যে, যিরা-এর উপর রাখার দ্বারা এটা কোথা থেকে আবশ্যিক হল যে, পুরো যিরা-এর উপরই রাখতে হবে? যদি যিরা-এর একটি অংশ অর্থাৎ কব্জির উপর রাখা হয় তাহলেও তো যিরা-এর উপর রাখার আমল হচ্ছে!

জবাবে নিবেদন থাকছে যে, বুখারীর এই হাদীসটি অধ্যয়ন করুন-

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ : فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ-

মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাবাতের গোসলের জন্য পানি রাখা হয়েছিল। তিনি তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর দু অথবা তিনবার পানি ঢাললেন। অতঃপর স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। এরপর নিজের হাতকে জমিনে অথবা দেয়ালের উপর দু কিংবা তিনবার মারলেন। তারপর তিনি কুলী করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং উভয় হাত ও বাহু ধৌত করলেন। এরপর তিনি তার শরীর ধৌত করলেন। অতঃপর (সেখান হতে) সরে গেলেন এবং স্বীয় দু পা ধৌত করলেন। মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর আমি তাঁর কাছে একটি কাপড় নিয়ে গেলাম। তিনি সেটি গ্রহণ করলেন না। বরং তিনি তার হাত থেকে পানি নিংড়িয়ে নিচ্ছিলেন'।[৬]

---

৫. আলবানী, আসলু সিফাতি সালাতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১/২১৮।

৬. সহীহুল বুখারী হা/২৭৪।

এ হাদীসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযূর পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। আর বাহু ধৌত করার জন্য এই বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে

وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ–

'তিনি তার চেহারা ও উভয় বাহু ধৌত করলেন'।

তাহলে এখানেও কি যিরা দ্বারা কিছু অংশ বুঝানো হয়েছে? অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিরাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধৌত করেন নি? বরং কেবল কিছু অংশ ধুয়েছিলেন?

'এর জবাবে তোমরা যা বলবে আমাদের জবাবও সেটাই'।

হাদীস-২

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ-

'আমাদেরকে সুয়াঈদ বিন নসর খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়েদা হতে। তিনি বলেছেন, আমাদের থেকে আসেম বিন কুলাইব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ায়েল বিন হুজর তাকে বলেছেন...'অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ বা পাতা, কব্জি ও বাহুর উপর রেখেছেন'।[৭]

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে এসেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ডান হাত বাম হাতের তালু, কব্জি ও বাহুর উপর ভাগে রাখতেন। উপর্যুক্ত হাদীস মোতাবেক যদি ডান হাতকে বাম হাতের পুরো অংশের উপর রাখা হয়, তাহলে উভয় হাত স্বতন্ত্রভাবেই বুকের উপর এসে যাবে। সুতরাং এ হাদীসটিও নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল।

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

وهذه الكيفية تستلزم ان يكون الوضع علي الصدر اذا انت تأملت ذالك وعملت بها-فجرب إن شئت-

৭. সুনানে নাসাঈ হা/৮৮৯; আবূ দাঊদ হা/৭২৭; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০।

‘এ হাদীসে উল্লিখিত পদ্ধতির আবশ্যিক ফলাফল এই যে, হাত বুকের উপর রাখতে হবে। যদি আপনি এর উপর গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং এর উপর আমল করেন তাহলে (বাস্তবে) অনুশীলন করে দেখতে পারেন’।[৮]

উপরন্তু তিনি একজন মুকাল্লিদের জবাব প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন,

فلو أنه حاول يوماً ما أن يحقق هذا النص الصحيح في نفسه عملياً – وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد، دون أي تكلف–؛ لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر! ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريباً من العورة!

‘যদি এই ব্যক্তি কোন দিন এই সহীহ হাদীসটির উপর আমল করে দেখেন; কোনরূপ ভনিতা ব্যতীতই ডান হাতকে বাম হাতের তালু (উপরিভাগ) কব্জি ও বাহুর উপর রাখেন; তাহলে তিনি নিজেই স্বীয় হস্তদ্বয় বুকের উপর দেখতে পাবেন। আর এর দ্বারা তিনি অবগত হবেন যে, তিনি এবং তার ন্যায় হানাফীরা যখন নিজেদের হাতকে নাভীর নিচে ও লজ্জাস্থানের কাছে রাখছেন তখন তারা এই হাদীসের বিপরীত করছেন’।[৯]

তাহকীক : এ হাদীসটি সহীহ। আল্লামা নীমাবী রহিমাহুল্লাহ এ সম্পর্কে ‘এর সনদ সহীহ’ বলেছেন।[১০]

এর সকল রাবী সিকাহ। নিম্নে বিস্তারিত দেখুন-

রাবী-১ : কুলাইব বিন শিহাব আল-জুরমীর পরিচয়

(১) ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ’।[১১]

---

৮. হেদায়াতুর রুওয়াত ১/৩৬৭।
৯. মুকাদ্দামা সিফাতু সালাতিন নাবী পৃ. ১৬।
১০. আসারুস সুনান (করাচী ছাপা) পৃ. ১০৪।
১১. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৭/১৬৭।

(২) ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন, 'তিনি তাবেঈ সিকাহ'।[১২]

(৩) ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন,

كان ثقة كثير الحديث رأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به-

'তিনি অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী...আমি মুহাদ্দিসদেরকে দেখেছি যে, তারা তার হাদীসকে ভাল বলতেন এবং তার থেকে দলীল গ্রহণ করতেন'।[১৩]

(৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন 'তিনি সত্যবাদী রাবী'।[১৪]

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এ রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন : হাদীস আওর আহলে হাদীস।[১৫] এর সনদে এই রাবীই বিদ্যমান।[১৬]

রাবী-২ : আসেম বিন কুলাইবের পরিচয়

তিনি বুখারীর মুআল্লাক বর্ণনা, মুসলিম ও সুনানে আরবাআর রাবী। তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ।

(১) ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন,

كان ثقة يحتج به

'তিনি সিকাহ ছিলেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে'।[১৭]

---

১২. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ৩৯৮।
১৩. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/১২৩।
১৪. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব রাবী নং ৩০৭৫।
১৫. পৃ. ৪৫৪ হা/১।
১৬. তিরমিযী হা/২৯২।
১৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩৪১।

(২) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন,

عاصم بن كليب ثقة مأمون-

'আসেম বিন কুলাইব হলেন সিকাহ ও মামূন রাবী'।[১৮]

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

ثقة-

'তিনি সিকাহ রাবী'।[১৯]

(৪) ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[২০]

(৫) ইমাম ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[২১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেছেন,

قال ابن المديني لا يحتج به اذا انفرد

'ইবনুল মাদীনী বলেছেন, যখন তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না'।[২২]

ইবনুল জাওযীর এই কথাকে ইমাম যাহাবী এবং ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্ও বর্ণনা করেছেন।[২৩]

---

১৮. মিন কালামি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন ফির-রিজাল পৃ. ৪৬।
১৯. আল-ইলাল ওয়া মারফিাতুর রিজাল (মারওয়াযী, সালেহ ও মায়মূনী বর্ণিত) পৃ. ১৬৪।
২০. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২৪২।
২১. আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ৩/৯০।
২২. আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন ২/৭০।
২৩. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ২/৩৫৬; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪৫৭।

আরয রইল, ইবনুল জাওযী কোন উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি। আর না কোথাও এ কথাটির কোন সনদ বিদ্যমান আছে। বরং ইবনুল জাওযীর পূর্বে কেউই ইবনুল মাদীনী হতে এ কথাটি বর্ণনা করেন নি। অবশ্য ইয়াকূব বিন শায়বাহ আস-সাদূসী (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন,

قال علي بن المديني وعاصم بن كليب صالح ممن يسقط ولا ممن يحتج به وهو وسط–

'আলী বিন মাদীনী বলেছেন, আসেম বিন কুলাইব সালেহ রাবী। ইনি না তো সাকেত রাবীদের মধ্যে গণ্য আর তো দলীলযোগ্য রাবীদের মধ্যে। বরং তিনি মধ্যম স্তরের রাবীদের মধ্যে গণ্য'।[২৪]

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনীর এই প্রমাণিত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি আসেমকে শর্তহীনভাবে দলীলঅযোগ্য মানতেন না। কেননা তিনি তাকে সাকেত রাবীদের মধ্যেও গণ্য করতেন না। বরং তিনি তাকে মধ্যস্তরের রাবী মনে করতেন। অর্থাৎ উক্ত রাবী ইমাম ইবনুল মাদীনীর কাছে হাসানুল হাদীস স্তরের।

প্রতীয়মান হল, ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহর উপরোক্ত বক্তব্যটিই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনা করতে গিয়ে পরিবর্তন ও সংক্ষিপ্ততার কারণে আসল বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

উপরন্তু অন্য ইমামদের স্পষ্ট তাওসীকের মোকাবেলায় এমন জারাহ-এর কোনই মূল্য নেই। এছাড়াও ইমাম ইবনুল মাদীনীর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, يحتج به 'তার দ্বারা দলীল নেয়া যাবে'। যেমনটা আলোচিত হয়েছে'।

---

২৪. ইয়াকূব বিন শায়বাহ, মুসনাদ ওমর বিন খাত্তাব পৃ. ৯৪।

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'।[২৫] এর সনদে এই রাবীই বিদ্যমান আছেন।[২৬]

রাবী-৩ : যায়েদাহ বিন কুদামা সাকাফীর পরিচয়

তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার রাবী এবং খুবই বড় মাপের ইমাম, হাফেয ও ঐকমতানুসারে সিকাহ রাবী। অসংখ্য মুহাদ্দিস তাকে তাওসীক করেছেন। যেমন-

(১) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন,

زائدة بن قدامة ثقة صاحب سنة–

'যায়েদা বিন কুদামা হলেন সিকাহ রাবী, সুন্নতের অনুসারী'।[২৭]

(২) ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন,

كان زائدة ثقة مأمونا صاحب سنة وجماعة

'যায়েদাহ সিকাহ, মামূন, সুন্নত ও (আহলে সুন্নাত ওয়াল) জামাতের অনুসারী ছিলেন'।[২৮]

(৩) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সাবত রাবী'।[২৯]

এই মুহাদ্দিসগণ ব্যতীত আরও অসংখ্য মুহাদ্দিস তাকে তাওসীক করেছেন।

---

২৫. পৃ. ৪৫৪ হা/১।
২৬. সুনানে তিরমিযী হা/২৯২।
২৭. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৬১৩।
২৮. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩৭৮।
২৯. তারীখে ইবনু মাঈন (দারেমীর বর্ণনা) পৃ. ৫১।

(৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের উক্তি সমূহের সারাংশ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

ثقة ثبت صاحب سنة–

'তিনি সিকাহ, সাবত, সুন্নতের অনুসারী'।[৩০]

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানেই এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ৫০৯ হা/৩)। এর সনদে এই রাবী বিদ্যমান আছেন।[৩১]

রাবী-৪ : আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হানযালীর পরিচয়

তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার রাবী। এবং খুবই উচ্চমাপের সিকাহ ইমাম। বরং আমীরুল মুমিনীন ফিল-হাদীস। তার পরিচয় প্রদানের দরকার নেই। উম্মতে মুসলিমার জলীলুল কদর ব্যক্তিত্বরা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ও সিকাহ আখ্যায়িত করেছেন। যেমন–

(১) ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন,

كان ثقة مأمونا إماما حجة كثير الحديث–

'তিনি সিকাহ, মামূন, ইমাম, হুজ্জত, অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন'।[৩২]

(২) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন,

وَكَانَ بن الْمُبَارك رَحمَه الله فِيهِ خِصَال مجتمعة لم يجْتَمع فِي أحد من أهل الْعلم فِي زَمَانه فِي الدُّنْيَا كلهَا–

৩০. তাকরীবুত তাহযীব রাবী নং ১৯৮২।
৩১. সুনানে তিরমিযী হা/৭১৯।
৩২. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৩৭২।

'ইবনুল মুবারকের মধ্যে এমন সব গুণাবলীর সমাহার ছিল যে, জমিনের বুকে অন্য কোন আলেমের মধ্যে সেই সব গুণাবলী একত্র হয় নি'।[৩৩]

(৩) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তার হাদীস ইজমানুপাতে হুজ্জত'।[৩৪]

(৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير–

'তিনি সিকাহ, সাবত, ফকীহ, আলেম, দানশীল, মুজাহিদ। তার মাঝে কল্যাণসূচক গুণাবলী একত্র হয়েছিল'।[৩৫]

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য ক্ষেত্রেই তার হাদীস দ্বারা দলীল দেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ৭০২ হা/৪)। এর সনদে ইমাম ইবনুল মুবারক বিদ্যমান।[৩৬]

রাবী-৫ : সুওয়াইদ বিন নাসর আল-মারওয়াযীর পরিচয়

তিনি তিরমিযী ও নাসাঈর অন্যতম রাবী। আর তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ।

(১) ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[৩৭]

(২) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি মুতকিন রাবী ছিলেন'।[৩৮]

---

৩৩. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৭/৮।
৩৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৩৮০।
৩৫. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৫৭০।
৩৬. নাসাঈ হা/১৩৩০।
৩৭. তাসমিয়াতু শুয়ূখিন নাসাঈ পৃ. ৭২।
৩৮. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/২৯৫।

(৩) ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ মামূন'।[৩৯]

(৪) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[৪০]

(৫) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[৪১]

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে তার হাদীস থেকে দলীল দিয়েছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ৭০২ হা/৪)। এ সনদেও ইমাম ইবনুল মুবারক বিদ্যমান।[৪২]

---

৩৯. আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন ১/১৫৮।

৪০. আল-কাশিফ ১/৪৭৩।

৪১. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৬৯৯।

৪২. নাসাঈ হা/১৩৩০।

হাদীস-৩

তাঊস রহিমাহুল্লাহ্র হাদীস

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ–

‘তাঊস বিন কায়সান হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। আর তিনি একে নিজের বুকের উপর বাঁধতেন’।[৪৩]

আরও উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

* আবূ দাঊদ, কিতাবুস সালাত হা/৭৫৯।

* আবূ দাঊদ (১/৩৬৩) হা/৭৫৯ (অনুবাদ : মাজলিসু ইলমী দারিদ দাওয়াহ)।

* সুনানে আবী দাঊদ (১/৫৭০) হা/৭৫৯ (দারুস সালাম হতে মুদ্রিত)।

* আবূ দাঊদ, আওনুল মাবূদ সহ (হা/৭৭৫, ১/২/৩২৭)।

* আবূ দাঊদ, আল-মারাসীল (পৃ. ৮৯) হা/৩৩ (তাহকীক : শুআঈব আল-আরনাঊত)।

এ হাদীসে নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে।

সম্ভবত এ হাদীসটি এবং এর ন্যায় হাদীসগুলির ভিত্তিতে ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯১১ হি.) বলেছেন,

كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ–

---

৪৩. আবূ দাঊদ হা/৭৫৯।

‘তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। অতঃপর তিনি হস্তদ্বয়কে বুকের উপর রাখতেন’।[৪৪]

তাহকীক : এ বর্ণনাটি মুরসাল হিসেবে একেবারেই সহীহ। এর রাবীদের উপর পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা আসছে। রইল বর্ণনাটির মুরসাল হওয়া। তো আরয রইল যে, আহনাফের মতে মুরসাল রেওয়ায়াত হুজ্জত হয়ে থাকে। তাদের অসংখ্য গ্রন্থে এটি বিদ্যমান।

* আল্লামা বদীউদ্দীন রাশিদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হানাফী মাযহাবের ইমাম সারাখসী কিতাবুল উসূল গ্রন্থে (১/৩৬০) লিখেছেন,

فاما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا–

‘দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর (তাবেঈনদের) মুরসাল বর্ণনা আমাদের (হানাফীদের) আলেমদের মতে হুজ্জত ও দলীল’।

অনুরূপ কথা ‘নূরুল আনওয়ার’ গ্রন্থে (পৃ. ১৫০) লেখা আছে।

মাখদূম মুহাম্মাদ হাশিম ঠাঠবী ‘কাশফুর রাইন’ পুস্তিকায় (পৃ. ১৭) লিখেছেন,

والمرسل مقبول عند الحنفية–

‘মুরসাল বর্ণনা আহনাফের কাছে দলীল ও গ্রহণযোগ্য’।

* অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনুল হুমামও ‘ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ’ গ্রন্থে (১/২৩৯) লিখেছেন, ‘মুহাদ্দিসদের কাছেও মুরসাল বর্ণনা অন্যান্য হাদীসের বিদ্যমান থাকাবস্থায় গ্রহণযোগ্য। যেহেতু এখানে অন্যান্য মুত্তাসিল হাদীস বর্ণিত আছে সেহেতু এই বর্ণনাটিও দলীল হতে পারে। আর এর সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য ও সিকাহ। যেমন ইমাম বায়হাকী মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার গ্রন্থে, আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী ফাতহুল গফূর গ্রন্থে, সাহেবে খেলাফাত

৪৪. আমালুল ইয়াউম ওয়াল-লাইলা পৃ. ১১; ফাতহুল গফূর পৃ. ৫৯।

দারজুদ দুরার গ্রন্থে এবং আল্লামা মুবারকপূরী তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে (১/২১৬) লিখেছেন'।[৪৫]

যেহেতু এই মুরসাল বর্ণনাটির অসংখ্য শাহেদ বিদ্যমান {যেমনটা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখিত আছে} সেহেতু এ হাদীসটি একেবারেই সহীহ। কেননা মুরসাল হিসেবে এর সনদ সহীহ। এর রাবীদের বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

রাবী-৬ : তাউস বিন কায়সান ইয়ামেনীর পরিচয়

তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার রাবী। অসংখ্য মুহাদ্দিস তাকে তাওসীক করেছেন। বরং তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ।

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[৪৬]

* ইমাম আবূ যুরআহ রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[৪৭]

* ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেছেন,

اتفقوا على جلالته وفضيلته، ووفور علمه، وصلاحه، وحفظه، وتثبته–

'তার জালালত ও ফযীলত, পরিপূর্ণ ইলম, দীনদারী ও হিফয-যবতের উপর সবার ঐকমত রয়েছে'।[৪৮]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

ثقة فقيه فاضل–

---

৪৫. নামায মেঁ খুশূ আওর আজিযী পৃ. ১১-১২।
৪৬. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৫০০, সনদ সহীহ।
৪৭. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৫০০, সনদ সহীহ।
৪৮. তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত ১/২৫১।

‘তিনি সিকাহ, ফকীহ, ফাযেল’।[৪৯]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে তার হাদীস দ্বারা দলীল নিয়েছেন। যেমন দেখুন ‘হাদীস আওর আহলে হাদীস’ (পৃ. ২৫৪ হা/৬)। এর সনদে এই রাবীই বিদ্যমান আছেন।[৫০]

রাবী-৭ : সুলায়মান বিন মূসা আল-কুরাশীর পরিচয়

তিনি মুসলিম ও সুনানে আরবাআর রাবীদের অন্যতম একজন। তিনি সিকাহ ছিলেন।

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ ছিলেন’।[৫১]

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ’।[৫২]

মাওলানা ইজায আশরাফ সাহেব লিখেছেন, ‘ইমাম ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ সুলায়মান বিন মূসাকে যুহরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সিকাহ আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এই বরাত দ্বারা এটা মনে করা যে, এর দ্বারা সুলায়মান বিন মূসা রহিমাহুল্লাহ্‌র তাওসীক শর্তহীনভাবে প্রমাণিত হয়-একেবারেই ভুল’।[৫৩]

আরয রইল যে, এই অভিযোগ ঐ সময় সঠিক হত যখন ইমাম ইবনু মাঈন হতে সুলায়মান বিন মূসার তাযঈফ প্রমাণিত থাকত। অথবা অন্ততপক্ষে সুলায়মান বিন মূসার যঈফ হওয়া অগ্রগণ্য হত। কিন্তু যখন ইমাম ইবনু মাঈন অন্য কোন স্থানে সুলায়মান বিন মূসাকে যঈফ-ই বলেন নি তখন তার তাওসীক সাধারণ তাওসীকই মানতে হবে। অনুরূপভাবে অন্য মুহাদ্দিসদের উক্তিসমূহের

---

৪৯. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩০০৯।
৫০. শারহু মাআনিল আসার হা/৯৮৮।
৫১. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৪৫৭।
৫২. তারীখু ইবনু মাঈন (দারেমীর বর্ণনা) পৃ. ৪৬।
৫৩. নামায মেঁ হাত বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৭৩।

আলোকেও অগ্রগণ্য অভিমত এটাই যে, সুলায়মান বিন মূসা সিকাহ রাবী। সুতরাং ইবনু মাঈনের তাওসীককে খাস করার কোন বিবেকসম্মত কারণ নেই।

* ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আকসাম আল-কাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪২ হি.) বলেছেন,

ثقة وحديثه صحيح عندنا–

‘তিনি সিকাহ। তার হাদীস আমাদের কাছে সহীহ’।[৫৪]

নোট : ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আকসামকে ‘অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি তার কিছু গ্রন্থের নামও তুলে ধরেছেন।[৫৫]

* ইমাম আব্দুর রহমান বিন ইবরাহীম দুহাইম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪৫ হি.) বলেছেন,

اوثق اصحاب مكحول : سليمان بن موسي–

‘মাকহূলের ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক সিকাহ হলেন সুলায়মান বিন মূসা’।[৫৬]

মাওলানা ইজায আশরাফী[৫৭] সাহেব লিখেছেন, ‘সুলায়মান বিন মূসা রহিমাহুল্লাহ হযরত মাকহূল রহিমাহুল্লাহ্র ছাত্রদের মধ্যে দৃঢ় হবেন। অন্য মুহাদ্দিসদের থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং এই দলীলটি পেশ করা বাতিল’।[৫৮]

আরয রইল, {অন্য মুহাদ্দিসদের থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সুলায়মান বিন মূসা দৃঢ় হবেন না}–এ কথাটি ইমাম দুহাইম কোথাও বলেন নি। সুতরাং যখন ইমাম

---

৫৪. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/৯৯।
৫৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১২/৬।
৫৬. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/১৪১, সনদ সহীহ।
৫৭. তিনি একজন দেওবন্দী আলেম (অনুবাদক)।
৫৮. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৭২।

দুহাইম রহিমাহুল্লাহ হতে সুলায়মান বিন মূসার তাযঈফ-ই প্রমাণিত নেই। তখন তার এই তাওসীককে কিভাবে খাস করা যেতে পারে? উপরন্তু অন্য মুহাদ্দিসদের উক্তির আলোকেও সুলায়মান বিন মূসার সাকাহাত প্রমাণিত। সুতরাং ইমাম দুহাইমের এই তাওসীককে খাস করার কোন ভিত্তি নেই।

বরং ইমাম মিয্যী বলেছেন,

وَقَال عُثْمَان بْن سَعِيد الدارمي، عَنْ دحيم : وسُلَيْمان بْن موسى ثقة–

'ওসমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী দুহাইম হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, সুলায়মান বিন মূসা একজন সিকাহ রাবী'।[৫৯]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, ইমাম দুহাইম সুলায়মান বিন মূসাকে শর্তহীনভাবেই সিকাহ বলেছেন।

* ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন

لا بأس به ثقة–

'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। তিনি সিকাহ'।[৬০]

* ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন,

محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب–

'তিনি সত্যবাদী। আর তার হাদীসগুলিতে কিছুটা ইযতিরাব রয়েছে'।[৬১]

আরয রইল, ইমাম আবূ হাতেম {তার স্রেফ কিছু হাদীসে ইযতিরাব আছে} বলেছেন। অর্থাৎ তার অধিকাংশ হাদীস সহীহ ও সালেম। আর উসূলে হাদীসের

৫৯. তাহযীবুল কামাল ১২/৯৫।
৬০. সুওয়ালাতুল আজুর্রী ৫/১৮।
৬১. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/১৪১।

বুনিয়াদী নিয়ম আছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রের অবস্থাকেই গণ্য করতে হবে। এজন্য অধিকাংশ অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে তার হাদীসগুলি সহীহ ও সালেম।

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৪ হি.) তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন,

كان فقيها ورعا–

'তিনি ফকীহ ও পরহেযগার ছিলেন'।[৬২]

* ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি সাবত সদূক'।[৬৩]

* ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন,

من الثقات الحفاظ–

'তিনি সিকাহ হাফেয'।[৬৪]

* ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন,

قَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ ثِقَاتٌ مِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ فَقِيهٌ ثِقَةٌ إِمَامٌ–

'এ হাদীসকে সিকাহ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। এতে সুলায়মান বিন মূসা রয়েছেন। তিনি ফকীহ, সিকাহ ও ইমাম'।[৬৫]

* ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেছেন 'আর এটা বলা সম্ভবপর যে, সুলায়মান সিকাহ রাবী'।[৬৬]

---

৬২. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৬/৩৮০।
৬৩. ইবনু আদী, আল-কামিল ফী যুআফাইর রিজাল ৪/২৬২।
৬৪. ইলালুদ দারাকুতনী ১৫/১৪।
৬৫. আত-তামহীদ ১৯/৮৬।
৬৬. ইবনুল জাওযী, আত-তাহকীক ১/১৪৪।

* ইমাম ইবনু খালফূন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৩৬ হি.) তাকে সিকাহ বলেছেন। হাফেয মুগলতাঈ বলেছেন, 'ইবনু খালফূন তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'।[৬৭]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি খুব বড় মাপের ইমাম ও দামেশকের মুফতী ছিলেন'।[৬৮]

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তিনি সদূক রাবী'।[৬৯]

তিনি তার একটি হাদীস সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন, 'আমরা বলছি, এই হাদীসটি সহীহ'।[৭০]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৩৬ হি.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী ফকীহ। তার হাদীসে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে'।[৭১]

প্রকাশ থাকে যে, 'কিছুটা দুর্বলতা' জারাহটি তাযঈফের উপর প্রমাণ বহন করে না। বরং এর দ্বারা স্রেফ উচ্চস্তরের সাকাহাতের বিষয়টি নাকোচ করা হয়। এটাই কারণ যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে শুরুতে 'সত্যবাদী' বলেছেন।

বরং অন্য একটি স্থানে তিনি তাকে 'সিকাহ' বলেছেন। যেমন তিনি তার একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর রাবীগণ সিকাহ'।[৭২]

এছাড়াও তিনি তার আরেকটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এই হাদীসটি হাসান সহীহ'।[৭৩]

---

৬৭. মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০১।
৬৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৪৩৩।
৬৯. মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্‌সাক পৃ. ৯৪।
৭০. যাহাবী, তানকীহুত তাহকীক ২/১৬৮।
৭১. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৬১৬।
৭২. ফাতহুল বারী ১০/৮।
৭৩. নাতায়েজুল আফকার ৩/২৪৯।

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল দেন।[৭৪] যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'। এর সনদে এই রাবীই রয়েছেন।[৭৫]

বরং সরফরায খান দেওবন্দী সাহেব বলেছেন, 'জমহূর তাকে সিকাহ বলেছেন'।[৭৬]

কয়েকটি জারাহ-এর পর্যালোচনা

* ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى مُنْكَرُ الْحَدِيثِ أَنَا لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَحَادِيثَ عَامَّتُهَا مَنَاكِيرُ–

'সুলায়মান বিন মূসা হলেন মুনকারুল হাদীস। তার থেকে আমি কোন বর্ণনা গ্রহণ করি না। সুলায়মান বিন মূসা যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই মুনকার'।[৭৭]

আরয রইল যে, এই জারাহ-এর শেষে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন, সুলায়মান বিন মূসা যে সকল বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন সেগুলির মধ্য হতে অধিকাংশই মুনকার।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই রাবীর বেশী বর্ণনা পান-ই নি। আর তার বর্ণনাগুলির মধ্য হতে যে সামান্য অংশ তিনি পেয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ বর্ণনাই ছিল মুনকার। এজন্য ইমাম বুখারী তার উপর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, সুলায়মান বিন মূসার অধিকাংশ বর্ণনায় নাকারাত নেই। যেমন প্রথমে ইমাম আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ্র স্পষ্ট আলোচনা পেশ করা হয়েছে যে, তিনি এর রাবীকে সত্যবাদী বলতে গিয়ে তার

---

৭৪. যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ২২৯ হা/৬)।
৭৫. তাবারানী, আল-মুজামুস সগীর হা/১১৬২।
৭৬. খাযায়েনুস সুনান ২/৮৯।
৭৭. তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর পৃ. ২৫৭।

কিছু বর্ণনাতে ইযতিরাব রয়েছে বলে নির্দেশ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র জারাহও এর উপরই প্রমাণ বহন করছে। যেমনটা সামনে আলোচিত হবে।

বরং এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার যে সকল হাদীসগুলিতে নাকারাত রয়েছে সেগুলির যিম্মাদার এগুলি নয়। বরং তার চাইতে উঁচু স্তরের রাবী হতে হবে। এর প্রতিই ইশারা করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

–وهذه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها–

'সুলায়মান বিন মূসার যে সকল গরীব হাদীসে নাকারাত পাওয়া গেছে সেগুলি সম্ভবত তিনি মুখস্ত করেছিলেন'।[৭৮]

এ ব্যতীত একাধিক জলীলুল কদর মুহাদ্দিস তাকে কোনরূপ দ্বিধা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় সিকাহ বলেছেন। এমনকি কঠোরপন্থীরাও তাকে সিকাহ বলেছেন। যেমনটা গত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য রিজালের ইমামদের ফায়সালাই হল রাজেহ।

* ইমাম উকায়লী স্বীয় সনদের সাথে ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে বর্ণনা করেছেন, 'তাকে তিরস্কার করা হয়েছে'।[৭৯]

আরয রইল যে, ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে এই জারাহটি প্রমাণিত-ই নেই। ইমাম উকায়লী যেই সনদের সাথে এই জারাহটি বর্ণনা করেছেন তার সকল রাবীর জীবনী আমরা পেতে সক্ষম হইনি। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে যেন আমাদেরকে অবগত করেন। উপরন্তু এই জারাহটি গায়ের মুফাস্‌সার। আর অন্য মুহাদ্দিসদের তাওসীকের বিপরীত।

---

৭৮. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ২/২২৬।
৭৯. উকায়লী, আয-যুআফা ২/১৪০।

ইমাম উকায়লী এই উক্তি ও ইমাম বুখারীর জারাহ-এর ভিত্তিতে তাকে যঈফ রাবীদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এ জন্য এটিও ধর্তব্যযোগ্য নয়। বিশেষত ইমাম উকায়লী একজন কট্টর পন্থী ছিলেন।

কিছু মানুষ বলেন, ইবনুল জারূদ এবং ইবনুল জাওযী তাকে যঈফ রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এর জবাব এই যে, স্রেফ যঈফ গ্রন্থসমূহে উল্লেখ হওয়ার দ্বারা এটা আবশ্যিক হয় না যে, যঈফ রাবীদের গ্রন্থপ্রণেতাদের দৃষ্টিতে সেই রাবী যঈফ।[৮০]

উপরন্তু ইবনুল জাওযী সুলায়মান বিন মূসাকে উল্লেখ করার পর বলেছেন,

وَثمّ آخرَانِ سُلَيْمَان بن مُوسَى أَبُو دَاوُد الزُّهْرِيّ يروي عَن مسعر سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن جَعْفَر بن سعد وَمَا عرفنَا فيهمَا طَعنا–

'সুলায়মান নামের আরও দুজন রাবী আছেন। একজন হলেন সুলায়মান বিন মূসা আবূ দাঊদ আয-যুহরী। যিনি মিসআর হতে বর্ণনা করতেন। অপরজন হলেন সুলায়মান বিন মূসা। যিনি জাফর হতে বর্ণনা করতেন। এ দুজনের ব্যাপারে আমরা কোন জারাহ অবগত হতে পারি নি'।[৮১]

ইবনুল জাওযীর এই বাক্যগুলি দ্বারাও জানা যায় যে, তিনি স্বীয় গ্রন্থে স্রেফ যঈফ রাবীদেরই উল্লেখ করতেন না। বরং যার উপর জারাহ রয়েছে এমন প্রত্যেক রাবীকে তিনি উল্লেখ করতেন। এছাড়াও পূর্বেই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, ইবনুল জাওযী এই রাবীকে সিকাহ বলেছেন।

* ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন,

سُلَيْمَان بن مُوسَى الدِّمَشْقِي أحد الْفُقَهَاء لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث–

---

৮০. শায়েখ কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলী প্রণীত 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযা পৃ. ২৩৬-২৩৮।

৮১. ইবনুল জাওযী, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন ২/২৫।

‘সুলায়মান বিন মূসা দামেশকের অধিবাসী। তিনি অন্যতম ফকীহ। তবে তিনি হাদীসে শক্তিশালী নন’।[৮২]

আরয রইল, জারাহ-এর এ শব্দটি রাবীকে সাধারণভাবে যঈফ আখ্যাদানের উপর দলীল বহন করে না। আমরা এর পুরো বিস্তারিত আলোচনা ‘ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ’ গ্রন্থে পেশ করেছি।[৮৩] পাঠকগণ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন।

ইমাম মিযযী বলেছেন,

وقال في موضع اخر في حديثه شيئ–

‘ইমাম নাসাঈ অন্যত্র বলেছেন, তার হাদীসে কিছু (সমস্যা) রয়েছে’।[৮৪]

প্রথমত : ইমাম মিযযী সেই অন্য স্থানটির উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি।

দ্বিতীয়ত : জারাহ-টিও সাধারণ মানের। আর ইমাম নাসাঈর-ই উল্লিখিত উক্তি মোতাবেক এর দ্বারা তাযঈফ উদ্দেশ্য নয়। বরং উচ্চস্তরের সাকাহাতকে নাকোচ করা হয়েছে; শর্তহীনভাবে সাকাহাতকে নাকোচ করা হয়নি।

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ একজন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ। তার মাঝে কিছু রয়েছে’।[৮৫]

এখানে লক্ষ্য করুন! ইমাম যাহাবী একজন রাবী সম্পর্কে ‘তার মাঝে কিছু রয়েছে’ বলার পরও তাকে সিকাহ আখ্যা দিলেন। এটা এ বিষয়টির দলীল যে, ‘তার মাঝে কিছু রয়েছে’ জারাহ দ্বারা কোন রাবীর তাযঈফ সাব্যস্ত হয় না।

* ইমাম যাকারিয়া বিন ইয়াহ্ইয়া আস-সাজী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৭ হি.) বলেছেন, ‘তার কাছে মানাকীর রয়েছে’।[৮৬]

---

৮২. ইমাম নাসাঈ, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৪৯।
৮৩. পৃ. ৬৩৪-৬৩৫।
৮৪. তাহযীবুল কামাল ১২/৯৭।
৮৫. যাহাবী, আল-কাশিফ ১/২৭২।
৮৬. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০০।

এর দ্বারাও রাবীর তাযঈফ হয় না। কেননা কোন রাবীর কাছে মানাকীর থাকার কারণে এটা আবশ্যিক হয় না যে, এর যিম্মাদার স্রেফ ঐ রাবীই। বরং এটাও সম্ভব যে, এই মানাকীর তার উপরের রাবী হতে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি এ থেকে মুক্ত।

ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ ইমাম দারাকুতনী স্বীয় প্রশ্ন-জবাব উদ্ধৃত করতে গিয়ে লিখেছেন,

قلت فسليمان بن بنت شرحبيل ؟ قال ثقة قلت أليس عنده مناكير–قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فهو ثقة–

'আমি বললাম, তাহলে সুলায়মান বিন বিনতে শুরাহবীল কেমন রাবী? ইমাম দারাকুতনী বললেন, তিনি সিকাহ। আমি বললাম, তিনি কি এমন নন যে, তার কাছে মানাকীর নেই'? ইমাম দারাকুতনী বললেন, তিনি এমন রাবীদের থেকে মানাকীর বর্ণনা করতেন যারা যঈফ রাবী। কিন্তু তিনি স্বয়ং সিকাহ রাবী ছিলেন'।[৮৭]

* ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭৮ হি.) বলেছেন, 'তার হাদীসে কিছু মুনকার বর্ণনা আছে'।[৮৮]

এটি কিছু মানাকীর বর্ণনার ব্যাপারে কৃত জারাহ। এর দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না। আবার কিছু মানাকীর বর্ণনার কারণও সুলায়মান বিন মূসা নন। বরং তার ঊর্ধ্বতন কোন রাবী হতে পারে। যেমনটা ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ্‌র স্পষ্ট ভাষ্য থেকে পূর্বে পেশ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন,

سُلَيْمَان بْن مُوسَى وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْعِلْمِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ سَيِّئُ الْحِفْظِ–

৮৭. সুওয়ালাতুল হাকেম লিদ-দারাকুতনী পৃ. ২১৭।
৮৮. আল-আসামী ওয়াল-কুনা লি-আবী আহমাদ আল-হাকেম ১/২৮৯।

‘সুলায়মান বিন মূসা যদিও শামের অন্যতম ইমাম ছিলেন; কিন্তু তিনি মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে মন্দ স্মৃতির অধিকারী রাবী ছিলেন’।[৮৯]

এখানে سَيِّئُ الْحِفْظِ দ্বারা হিফযের সাধারণ মন্দতা বুঝানো হয়েছে। যদ্দারা আবশ্যিকভাবে যঈফ হওয়া বুঝায় না। এর দলীল এই যে, খোদ ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ্‌র কয়েকটি স্থানে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পাশাপাশি তাকে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন। যেমন এক স্থানে তিনি বলেছেন,

قَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ ثِقَاتٌ مِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ فَقِيهٌ ثِقَةٌ إِمَامٌ–

‘এ হাদীসকে সিকাহ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সুলায়মান বিন মূসা রয়েছেন। যিনি ফকীহ ও সিকাহ ইমাম’।[৯০]

আরেকটি স্থানে তার একটি বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثِقَاتٌ–

‘এ হাদীসটি সহীহ। কেননা যুহরী হতে একে সিকাহ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন’।[৯১]

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَحِّحُونَ حَدِيثَهُ–

‘অধিকাংশ অভিজ্ঞ আলেম তার হাদীসকে সহীহ বলেন’।[৯২]

* ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে এটা বর্ণনা করা হয় যে,

---

৮৯. আল-ইসতিযকার ২/২৪৬।
৯০. আত-তামহীদ ১৯/৮৬।
৯১. আল-ইসতিযকার ৫/৩৯২।
৯২. ঐ ৬/৬৭।

وكان خولط قبل موته بيسير–

'মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইখতিলাতে পতিত হয়ে গিয়েছিলেন'।[৯৩]

এ উক্তিটি ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে সহীহ সনদে বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নেই।

আল্লামা রুশদুল্লাহ শাহ রাশিদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

إن العقيلي لم يلق ابن المديني–والواسطة بينهما غير معلومة– فروايته هذه عنه منقطعة فلا يحتج بها–

'উকায়লী ইবনুল মাদীনীর সাক্ষাৎ পান নি। এ দুজনের মধ্যকার সূত্রটি অজ্ঞাত। এ জন্য এই বর্ণনাটি মুনকাতি। সুতরাং এর দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়'।[৯৪]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কিছু মানুষ সুলায়মান বিন মূসাকে মুদাল্লিস রাবী বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন, এগুলি সব মুদাল্লাস বর্ণনা'।[৯৫]

আরয রইল, ইমাম ইবনু হিব্বানের পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি নিম্নরূপ-

وقد قيل انه سمع جابرا وليس ذاك بشئ تلك كلها أخبار مدلسة–

'আর এটাও বলা হয়েছে যে, সুলায়মান বিন মূসা জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। বরং এভাবে বর্ণিত হাদীসগুলি মুদাল্লাস'।[৯৬]

ইমাম ইবনু হিব্বানের পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি দেখার পর পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ইবনু হিব্বান এখানে ইরসালের অর্থে তাদলীস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেননা তাদলীসের ক্ষেত্রে মুদাল্লিস রাবী স্বীয় শায়েখকে উহ্য করে যার থেকে আন শব্দ

৯৩. তাহযীবুত তাহযীব ৪/২২৭।
৯৪. দারজুদ দুরার (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ১৬।
৯৫. ইবনু হিব্বান, মাশাহীরু উলামায়িল আমসার পৃ. ১৭৯।
৯৬. ঐ।

দ্বারা বর্ণনা করেন; তিনিও তার উস্তাদ হয়ে থাকেন। আর মুদাল্লিস রাবীও তার থেকে কিছু বর্ণনা শ্রবণ করেন। কিন্তু এখানে ইবনু হিব্বান প্রথমে জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে সুলায়মান বিন মূসার শ্রবণের নাকোচ করেছেন। এরপর তিনি বলছেন, 'তার এরূপ বর্ণনা তাদলীস কৃত'। অর্থাৎ মুরসাল বর্ণনা।

আরেক জন রাবী সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وقد روي عن أنس ولم ير دلس عنه–

'তিনি আনাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি আনাস রাযিআল্লাহু আনহুকে দেখেন নি। তার থেকে তিনি তাদলীস করেছেন'।[৯৭]

প্রকাশ থাকে যে, একজন রাবী যাকে দেখেন-ই নি তিনি কিভাবে তার থেকে তাদলীস করতে পারেন? এজন্য এখানে তাদলীস 'ইরসাল'-এর অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

প্রতীয়মান হল, ইমাম ইবনু হিব্বান ইরসালের অর্থেও তাদলীস শব্দটি ব্যবহার করতেন। আর এখানে এই বিষয়টিই ঘটেছে। এজন্য ইমাম ইবনু হিব্বানের এই উক্তির ভিত্তিতে সুলায়মান বিন মূসাকে পারিভাষিক অর্থে মুদাল্লিস বলা ভুল। বরং উসূলে হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার দলীল।

মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব সুলায়মান বিন মূসার উপর ২৩ জন মুহাদ্দিসের জারাহ দেখানোর চেষ্টা করেছেন।[৯৮] অথচ বিষয়টি মোটেও এমন নয়। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

বানোয়াট জারাহ সমূহ

মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '**১২-** ইমাম আবুল আরব বলেছেন, তাকে নিয়ে আপত্তি রয়েছে' (আল-ইকমাল রাবী নং ২২২৮)।[৯৯]

৯৭. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৬/৯৮।
৯৮. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৭২।
৯৯. ঐ পৃ. ১৪৪।

আরয রইল যে, ইমাম আবুল আরব এ রাবীর উপর 'তাকে নিয়ে আপত্তি আছে' কথাটি আদৌ বলেন নি। বরং তিনি এটা বলেছেন যে, আমি সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে কাউকে গায়ের সিকাহ বলতে শুনিনি। আল-ইকমাল গ্রন্থে মুগলতাঈর বাক্যগুলি নিম্নরূপ-

وقال أبو العرب ما سمعت عن أحد في سليمان أنه غير ثقة وفيه نظر لما ذكرناه–

'আবুল আরব বলেছেন, আমি সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে কাউকেই গায়ের সিকাহ বলতে শুনি নি। (মুগলতাঈ বলেন) আমরা যা উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে এ কথাটি আপত্তিকর'।[১০০]

হাফেয মুগলতাঈর আসল ইবারতটি দেখার পর জানা যায় যে, আবুল আরব কোন জারাহ করেন নি। বরং তিনি তো জারাহ-এর বিপরীতে এটা বলেছেন যে, আমি কাউকে বলতে শুনিনি যে, সুলায়মান গায়ের সিকাহ রাবী। আবুল আরবের এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর মুগলতাঈ বলছেন فيه نظر لما ذكرناه 'আমরা যা উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এতে আপত্তি রয়েছে'।

অর্থাৎ আবুল আরব যে বলেছেন, 'আমি কাউকে তাকে গায়ের সিকাহ বলতে শুনিনি' –কথাটি আপত্তিকর। আমরা যা উল্লেখ করেছি তার আলোকে। অর্থাৎ পূর্বে মুগলতাঈর উল্লিখিত ঐ সকল উক্তি, যেগুলিতে সুলায়মানের উপর জারাহ করা হয়েছে।

এখন আশরাফী সাহেব মুগলতাঈর এই উক্তিকে {যা সুলায়মান সম্পর্কে ছিল না- বরং আবুল আরবের পর্যালোচনা সম্পর্কে ছিল} সুলায়মানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এবং পর্যালোচনায় থাকা রাবীর উপর সমালোচনা হিসেবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। এটাই হল জনাব আশরাফী সাহেবের আরবী ভাষায় দক্ষতা থাকার বাস্তবতা।

---

১০০. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০০।

মোটকথা : ইমাম আবুল আরব এমন কোন জারাহ করেন নি। সুতরাং তার প্রতি এ জারাহকে নিসবত করা বানোয়াট কাজের অবতারণা বৈ কিছু নয়।

* মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '**৮**-আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন' (আসামী যুআফা ২/৬২২)।[১০১]

১৮-ইমাম বারযাঈ তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন' (সুওয়ালাতুল বারযাঈ)।[১০২]

মাওলানা আশরাফী সাহেব এখানে দুটি ভুল বক্তব্য প্রদান করেছেন।-

প্রথমত : তিনি আলোচ্য রাবী 'ইমাম সুলায়মান বিন মূসা কুরাশী' সম্পর্কে এটা বলে দিয়েছেন যে, তাকে ইমাম আবূ যুরআহ 'যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ এটি ভুল। কেননা ইমাম আবূ যুরআহ আলোচ্য রাবীকে নয়। বরং সুলায়মান বিন মূসা আবূ দাঊদ আয-যুহরী আল-কূফীকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর (আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি) ভিন্ন রাবী।[১০৩]

দ্বিতীয়ত : মাওলানা আশরাফী সাহেব দ্বিতীয় ভুল বর্ণনা এটা করেছেন যে, আবূ যুরআহ্র একটি ভুলের উদ্ধৃতিকেও দুটি উদ্ধৃতি বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বুঝে আসে না যে, এসব কর্ম তার জাহালতের দরূণ হয়েছে নাকি তিনি স্বীয় বাতিল মাযহাবকে প্রমাণিত করার জন্য ধোঁকা, প্রতারণা সব কিছুকেই জায়েয মনে করেছেন! কতই না বেপরোয়ার সাথে তিনি ইমাম বারযাঈর নাম লিখে দিয়ে বলছেন যে, 'তিনি তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'। আর সামনে অগ্রসর হয়ে 'সুওয়ালাতুল বারযাঈ' গ্রন্থের বরাত লেখলেন!!!

কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, যঈফ রাবীদের উপর ইমাম বারযাঈ কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন কি? নাকি সুওয়ালাতুল বারযাঈ গ্রন্থে ইমাম বারযাঈর নিজস্ব উক্তি রয়েছে? আর এক মুহূর্তের জন্য একে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এতে

---

১০১. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৭৪।
১০২. ঐ পৃ. ১৭৫।
১০৩. আবূ যুরআহ আর-রাযী, আয-যুআফা ২/৬২২।

ইমাম বারযাঈর স্বীয় উক্তিগুলি রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দা! সুওয়ালাতুল বারযাঈ গ্রন্থে সুলায়মান বিন মূসা নামের রাবীর কথা কোথায় উল্লেখ আছে? আশরাফী সাহেব বাতিলভাবে তো সুওয়ালাতুল বারযাঈর নাম লিখে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোন খণ্ড, পৃষ্ঠার নং লিখেন নি। আর লেখবেন-ই বা কিভাবে? সুওয়ালাতুল বারযাঈ গ্রন্থে এ নামে তো কোন-ই রাবী নেই।

মূলত ইমাম আবূ যুরআহ্‌র আয-যুআফা গ্রন্থটি সুওয়ালাতুল বারযাঈ গ্রন্থের শেষে যুক্ত করে মুদ্রিত হয়েছে। এজন্য হতে পারে যে, মাওলানা আশরাফী সাহেব নিজের জাহালতের প্রমাণ দিতে গিয়ে সুওয়ালাতুল বারযাঈর সাথে মুদ্রিত আয-যুআফা গ্রন্থকে সুওয়ালাতুল বারযাঈ-এরই অংশ মনে করেছেন এবং জাহালতে নিমজ্জিত হয়ে একটি বরাতকে দুটি বরাত বানিয়ে দিয়েছেন।

যাহোক, এখানে বরাত একটাই। আর এর সাথেও আলোচ্য রাবীর কোনই সম্পর্ক নেই। বরং ইমাম আবূ যুরআহ্‌র আয-যুআফা গ্রন্থে উল্লিখিত সুলায়মান বিন মূসা হলেন অন্য রাবী। যেমনটা স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

* মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '**১৭**-ইমাম হুসাইন রহিমাহুল্লাহ তাযঈফের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন (মান লাহু রিওয়ায়াহ, রাবী নং ২১৩৩)'।[১০৪]

এটা মাওলানা ইজায আশরাফীর মনগড়া উদ্ধৃতি। আমাদের ইলম মোতাবেক ইমাম হুসাইনের প্রতি সম্বন্ধিত 'মান লাহু রিওয়ায়াহ' নামের কোন বই কোন ইমামের গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি, যেখানে এমন কোন কথা আছে। এছাড়াও ২১৩৩ নং পর্যন্ত কোন রাবীর জীবনীও (এ বইতে) নেই।

* মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '**২২**-আল্লামা যাহাবী রহিমাহুল্লাহ যঈফ বলেছেন (আল-মুগনী ওয়ায-যুআফা, রাবী নং ২৬৩০)'।[১০৫]

আরয রইল যে, এটা সরাসরি মিথ্যাচার। ইমাম যাহাবী তার এই গ্রন্থে এ রাবীকে নিশ্চিৎরূপে যঈফ বলেন নি।

১০৪. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৭৫।
১০৫. ঐ।

উক্ত পাঁচটি উদ্ধৃতি মনগড়া হওয়ার কারণে বাতিল। অবশিষ্ট রইল **১৮**টি।

পুণরাবৃত্তিক উদ্ধৃতি সমূহ

* ইমাম বুখারীর জারাহ-এর উপর পর্যালোচনা গত হয়েছে। আশরাফী সাহেব ইমাম বুখারীর বরাতটি ছয় বার পেশ করেছেন। যেমন-

'**১**- ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার কাছে মুনকার বর্ণনা সমূহ আছে' (বুখারী, যুআফা, রাবী নং ১৪৬)।[১০৬]

'**২**- ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীস' (তারীখুল কাবীর ৪/১৮৮৮)।[১০৭]

'**১০**- ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, বুখারীর উক্তি রয়েছে, তার কাছে মুনকার বর্ণনা সমূহ আছে' (আল-ইলালুল কাবীর পৃ. ৪৭)।[১০৮]

'**১১**- ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীস' (তারতীবু ইলালিত তিরমিযী পৃ. ২০)।[১০৯]

'**১৪**- ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার কাছে কিছু আজব হাদীস রয়েছে' (তারীখু দিমাশ ২২/৩৬৭)।[১১০]

'**২৩**- ইমাম ইবনু জুরাইজ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার কাছে কতিপয় আজীব হাদীস রয়েছে' (তারীখু দিমাশ ২২/৩৬৭)।[১১১]

এ সমস্ত বরাত একই ইমামের। অর্থাৎ ইমাম বুখারীর। আর মাওলানা আশরাফী সাহেব একই বরাতকে ছয়টি বরাত বানিয়ে দিয়েছেন। ধারাবাহিকভাবে সেগুলির পর্যালোচনা পেশ করা হল-

---

১০৬. ঐ, পৃ. ১৭৪।
১০৭. ঐ।
১০৮. ঐ।
১০৯. ঐ।
১১০. ঐ।
১১১. ঐ পৃ. ১৭৫।

প্রথম দুটি বরাতে তো আশরাফী সাহেব নিজেই দুটি স্থানে ইমাম বুখারীর নাম লিখেছেন। তিনি তৃতীয় বরাতেও তিরমিযীর সূত্রে ইমাম বুখারীর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চতুর্থ বরাতে তিনি ইমাম বুখারীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। অথচ 'তারতীব ইলালিত তিরমিযী' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, 'মুহাম্মাদ (বিন ইসমাঈল আল-বুখারী তথা ইমাম বুখারী) বলেছেন, সুলায়মান বিন মূসা মুনকারুল হাদীস'।[১১২]

শেষের দুটি বরাতে যেগুলির জন্য তারীখে দিমাশকের একই স্থানের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে; সেগুলিও ইমাম বুখারীর উক্তি। তারীখে দিমাশক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ও সাফ সাফ লিখা হয়েছে যে, 'বুখারী বলেছেন, তার কাছে আজব হাদীস সমূহ রয়েছে'।[১১৩]

মোটকথা : এই হল মোট ছয়টি বরাত। যা মূলত একজন ইমামেরই। এজন্য এগুলিকে একটি বরাত হিসেবে গণ্য করা হবে। অবশিষ্ট পাঁচটি বরাত বাতিল হয়ে গেছে। এক্ষণে অবশিষ্ট থাকে **১৩** টি।

* ইমাম নাসাঈর জারাহ-এর উপরও পর্যালোচনা গত হয়েছে। আশরাফী সাহেব ইমাম নাসাঈর বরাত দুটি স্থানে দিয়েছেন। এভাবে যে-

'**৫-** ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি হাদীসে শক্তিশালী নন' (যুআফা ওয়া মাতরূকীন জীবনী নং ২৫২)।[১১৪]

'**১৮-**ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার হাদীসে কিছু রয়েছে' (তাহযীবুল কামাল **১২**/৯৭)।[১১৫]

এটা একটি বরাত হিসেবেই গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় বরাতটি বাতিল হবে। প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয় বরাতটি তাহযীবুল কামাল হতে দেয়া হয়েছে। যা সনদবিহীন। এক্ষণে রইল **১২**টি বরাত।

---

১১২. তারতীবু ইলালিত তিরমিযী আল-কাবীর পৃ. ২৫৭।
১১৩. তারীখু দিমাশক ২২/৩৭২।
১১৪. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৭৪।
১১৫. ঐ পৃ. ১৭৫।

অপ্রাসঙ্গিক বরাত সমূহ

মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, ‘**১৬**-ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার প্রতিটি বর্ণনাই মুদাল্লাস’ (মাশাহীরু উলামা, রাবী নং ১৪১৫)।[১১৬]

জবাব : এটা কোন জারাহ নয়। বরং ইবনু হিব্বান এখানে তাদলীস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর তাদলীসের দোষারোপ দ্বারা কোন রাবী যঈফ প্রমাণিত হয়ে যান না।[১১৭]

প্রকাশ থাকে, ইবনু হিব্বান এখানে ইরসাল অর্থে তাদলীস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমনটা পূর্বে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ বরাতটিও অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে বাতিল। এখন রইল **১১**টি উদ্ধৃতি।

অপ্রমাণিত বরাত সমূহ

মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, ‘**৬**-ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি সমালোচিত’ (যুআফাউল কাবীর ২/১৪২)।[১১৮]

জবাব : এই জারাহটি ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে প্রমাণিত-ই নেই। যেমনটা আলোচিত হয়েছে। এজন্য এই বরাতটিও বাতিল। রইল **১০**টি বরাত।

তাওসীক সংক্রান্ত উদ্ধৃতি সমূহ

মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন,

---

১১৬. ঐ।

১১৭. যেমন সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ সিকাহ রাবী। কিন্তু তিনি কখনো কখনো তাদলীস করেছেন। এক্ষণে এর দ্বারা তিনি যঈফ রাবী হিসেবে গণ্য হবেন না। বরং তিনি যে সকল হাদীসের সনদে তাদলীস করেছেন কেবল সেই সব হাদীসের সনদগুলি দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, অন্য কোন শাহেদ বা মুতাবাআতের অনুপস্থিতিতে।-অনুবাদক।

১১৮. ঐ পৃ. ১৭৪।

‘**৪-**আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি সত্যবাদী। তার হাদীসে কিছু ইযতিরাব রয়েছে’।[১১৯]

‘**৫-**হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি সত্যবাদী। ফকীহ। তার হাদীসে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে’।[১২০]

জবাব : এ দুজন ইমাম তাওসীকের পর সামান্য জারাহ করেছেন। এজন্য এটি তাযঈফ সংক্রান্ত জারাহ নয়। এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ দুটি বরাতও বাতিল। রইল অবশিষ্ট ৮টি উদ্ধৃতি।

যুআফা গ্রন্থ দ্বারা দলীল গ্রহণ

মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন,

‘**৯-**ইমাম উকায়লী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন’ (যুআফায়ে উকায়লী, রাবী নং ৬৩২)।[১২১]

‘**১৩-**ইমাম ইবনুল জারূদ রহিমাহুল্লাহ তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন’ (আল-ইকমাল জীবনী নং ২২২৮)।[১২২]

‘**২০-**ইমাম ইবনু জাওযী রহিমাহুল্লাহ তাকে যঈফ রাবীদের জীবন চরিতে উল্লেখ করেছেন (যুআফা ওয়া মাতরূকীন জীবনী নং ১৫৪৯)।[১২৩]

জবাব : পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, স্রেফ যুআফা গ্রন্থে রাবীকে উল্লেখ করার অর্থ এটা নয় যে, সেই রাবী যুআফা গ্রন্থকারদের মতে যঈফ। তবে লেখকের স্পষ্ট বিবরণ বা তার মানহাজ দ্বারা যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তিনি যুআফার গ্রন্থে স্রেফ যঈফ রাবীদেরকেই লিপিবদ্ধ করেন (তাহলে তার বর্ণিত সকল রাবী যঈফ গণ্য হবে)। কিন্তু উল্লিখিত যুআফা গ্রন্থগুলিতে কোন

---

১১৯. ঐ পৃ. ১৭৪।
১২০. ঐ।
১২১. ঐ।
১২২. ঐ।
১২৩. ঐ পৃ. ১৭৫।

গ্রন্থের লেখক হতেই এমন কিছু প্রমাণিত নেই। সুতরাং স্রেফ এসব গ্রন্থে রাবীদের উল্লেখ করার দ্বারা এই ফলাফল বের করা ভুল যে, এগুলির লেখকদের দৃষ্টিতে এই রাবীগণ যঈফ। এজন্য এ তিনটি উদ্ধৃতিই বাতিল।

উল্লিখিত বরাতগুলি বাতিল হওয়ার পর স্রেফ তিনটি বরাত বেঁচে গেল। যা নিম্নরূপ-

(১) 'ইমাম বুখারী বলেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীস অথবা তার কাছে মুনকার বর্ণনা আছে অথবা তার কাছে আজব হাদীস রয়েছে'।[১২৪]

(২) 'ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি হাদীসের মধ্যে শক্তিশালী নন কিংবা তার হাদীসে কিছু (ত্রুটি-বিচ্যুতি) রয়েছে'।[১২৫]

(৩) 'ইমাম আবূ আহমাদ হাকেম বলেছেন, তার হাদীসে কতিপয় মুনকার বর্ণনা আছে'।[১২৬]

(৪) 'ইমাম সাজী বলেছেন, তার কাছে মুনকার বর্ণনা আছে'।[১২৭]

(৫) 'ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র বলেছেন, তিনি বাজে স্মৃতির অধিকারী।[১২৮]

এই পাঁচটি উদ্ধৃতির জবাব পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে দেয়া হয়েছে। যার সারকথা এই যে, ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র হতে তাওসীক প্রমাণিত আছে। ইমাম নাসাঈ ইমাম সাজী এবং আবূ আহমাদ হাকেমের জারাহ দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না। আর ইমাম বুখারীর জারাহ অন্য মুহাদ্দিসদের অগ্রগণ্য তাওসীকের মোকাবেলায় অগ্রহণীয়।

উপরন্তু এ সকল সমালোচনার মোকাবেলায় **১২**জন ইমাম-

(১) ইমাম ইবনু সাদ।

---

১২৪. ঐ।
১২৫. ঐ।
১২৬. ঐ।
১২৭. ঐ।
১২৮. ঐ।

(২) ইমাম ইবনু মাঈন।

(৩) ইমাম দুহাইম।

(৪) ইমাম আবূ দাঊদ।

(৫) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী।

(৬) ইমাম ইবনু হিব্বান।

(৭) ইমাম ইবনু আদী।

(৮) ইমাম দারাকুতনী।

(৯) ইমাম যাহাবী।

(১০) ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র।

(১১) ইমাম ইবনুল জাওযী।

(১২) ইমাম ইবনু খালফূন রহিমাহুমুল্লাহ-এর তাওসীক পেশ করা হয়েছে। সুতরাং তার সিকাহ হওয়াতে কোন সংশয় ও সন্দেহের সুযোগ নেই।

সারকথা : ইমাম সুলায়মান বিন মূসা সিকাহ রাবী। তার সম্পর্কে পেশকৃত জারাহ হয় প্রমাণিত-ই নয় কিংবা গায়ের মুফাস্‌সার অথবা কমজোর ভিত্তির উপর নির্মিত। এর বিপরীতে মুহাদ্দিসদের একটি বড় জামাআত স্পষ্ট ভাষ্যে তাকে সিকাহ বলেছেন। এ জন্য তার সিকাহ রাবী হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

সাওর বিন ইয়াযীদ আল-কালাঈ

তিনি বুখারী ও সুনানে আরবাআর রাবী। তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ।

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'সাওর বিন ইয়াযীদ সিকাহ রাবী'।[১২৯]

১২৯. তারীখু ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/১৯২।

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, ‘তিনি হাদীসে সিকাহ’।[১৩০]

* ইমাম আব্দুর রহমান বিন ইবরাহীম দুহাইম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪৫ হি.) বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ রাবী’।[১৩১]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, ‘তিনি হাদীসের হাফেয, মুতকিন’।[১৩২]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ-সাবত। কিন্তু কাদরিয়া আকীদা পোষণ করতেন’।[১৩৩]

আরয রইল যে, কাদরিয়া আকীদা দ্বারা সাকাহাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। এছাড়াও সাওর বিন ইয়াযীদ আল-কালাঈ এই আকীদা হতে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন।

* ইমাম আবূ যুরআহ আদ-দাশেকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮১ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ: يَا قَدَرِيُّ. قَالَ ثَوْرٌ: لَئِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ، إِنِّي لَرَجُلُ سُوْءٍ، وَلَئِنْ كُنْتُ عَلَى خِلَافِ مَا قُلْتَ، إِنَّكَ لَفِي حِلٍّ–

এক ব্যক্তি সাওর বিন ইয়াযীদকে বললেন, হে কাদরিয়া। তখন সাওর বললেন, ‘যদি আমি সেটাই হয়ে থাকি যা তুমি বললে, তাহলে আমি খুবই খারাপ মানুষ। আর তুমি যেটা বললে সেটা যদি আমি না হয়ে থাকি তাহলে তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম’।[১৩৪]

---

১৩০. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৪৬৭।
১৩১. আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ২/৩৬৭, সনদ সহীহ।
১৩২. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৪৪।
১৩৩. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৮৬১।
১৩৪. তারীখু আবূ যুরআহ আদ-দামেশকী পৃ. ৩৬০, সনদ সহীহ।

এ সহীহ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল, সাওর বিন ইয়াযীদ আদৌ কাদরিয়া ছিলেন না। সম্ভবত কিছু মানুষ ভুলের শিকার হয়ে তাকে কাদরিয়া মনে করেছিলেন।

কথার কথা যদি মেনেও নেই যে, তিনি কাদরিয়া ছিলেন। তাহলে এই বর্ণনা দ্বারা এটা আবশ্যিকভাবে মানতে হবে যে, তিনি কাদয়িরা মতবাদ হতে ফিরে এসেছিলেন। কেননা উল্লিখিত ব্যক্তি তাকে প্রথমে কাদরিয়া বলেছিলেন। যা তিনি নাকোচ করেছিলেন। এতে ইশারা রয়েছে যে, তার মুক্ত হওয়ার পূর্বেই তার কাদরিয়া হওয়ার বিষয়টি প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। আবার এই বর্ণনায় তার পক্ষ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা তার প্রত্যাবর্তন করার দলীল। এই বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قلت كان ثور عابدا ورعا والظاهر أنه رجع فقد روي أبو زرعة–

'আমি (ইমাম যাহাবী) বলছি, সাওর আবেদ, পরহেযগার ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, তিনি কাদরিয়াদের আকীদা থেকে ফিরে এসেছিলেন। যেমন আবূ যুরআহ বর্ণনা করেছেন'।[১৩৫]

এরপর ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ঐ বর্ণনাটি পেশ করেছেন। যেটি সহীহ সনদের সাথে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার উপর নাসবী হওয়ার তোহমতও বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

وَكَانَ يرْمي بِالنّصب أَيْضا وَقَالَ يحيى بن معِين كَانَ يُجَالس قوما ينالون من عَليّ لكنه هُوَ كَانَ لَا يسب–

১৩৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৪৫।

'তার উপর নাসবিয়াতের তোহমত দেয়া হত। ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইনি এমন লোকদের সাথে বসতেন যারা আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে মন্দ বলত। কিন্তু তিনি নিজে আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে মন্দ বলতেন না'।[১৩৬]

আরয রইল যে, আমার ক্ষুদ্র ইলম মোতাবেক কেউই তার উপর নাসবিয়াতের অপবাদ দেন নি। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ সম্ভবত নাসবীদের সাথে তার উঠা-বসার কারণে এই ফলাফল বের করেছেন। অথচ ইবনু মাঈন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে মন্দ বলতেন না। এমনকি নাসবীদের সাথে তার উঠা-বসাও প্রমাণিত নেই। যেমন ইবনু মাঈনের এই উক্তিকে তার ছাত্র আব্বাস দূরী নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

سَمِعت يحيى يَقُول أَزْهَر الْحَرَازِي وَأسد بن ودَاعَة وَجَمَاعَة كَانُوا يَجْلِسُونَ يشتمون عَليّ بن أبي طَالب وَكَانَ ثَوْر بن يزِيد فِي نَاحيَة لَا يسب عليا فَإِذا لم يسب جروا بِرجلِهِ–

'আমি ইমাম ইয়াহ্ইকে বলতে শুনেছি, আযহার হারাযী, আসাদ বিন ওয়াদাআহ এবং কিছু লোক বসে আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে মন্দ বলছিল এবং সাওর বিন ইয়াযীদ এক পাশে বসে ছিলেন। তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মন্দ বলতেন না। যখন তিনি আলীকে মন্দ বলতেন না তখন লোকেরা তার পা ঘেঁষা-ঘেঁষি করত'।[১৩৭]

সুবহানাল্লাহ! একজন ব্যক্তির পা ধরে ঘেঁষে থাকা হচ্ছে। তবুও তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মন্দ বলতেন না। এরপরও তার উপর কিভাবে নাসবিয়াতের তোহমত লাগানো হচ্ছে তা প্রতীয়মান নয়!!

সারকথা : মুহাদ্দিসগণ তাকে ঐকমতানুসারে সিকাহ বলেছেন। আর তার উপর কৃত কাদরী ও নাসবীর তোহমত প্রমাণিত নেই। বরং এ থেকে তার মুক্ততা ঘোষণা করা প্রমাণিত আছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

---

১৩৬. ইবনু হাজার, মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৩৯৪।
১৩৭. তারীখু ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৪/৪২৩।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সাওর বিন ইয়াযীদের মুদাল্লিস হওয়া প্রমাণিত নেই। তাকে স্রেফ বুরহানুদ্দীন হালাবী (মৃ. ৮৪১ হি.) মুদাল্লিসদের মধ্যে গণ্য করেছেন। এর দলীল দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

قال أبو داود في سننه في مسح الخفين : بلغني انه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء يعني بن حيوة انتهى ولفظه فيه عن رجاء–

'ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সুনান গ্রন্থে খুফফাইনের মাসাহ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, সাওর বিন ইয়াযীদ এই হাদীসটি রাজা বিন হায়াওয়া হতে শুনেন নি। আর এখানে তিনি আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন'।[১৩৮]

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ শ্রবণ না করার বিষয়টির বরাত দেন নি। সম্ভবত তিনি এ কথাটি স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে শ্রবণ করেছেন। কেননা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহও এ কথাটি বলেছেন। যেমনটা ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ ইমাম আসরামের বরাতে ইমাম আহমাদ হতে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন।[১৩৯]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই কথাটি ইমাম মূসা বিন হারূন রহিমাহুল্লাহ হতেও বর্ণনা করেছেন।[১৪০] উপরন্তু ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহও এই কথাটি বলেছেন।[১৪১]

আরয রইল, এই সকল উক্তি দ্বারা এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবেই সাওর বিন ইয়াযীদ এই হাদীসটি রাজা বিন হায়াওয়াহ হতে শ্রবণ করেন নি। কিন্তু এর পরও সাওর বিন ইয়াযীদের উপর তাদলীসের অপবাদ লাগানো যেতে পারে না। কেননা এই হাদীসে তার বর্ণনা আন দ্বারা প্রমাণিত নেই। আর এরই ভিত্তিতে বুরহানুদ্দীন হালাবী রহিমাহুল্লাহ তাকে মুদাল্লিস বলেছেন।

---

১৩৮. হালাবী, আত-তাবঈন লি-আসমায়িল মুদাল্লিসীন পৃ. ১৮।
১৩৯. আত-তামহীদ ১/১৪।
১৪০. ইবনু হাজার, আত-তালখীসুল হাবীর ১/২৮১।
১৪১. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১/৩৪৪।

প্রথমত : এই বর্ণনায় সাওরের আনআনা ওয়ালীদ বিন মুসলিম উল্লেখ করেছেন। আর ওয়ালীদ বিন মুসলিম নিজেই তাদলীসে তাসবিয়া করতেন। দেখুন 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ'।[১৪২]

সুতরাং ওয়ালীদ বিন মুসলিমের বর্ণনাকৃত আনআনাহ অনর্ভিরযোগ্য। যে সকল বর্ণনায় ওয়ালীদ বিন মুসলিমের মুতাবাত বর্ণিত আছে সেগুলি খুবই যঈফ। এ ব্যতীত ওয়ালীদ নিজেই আরেকটি সনদে রাজা হতে সাওরের সামার বিষয়টি স্পষ্টভবে উল্লেখ করেছেন।[১৪৩]

কিন্তু এই সামার বিষয়টিও আপত্তিকর। বরং ওয়ালীদ বিন মুসলিম কিংবা দাঊদ বিন রশীদের ভুল হয়েছে। যেমনটা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ইশারা করেছেন।[১৪৪]

দ্বিতীয়ত : প্রমাণিত কথা এই যে, সাওর বিন ইয়াযীদ 'আমাকে রাজা হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে' বলেছেন। যেমনটা ইমাম ইবনুল মুবারক তার থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৪৫] অর্থাৎ প্রমাণিত বর্ণনা মোতাবেক সাওর বিন ইয়াযীদ 'আন' বলেন নি। বরং তিনি সামা না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর তার বিপরীতে তার আনআনাহ সংক্রান্ত বর্ণনাটি ওয়ালীদ বিন মুসলিমের ভ্রম বা তার তাদলীসে তাসবিয়ার কারণে প্রমাণিত নয়।

ওয়ালীদ বিন মুসলিমের ভ্রমের বিষয়টির ইশারা এর দ্বারাও মেলে যে, দাঊদ বিন রশীদের সূত্রে তিনি সাওর বিন ইয়াযীদের পক্ষ হতে সামার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যেমনটা আলোচিত হয়েছে। অথচ ইমাম ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ -যিনি সাকাহাতে তার চাইতে বড়- তিনি সামা না থাকা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু যদি এই ভুল ওয়ালীদ বিন মুসলিমের পক্ষ হতে না হয়; বরং দাঊদ বিন রশীদের পক্ষ হতে হয়; তাহলে এ বিষয়টি নির্দিষ্ট যে, ওয়ালীদ বিন মুসলিম এখানে তাদলীসে তাসবিয়া করেছেন। অর্থাৎ 'আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে'

---

১৪২. পৃ. ৫৭২, ৫৯৯।

১৪৩. দারাকুতনী ১/১৯৫, ওয়ালীদ পর্যন্ত সনদ সহীহ।

১৪৪. আত-তালখীসুল হাবীর ১/২৮২।

১৪৫. বুখারী, আত-তারীখুল আওসাত ৩/১৯৪, সাওর পর্যন্ত এর সনদ সহীহ।

বাক্যটি 'আন' বানিয়ে স্বীয় শায়খের উপরের সূত্রকে গোপন করেছেন। সুতরাং যখন সাওর বিন ইয়াযীদ এখানে 'আন' বলেনই নি তখন এর ভিত্তিতে তাকে মুদাল্লিস রাবী বলা যেতে পারে না।

তৃতীয়ত : যদি তাকে মুদাল্লিস রাবী মেনেও নেই তাহলে (এটা জেনে রাখতে হবে যে) তার থেকে অত্যধিক হারে তাদলীস করা প্রমাণিত নেই। সুতরাং ইনি মুদাল্লিসের ঐ মর্যাদায় গণ্য হবেন যাদের আনআনাহ গ্রহণযোগ্য।[১৪৬]

হায়সাম বিন হুমাইদ আল-গস্‌সানী

তিনি সুনানে আরবাআর রাবী। তিনি সিকাহ রাবী।

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

ما علمت إلا خيرا

'আমি তার মাঝে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না।[১৪৭]

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[১৪৮]

* ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[১৪৯]

* ইমাম ইবনু শাহীন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

الهيثم بن حميد ما علمت إلا خيرا–قاله أحمد

'আমি তার সম্পর্কে স্রেফ ভালই জানি। ইমাম আহমাদ এটা বলেছেন'।[১৫০]

---

১৪৬. মুদাল্লিস রাবী কম তাদলীস করলেও তার আনআনাহ গ্রহণযোগ্য নয়।-অনুবাদক।

১৪৭. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল লি-আহমাদ ৩/৫৩।

১৪৮. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩০/৩৭২।

১৪৯. দারাকুতনী ১/৩১৯।

১৫০. আস-সিকাত পৃ. ২৫৩।

এই জলীলুল কদর মুহাদ্দিসদের বিপরীতে কেবল ইমাম আবূ মুসহির হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাকে যঈফ বলেছেন। কিন্তু তার আরেকটি বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এ মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যেমন ইমাম ইবনু আবী খায়সামা রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنِي أَبُو محمد التميمي، قال : حَدَّثَنَا أَبُو مسهر، قال : حَدَّثَنَا الهيثم بن حميد، وكان صاحب كتب ولم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ، وقد كنت أمسكت عَنِ الحديث عنه استضعفته–

'তিনি কিতাবধারী ছিলেন (লিখে হাদীস বর্ণনা করতেন)। তিনি আসবাত ও হাদীসের হাফেয ছিলেন না (স্মৃতি থেকে বর্ণনা করতেন না)। আমি তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত হয়েছিলাম। কেননা আমি তাকে যঈফ রাবী হিসেবে বুঝে নিয়েছিলাম'।[১৫১]

এই বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, ইমাম আবূ মুসহির হাইসাম বিন হুমাইদকে এজন্য যঈফ বলেছিলেন যে, তিনি হিফযের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে লিখে হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে এ কারণে কাউকে যঈফ আখ্যা দেয়া সঠিক নয়। উপরন্তু এই উক্তি দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হল, আবূ মুসহির সূচনাতে তাকে যঈফ মেনে নিয়ে তার থেকে বর্ণনা করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার থেকে বর্ণনা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি স্বীয় তাযঈফী মত হতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যেমন হাদীসের গ্রন্থগুলিতে এমন কয়েকটি স্থান রয়েছে যেগুলিতে আবূ মুসহির হাইসাম হতেই বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। দেখুন 'বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা' ইত্যাদি।[১৫২]

কথার কথা যদি মেনেও নেই, আবূ মুসহির তাকে যঈফ বলেছেন। তাহলেও জলীলুল কদর মুহাদ্দিসদের স্পষ্ট ভাষ্যে বর্ণিত তাওসীকের মোকাবেলায় তার তাযঈফ-এর কোনই মূল্য থাকে না। বিশেষত এই তাযঈফের ভিত্তিও ঠিক নয়।

---

১৫১. তাহযীবুল কামাল ৩০/৩৭২, সনদ সহীহ। আবূ মুহাম্মাদ আত-তামীমীকে ইবনু আবী খায়সামা স্বীয় তারীখ গ্রন্থে সিকাহ বলেছেন (২/৮৭১)।
১৫২. ১/২০৭।

তার উপর কাদরী হওয়ার অপবাদ রয়েছে। কিন্তু **প্রথমত :** এর কোন শক্তিশালী দলীল নেই। **দ্বিতীয়ত :** এ ধরনের অপবাদের দ্বারা রাবীর সাকাহাতের উপর প্রভাব পড়ে না।

সারকথা : এই রাবী নিঃসন্দেহে ও সংশয় ছাড়াই একজন সিকাহ রাবী।

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ১৭৬ হা/২)। এর সনদে এ রাবীই বিদ্যমান।[১৫৩]

আবূ তাওবা রবী বিন নাফে হালাবী-এ পরিচয়

তিনি বুখারী ও মুসলিমের রাবী। উপরন্তু তিনি আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ-এর রাবী। তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ রাবী।

(১) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

أبو توبة لم يكن به بأس–

'আবূ তাওবার মাঝে কোন অসুবিধা নেই'।[১৫৪]

(২) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন,

ثقة صدوق حجة

'তিনি সিকাহ ও হুজ্জত'।[১৫৫]

(৩) ইমাম ইয়াকূব বিন শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন,

ثقة صدوق

১৫৩. তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর হা/৭৬০৫।
১৫৪. সুওয়ালাতে আবূ দাঊদ লি-আহমাদ পৃ. ২৮৫।
১৫৫. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৪৭০।

'তিনি সিকাহ ও সদূক'।[১৫৬]

(৪) কামালুদ্দীন ইবনুল আদীম (মৃ. ৬৬০ হি.) বলেছেন,

أحد الثقات الأثبات

'তিনি সিকাহ-সাবত লোকদের অন্যতম'।[১৫৭]

(৫) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

الإمام الثقة الحافظ

'তিনি ইমাম, সিকাহ এবং হাফেয।[১৫৮]

(৬) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثقة حجة عابد

'তিনি সিকাহ, হুজ্জত, আবেদ'।[১৫৯]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ৭০২ হা/৩)। এর সনদে এই রাবী বিদ্যমান আছে।[১৬০]

এই পুরো আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে, এই বর্ণনাটি মুরসাল হিসেবে একেবারেই সহীহ।

জ্ঞাতব্য-১

---

১৫৬. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ১৮/৮৪, সনদ সহীহ।
১৫৭. বুগিয়াতুত তালাব ফী তারীখি হালাব ৮/৩৬০৩।
১৫৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৬৫৩।
১৫৯. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৯০২।
১৬০. আবূ দাঊদ হা/১০৩৮।

এই হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ 'মারাসীল' গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। হিন্দুস্তানে আবূ দাঊদের যে দরসী নুসখা রয়েছে তার শেষে মারাসীলে আবূ দাঊদও শামিল আছে। এতে ৬ পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটি বিদ্যমান। কিন্তু এতে يشد بهما এর স্থলে يشبك بهما শব্দটি রয়েছে।

কতিপয় দুর্ভাগা যখন কোন কিছুই বুঝতে পারেন না তখন তারা জন সাধারণের সামনে নিজেদের এই দরসী নুসখাটি বের করে বলতে থাকেন যে, এই বর্ণনাটির শব্দে মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ কোন কোন বর্ণনায় يشد بهما রয়েছে। আর কিছু কিছু বর্ণনায় يشبك بهما রয়েছে।

নিবেদন হল–

প্রথমত : আবূ দাঊদের দেওবন্দী দরসী নুসখার সাথে যে মারাসীলে আবী দাঊদ শামিল করা হয়েছে সেটি কোন্ মাখতূত হতে বর্ণিত? সেই মাখতূতের বিস্তারিত আলোচনা কোথায়? এসব বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। এজন্য দেওবন্দীদের এই নুসখাটি অনির্ভরযোগ্য ও দলীলঅযোগ্য।

এর বিপরীতে মারাসীলে আবূ দাঊদের যে নুসখা হানাফীদের নন্দিত মুহাক্কিক শুআঈব আরনাঊত কর্তৃক তাহকীক হয়ে মুদ্রিত হয়েছে তাতে يشبك بهما শব্দাবলী নেই। বরং সুনানে আবী দাঊদের অনুরূপ يشد بهما বাক্যটিই রয়েছে।[১৬১]

দ্বিতীয়ত : يشد بهما এবং يشبك بهما দুটি একই অর্থ বহন করে। কেননা দুটির অর্থ হল 'হাত বাঁধা'। সুতরাং এই মতানৈক্য দ্বারা কিছুই যায় আসে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

১৬১. আবূ দাঊদ, আল-মারাসীল হা/৩৩।

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا–

'যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর। এরপর সেখান থেকে **১২**টি ঝর্ণা প্রবাহিত হল' (বাকারা ২/৬০)।

এ আয়াতে পানির ফোয়ারা স্ফুরিত হওয়ার জন্য فَانْفَجَرَتْ শব্দটি রয়েছে। অন্যদিকে একই কথা কুরআনের অন্য স্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا–

'মূসার গোত্রের লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইল, তখন আমি ওহি করলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে সেখান থেকে **১২**টি প্রস্রবণ বের হল' (আরাফ ৭/১৬০)।

এ আয়াতে পানির ফোয়ারা বুঝানোর জন্য فَانْبَجَسَتْ শব্দটি রয়েছে। এখন কি কোন ব্যক্তি এটা বলার দুঃসাহস করতে পারে যে, কুরআনের এই বর্ণনায় ইযতিরাব রয়েছে? নাঊযুবিল্লাহ।

তৃতীয়ত : ইখতিলাফ কেবল 'হাত বাঁধা' সংক্রান্ত শব্দের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বুক অর্থাৎ সীনার শব্দ নিয়ে কোন মতানৈক্য নেই। অন্যকথায়, যে শব্দটির সম্পর্ক বুকের সাথে তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। কিন্তু যে শব্দের সম্পর্ক হাত বাঁধার স্থানের সাথে তা নিয়ে কোন ইখতিলাফ নেই। আর সেটা হল বুক অর্থাৎ সীনার শব্দ।

জ্ঞাতব্য-২

প্রকাশ থাকে যে, সুনানে আবী দাঊদের দরসী নুসখায় এই বর্ণনাটি নেই। এজন্য কতিপয় মানুষ ধোঁকা ও প্রতারণার সাহায্য নিয়ে জনসাধারণের সামনে সুনানে

আবী দাউদের দেওবন্দী নুসখা খুলে দেন এবং বলেন যে, এতে এই বর্ণনাটিই তো নেই।

আরয রইল যে, এই দেওবন্দী নুসখায় সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত যঈফ বর্ণনাটিও নেই। এ সম্পর্কে কি বলবেন? এ ব্যাপারে যে জবাব আপনারা প্রদান করবেন সেটাই হবে আমাদের জবাব।

জ্ঞাতব্য-৩

কিছু মানুষ সুনানে আবী দাউদের বরাতে সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর যঈফ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন যে, ইমাম আবূ দাউদ এর উপর চুপ থেকেছেন। এজন্য ইমাম আবূ দাউদের দৃষ্টিতে এ বর্ণনাটি সহীহ।

আরয হল-

প্রথমত : ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ্‌র চুপ থাকার অর্থ এটা বর্ণনা করা যে এর দ্বারা ইমাম আবূ দাউদের তাসহীহ বা তাহসীন উদ্দেশ্য। তাহলে তা ভুল হবে। কেননা এর কোনই দলীল নেই।

আল্লামা মুহাম্মাদ কায়েম সিন্দী হানাফী রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে লিখেছেন,

لا يلزم من سكوت أبي داود عليه حسنه عنده–

'ইমাম আবূ দাউদের চুপ থাকা দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তার মতে এ হাদীসটি হাসান'।[১৬২]

দ্বিতীয়ত : ইমাম আবূ দাউদ এই বর্ণনাটির উপর চুপ থাকেন নি। বরং তিনি এর উপর জারাহ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর এর প্রধান রাবী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক-এর উপর জারাহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং চুপ থাকার দাবী বাতিল।[১৬৩]

---

১৬২. ফাওয়ুল কিরাম (পান্ডুলিপি) পৃ. ৯-১০।

১৬৩. আত-তালীকুল মানসূর আলা ফাতহিল গফূর পৃ. ৭২-৭৪।

তৃতীয়ত : ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত এই হাদীসকে স্বীয় সুনানে উল্লেখ করার পর এর উপর চুপ থেকেছেন। তাহলে বলতে হবে যে, প্রতিপক্ষের উসূলের আলোকে ইমাম আবূ দাউদ বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন!

হাদীস-৪

হুলব আত-তাঈ (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ، قَالَ، يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান ও বাম উভয় দিকে ফেরাতেন। আর আমি তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছি যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাতকে (ডান হাত) এ হাতের (বাম হাতের) উপর স্থাপন করে বুকের উপর রেখেছেন'।[১৬৪]

আরও কিছু উদ্ধৃতি

* **মুসনাদে আহমাদ :** মুসনাদুল আনসার- হুলব আত-তাঈর হাদীস (হা/২২০১৭)।

* **মুসনাদে আহমাদ :** মুওয়াস্‌সাহ কুরতুবা (২২৬/৫ হা/২২০১৭)।

* **মুসনাদু আহমাদ :** মুওয়াস্‌সাতুর রিসালা (২৯৯/৩৬ হা/২১৯৬৭)।

* **মুসনাদু আহমাদ :** হামযাহ আহমাদ আয-যাইন (১৬/১৫২ হা/২১৮৬৪)।

* **মুসনাদু আহমাদ :** তারকীমুল আলামিয়া (হা/২০৯৬১) এবং তারকীমু ইহ্ইয়াইত তুরাস (হা/২১৪৬০)।

* **মুসনাদু আহমাদ :** আলামুল কুতুব (৭/৩৩৭ হা/২২৩১৩)।

---

১৬৪. আহমাদ ৫/২২৬; ইবনুল জাওযী, আত-তাহকীক ফী মাসায়িলিল খিলাফ ১/৩৩৮।

*** মুসনাদু আহমাদ :** তাহকীক : মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের আতা (৯/১১২ হা/২২৫৯৮)।

*** মুসনাদু আহমাদ (সিন্দীর টীকা সহ) :** (১৩/৭২ হা/২১৯৬৭, ৯৩৬৩)।

এ হাদীসটি সহীহ।

(১) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে সীনার উপর হাত বাঁধা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলিতে একেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৬৫]

এটা এই বিষয়ের দলীল যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এই হাদীসটি সহীহ। অন্ততপক্ষে হাসান তো বটে। যেমনটা ফাতহুল বারীর ভূমিকায় তিনি বলেছেন। আরও আলোচনা আসছে।

(২) আল্লামা মুহাম্মাদ আলী নামাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩২২ হি.) এর সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'সনদটি হাসান'।[১৬৬]

(৩) আল্লামা মুহাম্মাদ হাশেম ঠাঠবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৭৪ হি.) বলেছেন,

هذا الحديث معلوم السند–قبلناه علي الرأس والعين– فإن كان يحي بن سعيد المذكور فيه هو القطان فهو صحيح السند–

'এ হাদীসের সনদটি পরিচিত। আমরা এটি চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করলাম। যদি এই সনদে উপরোক্ত ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ দ্বারা কাত্তান উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন তাহলে এই হাদীসের সনদ সহীহ'।[১৬৭]

আরয রইল যে, এই হাদীসটির সনদে উল্লিখিত ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ দ্বারা ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তানকেই বুঝানো হয়েছে। যার বিবরণ সামনে আসছে।

---

১৬৫. ফাতহুল বারী ২/২২৪।

১৬৬. আসারুস সুনান ১/৬৮।

১৬৭. মিয়ারুন নুক্কাদ ফী তামঈযিল মাগশূশি আনিল জিয়াদ পৃ. ১১৩।

জ্ঞাতব্য

এ বর্ণনাটি তিরমিযীর মধ্যে সিমাকের-ই সনদে বর্ণিত আছে।[১৬৮] উপরন্তু তিরমিযীর একটি নুসখাতেও মুসনাদে আহমাদের ন্যায় সীনার উপর হাত বাঁধার শব্দাবলী বিদ্যমান। যেমন শায়েখ আব্দুল হক সাইফুদ্দীন দেহলবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৫২ হি.) লিখেছেন, 'অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী কবীসাহ বিন হুলব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর হাত বুকের উপর রেখেছিলেন'।[১৬৯]

এ ব্যাখ্যা দ্বারা এই আশঙ্কাটিও দূর হয় যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মাজমাউয যাওয়ায়েদ কিংবা গায়াতুল মাকসাদ গ্রন্থে মুসনাদে আহমাদের এই বর্ণনাটিকে উল্লেখ কেন করেন নি। সম্ভাবনা আছে যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে বিদ্যমান তিরমিযীর নুসখাতেও এই বর্ণনাটি 'বুকের উপর' বাক্য সহকারে ছিল। সুতরাং তার দৃষ্টিতে এই বর্ণনাটি যখন কুতুবে সিত্তার মধ্যে সুনানে তিরমিযীতে বিদ্যমান ছিল। তখন একে যাওয়ায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ করার কোনই কারণ ছিল না।

কথার কথা যদি মেনে নেই যে, ইমাম হায়সামীর কাছে বিদ্যমান সুনানে তিরমিযীর নুসখায় এই বর্ণনাটি 'বুকের উপর' বাক্যের সাথে ছিল না। তারপরও ইমাম হায়সামীর যাওয়ায়েদ গ্রন্থে মুসনাদে আহমাদের এই হাদীসটি উল্লেখ না করা এর দলীল নয় যে, মুসনাদে আহমাদের মধ্যে এই হাদীসের অস্তিত্ব সংশয়পূর্ণ। কেননা ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মানুষ ছিলেন। এজন্য তিনি বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া থেকে মুক্ত নন। তিনি এ হাদীস ব্যতীত মুসনাদে আহমাদের আরও কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে করেন নি। মুসনাদে আহমাদে (৩/৩৪৫) সাইয়েদুনা জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে মারফূ হিসেবে বর্ণিত غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ

---

১৬৮. তিরমিযী হা/২৫২।

১৬৯. শারহু সিফরিস সাআদাহ পৃ. ৪৪।

হাদীসটি ইমাম হায়সামী উল্লেখ করেন নি। তাহলে কি মুসনাদে আহমাদের মধ্যে থাকা এই হাদীসটির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে?

সনদের তাহকীক

* কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ :

তিনি রাসূলের সাহাবী হুলব আত-তাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র ছিলেন। তিনি সিকাহ রাবী।

(১) ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قبيصة بن هلب كوفي تابعي ثقة–

'কবীসাহ বিন হুলব কূফী, তাবেঈ এবং সিকাহ রাবী'।[১৭০]

(২) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, 'কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ'।[১৭১]

(৩) ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন

حديث هلب حديث حسن–

'হুলবের এই হাদীসটি হাসান।[১৭২]

কোন রাবীর বর্ণিত সনদের তাসহীহ বা তাহসীন সেই সনদের রাবীদের তাওসীক হয়ে থাকে।

(৪) আবূ আলী ইবনু মনসূর আত-তূসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১২ হি.) তার একটি হাদীসকে তাহসীন করতে গিয়ে বলেছেন, 'এই হাদীসটি হাসান।[১৭৩]

---

১৭০. আস-সিকাত ২/২১৪।
১৭১. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/৩১৯।
১৭২. তিরমিযী ২/৩২।
১৭৩. মুসতাখরাজ আত-তূসী আলা জামিয়িত তিরমিযী ২/১৭৬।

(৫) ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) তার একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, ‘এ হাদীসটি সহীহ’।[১৭৪]

(৬) ইমাম আবূ মুহাম্মদ বাগাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫১৬ হি.) তার হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

هذا حديث حسن وقبيصة بن هلب الطائي–

‘এই হাদীসটি হাসান এবং কবীসাহ দ্বারা কবীসাহ বিন হুলবকে বুঝানো হয়েছে’।[১৭৫]

জ্ঞাতব্য-১

ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪২ হি.) বলেছেন,

قال علي بن المديني والنسائي مجهول–

‘আলী ইবনুল মাদীনী ও নাসাঈ বলেছেন, তিনি মাজহূল রাবী’।[১৭৬]

আরয রইল, ইমাম ইবনুল মাদীনী এবং ইমাম নাসাঈ হতে এই উক্তিটি প্রমাণিত-ই নেই। ইমাম মিযযী তার উক্তির পক্ষে কোন উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি। অন্য মুহাদ্দিসগণ ইমাম মিযযীর এ গ্রন্থ থেকেই এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

যেহেতু ইমাম মিযযী এই বর্ণনায় একক রয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে ইমাম ইজলী এবং ইমাম ইবনু হিব্বান হতে এই রাবীর তাওসীক প্রমাণিত আছে; এর সাথে সাথে অসংখ্য মুহাদ্দিস এই রাবীর বর্ণনাগুলিকে তাসহীহ বা তাহসীন করেছেন; এজন্য প্রমাণিত তাওসীকের বিরুদ্ধে একক উদ্ধৃতির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

এটাই কারণ যে, ইমাম যাহাবী এ রাবী সম্পর্কে তাজহীল-এর উক্তিটি বর্ণনা করার পর ইমাম ইজলী হতে তার তাওসীক উদ্ধৃত করে বলেছেন,

---

১৭৪. ইবনু আব্দুল বার্র, আল-ইসতীআব ৪/৩১।
১৭৫. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/৩১।
১৭৬. তাহযীবুল কামাল ২৩/৪৯৩।

قلت : وذكره ابن حبان في الثقات مع تصحيح حديثه–

'আমি বলছি, ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার হাদীসকে তাসহীহও করেছেন'।[১৭৭]

যদিও ইমাম যাহাবী তার তাওসীককেই অগ্রগণ্য করেছেন এবং তার আরও সমর্থন এ কথাটির মাধ্যমে হয় যে, ইমাম যাহাবী আল-মুগনী ফিয-যুআফা এবং দীওয়ানুয যুআফা গ্রন্থদ্বয়ে তার নাম উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে তানকীহুত তাহকীক গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি সনদের উপর কোন সমালোচনা করেন নি।[১৭৮]

জ্ঞাতব্য-২

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ কবীসাহ বিন হুলবকে তাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থে মকবূল বলেছেন।[১৭৯]

আরয হল, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই রাবীকে স্পষ্টভাবে কোথাও যঈফ বলেন নি। আর তাকরীবের মধ্যে এই রাবীকে কেবল মকবূল বলা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র ভুল হয়েছে। কেননা কয়েকজন মুহাদ্দিস তাকে তাওসীক করেছেন এবং কেউই তাকে যঈফ বলেন নি। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হতে এ প্রকারের অনেক ভুল অসংখ্য রাবী সম্পর্কে হয়েছে। অর্থাৎ অসংখ্য রাবীকে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকরীব গ্রন্থে স্রেফ 'মকবূল' বলেছেন। অথচ সেই রাবী সিকাহ। বরং কতিপয় এমন রাবীকেও মকবূল বলে দিয়েছেন যাদেরকে খোদ হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ-ই অন্য স্থানে সিকাহ বলেছেন। কিংবা তার হাদীসগুলিকে তাসহীহ বা তাহসীন করেছেন। এমনকি হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র এই তরীকার কারণে কিছু মুহাক্কিক এই

---

১৭৭. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৩/৩৮৪।
১৭৮. যাহাবী, তানকীহুত তাহকীক ১/১৩৯।
১৭৯. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৫১৬।

তাহকীক পেশ করেছেন যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ যাকে মকবূল বলেন সেই রাবী তার মতে হাসানুল হাদীস হয়ে থাকেন।[১৮০]

সর্বশেষে উল্লিখিত গ্রন্থে লেখক এমন কিছু উদাহরণ পেশ করেছেন, যে রাবীকে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ মকবূল বলেছেন, স্বয়ং সেই রাবীর বর্ণনাকেই তিনি (হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ) হাসানও বলেছেন। একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন-

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ-

সাইয়েদুনা আমর বিন শারীদ স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ধনী ব্যক্তির কর্য আদায়ে গড়িমসি করা তাকে বেইযযত ও শাস্তিযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত বানিয়ে দেয়'।[১৮১]

এ বর্ণনার সনদে 'মুহাম্মাদ বিন মায়মূন' রয়েছেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে 'তাকরীব' গ্রন্থে মকবূল বলেছেন।[১৮২] কিন্তু হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ হাসান'।[১৮৩]

এছাড়াও তিনি আরেকটি গ্রন্থে বলেছেন, 'সনদটি হাসান'।[১৮৪]

প্রতীয়মান হল, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ যে রাবীকে মকবূল বলেন সে রাবীর বর্ণনাকেও তিনি হাসান বলেন। অতএব, এমতাবস্থায় কবীসা বিন হুলবকে হাফেয ইবনু হাজারের মকবূল বলা মোটেও ক্ষতিকর নয়।

---

১৮০. আর-রাবী আল-মাকবূল ইন্দা ইবনি হাজার পৃ. ১০৮-১১০।

১৮১. আবূ দাঊদ হা/৩৬২৮।

১৮২. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬০৫১।

১৮৩. ফাতহুল বারী ৫/৬২।

১৮৪. ইবনু হাজার, তাগলীকুত তালীক ৩/৩১৯।

উপরন্তু কবীসা বিন হুলবকে ইমাম ইজলী এবং ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এমন রাবীর বর্ণনাকে হাসান মেনেছেন, যার উপর কোন জারাহ করা হয় নি এবং ইমাম ইজলী তাকে তাওসীক করেছেন অথবা ইমাম ইজলীর সাথে সাথে ইমাম ইবনু হিব্বানও তাকে তাওসীক করেছেন। হানাফীদের শায়েখ আবূ গুদ্দাহ্‌র ছাত্র ড. আহমাদ মাবাদ আব্দুল করীম লিখেছেন,

فمن وثقه العجلي وحده أو شاركه ابن حبان بذكره للراوي نفسه في كتاب الثقات أو إخراج حديثه في صحيحه ولم يعرف لهذا الراوي غير راو واحد عنه–ثم لم يعرف تضعيفه من أحد–فإني وجدت الحافظ ابن حجر يعتبر أقوي رتب حديث مثل هذا الراوي أن يكون حسنا لذاته–

'যে রাবীকে স্রেফ ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ সিকাহ বলেন কিংবা ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহও তার সমর্থন করেন সেই বর্ণনাকে স্বীয় সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বা স্বীয় সহীহ গ্রন্থে তার হাদীস বর্ণনা করেন; আর সেই রাবী হতে একজন ব্যতীত আর কেউ যদি বর্ণনা না করেন এবং কেউ যদি তাকে যঈফ না বলে থাকেন তাহলে এ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এমন রাবীর হাদীসকে অন্ততপক্ষে হাসান লি-যাতিহ মেনেছেন'।[১৮৫]

প্রতীয়মান হল, যে রাবীকে ইমাম ইজলী এককভাবে অথবা তার সাথে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেন এবং তার তাযঈফ প্রমাণিত না থাকে; তাহলে এমন রাবী হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে অন্ততপক্ষে হাসানুল হাদীস হয়ে থাকেন। এটাই কারণ যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই রাবীর এই বর্ণনাকে ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। আর হাফেয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীর ভূমিকায় এটা স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি ফাতহুল বারীর যে বর্ণনার উপর চুপ থাকেন সেটি তার মতে সহীহ অথবা হাসান হয়।[১৮৬]

১৮৫.আলফায ওয়া ইবারত আল-জারাহ ওয়াত-তাদীল পৃ. ২৩৩।
১৮৬. ফাতহুল বারী, মুকাদ্দামা পৃ. ৪।

জনাব যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী লিখেছেন,

وفيه دليل علي أن سكوت الحافظ الفتح عن حديث حجة ودليل علي صحته او حسنه

'এতে এ বিষয়টির দলীল রয়েছে যে, ফাতহুল বারীতে হাফেয ইবনু হাজারের কোন হাদীস সম্পর্কে চুপ থাকা সেটার সহীহ বা হাসান হওয়ার দলীল হয়'।[১৮৭]

নোট : হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র ফাতহুল বারীতে কোন হাদীসের উপর চুপ থাকা তার সহীহ বা হাসান দওয়ার দলীল। কিন্তু তা কেবল হাফেয ইবনু হাজারের মতে। অর্থাৎ অন্য মুহাদ্দিসগণ এ সম্পর্কে মতানৈক্য করতে পারেন।

উপরন্তু হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ স্বীয় দিরায়াহ গ্রন্থেও কবীসার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এবং তার উপরও চুপ থেকেছেন। অথচ এরই পূর্বে সেই একই অনুচ্ছেদের একটি হাদীস উল্লেখ করে সেটাকে তিনি যঈফ বলেছেন।[১৮৮]

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, এই রাবী হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছেও অন্ততপক্ষে হাসানুল হাদীস। যদি এটা মেনেও নেয়া যায় যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে এই রাবী সিকাহ নন। তাহলেও স্রেফ হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র একক রায় দ্বারা এই রাবী যঈফ হয়ে যাবেন না। কেননা অন্য কয়েকজন মুহাদ্দিস তার তাওসীক করেছেন। যেমনটা আলোচিত হয়েছে।

এছাড়াও তাকে তাওসীক কারী সকল মুহাদ্দিস হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র যামানা হতে অনেক পূর্বেই দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। আর জনাব যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী সাহেব একটি উসূল পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন,

جرح المتأخر لا يعتد به مع توثيق المتقدم–

---

১৮৭. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৯০।

১৮৮. আদ-দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া ১/১২৯।

‘মুতাকাদ্দিমীনদের তাওসীক থাকাকালীন মুতাআখখিরীনদের জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়’।[১৮৯]

সুতরাং দেওবন্দী আলেমদের উসূলের আলোকেই হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র এই রাবীকে সিকাহ না মানা ক্ষতিকর নয়।

রাবী-২ : সিমাক বিন হারব

তিনি বুখারী (শাওয়াহেদ), মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর অন্যতম রাবী। তিনি সিকাহ রাবী। মুহাদ্দিসদের একটি বড় জামাআত তাকে তাওসীক করেছেন। তার তাওসীকের উপর আমি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ‘ইযালাতুল কুরব আন তাওসীক সিমাক বিন হারব’ শিরোনামে রচনা করেছি। পাঠকগণ বিস্তারিত জানার জন্য প্রবন্ধটি অধ্যয়ন করুন।

রাবী-৩ : সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরী

তিনি বুখারী, মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর শক্তিশালী সিকাহ রাবী। তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন দরকার নেই। কেননা তিনি হাদীসের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। বরং হাদীস ও জারাহ-তাদীলের একজন খুব বড় মাপের ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ তাকে ‘আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস’ বলেছেন।

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

سفيان أمير المئومنين في الحديث

‘সুফিয়ান হলেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস’।[১৯০]

(২) ইমাম ইবনু মাঈন ব্যতীত আরও অনেকেই তাকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলেছেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে ইমামদের উক্তি সমূহ পেশ করতে গিয়ে সারকথা হিসেবে বলেছেন,

---

১৮৯. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৩৯৯।

১৯০. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ১/১১৮।

سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس–

‘সুফিয়ান বিন সাঈদ বিন মাসরূক আস-সাওরী আবূ আব্দুল্লাহ আল-কূফী হলেন সিকাহ, হাফেয, ফকীহ, আবেদ, ইমাম এবং হুজ্জত ছিলেন। তিনি সপ্তম স্তরের ইমাম। তবে তিনি কখনো কখনো তাদলীস করতেন’।[১৯১]

ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ কম তাদলীস করতেন। অর্থাৎ মাঝে মাঝে তাদলীস করতেন। যেমনটা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। আর মাঝে মাঝে যারা তাদলীস করেন তাদের আনআনা গ্রহণযোগ্য।[১৯২]

মনে রাখতে হবে, আলোচ্য বর্ণনায় ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ সামার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

রাবী-৩ : ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান

তিনিও বুখারী ও মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর শক্তিশালী সিকাহ রাবী। তিনিও কোন পরিচয় প্রদানের মুখাপেক্ষী নন। তাকেও সমস্ত আহলে ইলম আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলেছেন।

(১) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

الإمام الكبير أمير المومنين في الحديث

‘তিনি খুব বড় মাপের ইমাম এবং আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন’।[১৯৩]

---

১৯১. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৪৪৫।
১৯২. এ সম্পর্কে বড় চমৎকার গ্রন্থ মাকালাতে রাশিদিয়া অধ্যয়ন করুন..। (এই উসূলটি ভুল। বরং সর্বদাই মুদাল্লিস রাবীর তাদলীস কৃত আনআনাহ-যুক্ত বর্ণনা এককভাবে যঈফ হয়ে থাকে। তাদলীসকারী কম তাদলীস করুক আর বেশী করুক না কেন। হুকুম একই-অনুবাদক)।
১৯৩. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১৭৫।

(২) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে রিজালের ইমামদের উক্তি সমূহের সারকথা পেশ করতে গিয়ে বলেছেন,

يحيى ابن سعيد ابن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة–

'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ বিন ফার্রূখ আবূ সাঈদ আল-কাত্তান আল-বসরী। তিনি সিকাহ, মুতকিন, হাফেয, ইমাম, আদর্শবান এবং নবম স্তরের বড় ব্যক্তিদের একজন ছিলেন'।[১৯৪]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কিছু মানুষ চূড়ান্ত পর্যায়ের অর্থহীন অভিযোগ করতে গিয়ে বলে ফেলেন যে, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ নামের কয়েকজন রাবী আছেন। এখানে কোন্ জন উদ্দেশ্য তা প্রতীয়মান নয়।

আরয রইল যে, হাদীসের প্রাথমিক স্তরের ছাত্ররাও জানেন যে, সনদের মধ্যে রাবীর নির্দিষ্টকরণ যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে সেগুলির মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হল, রাবীর সাথে উস্তাদ ও ছাত্রদের মাঝে থাকা সম্পর্ক। অর্থাৎ রাবীর উস্তাদ এবং ছাত্রদের মাধ্যমে রাবীকে নির্দিষ্ট করা যায়।

এ সনদে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের উস্তাদ সুফিয়ান সাওরী রয়েছেন। আর তার ছাত্র ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ রয়েছেন। রিজালের গ্রন্থাবলী দ্বারা জানা যায়, যে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের উস্তাদ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ এবং ছাত্র ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ সেই ইয়াহ্ইয়া হলেন ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান।[১৯৫]

জ্ঞাতব্য

১৯৪. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭৫৫৭।
১৯৫. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩১/৩৩০-৩৩২।

আল্লামা রুশদুল্লাহ শাহ রাশিদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

لو كان القداح أو العبشمي من رجال الأربعة لذكرهما الحافظ في تعجيل المنفعة في رجال الائمة الاربعة– لانهما ليسا من رجال التهذيب– ولهذا ذكرهما في اللسان– فعدم ذكرهما في تعجيل المنفعة الذي اشترط فيه ذكر رجال احمد بالاستيعاب–خلا من له ذكر في تهذيبه–دليل جليل علي أن يحي هذا غرهما–

‘যদি (ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ বিন সালেম) কাদ্দাহ অথবা (ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ কুরাশী) আল-আবশামী’ চারজন ইমামের রাবী হয়ে থাকেন তাহলে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাদেরকে তাজীলুল মানফাআ ফী রিজালিল আয়িম্মাতিল আরবাআ গ্রন্থে উল্লেখ করতেন। কেননা এ দুজনই তাহযীব গ্রন্থের রাবী নন। সেজন্যই এ দুজনকে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ লিসানুল মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র এ দুজনকে তাজীলুল মানফাআ গ্রন্থে উল্লেখ না করা; যেখানে তিনি এই শর্তটি লাগিয়েছেন যে, তিনি এখানে ইমাম আহমাদের সকল রাবীকে উল্লেখ করবেন; তারা ব্যতীত যারা তাহযীবে এসে গিয়েছেন–শক্তিশালী দলীল যে, এখানে উপরোল্লিখিত ইয়াহ্‌ইয়া এ দুজনের মধ্য হতে একজনও নন’।[১৯৬]

মতনের উপর প্রথম অভিযোগ

কিছু মানুষ বলেন যে, এই বর্ণনাকে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে কয়েকজন বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত আর অন্য কোন রাবী হাত বাঁধার উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে সুফিয়ানের উস্তাদ সিমাক বিন হারব হতেও কয়েকজন রাবী এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত অন্য কেউ বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেন নি।

আরয হল যে, এ বিষয়টি সিকাহ রাবীর বর্ধিত বর্ণনার অর্ন্তভুক্ত। আর সিকাহ রাবীর বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে যদি করীনা তার পক্ষে থাকে। আর যেখানে বাতিল করার মত করীনা থাকে সেখানে সিকাহ রাবীর বর্ধিতাংশ বাতিল

১৯৬. দারজুদ দুরার ফী ওয়াযয়িল আইদী আলাস সদর (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৪১।

করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তাহকীক, মুহাদ্দিসদের উক্তি এবং অসংখ্য উদাহরণের জন্য দেখুন আমাদের গ্রন্থ 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার উপর অভিযোগ সমূহের তাহকীকী পর্যালোচনা' (পৃ. ২০৮-২৪৯)। এছাড়াও দেখুন 'হাদীসে ইয়াযীদ মুহাদ্দিসীন কী নাযার মেঁ' (পৃ. ৭৬-১০২)।

আলোচ্য হাদীসে রাবীর বর্ধিতাংশ গ্রহণ করার পক্ষে ইশারা রয়েছে। নিম্নে করীনা বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা ইমামদের উক্তি সমূহের সাথে অধ্যয়ন করুন-

প্রথম করীনা (আলামত) : বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হওয়া

সিমাক বিন হারবের এই বর্ণনাটি কয়েকটি বস্তুর বর্ণনার উপর শামিল রয়েছে। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে কেউই একসাথে পুরো বর্ণনাটি তথা বুকে হাত বাঁধার হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নি। বরং প্রত্যেক রাবী কিছু কিছু অংশকেই বর্ণনা করেছেন মাত্র।

যদি বিষয়টি এমন হত যে, সুফিয়ান সাওরী এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত সকল রাবী এই বর্ণনাকে একমত হয়ে একই বাক্যে বর্ণনা করেছেন; তাহলে এই অভিযোগ উত্থাপন হতে পারত যে, যখন সকল রাবী একই বর্ণনার উপর একমত হয়েছেন তখন সুফিয়ান সাওরী এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ একটি অতিরিক্ত কথা কিভাবে বর্ণনা করলেন? এক্ষেত্রে শর্ত হল, প্রত্যেক রাবী একই মাপের হতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, এই বর্ণনায় বর্ণনাকারী সকল রাবী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বর্ণনা করছেন। আর প্রত্যেক রাবী কোন না কোন কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। যেটি অন্য কোন একজন বর্ণনা করছেন।

নিচে আমরা সিমাক বিন হারবের সূত্রে বর্ণিত এই বর্ণনাটির মধ্যে উল্লিখিত সকল বিষয়কে একসাথে উল্লেখ করছি–

(১) এই বর্ণনায় নামাযের উল্লেখ আছে।[১৯৭]

---

১৯৭. আহমাদ ৫/২২৬, সনদ সহীহ।

(২) ডানে এবং বামে মুক্তাদীর প্রতি মুখ ফেরার উল্লেখ আছে।[১৯৮]

(৩) আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামতী করার উল্লেখ আছে।[১৯৯]

(৪) এক হাত অপর হাতের উপর রাখার উল্লেখ আছে।[২০০]

(৫) ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার উল্লেখ আছে।[২০১]

(৬) ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে আঁকড়ে ধরার উল্লেখ আছে।[২০২]

(৭) উভয় হাত বুকের উপর বাঁধার উল্লেখ আছে।[২০৩]

(৮) খৃস্টানদের সাথে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সওয়াল-জবাব করার উল্লেখ রয়েছে।[২০৪]

এই সমস্ত বিষয় এই বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এই সকল বিষয়কে কোন একজন রাবীও পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেন নি। বরং রাবী কোন একটি বা দুটি বিষয় বর্ণনা করেছেন তো অবশিষ্ট বিষয়গুলি ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং যখন এই বর্ণনা উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সকল রাবীর এই পদ্ধতি ছিল যে, তারা এই বর্ণনার কিছু কিছু অংশকেই কেবল বর্ণনা করেছেন। তখন এটা বলার কোন সুযোগই নেই যে, অমুক অমুক এ কথাটি বর্ণনা করেন নি। কেননা এই বর্ণনার রাবী এ বিষয়টি আবশ্যক-ই করেন নি যে, তারা সকল বিষয় বর্ণনা করবেন। বরং প্রত্যেক রাবী কেবল কিছু অংশই বর্ণনা করেছেন আর কিছু অংশ ছেড়ে দিয়েছেন। উপরন্তু এই বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা প্রতিটি রাবী নিজেই ইশারা দিয়ে দিয়েছেন যে, তারা স্বেচ্ছায় কিছু অংশ বর্ণনা না করেই ছেড়ে দিয়েছেন।

---

১৯৮. ঐ।
১৯৯. তিরমিযী হা/৩০১।
২০০. ঐ।
২০১. আহমাদ ৫/২৬৬, সনদ সহীহ।
২০২. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/২৪০, সনদ সহীহ।
২০৩. মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬, সনদ সহীহ।
২০৪. ইবনু কানে, মুজামুস সাহাবা ৩/১৯৯।

নিচে আমরা এই বর্ণনাকে উদ্ধৃতকারী সকল রাবীর বাক্যগুলি পেশ করছি-

সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত সিমাক বিন হারবের অন্যান্য ছাত্রের বর্ণনা সমূহ

(১) শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ আল-ইতকীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি উভয় দিক থেকে মুখ ফেরাতেন'।[২০৫]

এই বর্ণনায় কেবল দু দিকে মুখ ফেরানোর কথা রয়েছে। অবশিষ্ট সাতটি বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং বলেছেন,

إذا خالفني سفيان في حديث فالحديث حديثه

'যখন সুফিয়ান কোন হাদীসে আমার বিরোধীতা করেন তখন সুফিয়ানের হাদীসটিই গ্রহণযোগ্য'।[২০৬]

আমাদের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক ইমাম শুবাহ স্বীয় বর্ণনায় বুকের উল্লেখ করেন নি। আর এটা বাস্তবে কোন বিরোধীতা নয়। কিন্তু একে যদি বিরোধীতাও মেনে নেই তাহলেও স্বয়ং ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষ্য মোতাবেক যখন ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর বিরোধীতা করেন তখন ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ্র-ই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হবে।

---

২০৫. আহমাদ ৫/২২৬।

২০৬. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ১/৬৩, সনদ সহীহ।

মনে রাখতে হবে, এ বিষয়টি কেবল ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ-ই বলেন নি যে তাকে ভদ্রতা বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে। বরং ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহও বলেছেন যে,

سَمِعت يحيى يَقُول لَيْسَ أحد يُخَالف سُفْيَان الثَّوْرِيّ إِلَّا كَانَ القَوْل قَول سُفْيَان قلت وَشعْبَة أَيْضا إِن خَالفه قَالَ نعم–

'যে কেউই সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার বিরোধীতা করবে তখন সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে। আব্বাস আদ-দূরী বলেছেন, আমি বললাম, শুবাহও যদি সাওরীর সাথে মতানৈক্য করেন তাহলেও সুফিয়ানের বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে? ইমাম ইবনু মাঈন বললেন, হ্যাঁ'।[২০৭]

শুধু ইবনু মাঈন-ই নন। বরং ইমাম আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ্‌র ন্যায় কঠোর ইমামও বলেছেন,

وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري–

'তিনি শুবাহ-এর চেয়েও অধিক হিফয শক্তির অধিকারী। যখন শুবাহ বিরোধীতা করেন সুফিয়ানের সাথে তখন সুফিয়ান সাওরীই নির্ভরযোগ্য হবেন'।[২০৮]

এমনকি ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহও বলেছেন,

كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث وفي متنه–

'সুফিয়ান সাওরী সনদ এবং মতন মুখস্ত রাখার ক্ষেত্রে শুবাহ রহিমাহুল্লাহ-এর চেয়েও অগ্রসর ছিলেন'।[২০৯]

২০৭. তারীখ ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/৩৬৪।
২০৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২২৪।
২০৯. ঐ।

বরং ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ্র বক্তব্য অনুপাতে এটা মুহাদ্দিসদের ঐকমতকৃত ফায়সালা।[২১০]

(২) আবুল আহওয়াস সালাম বিন সালীম হানাফীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ- :

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইমামতী করতেন। আর তিনি উভয় দিকে অর্থাৎ ডান ও বাম পাশে (মুখ) ফেরাতেন'।[২১১]

এ বর্ণনায় কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইমামতী করা ও ডানে-বামে ফেরানোর উল্লেখ আছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

মনে রাখতে হবে, সুফিয়ান সাওরী এবং আবুল আহওয়াস উভয়েই সিকাহ রাবী। কিন্তু হিফয ও ইতকানে আবুল আহওয়াস রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্র সমমানের ছিলেন না। বরং ইমাম আবূ হাতেম আবুল আহওয়াসকে যায়েদা এবং যুহাইরের চেয়েও নিচু স্তরের আখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, صدوق دون زائدة وزهير في الاتقان 'আবুল আহওয়াস সদূক রাবী। কিন্তু হিফয ও ইতকানে যায়েদা এবং যুহাইরে চেয়ে কম মানের'।[২১২]

অন্যদিকে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

---

২১০. বায়হাকী, মুখতাসারুল খিলাফিয়াত ২/৬৪।
২১১. সুনানে তিরমিযী হা/৩০১।
২১২. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৫৯।

سفيان فقيه حافظ زاهد، إمام أهل العراق، وأتقن أصحاب أبي إسحاق، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري–

'সুফিয়ান সাওরী ফকীহ, হাফেয, আহলে ইরাকের ইমাম, আবূ ইসহাকের সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে মুতকিন এবং শুবাহ হতেও বড় হাদীসের হাফেয ছিলেন। যখন সুফিয়ান সাওরী এবং শুবাহ্র বর্ণনায় মতানৈক্য হয় তখন সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে'।[২১৩]

উপরন্তু পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে এই বরাতটি পেশ করা হয়েছে যে, অসংখ্য বিদ্বানগণ ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহকে ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ-এর চেয়েও বড় মাপের হাফেয বলেছেন। তাহলে আবুল আহওয়াসের সাথে সুফিয়ান সাওরীর মোকাবেলা কীভাবে হতে পারে? সুতরাং সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্র বিরুদ্ধে আবুল আহওয়াসের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) যায়েদা বিন কুদামা আস-সাকাফীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ، انْفَتَلَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায হতে ফারেগ হতেন তখন ডান দিক হতেও ফেরাতেন এবং বাম দিক থেকেও ফেরাতেন'।[২১৪]

এ বর্ণনায় কেবল নামায এবং ডানে-বামে ফেরার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই; যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

---

২১৩. ঐ, ৪/২২৪।
২১৪. মুসনাদু আহমাদ ৫/২২৭।

প্রকাশ থাকে যে, যায়েদা বিন কুদামা রহিমাহুল্লাহ সিমাকের ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করেছেন মর্মে প্রমাণিত। সুতরাং এ বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে যঈফ।

(৪) হাফস বিন জুমাই আল-ইজলী (যঈফ)-এর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ جَمِيعٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে একটি হাত অপর হাতের উপর রাখতেন'।[২১৫]

এ বর্ণনায় কেবল নামায এবং একটি হাতকে অপর হাতের উপর রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই।

এটা গোপন নয় যে, হাফস বিন জুমাই যঈফ রাবী। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এমনটাই বলেছেন।[২১৬] এ ছাড়াও হাফস বিন জুমাই 'সিমাক' হতে ইখতিলাতের পরে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে যঈফ।

(৫) যাকারিয়া বিন আবী যায়েদা আল-ওয়াদাঈর বর্ণনা :

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে, 'আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খ্রিস্টানদের খাবার খাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি বললেন, কোন হালাল খাবার তোমার মনে যেন সন্দেহ ও সংশয় না ঢেলে দেয়। এর দ্বারা তো খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য এসে যাবে'।[২১৭]

---

২১৫. তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ২২/১৬৫।
২১৬. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৪০১।
২১৭. তাবারানী কাবীর ২২/১৬৭।

তাহকীক : এ বর্ণনায় শুধু খ্রিস্টান্দের খাবার খাওয়া সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট সেই সাতটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যাকারিয়া বিন আবী যায়েদার সিমাক হতে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। এ জন্য এ বর্ণনাটি সনদগত যঈফ। এছাড়াও যাকারিয়া 'আন' দ্বারা বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আর তিনি মুদাল্লিস রাবীও। ড. মুসফির দুমায়নী তার সম্পর্কে তাহকীক করে তাকে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস রাবী বলেছেন। কেননা তার থেকে অত্যধিক হারে তাদলীস প্রমাণিত হয়েছে।[২১৮]

(৬) ইসরাঈল বিন ইউনুস আস-সাবীঈর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ، نا ابْنُ رَجَاءٍ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান এবং বাম দিকে ফেরাতেন'।[২১৯]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল ডান এবং বাম দিকে ফেরার উল্লেখ রয়েছে। আর বাকী সাতটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যায়েদা বিন কুদামার সিমাক হতে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। এ জন্য এই বর্ণনাটি সনদগত যঈফ।

(৭) আসবাত বিন নাসর আল-হামাদানীর বর্ণনা :

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখলাম। হুলব বলেন, আমি দেখলাম

---

২১৮. আত-তাদলীস ফিল-হাদীস পৃ. ২৯৭-২৯৮।
২১৯. ইবনু কানি, মুজামুস সাহাবা ৩/১৯৮।

যে, তিনি স্বীয় দুটি হাতের মধ্য হতে একটি অপরটির উপর রেখেছেন। অর্থাৎ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন’।[২২০]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায এবং এক হাত অর্থাৎ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, সিমাক হতে ইখতিলাতের পূর্বে আসবাত বিন নসরের বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। এজন্য এই বর্ণনাটি সনদগত যঈফ। এছাড়াও হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে صدوق كثير الخطأ ‘সদূক ও অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন’।[২২১]

(৮) শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল-কাযীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى، فَقَالَ : لَا يَحِيكَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ– قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى– قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খ্রিস্টানদের খাবার খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। তখন তিনি বললেন, কোন হালাল বস্তু তোমার মনে সন্দেহ ও সংশয় যেন না ঢেলে দেয়। এতে তুমি খ্রিস্টানদের অনুরূপ হয়ে যাবে’।[২২২]

হুলব বলেন, আমি নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি স্বীয় দু হাতের মধ্য হতে একটিকে অপরটির উপর রাখতেন। হুলব

---

২২০. তাবারানী কাবীর ২২/১৬৫।
২২১. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩২১।
২২২. আহমাদ ৫/২২৬।

রাযিআল্লাহু আনহু আরও বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো ডানে এবং কখনো বামে ফিরতে দেখেছি।

এ বর্ণনায় কেবল খ্রিস্টানদের খাবার ভক্ষণ সম্পর্কে নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন ও উত্তরের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু এক হাতকে অপর হাতের উপর এবং ডান ও বাম দিকে ফেরার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীরা বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, সিমাক হতে ইখতিলাতের পরে শারীক বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এ বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে যঈফ। এ ছাড়াও হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে ‘তিনি সদূক ও অত্যধিক ভুল করতেন’ বলেছন।[২২৩]

(৯) যুহায়ের বিন হারব আল-হিরশীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، نا مُعَافًى، نا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ[২২৪]–

এ বর্ণনাতেও প্রায় ঐরূপ কথা বলা হয়েছে যেগুলি পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে রয়েছে।

এ বর্ণনার বাক্যগুলি উল্লেখ হয়নি। অবশ্য এর বাক্যগুলির জন্য এর আগের বর্ণনাটির বরাত দেয়া হয়েছে। যেখানে কেবল খ্রিস্টানদের খাবার খাওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা ও তার জবাব প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা এবং ডানে ও বামে ফেরার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকী পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যুহাইর বিন হারবের সিমাক হতে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। এজন্য এই বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে যঈফ।

---

২২৩. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৭৮৭।

২২৪. ইবনু কানে, মুজামুস সাহাবা ৩/১৯৯।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত কেবল দুজন রাবী শুবাহ এবং আবুল আহওয়াস-এরই সিমাক হতে এই বর্ণনাটি সহীহ। আর বাকি রাবীদের বর্ণনাগুলি যঈফ। উপরন্তু মনে রাখতে হবে যে, সবগুলি রাবী একই রকম বাক্যে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একমত হন নি। সুতরাং এগুলি পরস্পর পরস্পরের সমর্থকও নয়। আর যেসব রাবীদের বর্ণনা প্রমাণিত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন হলেন শুবাহ। যিনি স্বয়ং স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার মোকাবেলায় তার বর্ণনার কোনই মূল্য নেই। একই কথা ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এবং অন্য ইমামগণও বলেছেন। যেমনটা বরাতসহ পেশ করা হয়েছে।[২২৫]

এখন বাকি রইল আবুল আহওয়াসের বিষয়টি। তো ইনি হিফয ও ইতকানে সুফিয়ান সাওরীর সমমানের নন। যেমনটা ইমাম আবূ হাতেমের বরাতে স্পষ্ট করা হয়েছিল। সুতরাং ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তার বর্ণনারও কোন দাম নেই।

এছাড়াও সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র ন্যায় মুতকিন, হাফেয, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস-এর বর্ণনাকে ভুল বলা যেতে পারে না। বিশেষত যখন কোন মুহাদ্দিস-ই তার এই বর্ণনার উপর সমালোচনা করেন নি। অধিকন্তু অনুল্লেখ বিশিষ্ট বর্ণনার দুজন রাবী এ বিষয়টির আবশ্যকতাও আরোপ করেন নি যে, তারা এই বর্ণনার সকল বাক্য বর্ণনা করবেন।

(১০) কায়েস বিন রবী আল-আসাদী আবূ মুহাম্মাদ আল-কূফীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ بَشَّارٍ الْخَيَّاطُ، نا أَبُو بِلَالٍ، نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ–[২২৬]

এ বর্ণনাতেও পূর্বের আলোচনাগুলিই রয়েছে।

২২৫.
২২৬. ঐ।

‘সিমাক রহিমাহুল্লাহ’ হতে ইখতিলাতের পূর্বে কায়েসের বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। উপরন্তু কায়েসও যঈফ রাবী। যদিও কতিপয় ইমাম তাকে সিকাহ বলেছেন। কিন্তু তাকে অসংখ্য মুহাদ্দিস জারাহ করেছেন। বরং কিছু মুহাদ্দিস তার উপর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘কায়েস বিন রবী কিছুই নন’।[২২৭]

(২) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘তিনি হাদীসে কিছুই নন’।[২২৮]

(৩) ইমাম জাওযাজানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘কায়েস বিন রবী বাতিল রাবী’।[২২৯]

(৪) ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘কায়েস বিন রবী মাতরূকুল হাদীস। কূফার অধিবাসী’।[২৩০]

সুতরাং অগ্রগণ্য মত এটাই যে, এই রাবী খুবই দুর্বল। এ ব্যতীত এ সনদে ‘আবূ বিলাল’ হলেন ‘মিরদাস বিন মুহাম্মাদ বিন হারেস’। যিনি যঈফ রাবী।

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘তিনি যঈফ রাবী’।[২৩১]

প্রতীয়মান হল, এই বর্ণনাটিও অত্যন্ত দুর্বল।

(১১) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত সুফিয়ান সাওরীর অন্য ছাত্রদের বর্ণনা :

(১) ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ আর-রওয়াসীর বর্ণনা :

---

২২৭. তারীখ ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/২৭৭।
২২৮. মাসায়েলে আহমাদ বিন হাম্বল (ইবনু হানীর বর্ণনা) পৃ. ৪৯৩।
২২৯. আহওয়ালুর রিজাল পৃ. ৯৬।
২৩০. আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৮৮।
২৩১. দারাকুতনী ১/২২০।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি। আর আমি দেখেছি, তিনি ডান দিকে ফিরতেন এবং বাম দিক থেকে ফিরতেন'।[২৩২]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল নামায, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা এবং ডানে এবং বামে ফেরানোর উল্লেখ আছে। কিন্তু অবশিষ্ট ৫টি বস্তুর উল্লেখ নেই। যা অন্যান্য (ছাত্রদের) বর্ণনায় উল্লেখ আছে। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ওয়াকী হতেই ইমাম আহমাদও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। তার বর্ণনার বাক্যে কেবল ডানে এবং বামে ফেরানোর উল্লেখ রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি। আর আমি দেখেছি, তিনি ডান দিকে ফিরতেন এবং বাম দিক থেকে ফিরতেন।[২৩৩]

প্রতীয়মান হল, ইমাম ওয়াকীও পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। বরং যতটুকু বর্ণনা করেছেন তাতেও কম-বেশী করেছেন। যা এ বিষয়টির শক্তিশালী প্রমাণ যে, ইমাম ওয়াকী এই হাদীসের সকল বিষয়কে বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেন নি। এছাড়াও ইমাম ওয়াকী 'সুফিয়ান' হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্থানে ভুল

---

২৩২. আহমাদ ৫/২২৬, 'যাওয়ায়েদে আব্দুল্লাহ' হতে।
২৩৩. ঐ ৫/২২৭।

করেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) সুফিয়ান হতে ওয়াকীর একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন,

ليس يرويه أحد غير وكيع ما أراه إلا خطأ

‘একে ওয়াকী ব্যতীত আর কেউই বর্ণনা করেন নি। আমি ভাবছি যে, ওয়াকী এতে ভুল করেছেন’।[২৩৪]

আরেকটি স্থানে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান হতে ওয়াকীর একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, ‘এ বর্ণনায় ওয়াকী ভুল করেছেন’।[২৩৫]

উপরন্তু ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদকে ওয়াকীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন ইমাম মারওয়াযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

من أَصْحَاب الثَّوْرِيّ قَالَ يحيى ووكيع وَعبد الرَّحْمَن وَأَبُو نعيم قلت قدمت وكيعا على عبد الرَّحْمَن قَالَ وَكِيع شيخ–

‘আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাস করলাম, সুফিয়ান সাওরীর সাথী কারা? তখন ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বললেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, ওয়াকী, আব্দুর রহমান এবং আবূ নুআঈম। আমি বললাম, আপনি ওয়াকীকে আব্দুর রহমানের আগে রাখলেন? ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, ওয়াকী তো শায়েখ’।[২৩৬]

চিন্তা করুন! এ মন্তব্যে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ওয়াকীকে আব্দুর রহমানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইয়াহইয়া বিন সাঈদকে ওয়াকী-এর উপরেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

২৩৪. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল ১/৩২৫।
২৩৫. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল লি-আহমাদ ২/৪০১।
২৩৬. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ৬০।

এ উক্তিগুলি থেকে এই ফলাফল বের হল যে, যদি সুফিয়ান হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বিরোধীতা করেন তাহলে ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বর্ণনা অগ্রগণ্য আখ্যা পাবে।

(২) আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ثنا وَكِيعٌ ثنا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি'।[২৩৭]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল নামায এবং ডান হাতের উপর বাম হাত রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই যেগুলি অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, ইয়াহইয়া বিন সাঈদের মোকাবেলায় আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনাকে মারজূহ (অগ্রগণ্য নয়) বলা হয়েছে।

যেমন আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪১২ হি.) বলেছেন,

وسألتُه : مَن يُقدَّمُ مِن يحيى بنِ سعيدٍ وعبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ ؟ فقال : يُقدَّمُ يحيى بنُ سعيدٍ؛ فإنه كان أسمحَ الناسِ؛ إذا كان في نفسِه من الحديثِ شيءٌ تَركه–

'আমি ইমাম দারাকুতনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এবং আব্দুর রহমান বিন মাহদীর মধ্য হতে কার বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে হবে? তখন ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বললেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য রাখতে হবে। কেননা ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ সবচেয়ে বেশী সতর্ক ছিলেন। তার

২৩৭. দারাকুতনী হা/১১০০।

অন্তরে কোন হাদীসের সম্পর্কে অণু পরিমানও সন্দেহ হলে তিনি তা বর্জন করতেন'।[২৩৮]

(৩) আব্দুর রাযযাক বিন হুমামের বর্ণনা :

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ يُمْسِكُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ডানে ফেরাতেন এবং কখনো বামে ফেরাতেন। আবার কখনো বামে ফেরাতেন। আর তিনি নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরে রাখতেন।[২৩৯]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল নামায এবং ডান ও বাম দিক থেকে ফেরানোর উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ঐ পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

স্মর্তব্য যে, ইমাম আব্দুর রাযযাকের হিফযের উপর সমালোচনা করা হয়েছে।[২৪০] আব্দুর রাযযাক হিফয ও ইতকান-এর ক্ষেত্রে ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ্‌র চেয়ে অনেক কম ছিলেন। সুতরাং ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ্‌র বিরোধীতায় তার বর্ণনার কোন দাম নেই।

(৪) হুসাইন বিন হাফস আল-হামাদানীর বর্ণনা :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا سِمَاكُ

২৩৮. সুওয়ালাতুস সাহমী লিদ-দারাকুতনী পৃ. ৩২৮।
২৩৯. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/২৪০।
২৪০. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযাতামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ পৃ. ২৫৬-২৫৯।

بْنُ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ وَيَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ডান দিকে ফিরতেন আবার কখনো বাম দিকে। আর নামাযে তিনি নিজের একটি হাতকে অপর হাতের উপর রাখতেন'।[২৪১]

তাহকীক : এ বর্ণনায় স্রেফ ডান এবং বামে ফিরানোর এবং এক হাতকে অপর হাতের উপর রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, হুসাইন বিন হাফস রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদের চেয়ে নিম্নস্তরের। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে কেবল সদূক বলেছেন।[২৪২]

(৫) আব্দুস সামাদ বিন হিসান এবং মুহাম্মাদ বিন কাসীর আল-আবদীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَا : نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : يَعْنِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الطَّعَامُ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ : لَا تَخْتَلِجُ فِي نَفْسِكَ إِلَّا مَا ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ وَقَالَ : بِيَدِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ –

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি অসুবিধা মনে করে কিছু খাবার বর্জন করে থাকি। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২৪১. বায়হাকী কুবরা হা/৩৬১৩।
২৪২. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৩১৯।

ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন বস্তু তোমার মনে সন্দেহ ও সংশয় তৈরী করলে তোমার সাথে নাসারাদের সাদৃশ্য স্থাপিত হবে। তিনি স্বীয় হাতের ইশারায় এটা বলেছেন। তিনি তার ডান কব্জিকে বাম কব্জির উপর রাখলেন এবং বললেন আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে অনুরূপ করতেন। আর তিনি ডান দিকে ও বাম দিকে ফেরাতেন'।[২৪৩]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল খ্রিস্টানদের খাবার খাওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন-উত্তর করা হয়েছিল মর্মে উল্লেখ আছে। এছাড়াও ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা এবং ডান-বাম দিকে ফেরার কথা রয়েছে। কিন্তু বাকি ঐ পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন।

মনে রাখতে হবে, আব্দুস সামাদ বিন হিসান এবং মুহাম্মাদ বিন কাসীর উভয়েই ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ হতে নিম্নতর।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের সাথে যারাই এই বর্ণনা সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনার উপর ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বর্ণনাই অগ্রগণ্য হয়েছে।

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে ইয়াহইয়া বিন সাঈদের সাথে চারটি বর্ণনা উল্লেখকারী রাবীদের উপর ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যেমন একটি হাদীস সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- وَخَالَفَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ فَرَوَوْهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَمْ يَقُولُوا فِيهِ : عَنْ أَبِيهِ، وَالْقَوْلُ قول يحيى بن سعيد-

'একে উবায়দুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ হয়েছে। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাত্তান এটি {উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি সাঈদ আল-মাকবুরী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে} সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তার বিরোধীতা করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন

---

২৪৩. ইবনু কানে, মুজামুস সাহাবা ৩/১৯৯।

নুমাইর, আবূ উসামা, মুহাম্মাদ বিন বিশর এবং হাসান বিন আইয়াশ একে {উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি সাঈদ হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে} সনদে বর্ণনা করেছেন। এই লোকেরা {তিনি তার পিতা হতে} সূত্রটি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবেই ঠিক রয়েছে'।[২৪৪]

সবগুলি বর্ণনার বাক্য সমূহের সারকথা :

চিন্তা করুন! সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত সিমাক বিন হারবের অন্য ছাত্ররা, অনুরূপভাবে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত সুফিয়ানের অন্য ছাত্রদের মধ্যেও এমন একজনও ছাত্র নেই যিনি এই বর্ণনাটিতে এ বিষয়গুলি একসাথে উল্লেখ করেছেন এবং কোন একটি বিষয়কেও ছেড়ে দেন নি। সুতরাং যখন এটা নির্দিষ্ট যে, সিমাক ও সুফিয়ানের সকল ছাত্রের মধ্য হতে কোন একজন ছাত্রও এ বিষয়টি আবশ্যিক করেন নি যে, তারা সকল বাক্য বর্ণনা করবেন; বরং প্রতিটি ছাত্র বর্ণনার মধ্যে কয়েকটি বিষয় ছেড়ে দিয়েছেন; তখন সুফিয়ান ও ইয়াইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত অবশিষ্ট রাবীগণ যদি বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ না করেন; তাহলে এটা এমনই হয়ে গেল যে, তারা অন্য বিষয়গুলির উল্লেখ করেন নি। সুতরাং এই বর্ণনাটির কোন একজন রাবীর কোন একটি বিষয় বর্ণনা না করা এ বিষয়টির অবশ্যই দলীল নয় যে, সেই (ছেড়ে দেয়া) বস্তুটি এই বর্ণনার অংশ নয়।

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي ذَلِكَ فَأَكْثَرُ مَا وَقع فِيهَا أَن الْمُرَاجَعَة وَقعت ثَلَاثًا وَفِي بَعْضِهَا مَرَّتَيْنِ وَفِي بَعْضِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً– وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ اخْتَصَرَ الْقِصَّةَ وَرِوَايَةُ خَالِدٍ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ أَتَمُّهُمْ سِيَاقًا وَهُوَ حَافِظٌ فَزِيَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ–

'এ প্রসঙ্গে শায়বানী বর্ণিত বর্ণনায় মতানৈক্য হয়েছে। যেমন মুরাজাতের বিষয়টি সবচেয়ে বেশী তিনবার উল্লেখ হয়েছে। কিছু বর্ণনায় দু বার মুরাজাআতের উল্লেখ হয়েছে। আর কিছু বর্ণনায় একবার মুরাজাআতের উল্লেখ রয়েছে। যা এ বিষয়টির উপর গণ্য হয় যে, কিছু রাবী এই কাহিনীটিকে সংক্ষেপে

২৪৪. ইলালুদ দারাকুতনী ৮/১৩৫।

বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে খালেদের উপরোক্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ। আর তিনি একজন হাদীসের হাফেয। এ জন্য তার অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য'।[২৪৫]

শায়েখ নাদির বিন সানূসী আল-উমরানী সিকাহ রাবীর বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এই আলামত পেশ করতে গিয়ে শিরোনাম প্রতিষ্ঠা করেছেন যে,

اختصار الراوي للحديث مشعر بضبط من رواه تاما–

'রাবীর হাদীসে সংক্ষিপ্ত করা এ বিষয়টির দলীল যে, যিনি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি যাবেত রাবী (অর্থাৎ তার বর্ণনায় ভুল হয় নি)'।[২৪৬]

এর পর এ শিরোনামের অধীনে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করে শায়েখ নাদির এই আলামত বা করীনাকে স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন।[২৪৭]

উপরন্তু সিকাহ রাবীর যিয়াদাত-এর মধ্যে এই করীনাকে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহও সম্মুখে রেখেছেন।[২৪৮]

দ্বিতীয় করীনা : আহফায (তুলনামূলক বড় হাফেযের)-এর বর্ণনা

সিকাহ রাবীর বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে এই করীনা দ্বারা অসংখ্য মুহাদ্দিস দলীল গ্রহণ করেছেন।

(১) যেমন ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) একটি স্থানে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য আখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন,

ان يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد وَأَرْفَع مِنْهُ شَأْنًا فِي طَرِيق الْعلم وأسبابه–

---

২৪৫. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৪/১৯৮।
২৪৬. কারায়েনুর রাজেহ ফিল-মাহফূযি ওয়াশ-শায পৃ. ৪৭৮।
২৪৭. ঐ পৃ. ৪৭৮-৫০০।
২৪৮. ঐ।

'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ সাঈদ বিন উবাইদের চেয়ে বড় মাপের হাদীসের হাফেয এবং ইলম ও রেওয়ায়াতে তার চাইতে উচু আসন ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন'।[২৪৯]

(২) অনুরূপভাবে আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) একটি স্থানে সুফিয়ান সাওরীর-ই একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন,

وهو اشبه عندي لان الثوري احفظهم–

'সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাটিই আমার কাছে সঠিক। কেননা সুফিয়ান সাওরী অন্য লোকদের চেয়ে অধিকতর বড় হাদীসের হাফেয ছিলেন।[২৫০]

(৩) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) একটি জামাতের বর্ণনার বিপক্ষে যুহরীর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন,

والقول قول الزهري لانه احفظ الجماعة–

'সহীহ বর্ণনাটিই হল ইমাম যুহরীর বর্ণনা। কেননা তিনি পুরো জামাতের মধ্যে সর্বাধিক বড় মাপের হাদীসের হাফেয'।[২৫১]

আরয রইল যে, আলোচ্য হাদীসটিকে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ এবং সুফিয়ান সাওরীর সাথে যে লোকেরাও বর্ণনা করেছেন; তারা সকলেই ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ এবং ইমাম সাওরীর চেয়ে হিফয ও ইতকানে নিম্নতর। বরং কিছু রাবীর বর্ণনা প্রমাণিত-ই নয়। পূর্বে করীনার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সুতরাং এ সকল বর্ণনায় ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ এবং সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুমাল্লাহ্র-ই বর্ণনা প্রাধান্য পাবে।

ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহকে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের সমমানের বলা যেতে পারে। কিন্তু এই বর্ণনায় ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করছেন। আর সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম

---

২৪৯. আত-তামঈয লি-মুসলিম পৃ. ১৯৪।
২৫০. ইবনু আবী হাতিম, ইলালুল হাদীস ৪/৩৬৬।
২৫১. ইলালুদ দারাকুতনী ৬/৭১।

ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন। যেমনটা ইমাম ওয়াকীর বর্ণনা পেশ করার সময় ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র বরাতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

সুতরাং সুফিয়ান হতে বর্ণনা করার সময় ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ্‌র চেয়েও প্রণিধানযোগ্য আখ্যা পাবে।

তৃতীয় করীনা : হাফেয এবং মুতকিনের বর্ণনা

বর্ধিতাংশ বর্ণনাকারী যদি হাফেয এবং মুতকিন হন তাহলে বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য হয়। অসংখ্য মুহাদ্দিস এ করীনা (আলামত) দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে সিকাহ রাবীর যিয়াদতকে (হাদীসের বর্ধিতাংশ) গ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

(১) যেমন ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন,

اذا زاد حافظ علي حافظ قبل-

'যখন একজন হাফেয অন্য হাফেযের মোকাবেলায় কোন অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেন তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে'।[২৫২]

(২) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন,

أو ما جاء بلفظ زائدة- فتقبل تلك الزيادة من متقن- ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا علي من دونه-

'যদি কোন রাবী কোন শব্দে অতিরিক্ত কিছু বর্ণনা করেন তাহলে মুতকিনের পক্ষ থেকে এই অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়। আর রাবীদের মধ্যে যিনি অধিক বড় হাফেয ও যাবেত হবেন তার বর্ণনা তার চেয়ে নিম্নতর হাফেয ও যাবেতের মোকাবেলায় অগ্রগণ্য হবে'।[২৫৩]

(৩) ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

২৫২. ঐ ৩/৩৮৪।

২৫৩. আন-নুকাতু আলা ইবনিস সালাহ ২/৬৮৯।

إِنَّمَا تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْحَافِظِ إِذَا ثَبَتَت عَنْهُ وَكَانَ أَحْفَظَ وَأَتْقَنَ مِمَّنْ قَصَّرَ أَوْ مِثْلِهِ فِي الْحِفْظِ–

'অতিরিক্ত অংশ সে সময় গ্রহণযোগ্য হবে যখন সেটি কোন হাফেয বর্ণনা করে এবং তার থেকে প্রমাণিত হয়। আর তিনি সেই লোকদের চাইতে বড় হাফেয ও মুতকিন হবেন। অথবা তাদের বরাবর হবেন যারা অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেন নি'।[২৫৪]

(৪) আল্লামা যায়লাঈ হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، وَهُوَ أَنَّهَا تُقْبَلُ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ، فَتُقْبَلُ إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رَوَاهَا ثِقَةً حَافِظًا ثَبْتًا، وَالَّذِي لَمْ يَذْكُرْهَا مِثْلُهُ، أَوْ دُونَهُ فِي الثِّقَةِ، كَمَا قَبِلَ النَّاسُ زِيَادَةَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَوْلَهُ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَاحْتَجَّ بِهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ–

'সিকাহ রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সহীহ বক্তব্য এটাই যে, এতে বিস্তর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একে গ্রহণ করা যাবে। আর কিছু কিছু স্থানে একে বর্জন করতে হবে। যখন অতিরিক্ত অংশ বর্ণনাকারী একজন সিকাহ, হাফেয ও সাবত হবেন এবং যারা এই অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করবেন না; তারা তার মত হন অথবা তারা তার চাইতে কম মানের হন; তাহলে এমতাবস্থায় অতিরিক্ত অংশকে গ্রহণ করা হবে। যেমনটা মুহাদ্দিসগণ ইমাম মালেকের (সাদাকাতুল ফিতরের হাদীসে) বর্ধিত অংশকে ('মুসলমানদের পক্ষ হতে' অংশকে) গ্রহণ করেছেন। আর অধিকাংশ আহলে ইলম এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন'।[২৫৫]

আরয রইল, আলোচ্য হাদীসে অতিরিক্ত অংশ বর্ণনাকারী ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ কেবল-ই খুব বড় মাপের হাফেয, মুতকিন এবং সাবত-ই নন; বরং উভয়েই 'আমীরুল মুমিনীন

২৫৪. আত-তামহীদ ৩/৩০৬।
২৫৫. যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ ১/৩৩৬।

ফিল হাদীস' ছিলেন। সুতরাং তাদের অতিরিক্ত অংশ কোনরূপ গবেষণা-দ্বিধা ব্যতীতই গ্রহণ করা যাবে।[২৫৬]

চতুর্থ করীনা : অতিরিক্ত বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী হবে না

অতিরিক্ত বর্ণনা যদি অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী না হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য। সিকাহ রাবীর যিয়াদাতের ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত বর্ণনায়) এ করীনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذِهِ الدَّعْوَى فَقَتَادَةُ حَافِظٌ زِيَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِهَا فَلَمْ يَتَعَارَضَا–

'এ দাবীর ফাসাদ হওয়ার বিষয়টি গোপন নয়। কেননা কাতাদা হাদীসের হাফেয। আর তার অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। কেননা অন্য রাবীগণ তার বর্ণনাকৃত বিষয়টি বাতিল করেন নি। এজন্য তার এবং অন্যদের বর্ণনায় কোন সংঘর্ষ নেই'।[২৫৭]

আরেকটি স্থানে তিনি বলেছেন,

وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ مَا يَنْفِي الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَا تُوصَفُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِالشُّذُوذِ–

'মালেক এবং যে লোকেরা তার মুতাবাআত করেছেন তাদের বর্ণনায় এমন কথা নেই; যদ্বারা উল্লিখিত অতিরিক্ত অংশটুকু অস্বীকার করা আবশ্যক হয়। অতএব এটাই যখন অবস্থা তখন এখানে শায হওয়ার হুকুম লাগানো যাবে না'।[২৫৮]

বিনীত নিবেদন করছি যে, আলোচ্য বর্ণনারও একই অবস্থা। কেননা ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ বুকের উপর

---

২৫৬. তবে যদি তিনি তাদলীস করেন এবং সামা না থাকে তাহলে যঈফ হবে। অতিরিক্ত বর্ণনা হোক আর মূল বর্ণনা হোক।-অনুবাদক।

২৫৭. ফাতহুল বারী ১২/২০০।

২৫৮. ফাতহুল বারী ২/৬।

হাত বাঁধার উল্লেখ করেছেন। আর তারা ব্যতীত অন্য রাবীদের বর্ণনায় কেউই এ বিষয়টিকে নাকোচ করেন নি।

৫ম করীনা : অতিরিক্ত বর্ণনা সম্বলিত শব্দের পুণরাবৃত্তি

রাবী যে শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন, সেটাকে যদি তাকরার তথা পুণরাবৃত্তির সাথে বর্ণনা করেন তাহলে এটাও এ বিষয়টির করীনা তথা ইঙ্গিতবাহী যে, এখানে অতিরিক্ত বর্ণনা মাহফূয ও গ্রহণযোগ্য।

এ প্রকারের করীনা দ্বারা সিকাহ রাবীর যিয়াদাতের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে ইমাম ইবনু বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেছেন,

والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم وقوى ثبوت الاستخراج في حديثه لتكرره فيه مرتين فبعد من الوهم–

‘সুফিয়ানের বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য। কেননা তিনি অন্যদের চাইতে অধিক সাবত (শক্তিশালী) রাবী ছিলেন। আর তার হাদীসে ইসতিখরাজের বিষয়টির প্রমাণ এজন্যও শক্তিশালী হয় যে, হাদীসে তার দুবার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব’।[২৫৯]

আরয রইল, আলোচ্য হাদীসে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ মৌখিকভাবে বুকের উপর হাত বাঁধা উল্লেখ করে সেটাকে কাজেও বর্ণনা করেছেন। তিনি একে বাস্তব আমলে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ দুবার পুণরাবৃত্তির সাথে একে উল্লেখ করেছেন। একবার মৌখিকভাবে। অপরবার কর্মের সাথে। সুতরাং এই পুণরাবৃত্তিও এ বিষয়টির দলীল যে, এই কথাটি বর্ণনায় তিনি ভুল করেন নি। নতুবা তিনি এত গুরুত্বের সাথে একে বারংবার বর্ণনা করতেন না।

৬ষ্ঠ করীনা : মতনের অন্য বাক্যগুলির নির্দেশনা

যদি মতনে যিয়াদাত সংক্রান্ত বাক্যটি ব্যতীত এমন কথা থাকে যা যিয়াদাতের বাক্যটির শুদ্ধতার প্রতি ইশারা করে। যেমন মতনে এমন কোন বিষয় থাকে যার

---

২৫৯. ইবনু বাত্তাল, শারহু সহীহিল বুখারী ৯/৪৪৪।

আরও ব্যাখ্যা কিংবা বিস্তারিত তথ্য যিয়াদাত যুক্ত বাক্যে থাকে; অথবা বর্ধিতাংশটুকুর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে; তাহলে এটাও তার করীনা যে, বর্ধিত বাক্যটি মাহফূয ও গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ্‌র একটি বর্ণনায় তাবূকের যুদ্ধে পিছে থেকে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কাব রাযিআল্লাহু আনহুর সাথে যে দুজন সাথীর উল্লেখ রয়েছে; তাদের ব্যাপারে ইমাম যুহরী কাবের যবানের ভাষ্য বর্ণনা করেছেন যে, এ দুজন বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন।[২৬০]

কিছু অভিজ্ঞ আলেম এ দুজন সাহাবীর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর বিষয়টির ব্যাপারে আপত্তি অনুভব করেছেন এবং একে গায়ের মাহফূয মনে করেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাদের খন্ডন করেছেন। আর এই বর্ধিতাংশের গ্রহণযোগ্যতার উপর হাদীসের মতন এবং এর অন্যান্য বাক্য দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলেছেন,

وَيُؤَيِّدُ كَوْنَ وَصْفِهِمَا بِذَلِكَ مِنْ كَلَامِ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبًا سَاقَهُ فِي مَقَامِ التَّأَسِّي بِهِمَا فَوَصَفَهُمَا بِالصَّلَاحِ وَبِشُهُودِ بَدْرٍ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ الْمَشَاهِدِ فَلَمَّا وَقَعَ لَهُمَا نَظِيرُ مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الْقُعُودِ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمِنَ الْأَمْرِ بِهَجْرِهِمَا كَمَا وَقَعَ لَهُ تَأَسَّى بِهِمَا–

‘এ দুজন সাহাবীর বদরী হওয়ার বিষয়টি কাব রাযিআল্লাহু আনহু-ই বলেছেন। এ কথাটির সমর্থন এর দ্বারা হয় যে, কাব রাযিআল্লাহু আনহু এ বিষয়টি এ দুজনকে অনুকরণ করার জন্য বলেছিলেন। তিনি তাদের দুজনের বুযুর্গী বর্ণনা করেছেন। এবং গযওয়ায়ে বদরে তাদের শরীক থাকার উল্লেখ করেছেন। যা সবচেয়ে মহান যুদ্ধ ছিল। যখন সেই মহান সত্তাদ্বয়ের সাথে যা হয়েছিল সেটা তার সাথেও হয়েছিল। অর্থাৎ তিনিও (কাব) তাবূকের যুদ্ধে পিছে রয়ে গিয়েছিলেন। আর তাকেও বয়কট করার হুকুম এসেছিল। তখন কাব রাযিআল্লাহু আনহু তাদের দুজনের অনুকরণ করেছিলেন’।[২৬১]

---

২৬০. সহীহুল বুখারী হা/৪৪১৮।

২৬১. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৭/৩১১।

চিন্তা করুন! হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হাদীসে বিদ্যমান অন্যান্য বাক্য এবং সেগুলির মতন দ্বারা সিকাহ্ রাবীর যিয়াদাতের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন।

ঠিক অনুরূপভাবে আলোচ্য হাদীসেও অন্যান্য বাক্য এই যিয়াদাতের শুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে দলীল বহন করছে। আর সেটা এই যে, এ হাদীসে বুকে হাত বাঁধার উল্লেখের সাথে সাথে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। যার ব্যাপারে কোন সমালোচনা নেই। প্রকাশ থাকে যে, যখন নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা হবে তখন সেই হাত কোন না কোন অংশের উপর তো অবশ্যই আসবে। এমতাবস্থায় যদি কোন বর্ণনায় এটা উল্লেখ করা হয় যে, এ দুটা হাত বুকের রাখতে হবে তখন এতে হাত বাঁধার-ই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এটা এমন কোন ভিন্ন বস্তু নয় যার সাথে হাদীসের অন্যান্য বাক্যের কোনই সম্পর্ক থাকবে না। সুতরাং এই যিয়াদাত তথা বর্ধিত বর্ণনা হাদীসের অন্যান্য বাক্যের সাথে বন্ধনযুক্ত। এছাড়াও আসন্ন হাদীসগুলির বাক্যসমূহও এ বর্ধিতাংশের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে দলীল বহন করছে।

সপ্তম করীনা : শাওয়াহেদ

যদি কোন হাদীসে যিয়াদাতের শাওয়াহেদও বিদ্যমান থাকে তাহলে এই করীনা দ্বারাও যিয়াদাতের গ্রহণযোগ্যতার উপর দলীল গ্রহণ করা হয়। যেমন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে বলেছেন,

ظَهَرَ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَوِيَتْ عِنْدَهُ رِوَايَةُ مَحْمُودٍ بِالشَّوَاهِدِ–

'আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইমাম বুখারীর কাছে মাহমূদের বর্ণনা শাওয়াহেদের কারণে শক্তিশালী হয়েছে'।[২৬২]

আলোচ্য হাদীসেরও একাধিক শাওয়াহেদ রয়েছে। এই গ্রন্থে সেগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। এই করীনাগুলির বিপক্ষে বিরোধীরা এই হাদীসের মধ্যে যিয়াদাত কবুল

২৬২. ফাতহুল বারী ১২/১৩১।

না করার জন্য কেবল একটি করীনা পেশ করে থাকেন। আর তা হল, যারা যিয়াদাত বর্ণনা করেন নি তাদের সংখ্যা অধিক।

আরয রইল যে, নিম্নোক্ত কারণগুলির ভিত্তিতে এই একটি মাত্র করীনার কোনই দাম থাকে না।-

প্রথমত : সংখ্যাধিক্যতা একটি করীনা মাত্র। আর এর বিপরীতে সাতটি করীনা এই যিয়াদাতের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে রয়েছে। এজন্য সাতটি করীনার মোকাবেলায় একটি করীনার কোনই নির্ভরতা নেই।

দ্বিতীয়ত : সংখ্যায় অধিক বর্ণনাগুলির মধ্য হতে কয়েকটি বর্ণনা তো প্রমাণিত-ই নেই। যেমনভাবে গ্রহণযোগ্যতার প্রথম করীনা পেশ করার সমাপে প্রতিটি বর্ণনার অবস্থান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

তৃতীয়ত : সংখ্যায় অধিক যে বর্ণনাগুলি প্রমাণিত আছে সেগুলির মধ্য হতে একটাও ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনার সমমানের নয়। বরং নিম্নস্তরের। যেমনটা প্রথম করীনার অধীনে প্রতিটি বর্ণনা স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত : সংখ্যায় অধিক বর্ণনাগুলির মধ্যে কেবল অনুল্লেখ রয়েছে। কোন হাকীকী বিরোধীতা বা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।

পঞ্চমত : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, সংখ্যায় অধিক প্রতিটি বর্ণনার রাবীগণ সংক্ষিপ্ততার সাথে কাজ করেছেন। আর তাদের মধ্য হতে কেউই এ বিষয়টিকে অপরিহার্যই করেন নি যে, তারা বর্ণনাটির সকল অংশ বর্ণনা করবেন। যেমনটা প্রথম করীনার অধীনে স্পষ্ট করা হয়েছিল। সুতরাং যখন এই সকল আলেমের কেউই পুরো বর্ণনা উদ্ধৃতই করেন নি; বরং প্রতিটি রাবী বর্ণনাটির কয়েকটি অংশ ছেড়ে দিয়েছেন তখন, এমতাবস্থায় ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এবং ইমাম সাওরীর উল্লেখকৃত কোন কথার বিরুদ্ধে তাদের মধ্য হতে যে কারো বর্ণনা আদৌ পেশ করা যেতে পারে না।

এই কারণগুলির ভিত্তিতে সংখ্যায় অধিক বলে যে করীনা পেশ করা হয়েছে তার কোনই মূল্য থাকে না। কেননা এর বিপক্ষে গ্রহণযোগ্যতার যে সাতটি করীনা

পেশ করা হয়েছে; সেগুলির আলোকে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা একেবারেই সহীহ আখ্যা পায়। আল-হামদুলিল্লাহ।

মতনের উপর আরেকটি অভিযোগ

কিছু মানুষ এই অভিযোগও উত্থাপন করেছেন যে, এই হাদীসে নামাযের উল্লেখ নেই। আরয রইল যে, একটি হাদীসের অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন সনদগুলি একে অপরকে ব্যাখ্যা করে। মুসনাদে আহমাদে সুফিয়ান সাওরীর-ই সূত্রে এই হাদীসটি অন্য স্থানে নিম্নোক্ত বাক্যে বিদ্যমান আছে-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ–

রাসূলের সাহাবী হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। তিনি নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং ডান ও বামে ফিরাতেন'।[২৬৩]

এ হাদীসে সুফিয়ান সাওরীর সূত্রেই এই বিষয়টি স্পষ্ট এসেছে যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা নামাযের অভ্যন্তরীণ আমল। আর এ বিষয়টি সুফিয়ান সাওরীর বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীসেও রয়েছে। যেখানে এই আমলের সাথে সাথে বাঁধার স্থান অর্থাৎ বুকেরও উল্লেখ রয়েছে।

সুনানে দারাকুতনীতেও সুফিয়ানের সূত্রে-ই এই হাদীসটি বিদ্যমান। আর এতেও নামাযের মধ্যে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে।[২৬৪]

---

২৬৩. মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬ (প্রকাশ : আল-মায়মুনিয়া) সনদ সহীহ। হাদীসটি আব্দুল্লাহ-এর 'যাওয়ায়েদ'-এ বর্ণিত।

২৬৪. সুনানে দারাকুতনী হা/১১০০ ২/৩৩ সনদ সহীহ।

অনুরূপভাবে মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতেও সুফিয়ানের সূত্রেই এই হাদীসটি বিদ্যমান। আর এতেও নামাযে হাত বাঁধার বিষয়টি স্পষ্টভাবে রয়েছে।[২৬৫]

যেভাবে কুরআনের একটি আয়াত অন্য আয়াতের তাফসীর করে। সেভাবে একটি হাদীসও অন্যান্য হাদীসকে তাফসীর তথা ব্যাখ্যা করে। যেমন–

(১) যেমন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

والحديث يفسر بعضه بعضا

'এক হাদীস অপর হাদীসকে ব্যাখ্যা করে'।[২৬৬]

(২) হানাফী আলেমরাও একই কথা বলেছেন। যেমন আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেছেন,

والحديث يفسر بعضه بعضا

'এক হাদীস অপর হাদীসকে ব্যাখ্যা করে'।[২৬৭]

(৩) মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৫৩ হি.) বলেছেন,

لان الحديث يفسر بعضه بعضا

'কেননা একটি হাদীস অপর হাদীসকে ব্যাখ্যা করে'।[২৬৮]

উপরন্তু এই মাসলায় আহনাফ যে বর্ণনা পেশ করেন সেগুলির মধ্য হতেও কয়েকটিতে নামাযের উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে আপনারা যে জবাব প্রদান করবেন সেটাই হবে আমাদের জবাব।

---

২৬৫. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০ সনদ সহীহ।
২৬৬. ইবনু হাজার ফাতহুল বারী ২/১৬০।
২৬৭. উমদাতুল কারী ৩/১৪৩।
২৬৮. কাশ্মীরী ফায়যুল বারী ১/২১৭।

মতনের উপর তৃতীয় অভিযোগ

কিছু মানুষ সীমাহীন অজ্ঞতার বর্হিপ্রকাশ করতে গিয়ে এমনটা বলেন যে, ‘এ হাদীসে বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ সালাম ফেরানোর পর করা হয়েছে’।

আরয রইল যে, এ হাদীসে পূর্ণাঙ্গ নামাযের তরীকা উল্লেখ হয় নি। বরং নামাযের কিছু ধরন উল্লেখ হয়েছে। আর এই ধরনগুলি উল্লেখের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রাখা হয় নি। যেমন কিছু সূত্রে নামায হতে ফেরার ধরন সম্পর্কে উল্লেখ হওয়ার পর হাত বাঁধার উল্লেখ এসেছে। সাথে সাথে স্থান হিসেবে বুকের কথা নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু সূত্রে সালাম ফেরানোর ধরনের পূর্বে প্রথমে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। আর নামাযে এ আমল থাকারও স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ–

রাসূলের সাহাবী হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। তিনি নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হতের উপর রাখতেন এবং ডান ও বামে ফিরাতেন’।[২৬৯]

এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরীরও সূত্রে বর্ণিত। এতে হাত বাঁধার উল্লেখ নামায হতে ফেরানোর ধরনের উল্লেখের পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এরও স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে যে, এটা নামাযের মধ্যকার ধরন।

সুনানে দারাকুতনীর মধ্যেও সুফিয়ানের সূত্রেই এই হাদীসটি বিদ্যমান আছে। আর এতেও নামাযের মধ্যে হাত বাঁধার উল্লেখ স্পষ্টভাবে রয়েছে।[২৭০]

---

২৬৯. মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬ (প্রকাশ : আল-মায়মুনিয়া) সনদ সহীহ। হাদীসটি আব্দুল্লাহ-এর ‘যাওয়ায়েদ’-এ বর্ণিত।
২৭০. দারাকুতনী ২/৩৩।

অনুরূপভাবে মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতেও সুফিয়ানের-ই সূত্রে এই হাদীসটি বিদ্যমান আছে। আর এতেও নামাযের মধ্যে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে।[২৭১]

প্রতীয়মান হল, হাত বাঁধার পদ্ধতি নামাযের অভ্যন্তরীণ আমল। আর এই পদ্ধতির সাথেই বুকের উল্লেখ আছে। যা এ বিষয়টির দলীল যে, বুকের উপর হাত বাঁধার আমল নামাযের অভ্যন্তরীণ আমল। যে বর্ণনায় নামায থেকে ফেরার পর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে তাতে ধারাবাহিকতাকে লক্ষ্য রাখা হয় নি। এ ধরনের উদাহরণ অসংখ্য হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান আছে। যেমন ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ – قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ–

আনাস বিন মালিক আনসারী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় চড়লেন। (পড়ে যাওয়ার কারণে) তাঁর ডান পাঁজরে জখম হয়ে যায়। আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, এ সময় কোন এক সালাত আমাদের নিয়ে তিনি বসে আদায় করলেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন, ‘ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। যখন সে (ইমাম) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর সে যখন রুকূ করে তখন তোমরাও রুকূ করবে। যখন সে মাথা উত্তোলন করবে তখন তোমরাও মাথা উত্তোলন করবে। আর যখন সে সিজদা করবে তখন

২৭১. ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০, সনদ সহীহ।

তোমরাও সিজদা করবে। সে যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে'।[২৭২]

এ হাদীসটির ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, সামিআল্লাহু লিমান হামিদা এবং রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ-এর উল্লেখ সিজদার পরে হয়েছে। তাহলে কি এটা বলা যাবে যে, এ দুটিকে সিজদার পরে পড়তে হবে?

আদৌ নয়। বরং এখানেও অন্যান্য বর্ণনা সামনে রেখে এটা বলা হবে যে, এ দুটির অবস্থান হল রুকূর পরে। যেমন সহীহ বুখারীতে ৭৩৩ নং হাদীসের অধীনে এ হাদীসটি অন্য সনদের দ্বারা বিদ্যমান। আর তাতে এ দুটির উল্লেখ রুকূ হতে উঠার পর রয়েছে।[২৭৩] হাদীস সমূহে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।[২৭৪]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শারীক বিন আব্দুল্লাহ্‌র বর্ণনাটি {যা মুসনাদে আহমাদের বরাতে গত হয়েছিল} মুজামে কাবীর হতে বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব বড়ই হাস্যকর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে স্বীয় হাত পবিত্র বুকের উপর বাঁধতেন না। বরং নামাযের পর সাহাবীদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বুকের আলোচনা করতে গিয়ে স্বীয় হাত বুকের উপর রেখেছিলেন'।[২৭৫]

আরয রইল যে-

প্রথমত : মুসনাদে আহমাদের আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য আশরাফী সাহেব মুজামে কাবীর দেখার সাহস করে ফেলেছেন। কিন্তু তার এতটা তওফীক হয় নি যে, মুসনাদে আহমাদে-ই অন্যত্র এই হাদীসের ঐ শব্দগুলি দেখে নিতে যেগুলিতে এটা পুরোপুরিভাবে বলা হয়েছে যে, হাত বাঁধার পদ্ধতি নামাযের

---

২৭২. বুখারী হা/৭৩২, ১/১৪৭।
২৭৩. সহীহুল বুখারী হা/৭৩৩, ১/১৪৭।
২৭৪. আরও অধিক উদাহরণের জন্য দেখুন মাকালাতে রাশিদিয়া ১/১০৩।
২৭৫. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১১১।

মধ্যেই রয়েছে। আর এই ধরনের স্থান হিসেবে মুসনাদে আহমাদের আলোচ্য বর্ণনায় ‘বুক’-কে নির্দেশ করা হয়েছে। যদ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হাত বাঁধা এবং বুকের উপর হাত বাঁধা উভয়টার সম্পর্ক নামাযের ভিতরের আমল সমূহের সাথে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : মুসনাদে আহমাদের আলোচ্য হাদীসের মধ্যে বুক শব্দটি এসেছে। আর মুসনাদে আহমাদে অন্যত্র বিদ্যমান এই হাদীসটির ভিতরে হাত বাঁধার বিষয়টি রয়েছে। আর এটাও স্পষ্ট রয়েছে যে, এটি নামাযের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু আশরাফী সাহেব এবং তার ন্যায় লোকেরা এই হাদীসকে প্রথম হাদীস থেকে আলাদা মনে করেন। আর তারা বলেন যে, দ্বিতীয় বর্ণনায় হাত বাঁধার স্থানের জন্য বুক শব্দটি নেই।

এক্ষণে, আশরাফী সাহেব আমাদেরকে বলুন! মুসনাদে আহমাদের বুকের উপর বাক্য সম্বলিত বর্ণনাটির ব্যাখ্যার জন্য মুজামে কাবীর-এর যে বর্ণনাটি আপনি পেশ করেছেন তাতে কি হাত বাঁধার স্থল হিসেবে ‘বুকের উপর’ শব্দ আছে? যদি না থাকে তাহলে মুজামে কাবীরের এই বর্ণনা দ্বারা মুসনাদে আহমাদের হাদীসটির ব্যাখ্যা আপনার মূলনীতি মোতাবেক সঠিক হয় কীভাবে?

তৃতীয়ত : আশরাফী সাহেবের পেশকৃত মুজামে কাবীরের বর্ণনাটিতে কেবল হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। তবে বুকের উপর হাত রাখার বর্ণনা নেই। এখন যদি আশরাফী সাহেবের কথানুপাতে এ আমলটি নামাযের পরের হয়ে থাকে তাহলে কি মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাটির মধ্যে এক হাত অপর হাতের উপর রাখার যে কথাটি রয়েছে সেটাও কি নামাযের পরের আমল? যদি এমনটাই হয়ে থাকে তাহলে মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি যে হাদীসগুলিতে এই স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে যে, হাত বাঁধার নামাযের অভ্যন্তরীণ আমল; সেটার সঠিক মর্ম কি তাহলে?

চতুর্থত : মুজামে কাবীরের যে বর্ণনাটি আশরাফী সাহেব পেশ করেছেন তার সনদ অপ্রমাণিত। কেননা এতে শারীক বিন আব্দুল্লাহ নামক রাবী সিমাক হতে

বর্ণনা করছেন। আর শারীক বিন আব্দুল্লাহ সিমাক হতে ইখতিলাতের পরে বর্ণনা করেছেন।[২৭৬] সুতরাং এই বর্ণনাটি-ই যঈফ।

পঞ্চমত : কথার কথা যদি এই বর্ণনাটিকে সহীহ মেনেও নেই তবুও আশরাফী সাহেবের দলীল গ্রহণ করা বাতিল। বরং অত্যন্ত হাস্যকর। কেননা তার পেশকৃত মুজামে কাবীরের বর্ণনার মধ্যে এ কথাটির স্পষ্ট কোন বিবরণ আদৌ নেই যে, হাত বাঁধার আমলটি নামাযের পরে ছিল। বরং স্রেফ এতটুকু কথা রয়েছে যে, রাবী এই বর্ণনার মধ্যে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর বর্ণনাটির শেষে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। এবং নামাযের উল্লেখ না প্রশ্ন-উত্তরের কথার মধ্যে রয়েছে আর না হাত বাঁধার আলোচনার অংশে রয়েছে। তাহলে আশরাফী সাহেবকে কে বলেছিল যে, এই বিষয়গুলি নামাযের পরে হয়েছিল? যদি তিনি বলেন যে, অন্য হাদীসের মধ্যে নামাযের উল্লেখ এসেছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে, অন্য হাদীসে এটাও এসেছে যে, হাত বাঁধার এই আমল নামাযের ভিতরে ছিল। প্রকাশ থাকে যে, আশরাফী সাহেবের পেশকৃত মুজামে কাবীরের বর্ণনাটিতে স্রেফ হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হাত বাঁধার স্থানের কোন উল্লেখ নেই।

নুসখার উপর অভিযোগ

কিছু মানুষ বলেছেন যে, মুসনাদে আহমাদের নসুখায় ‘বুকের উপর’ বাক্যটি কপিকারকের ভুল এবং তাসহীফ হয়েছে। যেমনটা নীমাবী সাহেব বলেছেন।[২৭৭]

আসুন! এ প্রসঙ্গে প্রথমে নীমাবী সাহেবের বাক্যটি দেখা যাক-

ويقع في قلبي أن هذا تصحيف من الكتاب–والصحيح يضع هذه علي هذه–فيناسب قوله : وصف يحي اليمني علي اليسري فوق المفصل– ويوافقه سائر الروايات– ولعل

২৭৬.
২৭৭. ইলাউস সুনান ২/১৬৯।

لهذا الوجه لم يخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد والسيوطي في مجمع الجوامع علي المتقي في كنز العمال–والله أعلم بالصواب–

'আমার এটা মনে হয়েছে যে, এটা কাতিবের (কপিকারকের) তাসহীফ। আর সহীহ এটাই যে هذه علي هذه (এর উপর এটা)-এভাবে এই রাবীর এ উক্তির সাথে মিলে যায় যে, ইয়াহ্ইয়া ডান হাতকে বাম হাতের কব্জির উপর রেখেছিলেন। অন্য বর্ণনাগুলিও এরই সাথে মিলে যায়। সম্ভবত এই কারণেই ইমাম হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে, সুয়ূতী জামউল জাওয়ামে গ্রন্থে এবং মুত্তাকী হিন্দী কানযুল উম্মাল গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি'।[২৭৮]

আরয রইল যে, নীমাবী সাহেব নিজের মনের কথা বললেন। এখন তার মনের কথার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? সীমাবী সাহেবের অন্তর তো ওহী নাযিলের স্থল ছিল না যে, যা কিছু খেয়াল হবে তা অস্বীকার অযোগ্য হবে!

এছাড়াও তিনি যা কিছু লিখেছেন; সবই কেবল তার কিয়াসী মতামত। কোন দলীল নয়। নতুবা তিনি একে স্বীয় মনের কথা বলতেন না। বরং জোর দিয়ে দাবী করতেন এবং এর স্পষ্ট দলীল পেশ করতেন। যাহোক, আমরা এ কথাটিরও সমালোচনা (জবাব সহ) করছি।

সর্বপ্রথম কথা এই যে, ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র সনদেই এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আর তার বর্ণনাতেও আছে-

يضع هذه علي هذه علي صدره–

'তিনি এই হাত এই হাতের উপর রেখে স্বীয় বুকের উপর রাখতেন'।[২৭৯]

শুধু এই একটি দলীল দ্বারা মনের সকল আধ্যাত্মিকতা বিক্ষিপ্ত ধুলার ন্যায় হয়ে যায়। আর এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসনাদে আহমাদে 'তার

---

২৭৮. আসারুস সুনান পৃ. ১০৮।

২৭৯. আত-তাহকীক ফী মাসায়িলিল খিলাফ ১/৩৩৮, সনদ সহীহ।

বুকের’ বাক্যটি লেখকের ভুল নয়। এরপর আর কিছু বলার দরকার তো নেই। তারপরও নীমাবী সাহেবের কিয়াসী মতামতের উপর নজর বুলাচ্ছি।-

(১) যেমন সর্বপ্রথম নীমাবী সাহেব এটা বলেছেন যে, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বলেছিলেন এবং ‘তার বুকের’ বাক্যটিকে ‘এর’ মেনে নেয়ার দ্বারা হাদীসের মতনের বাক্যটি রাবীর আমলী বর্ণনার মোতাবেক হয়ে যায়। অর্থাৎ হাদীসের মতনের মধ্যেও দুটি হাতের উল্লেখ এসে যাবে। যেভাবে ইয়াহইয়ার আমলী বর্ণনাতে দুটির হাতের উল্লেখ রয়েছে।

আরয রইল যে, মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় যে ‘এই’ রয়েছে এর মধ্যে দুটি হাতের উল্লেখ শামিল রয়েছে। কেননা নামাযে দুটি হাত একসাথেই বাঁধা হয়। এজন্য একটির উল্লেখের মধ্যে অন্যটির উল্লেখও আবশ্যিকভাবে শামিল রয়েছে। উপরন্তু এক হাদীস অপর হাদীসকে ব্যাখ্যা করে। এই প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ এবং খোদ আহনাফের স্পষ্ট বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়াও ইবনুল জাওযীর বর্ণনাটির বাক্যটিও পেশ করা হয়েছে। যেখানে আছে, ‘তিনি এই হাতকে এই হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখতেন’।[২৮০]

নিন জনাব! এতে ‘এটা এর উপর’ অর্থাৎ উভয় হাতের উল্লেখ রয়েছে। আর এর পর ‘বুকের উপর’-এরও উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় উল্লিখিত ‘এটা’র মধ্যেই উভয় হাত বুঝানো হয়েছে। এজন্য ‘তার বুকের’ কথাটিকে আরেকটি হাত বানানোর জন্য একে ‘এর’ বানানোর কোন দরকার নেই।

এছাড়াও সামনে আসন্ন ইয়াহইয়া বিন সাঈদের আমলী বর্ণনা (যে বর্ণনায় উভয়টির উল্লেখ রয়েছে) এই শব্দটির অনুকূলেই রয়েছে। আর অবস্থানস্থল নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রেও ইয়াহইয়া বিন সাঈদের আমলী বর্ণনা এই শব্দটির বিরোধী নয়। কেননা হাদীসের মতনে হাতের স্থানের উল্লেখ রয়েছে। আর রাবীর বর্ণনার মধ্যে উভয় হাত রাখার ধরনের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই ধরন হস্তদ্বয় রাখার স্থানকে আবশ্যিক করে। নতুবা বলা হোক যে, এই ধরনের উপর আমল করার সময় হাত কি শূন্যে থাকবে নাকি শরীরের কোন একটি অংশের

---

২৮০. ঐ।

উপর থাকবে? যখন শীরের যে কোন অংশের উপরই থাকবে বলা হচ্ছে; তখন (এটা জানা কথা যে) বুকও তো শরীরেই অংশ। আর প্রথম মতনে এর উল্লেখ হয়েছে। এরপর এরই আমলী অবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে। তাহলে যাহির হল যে, বুকের উপরই উভয় হাত রাখার ধরন বলা হয়েছে।

প্রতীয়মান হল যে, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ্র এই হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান আমলী বর্ণনা কোনভাবেই 'তার বুকের উপর'-এর বিরোধী নয়।

(২) এই স্পষ্ট আলোচনা দ্বারা ঐ লোকদের অভিযোগের জবাবও প্রদত্ত হয়েছে যারা বলেন যে, মুসনাদে আহমাদের মধ্যে কেবল একটি হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে নামাযে দুটি হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে।

আরয রইল যে, মুসনাদে আহমাদের মধ্যে এক হাতের উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অন্য হাত আবশ্যিকভাবে শামিল রয়েছে। কেননা নামাযে একটি হাত অপর হাতের উপর আবশ্যিকভাবে শামিল থাকে। এছাড়াও ইবনুল জাওযীর বর্ণনাতে পূর্ণাঙ্গ বিবরণের সাথে উভয় হাতের উল্লেখ আছে। আবার সেটাকে বুকের উপর বাঁধারও উল্লেখ রয়েছে। আর এক হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা করে। সুতরাং এই অভিযোগ বাতিল প্রতিপন্ন হয়েছে।

(৩) আবার নীমাবী সাহেব অগ্রসর হয়ে অন্যান্য বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন।

আরয রইল, অন্যান্য বর্ণনার রাবীগণ এই হাদীসকে একই মতনের সাথে বর্ণনা করেন নি। অনেকে তো সরাসরি হাত বাঁধার কোনই উল্লেখ করেন নি। তাহলে কি হাত বাঁধার কথাটিও কাতিবের ভুল এবং তাসহীফ?

এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা সমূহে পূর্ণাঙ্গভাবে বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা ঐ সকল রাবীদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাবীগণ পূর্ণ মতন বর্ণনা করার বিষয়টিতে আবশ্যকতা আরোপ করেন নি। এজন্য কারো পক্ষ হতে তার কোন শব্দ বর্ণনা না করা আদৌ বিরোধীতা নয়। এর বিস্তর আলোচনা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা সমূহে দেখুন।

(৪) সামনে অগ্রসর হয়ে নীমাবী বলেছেন, 'ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ, ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ এবং মুত্তাকী হিন্দী রহিমাহুল্লাহ কানযুল উম্মাল গ্রন্থে এই বর্ণনার উল্লেখ করেন নি'।

জবাবে আরয রইল যে, সর্বপ্রথম মুত্তাকী হিন্দীর নাম এই তালিকা হতে বাদ দিন। কেননা তিনি ইমাম সুয়ূতীর-ই জামউল জাওয়ামে গ্রন্থটিকে ধারাবাহিকভাবে সজ্জায়ন করেছেন মাত্র। ভূমিকায় যেমনটা তিনি স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। রইল ইমাম হায়সামী এবং ইমাম সুয়ূতীর বিষয়টি। তো আরয রইল-

প্রথমত : নীমাবী সাহেব মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর মধ্যে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' বাক্যটি থাকার দাবী করেছেন। যদিও তিনি একে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। কিন্তু হযরত এখানে এটা কেন খেয়াল করেন নি যে, এই বর্ধিতাংশের সাথে এই বর্ণনাকে ইমাম সুয়ূতী এবং আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী কেন উল্লেখ করেন নি।

দ্বিতীয়ত : যদিও ইমাম হায়সামী ও সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ একে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ইবনুল জাওযী এবং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তো উল্লেখ করেছেন। এই দুজন আহলে ইলমের এই বাক্যগুলি এই হাদীসের সাথে বর্ণনা করা যেখানে হাদীসটির প্রামাণ্য হওয়ার দলীল সেখানে ইমাম হায়সামী এবং ইমাম সুয়ূতীর ভ্রমে পতিত হওয়ারও দলীল।

তৃতীয়ত : ইমাম হায়সামী এবং ইমাম সুয়ূতী আরও অসংখ্য হাদীস উল্লেখ করেন নি। তাহলে কি আমরা সেই হাদীসগুলি অস্বীকার করব?

উদাহরণস্বরূপ! মুসনাদে আহমাদে (৩/৩৪৫) সাইয়েদুনা জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ হাদীসটি ইমাম হায়সামী উল্লেখ করেন নি। তাহলে কি মুসনাদে আহমাদের মধ্যে থাকা এই হাদীসটির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে?

অনুরূপভাবে মুসনাদে আহমাদে (২/৩১৮) সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ: أَنْصِتُوا، وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ، فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ হাদীসটি ইমাম সুয়ূতী জামউল জাওয়ামে প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি।

এই সকল দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হল, মুসনাদে আহমাদে 'তার বুকের উপর' বাক্যটি প্রমাণিত। এটা কোন কাতিবের ভুল নয় আদৌ। সুতরাং নীমাবী সাহেবের মনে যে কথা এসেছে তা কোন আসমানী ওহী নয়। এজন্য আল্লামা মুবারকপূরী রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন,

فما وقع في قلبي بعد هذا الثبوت البين من أن هذا تصحيف من الكتاب- والصحيح يضع هذه علي هذه- فهو من وسوسة الشيطان-فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم-

'এই স্পষ্ট প্রমাণ থাকার পরও নীমাবী সাহেবের মনে তাসহীফ ও তাসহীহ-এর যে কথাটি উদয় হয়েছে তা শয়তানী ওয়াসওয়াসা ব্যতীত কিছুই নয়। এজন্য নীমাবী সাহেবের উচিৎ প্রত্যাখ্যাত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ তলব করা'।[২৮১]

একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ

কিছু মানুষ বলেন, 'এই বর্ণনার সনদে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ রয়েছেন। আর তিনি স্বয়ং নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। যদ্বারা জানা যায় যে, এই বর্ণনা প্রমাণিত নয়। কেননা যদি এই বর্ণনাটি প্রমাণিত হত তাহলে সুফিয়ান সাওরী এর উপরই আমল করতেন'।

আরয রইল যে, সুফিয়ান সাওরীর আমল এই বর্ণনাটির অপ্রমাণিত হওয়ার দলীল নয়। বরং এই বর্ণনাটি সুফিয়ান সাওরীর প্রতি সম্বন্ধিত আমলের প্রমাণযোগ্য না হওয়ার দলীল। কেননা যখন সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বুকের

---

২৮১. আবকারুল মিনান ফী তানকীদি আসারিস সুনান পৃ. ৩৭২।

উপর হাত বাঁধার বর্ণনা উদ্ধৃত করছেন তখন এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধবেন?

এই অভিযোগ একেবারেই অনুরূপ যেমন কেউ বলে যে, মুওয়াত্তার মধ্যে (হা/৪৭) নামাযে হাত বাঁধার যে হাদীস আছে তা প্রমাণিত নয়। কেননা ইমাম মালেক হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়তেন!

এবার বলুন! এই ধরনের বেহুদা অভিযোগ দ্বারা কি আমরা মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের এই হাদীসকে বর্জন করব যেখানে নামাযে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে?

মনে রাখতে হবে, মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের এই হাদীস সহীহ বুখারীতেও ইমাম মালেকের সনদেই বিদ্যমান আছে।[২৮২]

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, কোন গ্রন্থেই সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে সহীহ সনদের সাথে এটা প্রমাণিত নেই যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। যে লোকেরা এ কথাটা উল্লেখ করেছেন তারা সুফিয়ান সাওরী পর্যন্ত এ কথাটির সহীহ সনদ প্রদান করেন নি। সুতরাং এ কথাটি মিথ্যা এবং মনগড়া। আর সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর উপর মিথ্যা অপবাদ।

মনে রাখতে হবে, ইমাম মালেক হতেও এটা প্রমাণিত নেই যে, নামাযে হাত বাঁধা যাবে না।[২৮৩]

এই অভিযোগের জবাবে আরও বিস্তর আলোচনা সামনে সহীহ ইবনু খুযায়মার বর্ণনার আলোচনায় আসছে।

সিমাক বিন হারব-এর তাওসীক

সিমাক বিন হারব বিন আওস বিন খালেদ বিন নাযযার হলেন বুখারী, (শাওয়াহেদ) মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর রাবী। তিনি সিকাহ রাবী।

---

২৮২. সহীহুল বুখারী হা/৭৪০।

২৮৩. 'হাইআতুন নাসিক ফী আন্নাল কাবযা ফিস-সালাতি হুয়া মাযহাবুল ইমাম মালেক' গ্রন্থটি দেখুন।

মুহাদ্দিসদের একটি বড় জামাআত তাকে তাওসীক করেছেন। আমরা সামনে ৩৫ জন মুহাদ্দিস থেকে তাঁর তাওসীক পেশ করব। ইনশাআল্লাহ।

শুধু 'ইকরিমা হতে' তার বর্ণনার উপর জারাহ করা হয়েছে। আর কিছু মুহাদ্দিস তার শেষ বয়সের হিফযকে 'বিকৃত' বলেছেন। সুতরাং তার যে বর্ণনাগুলি ইকরিমাহ হতে নয় বরং অন্যান্য রাবী হতে বর্ণিত এবং সূচনা কালের; সেগুলি নিঃসন্দেহে সহীহ। তিনি ঐ সকল বর্ণনায় সিকাহ।

সর্বপ্রথম আমরা সিমাকের জারাহ সম্বলিত উক্তিগুলির পর্যালোচনা করব। এরপর পরই আমরা ৩৫ জন মুহাদ্দিস হতে তার তাওসীক পেশ করব।

সমালোচনা সূচক উক্তি সমূহ

(১) ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন,

سماك ليس بالقوي–وكان يقبل التلقين–

'সিমাক খুব বেশী শক্তিশালী নন। আর তিনি তালকীন গ্রহণ করতেন'।[২৮৪]

আরেকটি স্থানে তিনি বলেছেন,

فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث–لأنه كان يقبل التلقين–

'সিমাক বিন হারব যখন কোন বর্ণনায় একক থাকেন তখন তার উপর নির্ভর করা যাবে না। কেননা তিনি তালকীন কবুল করতেন'।[২৮৫]

আরয রইল, ইমাম নাসাঈ মুতাশাদ্দিদ ছিলেন। যেমনটা হাফেয যাহাবী এবং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।[২৮৬] সুতরাং তাওসীককারীদের মোকাবেলায় তার তাযঈফ প্রণিধানযোগ্য নয়। এছাড়াও ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় জারাহ-এর কারণ হিসেবে বলেছেন, তিনি তালকীন কবুল

---

২৮৪. নাসাঈ কুবরা ৩/২৩১।
২৮৫. ঐ ২/২৫১।
২৮৬. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৪৩৭; মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৩৮৭।

গ্রহণ করতেন। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিস তালকীন গ্রহণ করা প্রসঙ্গে এটা বলেছেন যে, তিনি ইকরিমাহ হতে বর্ণনা করার সময়ে তালকীন গ্রহণ করতেন।

যেমন ইমাম শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬০ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً، يَعْنِي حَدِيثَ عِكْرِمَةَ : إِذَا بَنَى أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي الطَّرِيقِ–وَكَانَ النَّاسُ رُبَّمَا لَقَّنُوهُ فَقَالُوا : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ، وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُلَقِّنُهُ–

'সিমাক আমাকে ইকরিমার এই বর্ণনাটি إِذَا بَنَى أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي الطَّرِيقِ কয়েকবার বর্ণনা করেছিলেন। লোকেরা কখনো কখনো তাকে তালকীনে পতিত করতেন এবং বলতেন, এটা কি ইবনু আব্বাসের বর্ণনা? তখন সিমাক বলতেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি তাকে কখনো তালকীন গ্রহণ করাই নি'।[২৮৭]

কাযী শারীক বিন আব্দুল্লাহ আন-নাখাঈও (মৃ. ১৭৭/১৭৮ হি.) এই কথাটি বলেছেন। যেমনটা আসছে।

ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শারীক রহিমাহুল্লাহ্‌র এই বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, তালকীন কবুল করা সংক্রান্ত যে জারাহ রয়েছে তার সম্পর্ক ইকরিমার সনদের সাথে রয়েছে। এটাই কারণ যে, অন্যান্য কিছু মুহাদ্দিস খাসভাবে ইকরিমা হতেই সিমাকের বর্ণনাকে মুযতারিব বলেছেন। যেমনটা আসবে। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমভাবে বলা এবং এর কারণে তাকে সর্বজনীনভাবে যঈফ আখ্যা দেয়া-এটা ইমাম নাসাঈর কঠোরতা। যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন,

سماك بن حرب وهو ضعيف–يقبل التلقين–

---

২৮৭. উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর ২/১৭৮, সনদ হাসান।

‘সিমাক বিন হারব যঈফ রাবী। তিনি তালকীন কবুল গ্রহণ করতেন’।[২৮৮]

আরয রইল, এখানে সেই কথাটিও রয়েছে যেটা ইমাম নাসাঈর উক্তির অধীনে পেশ করা হয়েছে। বরং স্বয়ং ইবনু হাযম বলেছেন,

سماك بن حرب ضعيف–يقبل التلقين– شهد عليه بذلك شعبة–

‘সিমাক বিন হারব যঈফ রাবী। তিনি তালকীন কবুল করতেন। শুবাহ্ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন’।[২৮৯]

আরয রইল যে, ইমাম শুবাহ্র সাক্ষ্য কেবল ‘ইকরিমা হতে’ সনদের সাথে খাস। সুতরাং একে সর্বজনীন মেনে নিয়ে সিমাককে শর্তহীনভাবে যঈফ বলা ঠিক নয়।

নিম্নোক্ত উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না

(৩) ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) হতে বর্ণিত আছে যে, ‘সিমাক বিন হারব যঈফ রাবী’।[২৯০]

তাহকীক : এ উক্তিটির সনদ যঈফ। কেননা এর সনদে মুহাম্মাদ বিন খলফ বিন আব্দুল হুমাইদ নামক মাজহূল রাবী রয়েছেন। কিন্তু ইমাম ইয়াকূব বিন শায়বাহ যাকারিয়া বিন আদীর বরাতে এই বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন। আর এতে সুফিয়ান সাওরীর বরাতটি ছুটে গিয়েছে। যদ্দারা এটা জানা যায় যে, এই উক্তির কোন একটি ভিত্তি রয়েছে।[২৯১]

বাস্তবে এটা সুফিয়ান সাওরীরই উক্তি। যেমনটা ইবনু আদীর বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। ইবনু আদীর সনদ যদিও যঈফ; কিন্তু হাফেয ইয়াকূব বিন

২৮৮. ইবনু হাযম ৯/৩৯১।
২৮৯. আল-মুহাল্লা ৭/৪৫২।
২৯০. ইবনু আদী, আল-কামিল ফী যুআফায়ির রিজাল ৪/৫৪১, সনদ যঈফ।
২৯১. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০।

শায়বাহ্‌র বর্ণনা দ্বারা এর ভিত্তির সমর্থন মেলে। সুতরাং উভয়টি এক সাথে করে এই ফলাফল বের হয় যে, এটা সুফিয়ান সাওরীরেই উক্তি।[২৯২]

কিন্তু সুফিয়ান সাওরীর এই তাযঈফ দ্বারা সাধারণ স্তরের তাযঈফ উদ্দেশ্য। যেমনটা অন্য একটি উক্তি দ্বারা বর্ণিত আছে। যদ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সুফিয়ান সাওরী সিমাকের মধ্যে সাধারণ স্তরের দুর্বল থাকা মানতেন। যেমন ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন,

وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف–

'সুফিয়ান সাওরী তার মধ্যে সামান্য দুর্বলতা আছে বলে ঘোষণা দিতেন'।[২৯৩]

অন্যদিকে সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ এটা বলেছেন,

ما يسقط لسماك بن حرب حديث–

'সিমাক বিন হারবের কোন হাদীস সাকেত নয়'।[২৯৪]

এর উদ্দেশ্য এটাই যে, সুফিয়ান সাওরীর কাছে সিমাক বিন হারব হলেন সিকাহ রাবী। প্রশংসাকারীদের উক্তিসমূহে (২ নং) এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

এই তাওসীকের আলোকে তার তাযঈফের ব্যাখ্যা এটা করা যায় যে, এর দ্বারা সাধারণ স্তরের দুর্বলতা উদ্দেশ্য। ইমাম ইজলী স্পষ্টভাবে এই কথাটি তার বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। কিংবা এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল, পরবর্তীতে তার (সিমাকের) মুখতালিত হওয়া। যেমন হাফেয ইয়াকূব সুফিয়ানের উক্তির এই ব্যাখ্যাটাই করেছেন। কিন্তু তিনি একে সুফিয়ান সাওরীর ছাত্র ইবনুল মুবারকের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। যা ভুল। যেমনটা স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

(৪) জারীর বিন আব্দুল হামীদ আয-যাব্বী (মৃ. ১৮৮ হি.) বলেছেন,

---

২৯২. ইবনু আব্দুল হাদী, তানকীহুত তাহকীক ১/৪৮।
২৯৩. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২০৭, সনদবিহীন।
২৯৪. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪, সনদ সহীহ।

أَتَيْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ فَوَجَدْتُهُ يَبُولُ قَائِمًا فَتَرَكْتُهُ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ–

'আমি সিমাক বিন হারবের কাছে আসলাম। তাঁকে আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখলাম। ফলে তাঁকে বর্জন করলাম এবং তাঁর থেকে কিছুই শ্রবণ করলাম না'।[২৯৫]

তাহকীক : সম্ভবত সিমাক বিন হারব কোন কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করছিলেন। এজন্য কেবল এতটুকু কথা দ্বারা কারো উপর সমালোচনা করা যায় না। কেননা অনুরূপ বিষয় তো কিছু সাহাবী থেকেও প্রমাণিত। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতেও দাঁড়িয়ে পেশাব করা প্রমাণিত।[২৯৬]

হানাফীদের ইমাম মুহাম্মাদও সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই আমল বর্ণনা করেছেন।[২৯৭] বরং আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও দাঁড়িয়ে পেশ করা প্রমাণিত।[২৯৮] আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই আমল ইমাম আবূ হানীফার প্রতি নিসবতকৃত মুসনাদে আবী হানীফা গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে।[২৯৯]

(৫) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন, 'তিনি মুযতারিবুল হাদীস'।[৩০০]

তাহকীক : ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র এ জারাহ-টির সম্পর্ক বিশেষভাবে {ইকরিমাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে} সনদের সাথে রয়েছে। যেমন ইমাম আহমাদের অন্য ছাত্র আবূ বকর বিন হানী আল-আসরাম ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র এই জারাহ নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করেছেন,

---

২৯৫. উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর ২/১৭৮, সনদ সহীহ।
২৯৬. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ১/৬৫, সনদ সহীহ।
২৯৭. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ পৃ. ৩৪৩।
২৯৮. বুখারী হা/২২৪।
২৯৯. খাওয়ারিযমী, জামেউল মাসানীদ ১/২৫০।
৩০০. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৭৯, সনদ সহীহ।

حديث سماك مضطرب عن عكرمة–

‘ইকরিমাহ হতে সিমাকের বর্ণনা মুযতারিব হয়ে থাকে।[৩০১]

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র ছাত্র ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ : قَالَ شَرِيكٌ : كَانُوا يُلَقِّنُونَ سِمَاكَ أَحَادِيثَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، يُلَقِّنُونَهُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَيَقُول : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ–

‘আমি ইমাম আহমাদ হতে শুনেছি যে, শারীক বলেছেন, লোকেরা সিমাককে ইকরিমাহ হতে তার বর্ণনাগুলির মধ্যে তালকীন করাতেন। লোকেরা তালকীন করাতে গিয়ে বলতেন عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {ইবনু আব্বাস হতে}। তখন সিমাকও বলতেন, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ’।[৩০২]

উপরন্তু কিতাবুল ইলালে এভাবে বলা হয়েছে যে,

وسماك يرفعها عن عكرمة عن ابن عباس–

‘সিমাক রহিমাহুল্লাহ ইকরিমার বর্ণনাকে ইবনু আব্বাসের বর্ণনা বানিয়ে দিতেন’।[৩০৩]

প্রমাণিত হল, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র জারাহ {ইকরিমা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে} সনদের উপর রয়েছে। এ ব্যতীত অন্যান্য সনদে সিমাক রহিমাহুল্লাহ ইমাম আমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে সিকাহ হিসেবে গণ্য। এর আরও সমর্থন এ বিষয়টি দ্বারা হয় যে, অন্য মুহাদ্দিসগণও ইযতিরাবের জারাহ- বিশেষভাবে ইকরিমার সনদের উপর করেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন-

---

৩০১. আন-নাফহুশ শাযী পৃ. ৩২৬। তিনি এটি কিতাবুল আসরাম হতে বর্ণনা করেছেন।

৩০২. আবূ দাঊদ, মাসায়েলে আহমাদ পৃ. ৪৪০।

৩০৩. আল-ইলাল লি-আহমাদ ১/৩৯৫।

১. ইমাম আলী বিন মাদীনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৪ হি.) হতে উদ্ধৃত করতে গিয়ে হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ বলেছেন,

قلت لابن المديني : رواية سماك عن عكرمة؟ فقال : مضطربة–

'আমি ইমাম আলী বিন মাদীনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইকরিমা হতে সিমাকের বর্ণনা কেমন হয়ে থাকে? তখন তিনি বললেন, মুযতারিব'।[৩০৪]

২. হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন,

وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة–

' বিশেষভাবে ইকরিমা হতে সিমাকের বর্ণনা মুযতারিব হয়ে থাকে'।[৩০৫]

৩. হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

صدوق– وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة–

'তিনি সত্যবাদী। আর বিশেষভাবে ইকরিমা হতে তার বর্ণনা মুযতারিব হয়ে থাকে'।[৩০৬]

৪. বরং ইমাম ইবনু রজব (মৃ. ৭৯৫ হি.) একাধিক হাদীসের হাফেযের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছেন,

ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة مضطربة–

'হাদীসের হাফেযদের মধ্য হতে কিছু লোক বিশেষভাবে ইকরিমা হতেই সিমাকের বর্ণনাকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন'।[৩০৭]

---

৩০৪. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৪/২৩৩।

৩০৫. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০। তিনি (হাফেয মিযযী রহিমাহুল্লাহ) ইয়াকূব হতে বর্ণনা করেছেন।

৩০৬. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৬২৪।

৩০৭. শারহু ইলালিত তিরমিযী ২/৭৯৭।

প্রতীয়মান হল, ইমাম আহমাদের মুযতারিব সংক্রান্ত সমালোচনাটি স্রেফ ইকরিমার সনদের সাথে খাস। উপরন্তু এর আরেকটি শক্তিশালী দলীল এটাও যে, ইমাম আহমাদ সিমাকের হাদীসকে 'আব্দুল মালেক বিন উমাইর'-এর হাদীসের তুলনায় উত্তম বলেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

سماك بن حرب أصلح حديثا من عبد الملك بن عمير–

'সিমাক বিন হারব রহিমাহুল্লাহ আব্দুল মালেক বিন উমাইর রহিমাহুল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম হাদীস বর্ণনাকারী'।[৩০৮]

অথচ আব্দুল মালেক কুতুবে সিত্তার প্রসিদ্ধ সিকাহ রাবী।[৩০৯] সুতরাং ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে সিমাক আরও বেশী সিকাহ।

৬. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আম্মার আল-মূসিলী (মৃ. ২৪২ হি.) বলেছেন,

-سماك بن حرب يقولون : إنه كان يغلط–ويختلفون في حديثه

'সিমাক বিন হারব সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, তিনি ভুল করতেন এবং মুহাদ্দিসগণ তাঁর হাদীসের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ করেছেন'।[৩১০]

আরয রইল যে, শুধু ভুল করার কারণে কেউ যঈফ রাবী হয়ে যান না। সিকাহ রাবীদের থেকেও ভুল হয়। এজন্য এ উক্তিটি মুজমাল। উপরন্তু এটা ইবনু আম্মার মূসিলীর নিজস্ব উক্তি নয়। বরং তিনি মুহাদ্দিসদের প্রতি একে নিসবত করেছেন। আর মুহাদ্দিসগণ স্বীয় উক্তির তাফসীর এটা করেছেন, বিশেষত ইকরিমার সনদেই সিমাক ভুল করতেন।

---

৩০৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৭৯, সনদ সহীহ।
৩০৯. তাহযীবুল কামাল ১৮/৩৭০।
৩১০. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪, সনদ সহীহ।

৭. ইমাম সালেহ বিন মুহাম্মাদ জাযারাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯৩ হি.) বলেছেন, 'সিমাক বিন হারবকে যঈফ রাবী বলা হয়'।[৩১১]

আরয রইল, এটাও মুজমাল উক্তি। আর তাকে যঈফ আখ্যাদানকারীদের উক্তির মধ্যে এই তাফসীর করা হয়েছে যে, তার দুর্বলতা স্রেফ ইকরিমার সনদের সাথে নির্দিষ্ট।

৮. ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি অত্যধিক ভুল করতেন'।[৩১২]

আরয রইল, ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ সিমাককে স্বীয় কিতাবুস সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে তার উপর জারাহ করেছেন। আর বাহ্যিকভাবে এটা সাংঘর্ষিক মনে হয় যে, যদি তিনি সিকাহ রাবী হন তাহলে তার উপর জারাহ করা হয়েছে কেন? আর যদি তিনি মাজরূহ হয়ে থাকেন তাহলে তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে কেন?

আমাদের মতে, এই প্রশ্নের সমাধান এই যে, কতিপয় মুহাদ্দিস যখন তাযঈফের সাথে সাথে তাওসীকও করেন তখন এ ক্ষেত্রে তাওসীক পারিভাষিক অর্থে বুঝানো হয় না। স্রেফ সততা বুঝানো হয়।

অর্থাৎ ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সততার দৃষ্টিকোণ থেকে সিকাহ বলেছেন। আর যবতের দিক থেকে তার উপর জারাহ করেছেন। কিন্তু যেহেতু ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ জারাহ-এর ক্ষেত্রে মুতাশাদ্দিদ সেহেতু প্রমাণিত সরীহ তাওসীকের মোকাবেলায় তার জারাহ-এর কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। বরং খোদ ইবনু হিব্বানও নিজের এই জারাহকে গ্রহণযোগ্যতা দেন নি। কেননা সিমাক বিন হারবকে তিনি সিকাহ মেনে তার কয়েকটি হাদীস স্বীয় সহীহ ইবনু হিব্বান গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন।

৯. ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন,

---

৩১১. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪, সনদ হাসান।

৩১২. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৪/৩৩৯।

ولم يرفعه غير سماك–وسماك سيئ الحفظ–

‘একে সিমাক ব্যতীত আর কেউই মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেন নি। আর সিমাক হলেন বাজে হিফযের অধিকারী’।[৩১৩]

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ-এর এই জারাহটির প্রেক্ষাপট এই যে, একটি বর্ণনাকে কয়েকজন মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে স্রেফ সিমাক সেটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ফলে ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনাটিকে মাওকূফ হিসেবে রাজেহ তথা অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর সিমাকের বর্ণনাকৃত মারফূ বর্ণনাকে মারজূহ আখ্যা দিয়েছেন।

প্রতীয়মান হল, ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ স্রেফ সিমাকের বাজে হিফযের কারণে তার বর্ণনাকে যঈফ বলেন নি। বরং সিমাকের অন্য ছাত্রদের বিরোধীতার কারণে তার বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন। উপরন্তু ‘তিনি বাজে হিফযের অধিকারী’ বাক্যটি দ্বারা ইমাম দারাকুতনীর উদ্দেশ্য হল সিমাকের শেষ বয়সে ইখতিলাতে পতিত হওয়া। যেমনটা তিনি নিজেই বলেছেন,

سماك بن حرب اذا حدث عنه شعبة والثوري وابو الاحوص فأحاديثهم عنه سليمة–

وما كان عن شريك بن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم–ففي بعضها نكارة–

‘সিমাক বিন হারব হতে যখন শুবাহ রহিমাহুল্লাহ, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ এবং আবুল আহওয়াস রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন তখন সিমাক হতে তাদের হাদীসগুলি সহীহ ও সালেম। আর সিমাক হতে যে বর্ণনা শারীক বিন আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, হাফস বিন জুমাই রহিমাহুল্লাহ এবং তাদের ন্যায় লোকেরা বর্ণনা করেন; সেগুলির মধ্যে কিছু নাকারাত থাকে’।[৩১৪]

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হল, তিনি সিমাককে শর্তহীনভাবে ‘বাজে হিফযের অধিকারী’ মানতেন না। বরং খাস সনদের সাথেই তাকে মন্দ হিফযের অধিকারী মানতেন। এর আরও সমর্থন এই কথা দ্বারা হয়

৩১৩. দারাকুতনী, আল-ইলাল ১৩/১৮৪।

৩১৪. সুওয়ালাতুস সাহমী লিদ-দারাকুতনী পৃ. ১৮৯।

যে, অন্য কিছু স্থানে ইমাম দারাকুতনী সিমাক বিন হারবের হাদীসকেও সহীহ বলেছেন। যেমন স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনানের মধ্যে তার বর্ণনাকে উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান ও সহীহ'।[৩১৫]

১০-১১. ইমাম উকায়লী ও ইবনুল জাওযী তাকে যঈফ রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যঈফ রাবীদের গ্রন্থ সমূহে কোন রাবীর উল্লেখ হওয়া এ বিষয়টিকে আবশ্যিক করে না যে, সেই রাবী যঈফ রাবীদের জীবনচরিত প্রণেতাদের মতে যঈফ। কেননা যঈফ রাবীদের জীবন চরিত রচয়িতাদের মধ্যে সিকাহ রাবীদের উল্লেখও যঈফ রাবীদের জীবনী গ্রন্থে এটা বলার জন্য উল্লেখ করা হয় যে, তার উপর জারাহ করা হয়েছে।[৩১৬]

এছাড়াও সিমাকের উপর যেই প্রকার জারাহ করা হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে যে, তার উপর আরোপিত জারাহ-এর সম্পর্ক বিশেষভাবে ইকরিমার সনদের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই উক্তিই ইমাম উকায়লী ও ইবনুল জাওযীও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই উক্তিগুলিতে শর্তহীনভাবে তাযঈফ-এর কোন কথাই নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কিছু লোক ইমাম আবুল কাসেমের গ্রন্থ 'কবূলুল আখবার ওয়া মারিফাতুর রিজাল' (২/৩৯০) হতে এটা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সিমাক হতে ঐ লোকদের তালিকা উল্লেখ করেছেন যাদের উপর বিদাত ও প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়ার অপবাদ হয়েছে।

আরয করছি যে-

প্রথমত : এ কথাটির জন্য যেই ইমাম আবুল কাসেমের বরাত দেয়া হয়- তিনি আহলে সুন্নতের ইমাম নন। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে বহিষ্কৃত গোমরা ফেরকা মুতাযিলার সর্দার। আর তিনি খুবই বাজে আকীদা লালন করতেন। তার ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সীমা ছেড়ে গিয়েছে। কেননা এমন বাজে আকীদাধারী এবং বাতিল, ভন্ড ব্যক্তিকে 'ইমাম' উপাধি দিয়ে আহলে সুন্নতের ইমামদের তালিকায় পেশ করা হয়। আর যুলুমের উপর আরও বড়

---

৩১৫. সুনানে দারাকুতনী ২/১৭৫।

৩১৬. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাতকা তাহকীকী জায়েযাহ পৃ. ৬৬৯-৬৭০।

যুলুম হল, এই মুতাযিলী আকীদাধারী ব্যক্তির বরাতে সুন্নী রাবীদেরকে বিদাতী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

একেই বলা হয়, 'চোর উল্টো কোতোয়ালকে ধমক দেয়'।

দ্বিতীয়ত : আবুল কাসেমের মুতাযিলী হওয়া সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের ইমামগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই ব্যক্তি মুহাদ্দিসদের সাথে দুশমনী রাখতেন। আর তাদের নিয়ে আজে-বাজে মন্তব্য করতেন।

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

من كبار المعتزلة وله تصنيف في الطعن على المحدثين–

'তিনি আকাবেরে মুতাযিলী ছিলেন। মুহাদ্দিসদের সমালোচনায় তিনি বই রচনা করেছেন'।[৩১৭]

এক্ষণে, কোন সুন্নী রাবীর বিরুদ্ধে বদ জবানধারী মুতাযিলীর কথা কে পাত্তা দিবে?

তৃতীয়ত : আবুল কাসেম মুতাযিলী এই প্রসঙ্গে নিজেই উল্লিখিত মুহাদ্দিসগণ সম্পর্কে বলেছেন,

وليس قولنا كل من نسبوه إلي البدعة أو أسقطوه أضعفوه قولهم–معاذ الله من ذلك– بل كثير من أولئك عندنا أهل عدالة وطهارة وبر وتقوي–ولكن أتيت بالجمل التي تدل علي المراد–وعليها المدار–

'আমরা এটা বলি না, যাদের প্রতি লোকেরা বিদাতের নিসবত করেছেন বা সাকেত ও যঈফ আখ্যা দিয়েছেন; আমরাও সেটারই প্রবক্তা। নাঊযুবিল্লাহ। বরং তাদের মধ্য হতে অধিকাংশ লোকই আমাদের কাছে সৎ, পাক ও মুত্তাকী

৩১৭. লিসানুল মীযান ৪/৪২৯।

হিসেবে গণ্য। কিন্তু আমি ঐ বাক্যগুলি উদ্ধৃত করেছি যেগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর ইশারা করে। আর যেগুলির উপর মন্তব্য ভিত্তিশীল থাকে'।[৩১৮]

আবুল কাসেম মুতাযিলী এমন কোন বক্তব্য সিমাক বিন হারব সম্পর্কে বলেন নি, যা তার কোন বিদাতের উপর দলীল বহন করে।

চতুর্থত : কোন রাবীর উপর বিদাতীদের অপবাদের দ্বারা কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব তার সাকাহাতের উপর পড়ে না।[৩১৯]

নিম্নোক্ত উক্তিগুলি প্রমাণিত নেই

(১২) ইমাম ইবনু মাঈন বর্ণনা করেছেন যে, 'ইমাম শুবাহ তাকে যঈফ রাবী বলতেন'।[৩২০]

আরয রইল যে, এই তাযঈফ প্রমাণিত নেই। কেননা ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ হতে এই উক্তির সনদ বর্ণনা করেন নি। সুতরাং ইমাম শুবাহ হতে এই উক্তি বর্ণনাকারী মাজহূল রয়েছেন। কথার কথা যদি একে প্রমাণিত মেনেও নেই; তাহলেও ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ হতেই অন্যান্য উক্তির আলোকে এর দ্বারা স্রেফ ইকরিমার সনদের মধ্যে তার যঈফ হওয়া বুঝায়। যেমনটা পূর্বোক্ত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যতীত ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ তার থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যা এ বিষয়টির দলীল যে, সিমাক রহিমাহুল্লাহ ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ্র মতে সিকাহ। কেননা ইমাম শুবাহ স্রেফ সিকাহ থেকেই বর্ণনা করেন।[৩২১]

(১৩) আফফান বিন মুসলিম আল-বাহিলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১৯ হি. পর) বলেছেন,

---

৩১৮. কবূলুল আখবার ওয়া মারিফাতুর রিজাল ১/১৯।
৩১৯. মীযানুল ইতিদাল ১/৫।
৩২০. ইবনু আদী, আল-কামিল ৪/৫৪১।
৩২১. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ পৃ. ৬৭৬-৬৭৭।

سَمِعْتُ شُعْبَةَ، وَذُكِرَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ بِكَلِمَةٍ لَا أَحْفَظُهَا، إِلَّا أَنَّهُ غَمَزَهُ–

‘আমি শুবাহ হতে শুনেছিলাম। তিনি সিমাক বিন হারবের এমন কথা উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে নেই। কিন্তু তিনি সিমাকের উপর দোষ আরোপ করেছিলেন’।[৩২২]

আরয রইল যে, এখানেও আফফান ইমাম শুবাহ্‌র আসল বাক্যটি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু অন্যান্য মাধ্যম দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ স্রেফ ইকরিমার সনদের মধ্যে সিমাকের দোষ বর্ণনা করেছিলেন। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে উদ্ধৃত হয়েছে।

(১৪) ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৮১ হি.) -এর প্রতি মানসূব একটি উক্তি রয়েছে যে,

وقال زكريا بن عدي عن ابن المبارك سماك ضعيف في الحديث–

‘যাকারিয়া বিন আদী ইবনুল মুবারক হতে বর্ণনা করেছেন যে, সিমাক যঈফ রাবী’।[৩২৩]

আরয রইল, ইমাম ইবনু আদী এ উক্তিটি স্বীয় সনদের সাথে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيّ، حَدَّثَنَا مُحمد بْنُ خَلَفِ بْنِ عَبد الحميد، حَدَّثَنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عنِ ابْنِ المبارك عن سفيان الثَّوْرِيّ قَالَ سماك بْن حرب ضعيف–

‘যাকারিয়া ইবনুল মুবারক হতে এবং তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, সিমাক হাদীসের মধ্যে যঈফ’।[৩২৪]

৩২২. উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর ২/১৭৮, সনদ হাসান।
৩২৩. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০। তিনি ইয়াকূব হতে বর্ণনা করেছেন।
৩২৪. আল-কামিল ৪/৫৪১, সনদ যঈফ।

চিন্তা করুন! এই সনদে ইবনুল মুবারক বক্তা নন। বরং রাবী। আর মূল উক্তিটি সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণিত।[৩২৫] কথার কথা যদি মেনেও নেই যে, এ কথাটি প্রমাণিত। তবুও হাফেয ইয়াকূব একে জীবনের শেষে ইখতিলাতের উপর গণ্য করেছেন।

(১৫) ইবনু খিরাশ রাফেযী (মৃ. ২৮৩ হি.) হতে বর্ণিত আছে যে,

سماك بن حرب في حديثه لين–

'হাদীসে সিমাক বিন হারব যুহলীর দুর্বলতা রয়েছে'।[৩২৬]

আরয রইল যে, ইবনু খিরাশ হতে এ উক্তি প্রমাণিত-ই নয়। কেননা এ সনদে বিদ্যমান 'মুহাম্মদ বিন মুহাম্মাদ বিন দাঊদ আল-কুরাজী' মাজহূল রাবী। উপরন্তু ইবনু খিরাশের উক্তিও কোন দাম রাখে না। কেননা তিনি নিজেই মাজরূহ ও রাফেযী।

ইখতিলাতের জারাহ-বিষয়ক আলোচনা

কিছু মুহাদ্দিস তার উপর এমন কিছু সমালোচনা করেছেন; যদ্বারা প্রতীয়মান হয়, তিনি শেষ জীবনে ইখতিলাতের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন।

(১৬) ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯২ হি.) বলেছেন,

كان رجلا مشهورا لا أعلم أحدا تركه وكان قد تغير قبل موته–

'তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আমি কাউকে জানি না যিনি তাকে বর্জন করেছিলেন। আর তিনি মৃত্যুর পূর্বে হিফয পরিবর্তনের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন'।[৩২৭]

---

৩২৫. তানকীহুত তাহকীক ১/৪৮।
৩২৬. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪, সনদ যঈফ।
৩২৭. তাহযীবুত তাহযীব ৪/২৩৪।

(১৭) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'শেষ বয়সে তার স্মৃতিতে পরিবর্তন এসেছিল'।[৩২৮]

কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিস এটাও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তার পুরাতন ছাত্ররা তার থেকে যে বর্ণনা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি সহীহ। আর ইমাম শুবাহ এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ তার থেকে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যেমনটা লক্ষ্য করুন-

(১৮) হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন,

ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما يرى أَنَّهُ فيمن سمع منه بأخرة-

'যারা সিমাক হতে শুরুতে শ্রবণ করেছেন যেমন শুবাহ এবং সুফিয়ান সাওরী। তারা সিমাক হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলি সহীহ ও সঠিক। আর ইবনুল মুবারক যে তাযঈফের ব্যাপারে বলেছেন সেটার সম্পর্ক তার ঐ সকল বর্ণনার সাথে যেগুলি তার শেষ জীবনে তার থেকে শোনা হয়েছে'।[৩২৯]

মনে রাখতে হবে, ইবনুল মুবারক সিমাকের তাযঈফ-ই করেন নি। যেমনটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

(১৯) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন,

سماك بن حرب اذا حدث عنه شعبة والثوري وابو الاحوص فأحاديثهم عنه سليمة- وما كان عن شريك بن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم-ففي بعضها نكارة-

'সিমাক বিন হারব হতে যখন শুবাহ, সুফিয়ান সাওরী এবং আবুল আহওয়াস বর্ণনা করেন তখন সিমাক হতে তার হাদীসগুলি সালেম (সহীহ) হয়ে থাকে। আর সিমাক হতে যে বর্ণনাগুলি শারীক বিন আব্দুল্লাহ, হাফস বিন জুমাই এবং

৩২৮. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৬২৪।
৩২৯. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০।

তাদের অনুরূপ লোকেরা বর্ণনা করেন; সেগুলির মধ্যে কিছু নাকারাত রয়েছে’।[৩৩০]

প্রতীয়মান হল যে, সিমাক বিন হারব হতে সুফিয়ান সাওরী প্রমুখদের বর্ণনা তার ইখতিলাতের পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। আর সিমাক হতে বুকে হাত বাঁধার হাদীস সুফিয়ান সাওরী হতেই উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং এই হাদীসে সিমাকের উপর ইখতিলাতের জারাহ করার কোন সুযোগ নেই।

তাওসীক-এর উক্তি সমূহ

সিমাক বিন হারব সম্পর্কে জারাহ-এর উক্তিগুলির উপর পর্যালোচনার পর নিম্নে ৩৫ জন মুহাদ্দিস হতে সিমাক বিন হারবের তাওসীক পেশ করা হল।-

(১) ইমাম শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬০ হি.) : তিনি তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৩৩১] আর শুবাহ স্রেফ সিকাহ রাবী থেকেই বর্ণনা গ্রহণ করেন।[৩৩২]

(২) ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) : তিনি বলেছেন, ‘সিমাক বিন হারবের কোন হাদীস সাকিত (বাতিল) নয়’।[৩৩৩]

সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ অনুরূপ কথা সিমাক ইবনুল ফাযল রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কেও বলেছেন। আর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু আবী হাতিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘তার হাদীস সহীহ হওয়ার কারণে’।[৩৩৪]

প্রতীয়মান হল, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে সিমাক বিন হারব হলেন সহীহুল হাদীস। অর্থাৎ সিকাহ। মনে রাখতে হবে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ এ কথাটি উভয় সিমাক সম্পর্কে বলেছেন। কিছু অভিজ্ঞ আলেমের সিমাক বিন হারব সম্পর্কে সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ্‌র এ কথাটিকে এ কারণে

---

৩৩০. সুওয়ালাতুস সাহমী লিদ-দারাকুতনী পৃ. ১৮৯।
৩৩১. সহীহ মুসলিম হা/২৩৪৪।
৩৩২. ইয়াযীদ পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ পৃ. ৬৭৬-৬৭৭।
৩৩৩. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪।
৩৩৪. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৮০।

অস্বীকার করা যে, সুফিয়ান সাওরী সিমাক বিন হারবকে তাযঈফ করেছেন - ভুল। কেননা সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র তাযঈফ-এর সম্পর্ক ইকরিমার সনদের সাথে খাস।

(৩) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) : তিনি বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[৩৩৫]

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.) : তিনি বলেছেন, 'সিমাক বিন হারব আব্দুল মালেক বিন উমাইরের চেয়ে উত্তম হাদীস বর্ণনাকারী'।[৩৩৬]

উপরোক্ত আব্দুল মালেক বিন উমাইর কুতুবে সিত্তার প্রসিদ্ধ সিকাহ রাবী।[৩৩৭] সুতরাং ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে সিমাক আরও উচ্চমানের সিকাহ রাবী।

(৫) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) : তিনি তার থেকে সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৩৩৮] ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ যার থেকে সাক্ষীস্বরূপ বর্ণনা গ্রহণ করেন তিনি সাধারণত সিকাহ হয়ে থাকেন। মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) বলেছেন,

بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة–

'ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাম্মাদ বিন সালামা হতে সহীহ বুখারীতে কয়েকটি স্থানে সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ণনা করেছেন এটা বলার জন্য যে, ইনি সিকাহ রাবী'।[৩৩৯]

(৬) ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) : তিনি সহীহ মুসলিমে তার থেকে কয়েকটি হাদীস নিয়েছেন।[৩৪০]

---

৩৩৫. ঐ ৪/২৭৯।
৩৩৬. ঐ।
৩৩৭. তাহযীবুল কামাল ১৮/৩৭০।
৩৩৮. সহীহুল বুখারী হা/৬৭২২।
৩৩৯. শুরূতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ পৃ. ১৮।
৩৪০. সহীহ মুসলিম হা/১৩৯।

* ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قد احتج مسلم في المسند الصحيح بحديث سماك بن حرب–

‘ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে সিমাক বিন হারবের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন’।[৩৪১]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قد احتج به مسلم–

‘তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল পেশ করেছেন।[৩৪২]

(৭) ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) : তিনি বলেছেন,

سماك بن حرب البكري الكوفي جائز الحديث–

‘সিমাক বিন হারব আল-বিকরী হলেন কূফী। তিনি জায়েযুল হাদীস।[৩৪৩]

(৮) হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) : তিনি বলেছেন,

ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم–

‘শুবাহ রহিমাহুল্লাহ, সুফিয়ান সাওরীর ন্যায় যারা সিমাক হতে সূচনাতে শ্রবণ করেছেন তাদের হাদীসগুলি সহীহ’।[৩৪৪]

(৯) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) : তিনি বলেছেন ‘তিনি সদূক ও সিকাহ রাবী’।[৩৪৫]

---

৩৪১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক ১/১৬৪।
৩৪২. তালখীসুল হাবীর ১/১৪।
৩৪৩. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২০৭।
৩৪৪. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০।
৩৪৫. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৭৯।

(১০) ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) : তিনি সিমাকের অসংখ্য হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[৩৪৬]

(১১) ইমাম ইবনুল জারূদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৭ হি.) : তিনি আল-মুনতাকা গ্রন্থে কয়েকটি স্থানে তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৩৪৭]

(১২) ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) : তিনি সিমাকের একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এই বর্ণনাটির সনদ আমাদের কাছে সহীহ'।[৩৪৮]

(১৩) ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) : তিনি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অসংখ্য স্থানে তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৩৪৯]

(১৪) আবূ আলী মানসূর আত-তূসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১২ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এই হাদীসটি হাসান'।[৩৫০]

(১৫) ইমাম আবূ আওয়ানা আল-ইসফারাঈনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৬ হি.) : তিনি স্বীয় মুসতাখরাজ আবূ আওয়ানা গ্রন্থে অসংখ্য স্থানে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৩৫১] মনে রাখতে হবে, তিনি এ গ্রন্থের হাদীসগুলিকে সহীহ বলেছেন।

(১৬) হাফেয আহমাদ বিন সাঈদ বিন হাযম আস-সুদাফী ওরফে আল-মুনতাজালী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫০ হি.) : তিনি বলেছেন,

تابعي ثقة–لم يترك أحديثه أحد–

৩৪৬. তিরমিযী হা/৬৫।
৩৪৭. ইবনুল জারূদ, আল-মুনতাকা হা/২৫।
৩৪৮. তাবারী, তাহযীবুল আসার (মুসনাদে ওমর) ২/৬৯৩।
৩৪৯. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৮।
৩৫০. মুসতাখরাজ তূসী আলা জামিয়িত তিরমিযী ২/১৬৭।
৩৫১. মুসতাখরাজ আবী আওয়ানাহ ১/৩০৫।

‘তিনি সিকাহ তাবেঈ। তার হাদীসকে কেউই বর্জন করেন নি’।[৩৫২]

(১৭) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) : তিনি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অসংখ্য স্থানে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।[৩৫৩]

(১৮) ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫ হি.) : তিনি বলেছেন,

لسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كله وقد حدث عنه الأئمة، وَهو من كبار تابعي الكوفيين وأحاديثه حسان عَمَّن روى عنه، وَهو صدوق لا بأس به–

‘সিমাকের অসংখ্য হাদীস রয়েছে। যেগুলি সবই সঠিক ইনশাআল্লাহ। তার থেকে ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। তিনি কূফার কিবার তাবেঈ ছিলেন। আর তার থেকে লোকদের বর্ণিত হাদীস হাসান। তিনি সদূক। তার মাঝে কোন সমস্যা নেই’।[৩৫৪]

(১৯) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) : তিনি সিমাক বিন হারবের সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, ‘এই সনদটি হাসান এবং সহীহ’।[৩৫৫]

(২০) ইমাম ইবনু শাহীন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) : তিনি সিমাককে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে ইবনু মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন, ‘ইবনু মাঈন বলেছেন, সিমাক বিন হারব সিকাহ রাবী’।[৩৫৬]

(২১) ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, ‘এই হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ’।[৩৫৭]

---

৩৫২. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১১০।
৩৫৩. সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৩৯০।
৩৫৪. ইবনু আদী ৪/৫৪৩।
৩৫৫. সুনানে দারাকুতনী ২/১৭৫।
৩৫৬. ইবনু শাহীন, আস-সিকাত পৃ. ১০৭।
৩৫৭. হাকেম, আল-মুসতাদরাক ২/৫০৮।

(২২) ইমাম আবূ নুআঈম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৩০ হি.) : তিনি সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত কিতাবুল মুসতাখরাজ গ্রন্থে কয়েকটি স্থানে তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।[৩৫৮]

(২৩) ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীস সহীহ'।[৩৫৯]

(২৪) মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) : তিনি বলেছেন, 'সিমাক সদূক রাবী'।[৩৬০]

(২৫) ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বাগাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫১৬ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি হাসান'।[৩৬১]

(২৬) ইবনুস সাইয়েদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫২১ হি.) : তিনি বলেছেন,

كان إماما عالما ثقة فيما ينقله–

'তিনি একজন ইমাম, আলেম এবং স্বীয় বর্ণনাকৃত বিষয়ে সিকাহ ছিলেন'।[৩৬২]

(২৭) ইমাম জাওরাকানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৪৩ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহ'।[৩৬৩]

(২৮) ইমাম ইবনু খলফূন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৩৬ হি.) : তিনি তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩৬৪]

---

৩৫৮. আল-মুসনাদুল মুসতাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম ২/৫৮।
৩৫৯. আত-তামহীদ ৮/১৩৮।
৩৬০. যাখীরাতুল হুফফায ২/৬৬৯।
৩৬১. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/৩১।
৩৬২. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০৯।
৩৬৩. আল-আবাতীল ওয়াল-মানাকীরু ওয়াস-সিহাহ ওয়াল-মাশাহীর ১/২৪১।
৩৬৪. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০৯।

(২৯) ইমাম যিয়াউল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) : তিনিও আল-আহাদীসুল মুখতারা গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৩৬৫]

(৩০) ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৬৭ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

فلا أقل من أن يكون حسنا–وسماك بن حرب رجل صالح–

'এ হাদীসটি হাসান স্তরের চেয়ে কম নয়। আর সিমাক বিন হারব সালেহ ব্যক্তি'।[৩৬৬]

(৩১) ইমাম ইবনু সাইয়েদুন নাস রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৩৪ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহ'।[৩৬৭]

(৩২) ইমাম ইবনু আব্দুল হাদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪২ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

وهو حديثٌ صحيحٌ كما قال التِّرمذيُّ– وسِماك بن حرب : وثَّقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرَّازيُّ وغيرهما، وروى له مسلمٌ في صحيحه الكثير–

'এ হাদীসটি সহীহ। যেমনটা তিরমিযী বলেছেন। সিমাক বিন হারবকে ইবনু মাঈন, আবূ হাতেম প্রমুখ সিকাহ বলেছেন। আর ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে সিমাকের অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন'।[৩৬৮]

(৩৩) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) : তিনি সিমাকের বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম হাকেমের তাসহীহ-এর সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, '(এ হাদীসটি) সহীহ'।[৩৬৯]

---

৩৬৫. আল-মুসতাখরাজ মিনাল আহাদীসিল মুখতারাহ হা/১১৯।

৩৬৬. আল-মাজমূ ১০/১১১।

৩৬৭. আন-নাফহুশ শাযী ১/৩১৯।

৩৬৮. তানকীহুত তাহকীক ৩/২০৫।

৩৬৯. যাহাবী, আল-মুসতাদরাক লিল-হাকিম মাআত তালীক ২/৫০৮।

উপরন্তু তিনি বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয এবং খুব বড় মাপের ইমাম ছিলেন'।[৩৭০]

(৩৪) ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৭ হি.) : তিনি সিমাক বিন হারবকে সিকাহ বলেছেন।[৩৭১] উপরন্তু সিমাক বিন হারব-এর একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ হাসান'।[৩৭২]

(৩৫) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ মুত্তাসিল ও সহীহ'।[৩৭৩]

মনে রাখতে হবে, হাফেয ইবনু হাজার তাকরীব গ্রন্থে যা কিছু বলেছেন তার সম্পর্ক ইকরিমার সনদের সাথে কিংবা ইখতিলাতের সাথে রয়েছে।

এই হল মোট ৩৫ জন মুহাদ্দিস। যাদের কাছে সিমাক বিন হারব সিকাহ ও সদূক রাবী। মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব সিমাক বিন হারবের উপর মুহাদ্দিসদের জারাহ পেশ করতে গিয়ে **১৯** টি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরয হল, এই **১৯** টি বরাতের মধ্যে স্রেফ দুটি বরাত রয়েছে যেগুলি তাযঈফের উদ্ধৃতি বলা যেতে পারে। একটি ইমাম নাসাঈর। অপরটি ইবনু হাযমের। বাকী সবগুলি অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অপ্রমাণিত। অথবা খাস জারাহ সংক্রান্ত বা তাযঈফের উপর দলীল বহন করে না। সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে পেশ করা হয়েছে। কিছু বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ পেশ করা হল-

* ইমাম নাসাঈর বরাতটি আশরাফী সাহেব সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দুবার পেশ দিয়েছেন। আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম সিনান তাকে যঈফ বলেছেন'।[৩৭৪]

---

৩৭০. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/২৪৫।
৩৭১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৩৯২।
৩৭২. ঐ ২/৪১।
৩৭৩. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৬৯৪।
৩৭৪. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১১৮।

নিবেদন করছি যে, ইবনু খিরাশ বলেছেন, 'তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে। সিনান তাকে যঈফ বলেছেন'।[৩৭৫]

এ উক্তিটি সনদবিহীন। আরও জানা দরকার যে, এ উক্তির উদ্ধৃতকারী ইবনু খিরাশ খোদ রাফেযী, মাজরূহ ও অনির্ভরযোগ্য।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ তাকে মুযতারিবুল হাদীস বলেছেন'।[৩৭৬]

আরয হল যে, ইবনু রজবের শারহু ইলাল গ্রন্থের বাক্যগুলি হল-

ومن يضطرب في حديثه سماك–

'আর যারা নিজেদের হাদীসের মধ্যে ইযতিরাবের শিকার হতেন সিমাক তাদের অন্যতম'।[৩৭৭]

পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে বলা হয়েছে যে, সিমাকের উপর ইযতিরাবের জারাহ ইকরিমার সাথে খাস। বরং খোদ ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ একই গ্রন্থে কয়েকজন হাদীসের হাফেযের উক্তির ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছেন,

ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة خاصة–

'আর কিছু হাদীসের হাফেয বিশেষভাবে ইকরিমা হতে সিমাকের বর্ণনাকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন'।[৩৭৮]

এ ব্যতীত খোদ ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ সিমাক বিন হারবের অসংখ্য হাদীসকে সহীহ বলেছেন। যেমন একটি বরাত মুওয়াসসিকীনদের উক্তিগুলোর তালিকায় দেয়া হয়েছে। এটা এর দলীল যে, গায়ের ইকরিমা হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সিমাক ইমাম তিরমিযীর কাছে সিকাহ।

---

৩৭৫. মারিফাতুর রুওয়াত পৃ. ১০৪।
৩৭৬. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১১৯।
৩৭৭. ইবনু রজব, শরহে ইলালুত তিরমিযী পৃ. ১৪৮।
৩৭৮. ঐ পৃ. ৩৪৬।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইবনু খলফূন বলেছেন, তার হিফয নিয়ে সমালোচনা রয়েছে'।[৩৭৯]

আরয রইল যে, 'ইকমাল' গ্রন্থে মুগলতাঈর বাক্যগুলি নিম্নরূপ-

'ইবনু খলফূন তাকে সিকাহ রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর এটাও বলেছেন যে, তার হিফযের উপর সমালোচনা করা হয়েছে'।[৩৮০]

সম্পূর্ণ বিষয়টি দেখার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, {তার হিফযে সমালোচনা করা হয়েছে} এটা ইবনু খলফূনের জারাহ নয়। বরং ইবনু খলফূন রহিমাহুল্লাহ সিমাককে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন। আর সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে, তার হিফযের উপর সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইবনু খলফূনের দৃষ্টিতে এই সমালোচনা 'কাদেহ' নয়। এজন্য তিনি তাকে সিকাহ বলেছেন।

* ইমাম ইবনুল মাদীনী এবং ইমাম মুসলিম সিমাকের উপর জারাহ করেন নি। বরং ইমাম মুসলিম হতে তাওসীক প্রমাণিত আছে। যেমনটা আলোচিত হয়েছে।

---

৩৭৯. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১১৯।
৩৮০. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০৯।

হাদীস-৫

ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর হাদীস

ইমাম ইবনু খুযায়ামা রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন,

نا أَبُو مُوسَى، نا مُؤَمَّلٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ-

ওয়ায়েল বিন হুজর হতে বর্ণনা আছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রেখেছিলেন'।[৩৮১]

এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে ও কোনরূপ সংশয় ব্যতীতই সহীহ। সামনে এর পুরো বিবরণ আসছে। এই সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে আহলে ইলমগণ নামাযের পদ্ধতি বলতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় বুকের উপর হাত বাঁধতেন।

* আল্লামা মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব ফীরাযোদাবাদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮১৭ হি.) লিখেছেন,

ثم يضع يمينه علي يساره فوق صدره-كذا في صحيح ابن خزيمة-

'অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকে রাখতেন। সহীহ ইবনু খুযায়মাতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে'।[৩৮২]

* শায়েখ মোল্লা দাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফী (মৃ. ৯২৩ হি.) নাভীর নিচে হাত বাঁধার বর্ণনা যঈফ হওয়ার কারণে সহীহ ইবনু খুযায়মার এই হাদীসের উপর আমলকে ওয়াজিব আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

---

৩৮১. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৪৭৯, সনদ সহীহ।
৩৮২. সিফরুস সাআদাহ পৃ. ৭।

إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفا ومعارضا بأثر على بأنه فسر قوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر) على الصدر، يجب أن يعمل بحديث وائل الذى ذكره النووى–

‘যখন নাভীর নীচে হাত বাঁধার বর্ণনা যঈফ এবং আলী রাযিআল্লাহু আনহুর এই আসারের বিরোধী; যেখানে আলী রাযিআল্লাহু আনহু আল্লাহর বাণী {তুমি নামায পড় তোমার রবের জন্য এবং কুরবানী কর} -এর তাফসীরে বুকের উপর হাত বাঁধা করেছেন তখন, এমতাবস্থায় ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর এই হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যা নববী উল্লেখ করেছেন’।[৩৮৩]

এক্ষণে এ হাদীসটির বিশুদ্ধতার উপর বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হল-

* ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ একে সহীহ ইবনু খুযায়মাহ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। যার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কিছু বেচারা হানাফী প্রতারণা করতে গিয়ে এটা বলেন যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় গ্রন্থে যেখানে এই হাদীসকে বর্ণনা করেছেন সেখানে সহীহ বলেন নি।

আরয রইল যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় গ্রন্থে এই শর্ত দিয়েছেন যে, তিনি এই গ্রন্থে সহীহ হাদীসগুলিই বর্ণনা করবেন। যেমনটা গ্রন্থের নাম থেকেই প্রতীয়মান হয়। উপরন্তু এর মধ্যেও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে আলোচিত আছে। যেমন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ গ্রন্থের সূচনাতেও বলেছেন,

مُخْتَصَرُ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ، عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ وَلَا جَرْحَ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ الَّتِي نَذْكُرُهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى–

‘এমন সকল সহীহ হাদীসের বর্ণনা যেগুলি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সত্য রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এর সনদগুলি মুত্তাসিল। মধ্যখানে কোনরূপ ইনকিতা নেই। এ

৩৮৩. শারহুন আলাল হিদায়াহ; ফাতহুল গফূর গ্রন্থের বরাতে পৃ. ৪০ **তাহকীক :** মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আযামী রহিমাহুল্লাহ।

সকল রাবীদের মধ্যে কোন রাবীই মাজরূহ বা সমালোচিত নন। যাদের উল্লেখ ইনশাআল্লাহ আমরা করব'।[৩৮৪]

অতঃপর কিতাবুস সালাত-যেখানে এ হাদীসটি রয়েছে। যার সূচনাতে তিনি তার এই শর্তগুলিকে পুণরাবৃত্তি করতে গিয়ে লিখেছেন,

كِتَابُ الصَّلَاةِ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي اشْتَرَطْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ-

'নামায সম্পর্কিত এমন সহীহ হাদীসগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যেগুলি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। ঐ শর্ত মোতাবেক যেগুলি আমরা কিতাবুত তাহারাতে গ্রহণ করেছি'।[৩৮৫]

প্রতীয়মান হল, যখন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ এই গ্রন্থে শর্তই করে দিয়েছেন যে, তিনি এই গ্রন্থে স্রেফ সহীহ হাদীসগুলিই সন্নিবেশ করবেন তখন বুকে হাত রাখা সংক্রান্ত হাদীসকে এই গ্রন্থে উল্লেখ করাই এ বিষয়টির দলীল যে, তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এজন্য অসংখ্য মুহাদ্দিস যখন সহীহ ইবনু খুযায়মার হাদীস বর্ণনা করেন তখন তারা এভাবে বলেন যে, ইমাম ইবনু খুযায়মা একে সহীহ বলেছেন।

ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.) একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

وصححه ابن خزيمة أيضا-لذكره إياه في صحيحه-

'একে ইবনু খুযায়মাহ সহীহ বলেছেন। কেননা তিনি একে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'।[৩৮৬]

উপরন্তু 'সহীহ ইবনু খুযায়মাহ' গ্রন্থে (হা/১০১৭, ২/১০৭) আবূ সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। আর যেখানে এ হাদীসটি

---

৩৮৪. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/৩।

৩৮৫. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/১৫৩।

৩৮৬. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ১/৬১৯।

রয়েছে ঠিক সেখানেই ইবনু খুযায়মাহ সহীহ-এর হুকুম আলাদাভাবে লিখেন নি। কিন্তু এরপরও হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসকে বর্ণনা করে বলেছেন, 'এ হাদীসকে ইবনু খুযায়মাহ সহীহ বলেছেন'।[৩৮৭]

প্রকাশ থাকে যে, এমনটা সেই কারণেই হয়েছে। কেননা ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ সূচনাতেই এই হাদীসগুলিকে সহীহ বলে দিয়েছেন।

হানাফীরাও এমনটাই বলেন। যেমন সহীহ ইবনু খুযায়মাহ (হা/২৮৩, ১/১৪৩)-এর অধীনে একটি হাদীস রয়েছে। আর যেখানে এই হাদীসটি রয়েছে সেখানে ইবনু খুযায়মাহ বিশেষভাবে আলাদাভাবে সহীহ হুকুম লিখেন নি। কিন্তু এরপরও হানাফীদের আল্লামা নীমাবী সহীহ ইবনু খুযায়মাহ হতে একে বর্ণনা করে বলেছেন, 'একে ইবনু খুযায়মাহ সহীহ বলেছেন'।[৩৮৮]

প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ-এর সহীহ ইবনু খুযায়মাহ গ্রন্থে এই হাদীসকে সন্নিবেশ করাই এ কথাটির দলীল যে, তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এজন্য কয়েকজন আহলে ইলম এ হাদীসকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে এটা লিখেছেন, 'ইমাম ইবনু খুযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন'। যেমন-

* ইমাম ইবনু সাইয়েদুন নাস তিরমিযীর ব্যাখ্যায় ইবনু খুযায়মার এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'ইবনু খুযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন'।[৩৮৯]

নিচে দশজন মুহাদ্দিস ও অভিজ্ঞ আলেমের বরাত পেশ করা হল। যাদের দৃষ্টিতে এই হাদীসটি সহীহ ও প্রমাণিত।—

(১) ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। কেননা তিনি একে স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর এই গ্রন্থটির হাদীসগুলি ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্‌র দৃষ্টিতে সহীহ। যেমনটা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

---

৩৮৭. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/৩৪৮।

৩৮৮. আসারুস সুনান হা/৪৮।

৩৮৯. আন-নাফহুশ শাযী ৪/৩৭৪।

(২) ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) 'খুলাসাতুল আহকাম' গ্রন্থে সহীহ হাদীসগুলির আওতায় একে উল্লেখ করে লিখেছেন,

وَعَن وَائِل : صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدره–رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه–

'ওয়ায়েল বিন হুজর হতে বর্ণনা আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রেখেছিলেন'।[৩৯০]

এরপর ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ 'এ অনুচ্ছেদের যঈফ হাদীস সমূহ' শিরোনামে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলী রাযিআল্লাহু আনহুর 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত বর্ণনাটি সন্নিবেশ করেছেন। অতঃপর তিনি এর দুর্বল হওয়ার উপর ঐকমত বর্ণনা করেছেন। আর এর রাবী 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী'-এর যঈফ হওয়ার উপর ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

প্রকাশ থাকে, 'খুলাসাতুল আহকাম' গ্রন্থে ইমাম নববীর মানহাজ এই ছিল যে, তিনি প্রতিটি মাসলার সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলিকে দুটি অংশে উল্লেখ করেন। প্রথম অংশে স্রেফ সেই হাদীসগুলি উল্লেখ করেন যেগুলি তার দৃষ্টিতে সহীহ। আর এরপর তিনি 'অনুচ্ছেদ' রচনা করে দ্বিতীয় অংশটি উল্লেখ করেন। যেখানে তিনি আলোচ্য মাসলা সম্পর্কে যঈফ হাদীসগুলি উল্লেখ করেন।[৩৯১]

(৩) হাফেয ইবনু সাইয়েদুন নাস রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৩৪ হি.) লিখেছেন,

واحتج من قال : تحت السرة بأثرة–روي في ذلك من طريق عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي–وهو ضعيف–واحتج من قال : علي صدره بحديث وائل بن حجر : صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم فوضع يده اليمني علي يده اليسري علي صدره–صححه ابن خزيمة–

৩৯০. খুলাসাতুল আহকাম ১/৩৫৮।
৩৯১. খুলাসাতুল আহকাম ১/৩৬-৩৭।

‘যারা নাভীর নিচে হাত বাঁধার কথা বলেছেন তারা ঐ আসার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যা আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতীর সূত্রে বর্ণিত। আর সেটা যঈফ। অন্যদিকে যারা বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বলেছেন তারা ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেখানে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রেখেছিলেন। ইমাম ইবনু খুযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন’।[৩৯২]

লক্ষ্য করুন! হাফেয ইবনু সাইয়েদুন নাস রহিমাহুল্লাহ নাভীর নিচের বর্ণনাকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। এর পর তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনাকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর তাযঈফ করেন নি। বরং এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, ‘ইমাম ইবনু খুযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন’। এর দ্বারা পরিষ্কার যাহির হয় যে, ইবনু সাইয়েদুন নাস রহিমাহুল্লাহ্‌র নজরেও এটা সহীহ হাদীস।

(৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.)-এর কাছেও এ হাদীসটি সহীহ। অন্ততপক্ষে হাসান। কেননা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও এই হাদীসের কিছু অংশ ফাতহুল বারীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৩৯৩]

আর তিনি এর উপর চুপ থেকেছেন। যা এ বিষয়টির দলীল যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছেও এই হাদীসটি সহীহ কিংবা কমপক্ষে হাসান।

(৫) আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫৫ হি.) লিখেছেন,

فإن قلت : كيف يكون الحديث حجة على الشافعي وهو حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح والآثار التي احتج بها مالك والشافعي، هو حديث وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال : صليت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره–

---

৩৯২. আন-নাফহুশ শাযী ৪/৩৭৪।

৩৯৩. ফাতহুল বারী ২/২২৪।

‘যদি তোমরা বল যে, এই হাদীসটি শাফেঈর বিরুদ্ধে কিভাবে দলীল হতে পারে যখন এটা যঈফ এবং এর সহীহ হাদীসের সমমানের বর্ণনা নেই এবং আর না তার আসারগুলির সমমানের; যেগুলি দ্বারা ইমাম মালেক ও শাফেঈ দলীল গ্রহণ করেছেন। আর সেটা হল ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস। যেটাকে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর বুকের উপর রেখেছিলেন’।[৩৯৪]

এই ইবারতে আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ স্বীকার করেছেন যে, এ হাদীসটি সহীহ।

(৬) শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আমীরুল হাজ্জ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৭৯ হি.) লিখেছেন,

لم يثبت حديث يعين محل الوضع إلا حديث وائل المذكور–

‘কোন্ স্থানে হাত বাঁধতে হবে? এ প্রসঙ্গে ওয়ায়েল বিন হুজরের উপরোল্লিখিত হাদীসটি ব্যতীত অন্য আর কোন হাদীস প্রমাণিত নেই’।[৩৯৫]

(৭) যায়নুদ্দীন বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ওরফে ইবনু নুজাইম মিসরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৭০ হি.) লিখেছেন,

وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْوَضْعُ مِنْ الْبَدَنِ إلَّا حَدِيثَ وَائِلٍ الْمَذْكُورَ–

৩৯৪. আল-বিনায়া শরহে হিদায়া ২/১৮২।

৩৯৫. শারহুল মুনিয়া; দুর্রাহ ফী ইযহারি নাকদিস সুর্রাহ পৃ. ৬৭।

‘শরীরের কোন্ অংশে হাত বাঁধতে হবে? এ প্রসঙ্গে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর উপরোক্ত হাদীসটি ব্যতীত আর কোন হাদীস প্রমাণিত নেই’ ।[৩৯৬]

(৮) আল্লামা ইবনু হাজার হায়সামী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৭৪ হি.) লিখেছেন,

لما صح أنه صلي الله عليه وسلم وضع يده اليمني علي يده اليسري علي صدره–

‘কেননা আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহীহ হাদীস রয়েছে যে, তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর বুকে স্থাপন করতেন’ ।[৩৯৭]

(৯) শায়েখ আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দীন দেহলবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৫২ হি.) লিখেছেন, ‘তাকবীরের পর তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুক বরাবর স্থাপন করতেন। এমনটি সহীহ ইবনু খুযায়মাতে প্রমাণিত আছে’ ।[৩৯৮]

(১০) আল্লামা আব্দুল হাঈ লাখনোবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেছেন,

وثبت عند ابن خزيمة وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر–

‘বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে ইবনু খুযায়মা সহ অন্যান্য গ্রন্থে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস প্রমাণিত আছে’ ।[৩৯৯]

উল্লিখিত হাদীসের রাবীদের পরিচিতি

আসন্ন ছত্রগুলিতে এ হাদীসের সমগ্র রাবীর বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

* কুলাইব বিন শিহাব আল-জুরমী একজন সিকাহ রাবী। তার পরিচিতি গত হয়েছে।

* আসেম বিন কুলাইবও সিকাহ রাবী। তার পরিচিতি গত হয়েছে।

---

৩৯৬. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩২০।
৩৯৭. আল-ঈআব শারহুল আবাব, ক্রমিক ৫৫৪১।
৩৯৮. শারহু সিফরিস সাআদাহ পৃ. ৪৪।
৩৯৯. আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ ২/৬৭।

* সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরী একজন খুব বড় মাপের সিকাহ ইমাম। বরং তিনি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। তার পরিচিতি গত হয়েছে।

সুফিয়ান সাওরী কম তাদলীস করতেন

সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ মুদাল্লিস রাবী। কিন্তু তার আনআনা গ্রহণযোগ্য। কেননা তিনি কম তাদলীস করতেন।[৪০০] যেমনটা নিম্নের ইমামদের উক্তি সমূহ দ্বারা জানা যায়-

(১) ইমাম শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬০ হি.) বলেছেন,

حدثنا عبد الرحمن نا إسماعيل بن أبي الحارث نا أحمد – يعني ابن حنبل عن يحيي بن بكير قال سمعت شعبة يقول : ما حدثني سفيان عن إنسان بحديث فسألته عنه الا كان كما حدثني–

'সুফিয়ান সাওরী আমার থেকে যে সকল হাদীস অন্য কোন মানুষের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আমি তার থেকে যে হাদীস নিয়েছি তো সেই হাদীসকে সেভাবেই পেয়েছি। যেমনটা সুফিয়ান সাওরী আমাকে বর্ণনা করেছিলেন'।[৪০১]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ ইমাম শুবাকে যতগুলি হাদীস শুনিয়েছেন সেগুলির মধ্য হতে একটিতেও তিনি তাদলীস করেন নি। যা এ বিষয়টির দলীল যে, তিনি খুব কম তাদলীস করতেন। নতুবা কোন না কোন হাদীসের মধ্যে ইমাম শুবাহ তাদলীসের আলামত পেতেন।

(২) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

وَلَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَلَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَلَا عَنْ مَنْصُورٍ– وَذَكَرَ مَشَايِخَ كَثِيرَةً لَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ هَؤُلَاءِ تَدْلِيسًا مَا أَقَلَّ تَدْلِيسَهُ–

---

৪০০. মুদাল্লিস রাবী তাদলীস কম করুক আর বেশী করুক; তার আনআনা গ্রহণযোগ্য নয় (অনুবাদক)।

৪০১. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ১/৬৭, সনদ সহীহ।

‘আমি সুফিয়ান সাওরীর হাবীব বিন আবী সাবেত, সালামা বিন কুহাইল এবং মনসূর হতে তাদলীস করা জানি না। আর তিনি কয়েকজন শায়েখকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন সুফিয়ান সাওরীর তাদের থেকে তাদলীস করার ব্যাপারটি আমি অবগত নই। তিনি খুব কমই তাদলীস করতেন’।[৪০২]

ইমাম বুখারীর এই উক্তি তার ছাত্র ইমাম তিরমিযীর ‘আল-ইলালুল কাবীর’ গ্রন্থ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ ইমাম তিরমিযীর এই মহান গ্রন্থটিকে অস্বীকার করেছেন যে, এটা তার কিতাব নয়। এজন্য এ গ্রন্থটির প্রমাণে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল-

ইমাম তিরমিযীর আল-ইলালুল কাবীর গ্রন্থের প্রমাণ

ইমাম তিরমিযীর এই গ্রন্থটি সম্পর্কে জনাব যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘এ গ্রন্থটি ইমাম তিরমিযী হতে প্রমাণিত নেই। কেননা ইমাম তিরমিযী হতে এই গ্রন্থটির বর্ণনাকারী আবূ হামিদ আত-তাজির একজন মাজহূল রাবী’।

আমাদের ইলম মোতাবেক ইমাম তিরমিযীর এ গ্রন্থটির উপর আজ পর্যন্ত কেউ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নি। পুরো দুনিয়ার মুহাক্কিকগণ সর্বদা এই গ্রন্থটিকে দলীল ও ইমাম তিরমিযী হতে প্রমাণিত জেনে আসছেন।

কিতাবের সনদ ও মুহাদ্দিসদের মানহাজ

মূলত কিতাবের সনদের সাথে সম্পৃক্ত কোন প্রসিদ্ধ ও পরিচিত কিতাবের কোন রাবীর উপর অভিযোগ করে মূল গ্রন্থটাকে বর্জন করার মানহাজ সহীহ নয়। যদি কোন গ্রন্থ আহলে ইলমের মধ্যে প্রসিদ্ধ না হয় এবং শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণ সেই গ্রন্থের পর্যালোচনা এবং সেটা থেকে দলীল গ্রহণ না করেন; বরং কোন একটি লাইব্রেরিতে সেটির স্রেফ একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তাহলে; এমন গ্রন্থের

৪০২. তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর পৃ. ৩৮৮।

সনদের তাহকীক করা জরুরী। কিন্তু প্রতিটি গ্রন্থের ব্যাপারে এ মানহাজ সঠিক নয়।[৪০৩]

(১) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه : كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه–

'প্রসিদ্ধ গ্রন্থের জন্য এটা জরুরী নয় যে, আমাদের থেকে শুরু করে লেখক পর্যন্ত সনদ গ্রহণযোগ্য হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সুনানে নাসাঈর বিশুদ্ধতার জন্য এ বিষয়টির দরকার নেই যে, আমাদের থেকে শুরু করে ইমাম নাসাঈ পর্যন্ত এর রাবীগণের নির্ভরযোগ্য হতে হবে'।[৪০৪]

(২) আধুনিক যুগের মহান মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহও এটাই বলেছেন। লক্ষ্য করুন-

---

৪০৩. লেখকের এ দাবী ঠিক নয়। প্রসিদ্ধ হলেই গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং ইজমা প্রমাণিত হতে হবে। যেমন আল-ফিকহুল আকবারের লেখক হিসেবে আবূ হানীফার নাম উল্লেখ করা হয়। অথচ রাবী ও সনদের তাহকীক করলে তা অপ্রমাণিত হয়। কিন্তু এখন যদি কেউ দাবী করে যে, গ্রন্থটির লেখক হিসেবে আবূ হানীফার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাই তাহকীকের দরকার নেই-তাহলে এটি ভুল দাবী হবে। যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ্র গবেষণা মোতাবেক আল-ইলাল গ্রন্থটির রাবী মাজহূল। তাই তিনি 'সনদ সহীহ নয়' বলেছেন। কিন্তু ইজমার মাধ্যমে সবাই এই গ্রন্থটিকে ইমাম তিরমিযীর বলে স্বীকৃতি দিয়ে আসছেন। সুতরাং যুবায়ের আলী যাঈর তাহকীক ভুল না হলেও তার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তিনি রাবী ও সনদ হিসেবে তার মত পেশ করেছেন। যদিও তার শেষ সিদ্ধান্ত হল, এটি ইমাম তিরমিযীর গ্রন্থ। কেননা তিনি ইমাম তিরমিযীর এই গ্রন্থের বরাতে একাধিক স্থানে দলীল পেশ করেছেন- (অনুবাদক)।

৪০৪. আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ ১/২৭১।
{জরুরী এ জন্য নয় যে, এখানে ইজমা প্রমাণিত হয়েছে। আর যেখানে ইজমা রয়েছে সেখানে সনদের তাহকীক অনর্থক। কেননা ইজমা শারঈ দলীল হয়ে থাকে- অনুবাদক}।

প্রশ্ন : গ্রন্থ সমূহের সনদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এতেও কি ঐ শর্তগুলি লাগানো যাবে যেগুলি হাদীসের বর্ণনায় লাগানো হয়। কিংবা এতে শৈথিল্যতাকে আশ্রয় দেয়া যাবে?

জবাব : 'ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের ব্যাপারে আমার রায় ভিন্ন ভিন্ন। কোন গ্রন্থ যদি প্রসিদ্ধ হয়; আলেমদের নিকটে ব্যাপকভাবে বরিত হয় এবং আহলে ইলম তার উপর নির্ভর করেন; তাহলে অনুরূপ নুসখার উপরে এমন কোন শর্ত লাগানো যাবে না। কিন্তু যখন বিষয়টি এমন না হয় তখন এ শর্ত লাগানো যাবে'।[৪০৫]

তিরমিযীর 'আল-ইলালুল কাবীর' গ্রন্থের বিষয়টিও এই যে, এটা একটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত গ্রন্থ। আর শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণ একে দলীল মেনেছেন।[৪০৬]

আল-ইলালুল কাবীর-এর সনদের উপর আলোচনা

এ ব্যতীত এর সনদও একেবারেই সহীহ ও প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা অধ্যয়ন করুন।-

'আল-ইলালুল কাবীর' গ্রন্থের বর্তমান নুসখা সেটা যেটা ইমাম আবূ তালেব কাযী সংকলন করেছেন। ইমাম আবূ তালেব কাযী কে? এ সম্পর্কে একাধিক আলেম ভুল করেছেন। কিছু বিদ্বান এটা বলেছেন, তার জীবনী বিদ্যমান নেই। আল-ইলালুল কাবীর গ্রন্থের একজন মুহাক্কিক তাকে 'আবূ তালেব মাহমূদ বিন আলী আসবাহানী' নামে নির্দিষ্ট করেছেন। আর এটাও ভুল সিদ্ধান্ত।[৪০৭]

আল-ইলালুল কাবীর-এর সংকলক আবূ তালেব কাযীর নির্দিষ্টকরণ

এ প্রসঙ্গে সহীহ তাহকীক সর্ব প্রথম শায়েখ আবূ ওমর আব্দুর রহমান বিন ওমর আল-ফকীহ আল-গামিদী হাফিযাহুল্লাহ স্বীয় আরবী ফোরাম 'মুলতাকা আহলে

---

৪০৫. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ পৃ. ৩৬১-৩৬৩।
৪০৬. শায়েখ খুবায়েব আহমাদ আসারী হাফিযাহুল্লাহ, সানাদে কিতাব আওর মানহাজে মুহাদ্দিসীন (মাসিক আহলুস সুন্নাহ সংখ্যা : ৪৫-৪৭; সাপ্তাহিক আল-ইতিসাম, জুন সংখ্যা ২০১৫ ইং)।
৪০৭. আল-ইলালুল কাবীর ১/৫৪।

হাদীস'-এর মধ্যে পেশ করেছেন। যার সারকথা এই যে, আবূ তালেব হলেন 'আবূ তালেব উকাইল বিন আতিইয়া বিন আবূ আহমাদ জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন আতিইয়া আল-কাযাঈ আল-কাযী'। যিনি ৬০৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা তিনি তার এই গ্রন্থে স্বীয় সনদ পেশ করেছেন। আর স্বীয় উস্তাদ হিসেবে আবুল কাসেম খালফ বিন আব্দুল মালেক বিন বাশকুয়াল আনসারী আল-কুরতুবী'-কে নির্দেশ করেছেন। রিজালের গ্রন্থগুলিতেও তার উস্তাদদের তালিকায় আবুল কাসেম খালফ বিন আব্দুল মালিক বিন বাশকুয়াল আল-আনসারী আল-কুরতুবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০৮]

অন্যদিকে আবূ তালেব মাহমূদ বিন আলী আল-আসবাহানীর উস্তাদদের মধ্যে আবুল কাসেম খালফ বিন আব্দুল মালেক বিন বাশকুয়াল আনসারী কুরতুবীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

উপরন্তু 'আবূ তালেব মাহমূদ বিন আলী আসহাবানী'-এর জীবনীতে ইলমে হাদীসের সাথে তার বিশেষ কোন সম্পর্কের উল্লেখ নেই। অন্যদিকে আবূ তালেব 'উকাইল বিন আতিইয়া বিন আবূ আহমাদ জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন আতিইয়া আল-কাযী'-এর জীবনীতে ইলমে হাদীসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। যা এ বিষয়টির দলীল যে, তিনিই ইলালুত তিরমিযীর সংকলক।

এই তাহকীক সামনে আসার পর মুহাক্কিকগণ এই বিষয়টি ঐকমতানুসারে গ্রহণ করেছেন যে, আবূ তালেব আল-কাযী হলেন 'আবূ তালেব উকাইল বিন আতিইয়া বিন আবূ আহমাদ জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন আতিইয়া আল-কাযাঈ' (মৃ. ৬০৮ হি.)।

যেমন ড. হুমাম আব্দুর রহীম সাঈদ ইমাম ইবনু রজবের শরহে ইলালুত তিরমিযীর তাহকীকে আবূ তালেব আল-কাযীর পরিচিতি হিসেবে এটাই বলেছেন।[৪০৯]

---

৪০৮. ইবনুল আবার, আত-তাকমিলা লি-কিতাবিস সিলাহ ৪/৩৩।
৪০৯. ইবনু রজব, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৭৮।

আল-ইলালুল কাবীর-এর সংকলন আবূ তালেব আল-কাযীর তাওসীক

এই স্পষ্ট আলোচনার পর আরয রইল যে, আবূ তালেব উকাইল বিন আতিইয়া বিন আবূ আহমাদ জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন আতিইয়া আল-কুযাঈ (মৃ. ৬০৮ হি.) একজন হাফেয, মুহাদ্দিস এবং সিকাহ ইমাম।

* ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর আল-কাযাঈ ইবনুল আবার (মৃ. ৬৫৮ হি.) বলেছেন,

وكان من اهل الحفظ والاتقان والضبط–

'তিনি হিফয, ইতকান এবং যবতের অধিকারী ছিলেন'।[৪১০]

* মুহিব্বুদ্দীন ইবনু রশীদ আল-ফিহরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২১ হি.) বলেছেন,

القاضي المحدث الحافظ–

'তিনি কাযী, মুহাদ্দিস এবং হাফেয'।[৪১১]

* ইমাম লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৬ হি.) বলেছেন,

كان فقيها متطرّفا في فنون من العلم، متقنا لما يتناوله من ذلك–

'তিনি ফকীহ, একাধিক শাস্ত্রে দক্ষ এবং এর থেকে অর্জিত বস্তুতে মুতকিন ছিলেন'।[৪১২]

প্রতীয়মান হল, আবূ তালেব কাযী ইমাম, হাফেয এবং সিকাহ মুহাদ্দিস ছিলেন।

আল-ইলালুল কাবীর-এর সনদ

---

৪১০. ইবনুল আবার, আত-তাকমিলাহ ৪/৩৩।
৪১১. ইবনু রশীদ আল-ফাহরী, মিলউল আইবা পৃ. ৪৭।
৪১২. ইবনুল খতীব, আল-ইহাতাহ ফী আখবারিল গারনাতাহ ৪/১৯৪।

আবূ তালেব কাযী স্বীয় 'আল-ইলালুল কাবীর লিত-তিরমিযী'-এর নুসখার সনদ পেশ করেছেন।[৪১৩]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও (মৃ. ৮৫২ হি.) এ গ্রন্থের এ সনদটি উল্লেখ করেছেন।[৪১৪]

ইলালে কাবীরের সনদের তাহকীক

এই সনদটি একেবারেই সহীহ। বরং শুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। কেননা আবূ হামেদ আত-তাজির (সিকাহ) ব্যতীত এর সকল রাবী শুধু সিকাহ-ই নন বরং ইমাম, হাফেয। আর আবূ হামেদ আত-তাজির-এর তাওসীকও সিকাহ ইমাম হতে প্রমাণিত আছে।

এক্ষণে প্রতিটি রাবী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যয়ন করুন–

আবূ হামিদ আত-তাজির

তিনি হলেন আবূ হামিদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন দাঊদ আত-তাজির আল-মারওয়াযী। যেমনটা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্র উল্লেখকৃত সনদ দ্বারা স্পষ্ট হয়। তিনি একজন সিকাহ রাবী। যেমন ইমাম আবূ জাফর আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন যুবায়ের আস-সাকাফী আল-গারনাতী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

روى هذا الكتاب عن الترمذي ستة رجال –فيما علمته–: أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب ، وأبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ، وأبو ذر محمد بن إبراهيم ، وأبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان ، وأبو حامد أحمد ابن عبد الله التاجر ، وأبو الحسن الوَذَاري. قال : وأما ما ذكره بعض الناس : من أنه لا يصح سماع أحد في هذا المصنف من أبي عيسى ولا روايته عنه –وهو كلام يُعزى إلى أبي محمد بن عتاب ، عن أبي عمرو

---

৪১৩. তারতীবু ইলালিত তিরমিযী পৃ. ২১। {দেখুন : মূল উর্দূ গ্রন্থের পৃ. ৩২০-অনুবাদক}।

৪১৪. ইবনু হাজার, তাজরীদু আসানীদিল কুতুবিল মাশহূরা পৃ. ১৫৮।

السفاقسي ، عن أبي عبد الله الفسوي -فهو باطلٌ، قاله من قاله، فإن الروايات في الكتاب منتشرة شائعة عن جِلَّةٍ معروفين إلى المصنف-

‘এই সুনানে তিরমিযী গ্রন্থটিকে তিরমিযী হতে আমার ইলম মোতাবেক ছয়জন রাবী বর্ণনা করেছেন।

১. আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মাহবূব।

২. আবূ সাঈদ আল-হায়সাম বিন কুলাইব আশ-শাশী।

৩. আবূ যার্র মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম।

৪. আবূ মুহাম্মাদ হাসান বিন ইবরাহীম আল-কাত্তান।

৫. আবূ হামেদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তাজির।

৬. আবুল হাসান আল-ওয়াযারী।

রইল এ বিষয়টি যে, কিছু মানুষ উল্লেখ করেছেন যে, আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযী) হতে জামে তিরমিযী শ্রবণ করাও সহীহভাবে প্রমাণিত নয় আর তার থেকে এটি বর্ণনা করাও সহীহ নয়—কিন্তু তাদের এ কথাটি বাতিল। তারা যেই বলুন না কেন। কেননা উপর্যুক্ত রাবীদের থেকে জামে তিরমিযীর বর্ণনা করা সর্বজনীন ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অনুরূপভাবে আরও একাধিক রাবী দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যাদের থেকে লেখক পর্যন্ত সনদটি প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ’।[৪১৫]

ইমাম আহমাদ বিন ইবরাহীম ইবনুয যুবায়ের আল-গারনাতী রহিমাহুল্লাহ এ কথার পূর্বে সুনানে তিরমিযীর ছয়জন রাবীর উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে আবূ হামিদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তাজিরকেও তিনি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি এই রাবীদেরকে ‘এনারা সবাই সিকাহ রাবী’ বলে সবারই সরীহ তাওসীক করেছেন।

---

৪১৫. বারনামাজ ইবনুয যুবায়ের আল-গারনাতী, সুয়ূতীর কূতুল মুগতাযী গ্রন্থের বরাতে পৃ. ২৩-২৪।

এই বরাত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আবূ হামিদ আত-তাজির-এর সরীহ তাওসীক প্রমাণিত আছে। সুতরাং তাকে মাজহূল বলা নিশ্চিৎরূপে ঠিক নয়। প্রকাশ থাকে যে, আবূ হামিদ আত-তাজিরের তাওসীককারী ইমাম আবূ জাফর আহমাদ বিন ইবরাহীম ইবনুয যুবায়ের আস-সাকাফী আল-গারনাতী রহিমাহুল্লাহ অনেক বড় মাপের ইমাম হাফেয এবং সিকাহ মুহাদ্দিস। যেমন-

(১) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

الإمام الحافظ العلامة شيخ القراء والمحدثين بالأندلس أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن زبير بن عاصم الثقفي العاصمي الغرناطي–

'তিনি একজন ইমাম, হাফেয, আল্লামা, আন্দালুসের শায়খুল কুর্রা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, আবূ জাফর আহমাদ বিন ইবরাহীম ইবনুয যুবায়ের বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন যুবায়ের বিন আসেম আস-সাকাফী আল-আসিমী আল-গারনাতী'।[৪১৬]

(২) ইমাম কামালুদ্দীন জাফর বিন তাগলিব আল-আদফাবী (মৃ. ৭৪৯ হি.) বলেছেন,

كَانَ ثِقَة قَائِما بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر قامعاً لأهل الْبدع–

'তিনি সিকাহ ছিলেন। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতেন। তিনি বিদাতীদের দূর্গ মূলোৎপাটনকারী ছিলেন'।[৪১৭]

(৩) ইমাম লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৬ হি.) বলেছেন,

كان خاتمة المحدثين–شديدا علي أهل البدع ملازما للسنة–

---

৪১৬. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ৪/১৪৮৪।

৪১৭. ইবনু হাজার, আদ-দুরারুল কামিনা ১/৯৮।

'তিনি সর্বশেষ মুহাদ্দিস ছিলেন। বিদাতীদের উপর খুব কঠোর ছিলেন। এবং সুন্নতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন'।[৪১৮]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

حَافظ للْحَدِيث مُمَيِّز لصحيحه من سقيمه ذَاكر لرجاله وتواريخهم متسع الرِّوَايَة عني بهَا كثيرا وصنف برنامج رواياته–

'তিনি হাদীসের হাফেয, সহীহ এবং যঈফ হাদীসগুলির মধ্যে পার্থক্যকারী হাদীসের রিজাল এবং তাদের ইতিহাস হিফযকারী, ব্যাপক বর্ণনাকারী ছিলেন। বর্ণনার উপর তিনি খুবই মনোযোগ দিয়েছিলেন। আর তিনি স্বীয় বর্ণনার বারনামাজ রচনা করেছিলেন'।[৪১৯]

প্রকাশ থাকে যে, তার যেই 'বারনামাজ' গ্রন্থের উল্লেখ হাফেয ইবনু হাজার করেছেন সেখানেই তিনি আবূ হামিদ আত-তাজিরের তাওসীক করেছেন। যেমনটা আলোচিত হয়েছে।

এর সাথে এ কথাটির উপর চিন্তা-গবেষণা করুন যে, আবূ হামিদ আত-তাজির যেভাবে ইমাম তিরমিযীর ইলালে কাবীরের রাবী। অনুরূপভাবে তিনি ইমাম তিরমিযীর সর্বাধিক মহান গ্রন্থ জামে তিরমিযীরও বর্ণনাকারী।[৪২০]

জামে তিরমিযীর যে নুসখাটি আবূ হামিদ আত-তাজির বর্ণনা করেছেন তার উপরও কোন আলেম অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। বরং অসংখ্য আহলে ইলম সেটার উপর নির্ভর করেছেন এবং সেখান হতে নুসূস উদ্ধৃত করেছেন।[৪২১]

---

৪১৮. আল-ইহাতা ফী আখবারিল গারনাতাহ ৪/১৯৪।
৪১৯. আদ-দুরারুল কামিনা ১/৯৭।
৪২০. ইবনু আতিয়া, ফাহরিস পৃ. ১২২।
৪২১. মিযযী, তুহফাতুল আশরাফ ৫/১২০।

আবূ ওসমান আল-বুহায়রী (মৃ. ৪৫১ হি.) আবূ হামিদ আত-তাজিরের সনদ দ্বারা ইমাম তিরমিযী হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪২২] এ হাদীসটি একই সনদ ও মতনের সাথে সুনানে তিরমিযীতেও বিদ্যমান।[৪২৩]

এ বিষয়টিও এ কথাটির দলীল যে, আবূ হামিদ আত-তাজিরের বর্ণনাকৃত গ্রন্থগুলি নির্ভরযোগ্য।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, আবূ হামিদ আত-তাজির একজন সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আর তার বর্ণনাকৃত গ্রন্থসমূহ দলীলরূপে গণ্য।

আবূ যায়েদ আল-মারওয়াযী

ইনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ফকীহ আয-যাহেদ আবূ যায়েদ আল-মারওয়াযী (মৃ. ৩৭১ হি.)। তিনি খুব বড় মাপের ইমাম, হাফেয, মুতকিন এবং মহান সিকাহ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারীর কিতাব সহীহ বুখারী-এর জলীলুল কদর রাবী। আর তিনি ইমাম দারাকুতনী, ইমাম হাকেমের ন্যায় জলীলুল কদর মুহাদ্দিসদের উস্তাদ ছিলেন।

* খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন,

كان أحد أئمة المسلمين–

‘তিনি অন্যতম ইমাম ছিলেন’।[৪২৪]

* ইমাম আব্দুল করীম সামআনী রহিমাহুল্লা (মৃ. ৫৬২ হি.) বলেছেন,

وما دام بمرو في الأحياء ما كان يقرأ علي غيره لفضله وعلمه وإتقانه–

---

৪২২. আল-ফাওয়ায়েদুল মুখার্রাজা পৃ. ৮৮।
৪২৩. তিরমিযী হা/১০৬।
৪২৪. খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ ১/৩১৪।

‘তিনি যতদিন মারভে জীবিত ছিলেনন ততদিন পর্যন্ত তার মর্যাদা, ইলম ইতকানের কারণে অন্য কারো কাছে সহীহ বুখারী অধ্যয়ন করা হত না’।[৪২৫]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهد–

‘তিনি একজন শায়েখ, ইমাম, মুফতী, আদর্শ, দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিত্ব’।[৪২৬]

* তাজুদ্দীন সুবকী (মৃ. ৭৭১ হি.) বলেছেন,

كَانَ مِمَّن أجمع النَّاس على زهده وورعه وَكَثْرَة علمه وجلالته فى الْعلم وَالدّين–

‘তার যুহদ, অত্যধিক তাকওয়া, অধিক ইলম এবং ইলম ও দীনের মধ্যে তার মাহাত্মতার উপর লোকদের ইজমা রয়েছে’।[৪২৭]

* ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন,

امام أهل عصره في الفقه والزهد والعبادة والورع–

‘ফিকহ, যুহদ এবং ইবাদত ও অধীক তাকওয়ার ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় যামানার ইমাম ছিলেন’।[৪২৮]

* নায়েফ বিন সালাহ বিন আলী মানসূরী তার সম্পর্কে রিজালের ইমামদের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন,

ثقة مشهور بالفقه والزهد–

---

৪২৫. আস-সামআনী, আল-আনসাব ১০/১৩৪।
৪২৬. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৬/৩১৩।
৪২৭. সুবকী, তাবাকাতুশ শাফেঈয়া ৩/৭২।
৪২৮. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১১/২৯৯।

‘তিনি একজন সিকাহ প্রসিদ্ধ ফিকহ ও যুহদের মধ্যে’ ।[৪২৯]

আবূ মুহাম্মাদ আসীলী

তিনি ইমাম, হাফেয আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইবরাহীম আল-আসীলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৯২ হি.)। তিনি ইমাম হাফেয, সাবত, মুতকিন। তিনি অনেক বড় মাপের সিকাহ মুহাদ্দিস এবং কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

* ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আবূ জাফর আয-যব্বী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৯৯ হি.) বলেছেন,

-من كبار أصحاب الحديث-وكان متقناً للفقه والحديث-

‘তিনি একজন কিবার আহলে হাদীস। তিনি ফিকহ ও হাদীসে মুতকিন ছিলেন’ ।[৪৩০]

* ইমাম ইয়াকূত বিন আব্দুল্লাহ আল-হামাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২৬ হি.) বলেছেন

-أبو محمد عبد الله بن ابراهيم الأصيلي محدّث متقن فاضل معتبر-

‘আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইবরাহীম আল-আসীলী একজন মুহাদ্দিস, মুতকিন ফাযেল এবং নির্ভরযোগ্য’ ।[৪৩১]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

-الحافظ الثبت العلامة أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي-

---

৪২৯. আদ-দালীলুল মুগনী লি-শুয়ূখিল ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী পৃ. ৩৪১।

৪৩০. বুগিয়াতুল মুলতামাস ফী তারীখি রিজালি আহলিল আন্দালুস পৃ. ৩৪০।

৪৩১. ইয়াকূত হামাবী, মুজামুল বুলদান ১/২১৩।

‘তিনি হাফেয, সাবত, আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আন্দালুসী’।[৪৩২]

আবূ শাকের আল-কবরী

তিনি হলেন ইমাম আব্দুল ওয়াহিদ বিন মুহাম্মাদ বিন মূহিব আবূ শাকের আত-তুজাঈবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.)। তিনিও স্বীয় যামানার ইমাম, ফকীহ, সিকাহ মুহাদ্দিস ও আল্লামা ছিলেন। ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আসীলী হতে তিনি সহীহ বুখারী বর্ণনা করেছেন।

* ইমাম ইবনু মাকূলা রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৭৫ হি.) বলেছেন,

فقيه محدث أديب خطيب شاعر، روى كتاب الجامع الصحيح للبخاري عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، روى عنه جماعة من أهل الأندلس-

‘তিনি একজন ফকীহ, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক এবং কবি ছিলেন। তিনি আবূ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইবরাহীম আসীলী হতে ইমাম বুখারীর আল-জামে আস-সহীহ বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে স্পেনবাসীর একটি জামাআত বর্ণনা করেছেন’।[৪৩৩]

* আবুল ফাযল কাযী ইয়ায বিন মূসা আল-ইয়াহসাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৪৪ হি.) বলেছেন,

وكان من أهل العلم بالحديث والفقه والعربية والكلام والنظر والجدل على مذهب أهل السنة-

‘তিনি হাদীস, ফিকহ, আরবী কালাম শাস্ত্র, নযর এবং জাদালের আলেম ছিলেন। তিনি আহলে সুন্নাতের মাযহাবের উপর ছিলেন’।[৪৩৪]

---

৪৩২. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ৩/১০২৪।
৪৩৩. ইবনু মাকূলা, আল-ইকমাল ৭/১০৭।
৪৩৪. তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক ৮/১৪৪।

* ইমাম আবুল কাসেম ইবনু বাশকুয়াল বলেছেন,

وكان أشبه الناس بالسلف الصالح رضي الله عنهم–

‘সালাফে সালেহীনদের সাথে তিনি সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন’।[৪৩৫]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

الامام العلامة

‘তিনি একজন ইমাম এবং আল্লামা’।[৪৩৬]

আবুল ফিদা যাইনুদ্দীন কাসেম বিন কতলূবুগা (মৃ. ৮৭৯ হি.) তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৪৩৭]

আবূ আলী গাস্‌সানী

তিনি হলেন ইমাম, হাফেয আবূ আলী আল-হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-গাস্‌সানী আল-জিয়ানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৯৮ হি.)। তিনি স্বীয় যামানার মহান হাফেয, সাবত, মুতকিন, সিকাহ, মুহাদ্দিস, শাস্ত্রজ্ঞ এবং লেখক ইমাম ছিলেন।

* ইবনুল মাওয়াক (মৃ. ৬৪২ হি.) তাকে امام عصره في الحديث ‘হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম’ বলেছেন।[৪৩৮]

* তার ছাত্র ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইবনু আতিইয়া আল-আন্দালুসী আল-মুহারিবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৪২ হি.) বলেছেন,

---

৪৩৫. ইবনু বাশকুওয়াল, আস-সিলাহ পৃ. ৩৬৬।
৪৩৬. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/১৭৯।
৪৩৭. আস-সিকাত মিম্মান লাম ইয়াকা ফিল-কুতুবিস সিত্তাহ ৬/৪৯৯।
৪৩৮. বুগিয়াতুন নুক্কাদ আন-নাকালা পৃ. ৩০৬।

أحد من انْتَهَت إِلَيْهِ الرِّئَاسَة بالأندلس فِي علم الحَدِيث وإتقانه والمعرفة بعلله وَرِجَاله–

'আন্দালুসের তাদের একজন ছিলেন যাদের পর্যন্ত ইলমে হাদীস এবং এর ইতকান ইলাল ও রিজালের জ্ঞান খতম হয়েছিল'।[৪৩৯]

* ইমাম আবুল কাসেম ইবনু বাশকুয়াল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৭৮ হি.) বলেছেন,

من جهابذة المحدثين، وكبار العلماء المسندين– وعني بالحديث وكتبه وروايته، وضبطه– وكان حسن الخط جيد الضبط–

'তিনি মহান মুহাদ্দিস ও শীর্ষস্থানীয় নির্ভরযোগ্যদের অন্যতম ছিলেন। তিনি গ্রন্থ রচনা এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে আয়ত্বকরণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সুন্দর হস্তলিপি ও আয়ত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন'।[৪৪০]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

الحافظ الامام الثبت محدث الاندلس

'তিনি হাফেয ইমাম সাবত এবং আন্দালুসের মুহাদ্দিস'।[৪৪১]

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন সাঈদ বিন ইয়ারবূ আল-হাফেয

তিনি অনেক বড় একজন ইমাম, হাফেয, সিকাহ মুহাদ্দিস এবং লেখক লিখেছেন।

* ইমাম আবুল কাসেম ইবনু বাশকুয়াল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৭৮ হি.) বলেছেন,

---

৪৩৯. ইবনু আতিয়া, ফাহরিস পৃ. ৭৮।
৪৪০. আস-সিলাহ পৃ. ১৪২।
৪৪১. তাযকিরাতুল হুফফায ৪/১২৩৩।

كان حافظا للحديث وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، يبصر المعدلين منهم والمجرحين، ضابطا لما كتبه، ثقة فيما رواه–

'তিনি হাদীস, ইলালের হাফেয এবং হাদীসের রিজাল ও বর্ণনাকারীদের জীবনী ভালভাবে জানতেন। তাদের মধ্যে সিকাহ এবং মাজরূহ রাবীদেরকে চিনতেন এবং তাদেরকে লিখে রাখতেন। তিনি এতে যাবেত ছিলেন এবং যা কিছু বর্ণনা করতেন তাতে সিকাহ ছিলেন'।[৪৪২]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

الحافظ الإمام المحقق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سليمان بن سعيد بن يربوع الأندلسي الشنتريني ثم الإشبيلي محدث قرطبة–

'তিনি হাদীসের হাফেয, ইমাম, মুহাক্কিক আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন সুলায়মান বিন সাঈদ বিন ইয়ারবূ আল-আন্দালুসী আশ-শানতারীনী আল-ইশবীলী এবং কুরতুবার মুহাদ্দিস'।[৪৪৩]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'তিনি উস্তাদ, হাফেয, মুজাব্বিদ ও হুজ্জত ছিলেন'।[৪৪৪]

আশ-শায়েখ আবুল কাসেম বিন আব্দুল মালেক বিন বাশকুয়াল আল-আনসারী আল-কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ

তিনি ইমাম, হাফেয, মুতকিন, হুজ্জত এবং সিকাহ মুহাদ্দিস ছিলেন।

* ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর আল-কাযাঈ ইবনুল আবার (মৃ. ৬৫৮ হি.) বলেছেন,

كَانَ رَحِمَه الله متسعَ الرِّوَايَة شَدِيد الْعِنَايَة بهَا عَارِفًا بوجهها حجَّة فِيمَا يرويهِ–

---

৪৪২. আস-সিলাহ পৃ. ২৮৩।
৪৪৩. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ৪/১২৭১।
৪৪৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৯/৫৭৮।

‘তিনি ব্যাপক বর্ণনা করতেন। তিনি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন এবং সেগুলির সনদ সম্পর্কে অবগত থাকতেন। আর যা কিছু তিনি বর্ণনা করতেন তাতে তিনি হুজ্জত ছিলেন’।[৪৪৫]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, الحافظ الامام المتقن ‘তিনি একজন ইমাম, মুতকিন’।[৪৪৬]

তার থেকে আবূ তালেব আল-কাযী বর্ণনা করেছেন। যিনি ইমাম তিরমিযীর এই গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। আর তার তাওসীক সূচনাতে পেশ করা হয়েছে।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, এই সনদটি সহীহ। বরং শুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। আর এই কিতাবটি ইমাম তিরমিযী হতে প্রমাণিত। আল-হামদুলিল্লাহ।

জ্ঞাতব্য : ইমাম তিরমিযী ‘আল-ইলালুল কাবীর’ গ্রন্থকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আবূ হামিদ আত-তাজির এককও নন। বরং আবূ যার্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আত-তিরমিযীও ইমাম তিরমিযী হতে তার এই গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন। যেমন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) আল-ইলালুল কাবীর লিত-তিরমিযী-এর আরেকটি সনদ পেশ করেছেন।[৪৪৭]

এ সনদটি একেবারেই সহীহ। এর সকল রাবী সিকাহ ও সদূক এবং নির্ভরযোগ্য। নিচে তার বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

আবূ যার্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আত-তিরমিযী

ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) তার সনদ দ্বারা একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন,

৪৪৫. ইবনুল আবার, আত-তাকমিলা লি-কিতাবিস সিলাহ ১/২৪৯।
৪৪৬. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ৪/১৩৩৩৯।
৪৪৭. ইবনু হাজার, তাজরীদু আসানীদিল কুতুবিল মাশহূরাহ পৃ. ১৫৯।

مَا ثَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَقْلِ الْآحَادِ الْعُدُولِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ-

‘আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ উক্তিটি আদেল রাবীদের দ্বারা প্রমাণিত আছে’।[৪৪৮]

* পূর্বে আবূ হামিদ আত-তাজিরের তাওসীকের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন যুবায়ের আল-গারনাতী রহিমাহুল্লাহ্‌র যে কথা পেশ করা হয়েছে তাতে আবূ যার্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আত-তিরমিযীর তাওসীকও বিদ্যমান আছে। হইবেক

আবূ ইয়াকূব ইউসুফ বিন আহমাদ বিন ইউসুফ আস-সায়দালানী

তিনিও সিকাহ রাবী। ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) উপরোক্ত যে সনদের রাবীদের তাওসীক করেছেন তাতে এই রাবীও বিদ্যমান।[৪৪৯] তিনি ইমাম উকায়লীর আয-যুআফা গ্রন্থের রাবী।[৪৫০]

ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে একটি স্থানে বলেছেন,

ومحدث مكة أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل-

‘আবূ ইয়াকূব ইউসুফ বিন আহমাদ বিন দাখীল হলেন মক্কার মুহাদ্দিস’।[৪৫১]

আহমাদ বিন আব্বাস বিন আসবাগ

তার সমকালীন এবং সহপাঠী ইমাম আবূ বকর আল-হাসান বিন মুহাম্মাদ আল-কুবশী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৩২ হি.) বলেছেন,

كانت له عنايةٌ بالعلم- سمع معنا على جماعة من شيوخنا-

---

৪৪৮. ইবনু আব্দুল বার্র, আল-ইসতিযকার ১/২১।
৪৪৯. আল-ইসতিযকার ১/২১।
৪৫০. তারীখুল ইসলাম ৮/৬৪৩।
৪৫১. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৭/২৭।

‘ইলমের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাদের সাথে থেকে আমাদের শায়েখদের একটি জামাত হতে শ্রবণ করেছেন’।[৪৫২]

* ইমাম আবুল কাসেম ইবনু বাশকুয়াল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৭৮ হি.) বলেছেন,

واستوطن مكة المكرمة وصار من جلة شيوخها–

‘তিনি মক্কা মুকার্রমাতে থাকতেন। আর তিনি সেখানে জলীলুল কদর শায়েখ হয়ে গিয়েছিলেন’।[৪৫৩]

কোন গ্রন্থের রাবীর জন্য এতটুকু তাদীল-ই যথেষ্ট। হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ এক স্থানে বলেছেন, ‘তৃতীয় হিজরীর পরের প্রসিদ্ধ আলেমদের উপর কোন জারাহ যদি না থাকে তাহলে তার তাওসীকের দরকার নেই। বরং ইলম, ফাকাহাত, নেকী ও দীনদারীর সাথে প্রসিদ্ধ হওয়ার এটাই উদ্দেশ্য যে, এমন ব্যক্তির হাদীস হাসান স্তরের চেয়ে কখনোই কম নয়। আর তার স্থান কমপক্ষে সদূক হয়’।[৪৫৪]

আবুল কাসেম হাতেম বিন মুহাম্মাদ আত-তায়মী

ইমাম আবূ আলী আল-হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-গাস্সানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৯৮ হি.) বলেছেন, ‘তিনি স্বীয় বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ’।[৪৫৫]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, ‘তিনি মুহাদ্দিস, মুতকিন ইমাম এবং ফকীহ’।[৪৫৬]

‘আবূ আলী আল-জিয়ানী আল-গস্সানী’ ‘আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন সাঈদ বিন ইয়ারবূ’ এবং ‘আবুল কাসেম বিন বাশকুয়াল’-এর তাওসীক আবূ তালেব আল-কাযীর সনদের পরিচিতিতে আলোচিত হয়েছে।

৪৫২. আস-সিলাহ পৃ. ৪২।
৪৫৩. আস-সিলাহ পৃ. ৪২।
৪৫৪. আযওয়াউল মাসাবীহ পৃ. ২৫১।
৪৫৫. আস-সিলাহ পৃ. ১৫৫।
৪৫৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/৩৩৬।

আব্দুর রহমান বিন মাক্কী

ইনি হলেন আব্দুর রহমান বিন মাক্কী বিন আব্দুর রহমান বিন আবী সাঈদ বিন আতীক, আবুল কাসেম ইবনুল হাসিব আত-তারাবুলসী। ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

وتفرّد فِي زمانه، ورحل إليه الطّلبة–روى عَنْهُ أئمّة وحفّاظ– لا بأس فيه–

'তিনি তার যামানার অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছাত্ররা তার কাছে সফর করে যেতেন।... ইমাম ও হাফেযগণ তার থেকে বর্ণনা করতেন।... তাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই'।[৪৫৭]

ইউনুস বিন আবী ইসহাক এবং **আবূ আলী আল-ফাযিলী**ও সিকাহ রাবী। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ উভয়ের সনদ দ্বারা বর্ণিত একটি বর্ণনাকে 'এটা মাওকূফ সহীহ' বলেছেন।[৪৫৮]

উপরন্তু আবূ আলী আল-ফাযিলীর সূত্রে একটি বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এ হাদীসটি হাসান। এর রাবীগণ সিকাহ'।[৪৫৯]

প্রতীয়মান হল, আবূ যার্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আত-তিরমিযী হতেও ইমাম তিরমিযীর কিতাবুল ইলাল বর্ণনা করা প্রমাণিত আছে। অবশ্য তার বর্ণনাকৃত নুসখাটি বর্তমানে অস্তিত্বহীন। তারপরও এর দ্বারা তো এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি এ গ্রন্থটির নিসবত করা যাবে। আর আবূ হামিদ আত-তাজির একজন ব্যক্তি নন। যিনি ইমাম তিরমিযী হতে তার 'কিতাবুল ইলাল' গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর গ্রন্থটির প্রমাণ পেশ করার পর এখন আমরা অন্য সকল ইমামের উক্তিসমূহ উল্লেখ করব; যারা সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র অত্যধিক

---

৪৫৭. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩৮/৯৮।
৪৫৮. আল-আমালী আল-মুতলাকাহ পৃ. ১৫২।
৪৫৯. ইবনু হাজার, আল-ইমতা পৃ. ২০।

তাদলীসের বিষয়টি নাকোচ করেছেন। অর্থাৎ তাকে 'অল্প তাদলীসকারী' আখ্যা দিয়েছেন।

(১) ইমাম আলাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৬১ হি.) বলেছেন,

سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور تقدم أنه يدلس ولكن ليس بالكثير–

'সুফিয়ান বিন সাঈদ সাওরী হলেন প্রসিদ্ধ ইমাম। এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে যে, তিনি তাদলীস করতেন। কিন্তু বেশী করতেন না'।[৪৬০]

(২) ইমাম ওয়ালিউদ্দীন ইবনু ইরাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮২৬ হি.) বলেছেন,

سُفْيَان بن سعيد الثَّوْرِيّ الإِمَام الْمَشْهُور يُدَلس وَلَكِن لَيْسَ بالكثير–

'সুফিয়ান বিন সাঈদ সাওরী হলেন প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি তাদলীস করতেন। কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় নয়'।[৪৬১]

(৩) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

الثانية من احتمل الائمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لامامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري–

'দ্বিতীয় স্তর ঐ মুদাল্লিস রাবীদের জন্য যাদের তাদলীস মুহাদ্দিসগণ সহ্য করেছেন। আর তারা তাদের হাদীসকে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাদের ইমামত ও তার বর্ণিত হাদীসে কম তাদলীস থাকার কারণে। যেমন ইমাম সাওরী'।[৪৬২]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, وكان ربما دلس 'তিনি কদাচিৎ তাদলীস করতেন'।[৪৬৩]

---

৪৬০. জামেউত তাহসীল পৃ. ১৮৬।
৪৬১. তুহফাতুত তাহসীল ফী যিকরি রুওয়াতিল মারাসীল পৃ. ১৩০।
৪৬২. ইবনু হাজার, তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন পৃ. ১৩।
৪৬৩. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৪৪৫।

কম তাদলীসকারী মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ ঐকমতানুসারে গ্রহণযোগ্য

পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহকে 'কম তাদলীসকারী' বলেছেন। আর তার থেকে ব্যাপকমাত্রায় তাদলীস করা নাকোচ করেছেন। সুতরাং যেহেতু তিনি তাদলীস কম করেন সেহেতু তার আনআনা গ্রহণযোগ্য। কেননা তাদলীস সম্পর্কে সহীহ অবস্থান এটাই যে, অত্যধিক মাত্রার মুদাল্লিস রাবীর আনআনা অন্যান্য সনদ, শাহেদ ও মুতাবাআতের অনুপস্থিতিতে বাতিল হবে।

কিন্তু কম তাদলীসের মুদাল্লিস রাবীর আনআনা সাধারণত গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৬৪] তবে যদি কোন বর্ণনায় আনআনার সাথে তাদলীসও প্রমাণিত হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিংবা তাদলীসের উপর কোন করীনা পাওয়া গেলেও গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা ঠিক অনুরূপ একটি বিষয় যেমনভাবে আমরা কাসীরুল খাতা (অত্যধিক ভুলকারী) এবং কলীলুল খাতা (কম ভুলকারী) রাবীর মাঝে পার্থক্য করি এবং নিচের অভিমত গ্রহণ করে থাকি।-

* কাসীরুল খাতা রাবীর বর্ণিত হাদীস শাহেদ ও মুতাবাআতের অবস্থায় বাতিল হবে।

* কলীলুল খাতা অর্থাৎ সদূক রাবীর বর্ণনা সাধারণত গ্রহণযোগ্য ও হাসান হবে।[৪৬৫] তবে যদি কোন খাস বর্ণনাতে তার ভুল স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যায় কিংবা কোন করীনার সাথে মিলে যায় (তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়)।

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ এটাই স্পষ্ট করে বলেছেন যে,

---

৪৬৪. বিষয়টি অস্পষ্ট। কি পরিমাণ তাদলীস করলে কম তাদলীস হবে এবং কি পরিমাণ তাদলীস করলে বেশী তাদলীস হবে তা কোনভাবেই নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং মুদাল্লিস রাবীর তাদলীস বাতিল-এটাই হল সবচেয়ে সরল ও সহজ সমাধান।-অনুবাদক।

৪৬৫. এটিও বিতর্কিত মূলনীতি। 'কম ভুলকারী' বলতে কতটুকু পরিমান ভুলকে নির্দেশ করে তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। সুতরাং একে মানদন্ড বানিয়ে কম তাদলীসকারীর সাথে কিয়াস করা যাবে না। -অনুবাদক।

منهم من يغتفر تدليسه لقلته–وتقبل عنعنتهم كالثقات الذين في حفظهم ضعف–

فهولاء يقبل حديثهم–

'মুদাল্লিসদের মধ্যে কতিপয় এমন রয়েছেন যাদের তাদলীসকে তাদের কম তাদলীসের কারণে ক্ষমা করা হয়। আর তাদের আনআনা গ্রহণযোগ্য হয়। যেমনটা ঐ সকল সিকাহ রাবীদের বিষয়টি। যাদের হিফযে দুর্বলতা রয়েছে (অর্থাৎ যিনি কলীলুল খাতার কারণে হাসানুল হাদীস)। এমন রাবীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে'।[৪৬৬]

প্রতীয়মান হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কাসীরুত তাদলীস মুদাল্লিসদের ন্যায় কম তাদলীসকারী রাবীদের আনআনাকেও বাতিল করেন তিনি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি কাসীরুল খাতা যঈফ রাবীদের ন্যায় কলীলুল খাতা অর্থাৎ হাসানুল হাদীস রাবীদের বর্ণনাকেও বাতিল করবেন।[৪৬৭]

মনে রাখতে হবে, তাদলীস ও মুদাল্লিস রাবীর আনআনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি মুদাল্লিস রাবী আন দ্বারা বর্ণনা করেন তাহলে এটা আবশ্যিক নয় যে, তিনি এ আনআনার মধ্যে তাদলীসও করেছেন। বরং এখানে শুধু সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাদলীস করেছেন নাকি করেন নি। এখন দেখতে হবে যে, কোন্ সম্ভাবনাটি প্রবল? কেননা প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই হুকুম জারী হয়। বরং এটা বলতে হয় যে, উসূলে হাদীসের অধিকাংশ হুকুম প্রবল ধারণার ভিত্তিতে দেয়া হয়ে থাকে। যেমন-

(১) সিকাহ ও সদূক রাবীর বর্ণনাকে সহীহ বলা হয়। অথচ কোন সিকাহ রাবী মাসূম আনিল খাতা নন। বরং ভুলও হতে পারে। কিন্তু প্রবল ধারণা শুদ্ধতার পক্ষে থাকে। এজন্য সহীহ হুকুম লাগানো হয়।

---

৪৬৬. আন-নাসীহা পৃ. ২৭-২৮।

৪৬৭. মুহতারাম লেখকের এই কিয়াস ভুল। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটা বস্তুকে এক পাল্লায় মেপে হুকুম প্রদান করা ঠিক নয়। তাদলীস ও মুদাল্লিস রাবী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করুন নূরুল আইনাইন ও আত-তাসীস ফী মাসলাতিত তাদলীস। উভয়টি হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নূরুল আইনাইন গ্রন্থটি আমরা অনুবাদ করেছি। অন্যটিও অনুবাদের অধীনে রয়েছে।-অনুবাদক।

(২) কাসীরুল খাতা-এর বর্ণনা সহীহও হতে পারে। জরুরী নয় যে, তিনি প্রতিটি স্থানেই ভুল করবেন। কিন্তু ভুল হওয়ার ধারণা প্রবল থাকে। এজন্য যঈফের হুকুম লাগানো হয়।

(৩) কাযযাব রাবী সত্যও বলতে পারেন। বরং শয়তানেরও সত্য বলা প্রমাণিত। কিন্তু কাযযাব রাবীর বর্ণনায় মিথ্যার প্রবলতা থাকে। এজন্য মাওযূ হুকুম লাগানো হয়ে থাকে। একই অবস্থা কাসীরুত তাদলীস ও কলীলুত তাদলীস মুদাল্লিস রাবীর ক্ষেত্রেও।

(৪) কলীলুত তাদলীস রাবী তাদলীস করে আন সীগা দ্বারা বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু প্রবল ধারণা তাদলীস না করার পক্ষে থাকে। এজন্য তার আনআনা গ্রহণ করা হবে।[৪৬৮]

(৫) তাহলে যখন কোন মুদাল্লিস রাবী সম্পর্কে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি খুব কম তাদলীস করতেন। তাহলে এর উদ্দেশ্য এই যে, তার আনআনার মধ্যে তাদলীস প্রবলভাবে নেই। সুতরাং এমন মুদাল্লিস রাবীর আনআনার মধ্যে তাদলীস না থাকার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। আর এই প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই কলীলুত তাদলীসের মুদাল্লিস রাবীদের আনআনা গ্রহণযোগ্য হয়।[৪৬৯]

---

৪৬৮. আসলে সর্বক্ষেত্রেই যে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত ফায়সলা করা হয় তা কিন্তু নয়। বরং ধারণা করার পর সেই ধারণাকেও পুণরায় তাহকীক করতে হয়। তারপর হুকুম দিতে হয়। শুধু ধারণা দিয়ে যদি সিকাহ রাবীর বর্ণনাকে সহীহ মনে করা হত তাহলে সিকাহ রাবীর কদাচিৎ কৃত ভুল বর্ণনাকেও সহীহ মনে করা হত। অথচ তা করা হয় না। যদি একজন সিকাহ রাবী ৯৯টি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেন এবং ১টি যঈফ হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে মুহাদ্দিসগণ প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সেই একটি যঈফ হাদীসকে সহীহ বলে হুকুম লাগান না। বরং তারা ধারণাকে বাতিল করে উসূল মোতাবেক তাহকীক করে সেই হাদীসকে যঈফ বলে বিধান জারী করেন। সুতরাং সবক্ষেত্রে প্রবল ধারণাই বিধান জারীর মূল ভিত্তি এমনটি ঠিক নয়। -অনুবাদক।

৪৬৯. লেখককের এ দাবী পরবর্তী মুহাদ্দিসদের ক্ষেত্রে সত্য। তারা এভাবেই কলীলুত তাদলীস রাবীর আনআনা গ্রহণ করেন। কিন্তু মুতাকাদ্দিমীনদের মাঝে এ জাতীয় কোন উসূল বা ইজতিহাদ পাওয়া যায় না। তারা কলীলুত তাদলীস এবং কাসীরুত তাদলীস-এভাবে ভাগ করেন নি। তাছাড়াও প্রবল ধারণার

অবশ্য এতে ব্যতিক্রম অবস্থা এই যে, যদি কোন কলীলুত তাদলীস মুদাল্লিসের কোন খাস আনআনা (মুআনআন বর্ণনা) সম্পর্কে দলীল বা করীনা দ্বারা প্রতীয়মান হওয়া যায় যে, এতে তিনি তাদলীস করেছেন; তাহলে তার এই খাস আনআনাহ গায়ের মাকবূল হবে।

এ বিষয়টি একেবারেই হাসানুল হাদীস রাবীর হিফযের ন্যায়। হাসানুল হাদীস রাবী সম্পর্কে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, তিনি ভুল করেছেন। কিন্তু কম করেছেন। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীসগুলিতে প্রবল ধারণা থাকে যে, সেগুলি সহীহ। এজন্য সাধারণত তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়। অবশ্য তার মধ্যে ব্যতিক্রমী অবস্থা এই যে, যদি কোন স্থানে দলীল কিংবা করীনা পাওয়া যায় যে, এখানে তিনি ভুল করেছেন; তাহলে খাসভাবে সেই স্থানে সেই হাসানুল হাদীস রাবীর বর্ণনাকে বাতিল করা হয়। একই অবস্থা কলীলুত তাদলীস মুদাল্লিস রাবীর আনআনার ক্ষেত্রেও।

মুহাদ্দিসদের উক্তি সমূহ

এখন নিচে কয়েকজন মুহাদ্দিসদের উক্তি অধ্যয়ন করুন-

* ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৪ হি.) মুদাল্লিস রাবী সম্পর্কে বলেছেন,

إذا كان الغالب عليه التدليس فلا–حتي يقول حدثنا–

‘যখন তাদলীস তার উপর প্রবল হবে তখন তিনি হুজ্জত নন। এমনকি {তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন} বললেও হুজ্জত নন’।[৪৭০]

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনীর এই উক্তি এ প্রসঙ্গে খুবই স্পষ্ট ও সরীহ যে, প্রত্যেক মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ বাতিল হবে না। বরং স্রেফ কাসীরুত

ভিত্তিতে বিধান জারীর বিষয়টিও অকাট্য কোন মূলনীতি দ্বারা সাব্যস্ত নয়।-অনুবাদক।

৪৭০. বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ২/৩৮৭, সনদ সহীহ।

তাদলীস রাবীরই আনআনাহ বাতিল হবে। আর কলীলুত তাদলীস রাবীর আনআনা গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৭১]

* ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

وَلَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَلَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَلَا عَنْ مَنْصُورٍ. وَذَكَرَ مَشَايِخَ كَثِيرَةً لَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ هَؤُلَاءِ تَدْلِيسًا مَا أَقَلَّ تَدْلِيسَهُ-

'সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হাবীব বিন আবী সাবিত, সালামাহ বিন কুহাইল এবং মনসূর হতে তাদলীস করেছেন মর্মে আমি অবগত নই। (এরপর ইমাম তিরমিযী বলছেন) আর তিনি (ইমাম বুখারী) কয়েকজন মাশায়েখের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তার থেকে সুফিয়ান সাওরী তাদলীস করেছেন বলে আমি জানি না। তিনি খুব কম তাদলীস করতেন'।[৪৭২]

সুফিয়ান সাওরী সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই বর্ণনাও এ বিষয়টির দলীল যে, কলীলুত তাদলীসের আনআনাহ গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৭৩]

* ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহও (মৃ. ২৭৯ হি.) এই মতের পক্ষে। এর দলীল এই যে, পূর্বে ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারী যে উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, সুফিয়ান সাওরী অমুক অমুখ শায়েখ থেকে তাদলীস করতেন না; তো এই উক্তিতে ইমাম বুখারী সুফিয়ান সাওরীর শায়েখদের একটি লম্বা তালিকা উল্লেখ

---

৪৭১. আলী ইবনুল মাদীনী এখানে কাসীরুত তাদলীস এবং কলীলুত তাদলীস রাবীর সম্পর্কে কিছু বলেন নি। বরং তিনি যে কোন তাদলীসের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করেছেন। এমনকি হাদ্দাসানা বললেও তা বাতিল হবে বলার দ্বারা তিনি এটা বুঝালেন যে, রাবী তাদলীস করেছে এমন ধারণা প্রবল হলে তার বর্ণনা বাতিল। সে কাসীরুত তাদলীস হোক কিংবা কলীলুত তাদলীস যেই হোক না কেন। এমনকি হাদ্দাসানা বললেও তার হাদীস বাতিল হবে। কলীলুত তাদলীস রাবীর আনআনা গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দূরের কথা।-অনুবাদক।

৪৭২. ইলালুত তিরমিযী পৃ. ৩৮৮।

৪৭৩. মাকালাতে রাশিদিয়া ১/৩১৮, ৩২৫-৩২৭। মুহতারাম লেখকের এই ধারণাটি বেঠিক। কেননা এখানে ইমাম বুখারী সুফিয়ানের তাদলীস গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্পর্কে কোন মত দেন নি। বরং তিনি সুফিয়ানের কলীলুত তাদলীস হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন মাত্র।-অনুবাদক।

করেছিলেন। যাদের থেকে সুফিয়ান সাওরীর তাদলীসের নিশানা পাওয়া যায় না। কিন্তু ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারীর এই উক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে সুফিয়ান সাওরীর ঐ সকল শায়খের উল্লেখ করেন নি। বরং স্রেফ কয়েকজনের উল্লেখ করে এটা বলে দিয়েছেন যে, 'ইমাম বুখারী আরও একাধিক শায়খের উল্লেখ করেছেন'।

যাহির হল যে, ইমাম তিরমিযী সেসব শায়েখের উল্লেখ বর্জন করেছেন। কেননা যখন সুফিয়ান সাওরীর অত্যধিক মাত্রায় তাদলীস করা প্রমাণিত নেই; তখন প্রত্যেক উস্তাদের সাথে তার আনআনা গ্রহণযোগ্য হবে। এজন্য এমন উস্তাদের তালিকা পেশ করার দরকারই নেই; যাদের থেকে তাদলীস না থাকার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় ছাত্র হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহকে বুঝাতে গিয়ে লিখেছেন, 'অতঃপর (যুবায়ের আলী যাঈ সাহেব) লিখেছেন, আফসোস! যদি অধিক সংখ্যক উস্তাদের কথা ইমাম বুখারী বলে দিতেন! আমার সম্মানিত বন্ধু! তুমি খেয়াল কর নি। ইমাম বুখারী তো অনেক শায়খের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম তিরযিমী রহিমাহুল্লাহ তাদের উল্লেখ বর্জন করেছেন। কেননা তিনি অনেক শায়েখের উল্লেখ করেছেন-এটা হল ইমাম তিরমিযীর উক্তি। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আরও অসংখ্য উস্তাদের উল্লেখ করেছেন। এজন্য 'আফসোস! যদি অধিক সংখ্যক উস্তাদের কথা ইমাম বুখারী বলে দিতেন' কথাটি ঠিক নয়। বাকি রইল এ বিষয়টি যে, ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ সেসব শায়েখদের নাম কেন উল্লেখ করেন নি। তো এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার তাদলীস খুবই কম ও বিরল। সুতরাং যদি এমন কলীলুত তাদলীস এবং হুজ্জত ও ইমাম আমীরুল মুমিনীন ফিল-হাদীসের মুআনআন বর্ণনাও গায়ের মাকবূল হয়; তাহলে আর কার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে?[৪৭৪]

* ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন,

৪৭৪. মাকালাতে রাশিদিয়া ১/৩২৫।

إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ، وَشُهِرَ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ، وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ–

'যখন রাবী তাদের মধ্য হতে হয় যারা হাদীসে তাদলীস করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ এবং এ কাজ করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হন; তাহলে এমতাবস্থায় মুহাদ্দিসগণ তাদের বর্ণনায় সামার বিষয়টি তালাশ ও অনুসন্ধান করেন। যেন তার থেকে তাদলীসের ইল্লত দুর করা যেতে পারে'।[৪৭৫]

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তিটিও এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, কলীলুত তাদলীস মুদাল্লিস রাবীর আনআনা গ্রহণযোগ্য হবে। আর কাসীরুত তাদলীস রাবীর আনআনার মধ্যেই সামার বিষয়টি অনুসন্ধান করতে হবে।

হাদীস শাস্ত্রের এই মহান ব্যক্তিদের স্পষ্ট আলোচনা দ্বারা সূর্যের কিরণের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রতিটি মুদাল্লিস রাবীর সাথে একই রকম আচরণ করা যাবে না। বরং কলীলুত তাদলীস এবং কাসীরুত তাদলীস মুদাল্লিস রাবীদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

* ইমাম সাখাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯০২ হি.) বলেছেন,

وَالرَّابِعُ : إِنْ كَانَ وُقُوعُ التَّدْلِيسِ مِنْهُ نَادِرًا، قُبِلَتْ عَنْعَنَتُهُ وَنَحْوُهَا، وَإِلَّا فَلَا–

'মুদাল্লিস রাবীদের বর্ণনা সম্পর্কে চতুর্থ রায় এই যে, যদি মুদাল্লিস রাবী হতে কখনোও তাদলীস হয়ে যায় তাহলে তার আনআনাহ গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা হবে না'।[৪৭৬]

* বর্তমান যুগে আল্লামা আলবানীর ন্যায় মহান মুহাদ্দিস গত হয়েছেন। তিনি বলেছেন,

---

৪৭৫. মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম ১/৩২।
৪৭৬. ফাতহুল মুগীস বি-শারহি আলফিইয়াতিল হাদীস ১/২৩০।

وجعلوا المدلسين طبقات– منهم من يغتفر تدليسه لقلته–وتقبل عنعنتهم كالثقات الذين في حفظهم ضعف–فهولاء يقبل حديثهم–

‘মুহাদ্দিসগণ মুদাল্লিস রাবীদের তাবাকাত বানিয়েছেন। যাদের কলীলুত তাদলীস রাবী হওয়ার কারণে তাদের তাদলীস ক্ষমাযোগ্য। আর তাদের আনআনাহ গ্রহণযোগ্য। যেমনটা ঐ সকল সিকাহ রাবীদের রয়েছে। যাদের হিফযে দুর্বলতা রয়েছে। এমন রাবীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে’।[৪৭৭]

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই আলোচনা দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হল যে, তাদলীস সম্পর্কে আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র উসূল ও কায়েদাও এটাই যে, কাসীরুত তাদলীস মুদাল্লিস রাবীর আনআনা বাতিল হবে। এবং কলীলুত তাদলীস মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ গ্রহণযোগ্য হবে। এজন্য কিছু মানুষ আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে যে এটা বলেছেন যে ‘তাদলীস সম্পর্কে তার কোন নির্দিষ্ট অবস্থান ছিল না; বরং তিনি মনের অনুসরণ করতেন’ - একেবারেই ভুল। যেমন যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে লিখেছেন, ‘প্রতীয়মান হল, আলবানী সাহেব মুদাল্লিস রাবীদের কোন তাবাকাতী তাকসীমের প্রবক্তা ছিলেন না। বরং তিনি স্বীয় মর্জি মোতাবেক কিছু মুদাল্লিস রাবীর মুআনআন বর্ণনাকে সহীহ ও মর্জির খেলাফ কতিপয় মুদাল্লিসের মুআনআন বর্ণনাকে যঈফ আখ্যা দিতেন। এ প্রসঙ্গে তার কোন উসূল বা কায়েদা ছিল না। সুতরাং তাদলীসের মাসলায় তার তাহকীক সমূহ হতে দলীল গ্রহণ করা ভুল’।[৪৭৮]

আরয রইল যে, আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র উপর এটা সরাসরি অপবাদ। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ তাদলীসের মাসলায় আল্লাহ্‌র ফযল ও করমে ঐ

---

৪৭৭. আন-নাসীহা পৃ. ২৭-২৮।

৪৭৮. মাকালাত ৩/৩১৭; নূরুল আইনাইন পৃ. ৩৮৮; ফাতাওয়া ইলমিয়া ২/৩৩০। {শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ এখানে ভুল বলেছেন। শায়েখ আলবানীর নির্দিষ্ট উসূল ছিল। তবে কখনো কখনো তিনি প্রয়োগক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উসূলের বরখেলাফ করেছেন। যা অনিচ্ছাজনিত বলেই প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত এ কারণে আলী যাঈ এমনটি ধারণা করেছেন। আল্লাহ উভয়কেই জান্নাতুল ফেরদঊস নসীব করুন। আমীন! -অনুবাদক}।

অবস্থানের উপরই ছিলেন; যা মুহাদ্দিসদের জামাআতের ছিল। যেমনটা তারই বাক্য হতে পূর্বে স্পষ্ট ভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

রইল এ কথাটি যে, আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ এমন একজন মুদাল্লিস রাবীর মুআনআন বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন যাদেরকে অন্য মুহাদ্দিসগণ কলীলুত তাদলীস বলেছেন। তো বিশেষভাবে এমন মুদাল্লিস রাবীদের ক্ষেত্রে আল্লামা আলবানীর ইজতিহাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ নিজের তাহকীকে এমন রাবীদেরকে কাসীরুত তাদলীস হিসেবেই জেনেছেন। সেজন্য তিনি তাদের মুআনআন বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন।

যেমন হাসান বসরীকে কিছু আলেম কলীলুত তাদলীস জেনে তার আনআনাকে গ্রহণ করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলেছেন। যার মুআনআন বর্ণনা তার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য।[৪৭৯]

কিন্তু আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ তার আনআনাকে গ্রহণ করেন নি। কেননা আল্লামা আলবানীর তাহকীকে তিনি হলেন কাসীরুত তাদলীস।[৪৮০] যেমন এক স্থানে আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাসান বসরীর আনআনাকে বাতিল করতে গিয়ে লিখেছেন,

والأخر : أن الذهبي قال في "الميزان "كان الحسن البصري كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث : عن فلان ضعف احتجاجه-

‘এ সনদে দ্বিতীয় ইল্লত এই যে, ইমাম যাহাবী মীযান গ্রন্থে বলেছেন, হাসান বসরী কাসীরুত তাদলীস। সুতরাং যখন তিনি কোন হাদীসে আন ফুলানিন বলেন তখন তার দলীল হওয়া দুর্বল হয়ে যাবে’।[৪৮১]

---

৪৭৯. ইবনু হাজার, তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন পৃ. ২৯।

৪৮০. এ জাতীয় অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, একজন মুহাদ্দিস ইমাম একজন রাবীকে কাসীরুত তাদলীস বলেছেন কিন্তু অপর ইমাম তাকে কলীলুত তাদলীস বলেছেন। যার কোন সুস্পষ্ট সমাধান কোন ইমামই দিয়ে যান নি। ফলে তাহকীকে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।-অনুবাদক।

৪৮১. আলবানী, সহীহ আবী দাঊদ (আল-উম্ম) ১/৪৬।

অনুরূপভাবে এমন কিছু মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন যাদেরকে কিছু আলেম কাসীরুত তাদলীস বলেছেন এবং আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ তাদের মুআনআন বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। তো এর কারণ এই যে, আল্লামা আলবানীর দৃষ্টিতে এনারা কলীলুত তাদলীস মুদাল্লিস ছিলেন।

যেমন কাতাদাকে কিছু আলেম কাসীরুত তাদলীস বলে তার আনআনাকে বাতিল করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও তাকে তৃতীয় স্তরের মধ্যে রেখেছেন। যাদের তাদলীস কাসীর হয়ে থাকে এবং এ কারণে তাদের আনআনা বাতিল হয়ে থাকে।[৪৮২]

কিন্তু আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ তার আনআনাকে গ্রহণ করেছেন। কেননা আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র স্বীয় তাহকীক মোতাবেক কাতাদাকে কলীলুত তাদলীস জানতেন। যেমন একস্থানে আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ নিজের কাছে কাতাদার আনআনাকে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হিসেবে লিখেছেন 'আমি বলছি যে, কাতাদার তাদলীস কম ও ক্ষমাযোগ্য'।[৪৮৩]

অর্থাৎ কিছু মুদাল্লিস রাবীর তাদলীসের পরিমাণ করার ক্ষেত্রে আল্লামা আলবানী অন্যান্য আহলে ইলমের সাথে ইখতিলাফ করেছেন এবং স্বীয় ইজতিহাদ মোতাবেক ফায়সালা করেছেন। কিন্তু উসূল ও কায়েদার দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছেও এ বিষয়টি স্বীকৃত যে, কলীলুত তাদলীস রাবীর আনআনা গ্রহণযোগ্য হবে। আর কাসীরুত তাদলীস রাবীর আনআনা বাতিল হবে। সুতরাং আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে এটা বলা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি যে, 'তিনি স্বীয় মর্জি মোতাবেক কিছু মুদাল্লিস রাবীর মুআনআন বর্ণনাকে সহীহ এবং মর্জির খেলাফ হলে কিছু মুদাল্লিস রাবীর মুআনআন বর্ণনাকে যঈফ বলতেন। এ ক্ষেত্রে তার কোন উসূল বা কায়েদা ছিল না'।

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র উপর এমন অপবাদ আরোপ করা বাস্তবতা বিরোধী। সাথে সাথে অত্যন্ত দুঃসাহসও বটে।

---

৪৮২. ইবনু হাজার, তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন পৃ. ৪৩।
৪৮৩. সিলসিলা সহীহা ৫/৬১৪।

মোটকথা : মুহাদ্দিসদের এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কাসীরুত তাদলীস ও কলীলুত তাদলীস মুদাল্লিস রাবীদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। আর স্রেফ কাসীরুত তাদলীস মুদাল্লিস রাবীদেরই আনআনাকে বাতিল করতে হবে। অন্যদিকে কলীলুত তাদলীস রাবীর আনআনাহ্ গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৮৪]

কাসীরুত তাদলীস এবং কলীলুত তাদলীসের মাঝে পার্থক্যকরণের জন্যই মুদাল্লিস রাবীদের তাবাকাত করা হয়েছে। যেমন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ মুদাল্লিস রাবীদেরকে তাবাকাতের মাঝে বিভক্ত করেছেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে ঐ সকল মুদাল্লিস রাবীদেরকে রেখেছেন যাদের আনআনাহ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

মনে রাখতে হবে, যদি হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্র দেয়া তাকসীম মোতাবেক পূর্বে অথবা অন্য দ্বিতীয় তাবাকাতের মুদাল্লিসের আনআনাকে কেউ বাতিল করেন তাহলে এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তিনি তাবাকাতী তাকসীমের প্রবক্তা নন। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, তিনিও তাবাকাতী তাকসীমের প্রবক্তা। কিন্তু তার তাকসীম ও ইজতিহাদ মোতাবেক এ রাবী তৃতীয় স্তরের। কিংবা তার দৃষ্টিতে প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্তরেরই রাবী। কিন্তু বিশেষ হাদীসের ক্ষেত্রে তার তাদলীস করা প্রমাণিত কিংবা তাদলীসের উপর অন্যান্য করীনা নির্দেশনা প্রদান করছে।

তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন সম্পর্কে কয়েকটি সংশয়ের নিরসন

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) বলেছেন,

ومَن عرَفْناه دلَّس مَرَّةً فقَدْ أبَان لَنا عوْرَته في رِوايتِه–وليستْ تلك العورةُ بالكذب فنَرُدَّ بها حديثَه، ولا النَّصيحَةِ في الصِّدق، فنقْبَلَ مِنه ما قَبِلْنا مِن أهل النصيحة في الصدق. فقلْنا : لا نقبل مِن مُدَلِّسٍ حديثاً حتى يقولَ فيه : (حدثني) أو (سمعْتُ)–

'যার সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি একবার হলেও তাদলীস করেছেন তাহলে তিনি তার বর্ণনায় তার গোপন বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে

৪৮৪. দেখুন মাকালাতে আসারিয়া পৃ. ২১৭-২৩৪, ২৬৬-২৬৮।

দিয়েছেন। এ গোপন বিষয়টি মিথ্যাচারের কারণে নয় যে, আমরা এ কারণে তার হাদীসকে বাতিল করে দিব। নতুবা কল্যাণকামী কোন রাবীর সূত্রে আমরা তার থেকে সেই কথা গ্রহণ করে নিব। যারা প্রকৃত পক্ষেই কল্যাণকামীদের থেকে গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং আমরা বলব যে, মুদাল্লিস রাবীর কোন হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হবে না যতক্ষণ না তিনি তাহদীস কিংবা সামা উল্লেখ না করেন'।[৪৮৫]

কিছু মানুষ ইমাম শাফেঈর এই শায উক্তিটি গ্রহণ করে বলেন যে, কলীলুত তাদলীস এবং কাসীরুত তাদলীস প্রত্যেক রাবীর আনআনাহ কাদেহ হয়ে থাকে। অতঃপর এদিক সেদিককার কিছু অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি নিয়ে এসে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, এটাই হল জমহূরের মত। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, জমহূরের মত তো দূরের কথা। দুনিয়ার কোন একজন মুহাদ্দিসও এ মতটি কার্যত বাস্তবায়ন করেন নি। এমনকি ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহও এর উপর আমল করেন নি। এজন্য কিছু আলেম বলেছেন যে, ইমাম শাফেঈর এ উক্তিটি কেবল মৌখিক বক্তব্য। কার্যত ইমাম শাফেঈ এটি গ্রহণ করেন নি। অন্য কোন মুহাদ্দিসও এমনটি গ্রহণ করেন নি।[৪৮৬]

ইমাম শাফেঈর গ্রন্থ সমূহে এমন একটি কথাও পাওয়া যায় না যেখানে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ কোন হাদীসকে কেবল 'কলীলুত তাদলীস' মুদাল্লিস রাবীর আনআনার কারণে যঈফ বলেছেন। এছাড়াও ইমাম শাফেঈর গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে অবগতি রাখতেন। আর কোন হাদীস থেকে দলীল গ্রহণকালে তিনি সেই হাদীসের শুদ্ধতা যাচাই করে নিতেন। এর দলীল এই যে, তিনি অসংখ্য মাসায়েলে কিছু হাদীস পেশ করে সে হাদীসগুলির বিশুদ্ধতার উপর হুকুম বহাল রেখেছেন। এমনকি এ জাতীয় মাসায়েলগুলি সংকলন করে সাঈদ বিন আব্দুল কাদের বিন সালেম النظر فيما علق الشافعي القول به علي صحة الخبر নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

---

৪৮৫. ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালা ১/৩৭৯।

৪৮৬. মাকালাতে আসারিয়া পৃ. ২১০।

এক্ষণে যদি ইমাম শাফেঈর গ্রন্থাবলীতে তার মুসতাদাল হাদীসগুলি অধ্যয়ন করা হয় তাহলে এমন অনেক হাদীস পাওয়া যাবে যেগুলিতে মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ বিদ্যমান। কিন্তু ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ সে সকল হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। বরং একটি স্থানে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ একটি হাদীসকে হাসান আখ্যায়িত করে লিখেছেন,

وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ-

'আমি তার থেকে শ্রবণ করেছি যিনি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকরা রাযিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন যে তিনি কাতারে প্রবেশের পূর্বেই রুকূ করেছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন। এমনটি আর করবে না'।[৪৮৭]

এ হাদীসকে আবূ বাকরা রাযিআল্লাহু আনহু হতে হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।[৪৮৮] আর তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী। কিন্তু কোন সূত্রেই হাসান বসরী সামা উল্লেখ করেন নি। এরপরও ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিলেন। প্রতীয়মান হল যে, ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং নিজেও এ উসূলের উপর আমল করেন নি যে, প্রতিটি মুদাল্লিস রাবীর আনআনা বাতিল করতে হবে।

একই অবস্থা ঐ সকল মুহাদ্দিসেরও। যারা কোন একটি স্থানে এ উসূল উল্লেখ করেছেন এবং আদর্শিক হিসেবে সেগুলির পক্ষে বলেছেন। কিন্তু কার্যত তারা এ উসূলকে গ্রহণ করেন নি। যেমন খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে এ উসূলের পক্ষে বলেছেন। কিন্তু কার্যত তিনিও মুদাল্লিস রাবীর আনআনাকে সহীহ মনে করতেন। যেমন কাতাদার একটি মুআনআন বর্ণনা সম্পর্কে খতীব বাগদাদী

৪৮৭. শাফেঈ, ইখতিলাফুল হাদীস ৮/৬৩৬।
৪৮৮. সহীহ বুখারী হা/৭৮৩।

রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন, 'হাদীসটির সনদ সহীহ। কিন্তু মতনটি মুনকার'।[৪৮৯]

চিন্তা করুন! মতনের উপর নাকারাতের হুকুম লাগিয়ে দিয়েছেন। এরপরও তিনি কাতাদার আনআনার উপর সমালোচনা করেন নি। যা এ কথাটির দলীল যে, খতীব বাগদাদীও ইমাম শাফেঈর উক্তিকে কার্যত গ্রহণ করেন নি। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ্‌র বিষয়টিও অনুরূপ।[৪৯০]

খুবই পেরেশানীর বিষয় এই যে, কিছু আলেম অপ্রাসঙ্গিক এবং অনর্থক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে ইমাম শাফেঈর পেশকৃত এই শায ও মাতরূক উসূলকে জমহূরের মতামত হিসেবে নির্দেশ করেন। অথচ ইমাম বদরুদ্দীন যারাকশী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯৪ হি.) ইমাম শাফেঈর এ উক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ বাক্যে বলে দিয়েছেন যে,

وَهُوَ نَص غَرِيب لم يحكمه الْجُمْهُور–

'এটি অদ্ভূত ও বিরল বক্তব্য। জমহূর এই বিধান জারী করেন নি'।[৪৯১]

এভাবে শায ও মাতরূক উসূলকে গ্রহণ করা এবং সেটিকে সর্বসাধারণের কাছে প্রসার করা কোন ইলমী খেদমত নয়। বরং এক প্রকারের ফেতনার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। আর এই ফেতনা এর চাইতে বড় ফেতনাকে জন্ম দিতে পারে। কেননা অন্য যে কেউ এর চাইতে বেশী অগ্রসর হয়ে আরও কিছু শায উক্তি গ্রহণ করে সেগুলির চর্চা শুরু করে দিতে পারে। যেমন ইমাম আবুল কাসেম বাগাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৭ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلا يُدَلِّسُ، إِلا عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، وَابْنَ عَوْنٍ–

৪৮৯. তারীখে বাগদাদ ৪/১৫৮।

৪৯০. মাকালাতে আসারিয়া পৃ. ৩১০।

৪৯১. যারকাশী, আন-নুকাত আলা মুকাদ্দামা ইবনিস সালাহ ২/৮৭।

'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি সকল মুহাদ্দিসকে তাদলীস করতে দেখেছি। তবে আমর বিন মুর্রাহ এবং ইবনু আওন ব্যতীত'।[৪৯২]

এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তি ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তির[৪৯৩] উপর ভিত্তি করে সকল মুহাদ্দিসকে মুদাল্লিস বানিয়ে দেন আর তাদের মুআনআন বর্ণনা বাতিল করতে লেগে যান তাহলে তার পরিণতি কি হবে?[৪৯৪] বরং বিচ্ছিন্ন মতামত পছন্দ করে এমন কেউ এর চাইতে বেশী অগ্রসর হয়ে মুদাল্লিস রাবীর আনআনাকেই নয়; বরং তাদের সকল বর্ণনাকে বাতিল করতে পারে।[৪৯৫]

কেননা কিছু মুহাদ্দিস থেকে এ বক্তব্যও রয়েছে যে, মুদাল্লিস রাবীর প্রতিটি বর্ণনা বাতিল হবে। তিনি 'সামা'র উল্লেখ করুন বা না করুন। যেমন ইমাম সাখাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯০২ হি.) বলেছেন,

التَّدْلِيسُ جَرْحٌ، فَمَنْ ثَبَتَ تَدْلِيسُهُ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ مُطْلَقًا–

'তাদলীস হল জারাহ। যার তাদলীস প্রমাণিত হয়েছে তার হাদীস সাধারণত কবুল করা হবে না'।[৪৯৬]

এছাড়াও ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন,

---

৪৯২. হিকায়াতে শুবা ইবনুল হাজ্জাজ পৃ. ১৬, সনদ সহীহ।

৪৯৩. ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ্‌র এ উক্তিটি সঠিক নয়। কেননা এটি বাস্তবে প্রমাণিত নেই। যদি সকল মুহাদ্দিস তাদলীস করে থাকেন তাহলে সাহাবী তাবেঈ সকলেই মুদাল্লিস রাবী হিসেবে গণ্য হবেন। যা অবাস্তব।- অনুবাদক।

৪৯৪. ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ্‌র এ বেঠিক উক্তির উপর ভিত্তি করে আজ পর্যন্ত কেউই সকল মুহাদ্দিসকে 'মুদাল্লিস রাবী' বলে আখ্যায়িত করেন নি। সুতরাং এটি নিয়ে উদাহরণ পেশ করা অনর্থক।- অনুবাদক।

৪৯৫. ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ্‌র এ বেঠিক উক্তির উপর ভিত্তি করে আজ পর্যন্ত কেউই সকল মুহাদ্দিসকে 'মুদাল্লিস রাবী' বলে আখ্যায়িত করেন নি। সকল বর্ণনাকে বাতিল করা তো দূরের বিষয়।- অনুবাদক।

৪৯৬. ফাতহুল মুগীস ১/২২৮।

وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدا وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث وغرورا لم يأخذ عنه ونصرا لما يريد تأييده من الأقوال مما لو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا في الحديث فهذا رجل مجرح وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جميع حديثه صح أنه دلس فيه أو لم يصح أنه دلس فيه وسواء قال سمعت أو أخبرنا أو لم يقل كل ذلك مردود غير مقبول لأنه ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناه ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة وشريك بن عبد الله القاضي وغيرهما–

'মুদাল্লিস রাবীদের দ্বিতীয় প্রকার এমন, যার থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে থাকে যে, তারা নিজেদের সনদ থেকে -যার মধ্যে কল্যাণ নেই তা জেনে- বুঝে বাদ দিয়ে দেন। আর তারা একজন শক্তিশালী রাবীর সাথে অপর শক্তিশালী রাবীকে জুড়ে দেন। যেন যার থেকে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে তার উপর তালবীস করা হয়। আর যারা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করছেন তাদেরকে যেন ধোঁকা দেয়া হয়। আর যে উক্তিগুলির এই সমর্থন চায় সেগুলির উপর সাহায্য করা হয়। এমতাবস্থায় তিনি বা তারা যদি বাদ পড়া ব্যক্তির নাম নেয় তাহলে তিনি হাদীসের ইল্লাত ও রোগ হিসেবে গণ্য হবেন। এমন ব্যক্তি মাজরূহ হয়ে থাকেন। আর এটা স্পষ্ট পাপ। এমন ব্যক্তির সকল হাদীস নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। চাই তার হাদীসে তাদলীস করা প্রমাণিত হোক কিংবা প্রমাণিত না হোক। চাই তিনি হাদীসে সামা উল্লেখ করুন কিংবা না করুন; তার হাদীস সর্বাবস্থায় বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তিনি উল্লিখিত বস্তুকে বৈধ মনে করার কারণে সাকিতুল আদালাহ এবং মুসলিমদেরকে ধোঁকা প্রদানকারী গণ্য হয়েছেন। এ প্রকারের মুদাল্লিস রাবীদের মধ্যে হুসাইন বিন উমারাহ এবং শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল-কাযী প্রমুখেরা রয়েছেন'।[৪৯৭]

এক্ষণে এ জাতীয় শায উক্তিসমূহকে গ্রহণ করে যদি কেউ তা প্রচার-প্রসার শুরু করে তাহলে এর ফেতনার পরিণতি কী হবে তা ধারণা করা কঠিণ নয়। সুতরাং

৪৯৭. ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম ১/১৪২; আরও দেখুন আল-মানহাজুল হাদীসী ইন্দাল ইমামি ইবনু হাযম আন্দালুসী পৃ. ১৭৩, ১৭৪।

শায উক্তি বাতিল করার মাঝেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেভাবে সকল মুহাদ্দিস বাতিল করেছেন এবং মুহাদ্দিসদের মানহাজ গ্রহণ করেছেন ঠিক সেভাবেই মুমিনদের রাস্তা গ্রহণ করে তার উপর চলা জরুরী।[৪৯৮]

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের সুফিয়াস সাওরীর সামা বিশিষ্ট হাদীসই শুধু লিখতেন[৪৯৯]

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ কাত্তান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি সুফিয়ান সাওরী হতে স্রেফ ঐ বর্ণনাগুলিই লিখেছি যেগুলিতে তিনি হাদ্দাসানী (তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) অথবা হাদ্দাসানা (তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলতেন। তবে দুটি হাদীস ব্যতীত'।[৫০০]

মুআম্মাল বিন ইসমাঈল[৫০১]

তিনি বুখারী (শাহেদ), তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ'র রাবী। কতিপয় বিদ্বান তাঁর উপর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে তাওসীক করেছেন। আর অগ্রাধিকার মতে, তিনি সিকাহ রাবী। মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাওসীক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী

তিনি বুখারী ও মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর রাবী। আর খুব বড় মাপের সিকাহ ও সাবত রাবী। তাঁর উপর কোনই জারাহ নেই।

* খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন,

كان ثقة ثبتا–احتج سائر الأئمة بحديثه–

---

৪৯৮. ৩৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্থগিত করা হল।- অনুবাদক।
৪৯৯. ৩৬০ পৃ. থেকে শুরু।- অনুবাদক।
৫০০. আপাতত ৩৬৪ পৃ. স্থগিত।
৫০১. ৩৭৪ পৃ. হতে।- অনুবাদক।

‘তিনি সিকাহ ও সাবত ছিলেন। সকল ইমাম তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন’।[৫০২]

অসংখ্য মুহাদ্দিস তাকে শক্তিশালী তাওসীক করেছেন। বিস্তারিতের জন্য দেখুন রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহ।

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثقة ثبت–

‘তিনি সিকাহ ও সাবত রাবী’।[৫০৩]

কুলাইবের উপর তাফার্রুদের অভিযোগ

কিছু মানুষ এ অভিযোগ করেন যে, ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু হতে এই বর্ণনাকে অন্য লোকেরাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেন নি।

আরয রইল যে, কুলাইব ব্যতীত এই বর্ণনাটি স্রেফ চারজন হতে বর্ণিত আছে। যাদের মধ্যে একজনের বর্ণনায় বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত-ই নয়। তৃতীয় বর্ণনায় খুবই সংক্ষেপায়ণ রয়েছে। এমনকি এতে হাত বাঁধার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অবশ্য চতুর্থ বর্ণনায় হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এতে বুকের উপর হাত বাঁধার বিরুদ্ধেও কোন কথা নেই। উপরন্তু এই বর্ণনাটি স্তর ও শক্তিমত্তায় কুলাইবের বর্ণনার সমমানেরও নয়। সুতরাং শুধু একটি বর্ণনার ভিত্তিতে {যেখানে বুকের উপর হাত বাঁধার বিরুদ্ধেও কিছু বলা নেই} কুলাইবের বর্ণনার উপর অভিযোগ করার কোন সুযোগ নেই। বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন-

(১) উম্মে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনা

৫০২. তারীখে বাগদাদ ৩/২৮৩।

৫০৩. ইবনু হাজার, তাকবীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২৬৪।

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْ حِينَ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يُسْرَاهُ عَلَى صَدْرِهِ–

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে তখন হাযির হলাম যখন তিনি মসজিদের পানে ধাবিত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামতের মসনদে পৌঁছে তাকবীর বলতে গিয়ে উভয় হাত উঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকে রেখেছিলেন'।[৫০৪]

এই বর্ণনাটি কুলাইব বিন শিহাবের বর্ণনার বিরোধী নয়। বরং পক্ষে। কেননা এতেও পুরো ব্যাখ্যার সাথে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। এর সনদ যঈফ। কিন্তু সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্‌র বর্ণনার সাথে মিলিয়ে এই বর্ণনাও সহীহ আখ্যা পায়।

এ হাদীসকে ইবরাহীম বিন সাঈদ-এর সনদে ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহও বর্ণনা করেছেন।[৫০৫] এতে 'বুকের নিকটে' শব্দগুলি রয়েছে। একে কিছু লোক ইযতিরাবের দলীল বানিয়েছেন।

আরয রইল যে-

প্রথমত : অর্থগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

---

৫০৪. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৪৬।

৫০৫. মুসনাদুল বাযযার হা/৪৪৮৮, ১০/৩৫৫।

দ্বিতীয়ত : মুহাম্মাদ বিন হুজর হতে দুজন এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

* একজন হলেন 'বিশর বিন মূসা'। যেমনটা তাবারানীর বর্ণনায় রয়েছে।[৫০৬]

* দ্বিতীয় রাবী 'ইবরাহীম বিন সাঈদ'। যেমনটা বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে। যা উপরে আলোচিত হয়েছে।

তন্মধ্যে 'বিশর বিন মূসা'-এর বর্ণনায় 'বুকের উপর' শব্দদ্বয় এবং 'ইবরাহীম বিন সাঈদ'-এর বর্ণনার একটি সনদেও 'বুকের উপর' বাক্য রয়েছে। যেমন লক্ষ্য করুন! 'ইবরাহীম বিন সাঈদ'-এর বর্ণনা দুটি সূত্র দ্বারা বর্ণিত।

সূত্র-১ : একটি ইবনু সায়িদের সনদে। যেমনটা বায়হাকীর বর্ণনায় আছে। যা উপরে উল্লিখিত রয়েছে। এ সনদ মোতাবেক ইবরাহীম বিন সাঈদ-এর শব্দগুলি বিশর বিন মূসা-এর শব্দের সাথে মিল রাখে। অর্থাৎ এতেও 'বুকের উপর' শব্দদ্বয় রয়েছে।

সূত্র-২ : দ্বিতীয় সনদ ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনিও ইবরাহীম বিন সাঈদ হতেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'বুকের কাছে'-এর শব্দদ্বয় বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ বিশর বিন মূসার বিরুদ্ধে ইবরাহীম বিন সাঈদ-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

প্রতীয়মান হল, প্রথম সনদটি অর্থাৎ ইবরাহীম বিন সাঈদ-এর 'বুকের উপর' বর্ণনায় 'বিশর বিন মূসা' তার মুতাবি হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সনদ অর্থাৎ ইবরাহীন বিন সাঈদ-এর 'বুকের কাছে' বর্ণনাটিতে তার কোন মুতাবি নেই। সুতরাং 'বুকের উপর'-এর শব্দ সম্বলিত হাদীসটিই প্রণিধানযোগ্য আখ্যা পাবে। আর যখন তারজীহ-এর দলীল বিদ্যমান থাকে তখন সেখানে ইযতিরাবের কোন অবস্থা নেই।

সারকথা : এ বর্ণনায় 'বুকের উপর'-এর শব্দদ্বয়ে কোন ইযতিরাব নেই। এরপর নিচে বাকী তিনটি বর্ণনার বিস্তারিত আলোচনাও লক্ষ্য করুন-

---

৫০৬. আল-মুজামুল কাবীর ২২/৪৯।

(২) আব্দুর রহমান বিন ইয়াহসুবীর বর্ণনা

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ–

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, 'আমি আল্লাহ্‌র নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাকবীরের সাথে রফউল ইদাইন করতে দেখেছি'।[৫০৭]

আরয রইল যে, এই বর্ণনাটি প্রমাণিত-ই নয়। বরং যঈফ। কেননা এটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন ইয়াহসুবী। আর তাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত আর কেউ সিকাহ বলেন নি। ইবনু হিব্বান তাওসীকের ক্ষেত্রে একক হলে তাঁর তাওসীক গায়ের মাকবূল হয়। কেননা তিনি মুতাসাহিল। উপরন্তু এতে হাত বাঁধারও কোন উল্লেখ নেই। যা এ বিষয়টির দলীল যে, রাবী সংক্ষিপ্ততার সাথে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রাবী যখন সরাসরি হাত বাঁধার উল্লেখ-ই করেন নি তখন তিনি হাত বাঁধার স্থান উল্লেখ করবেন কীভাবে? সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অন্য বর্ণনার বিরুদ্ধে হুজ্জত হতে পারে না।

(৩) হুজর ইবনুল আম্বাস আবুল আম্বাস হাযরামীর বর্ণনা

তার থেকে এই হাদীসটি সালামাহ বিন কুহাইল বর্ণনা করেছেন। সালামা হতে শুবাহ এবং সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেছেন। আর শুবাহ স্বীয় বর্ণনার সনদ এবং মতন উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুফিয়ান সাওরীর বিরোধীতা করেছেন। পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে যে, যখন শুবাহ এবং সুফিয়ান সাওরীর মধ্যে মতানৈক্য হয় তখন ইমাম সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং আমরা ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর সনদে বর্ণিত এ হাদীসটি দেখব।

---

৫০৭. মুসনাদু আহমাদ ৪/৩১৬।

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ : آمِينَ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ–

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সূরা ফাতেহার শেষে ওয়ালায যল্লীন বলতেন তখন আমীন বলতেন। আর তিনি স্বীয় আওয়াজকে উচ্চ করতেন'।[৫০৮]

এটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এখানে সরাসরি হাত বাঁধার উল্লেখ-ই নেই। সুতরাং এই মুখতাসার (সংক্ষিপ্ত) বর্ণনাটি (বুকে হাত বাঁধার) অন্য বর্ণনার মধ্যে উল্লেখ্কৃত কথাগুলির বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না।

(৪) আলকামা বিন ওয়ায়েল আল-হাযরামীর বর্ণনা

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، – وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ – ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا، سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ–

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি দেখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় হাত উঁচু করলেন। যখন তিনি

৫০৮. সুনানে আবী দাউদ ২/২৬৪, সনদ সহীহ।

সালাতে প্রবেশ করলেন তখন তাকবীর বললেন। (রাবী) হাম্মাম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করলেন। অতঃপর (স্বীয় হস্তদ্বয়) চাদরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তিনি যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তখন উভয় হাত চাদর থেকে বের করলেন এবং রফউল ইদাইন করলেন। এরপর তিনি তাকবীর বললেন ও রুকূ করলেন। যখন তিনি (রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করে) সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বললেন তখনোও দু হাত উত্তোলন করলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন উভয় হাতের তালুর মধ্যখানে সিজদা করলেন'।[৫০৯]

শুধু এই একটি বর্ণনাতে হাত বাঁধার উল্লেখ আছে। কিন্তু হাত বাঁধার স্থানের উল্লেখ নেই। আবার বুকের উপর হাত বাঁধার ব্যাপারে অস্বীকৃতিও নেই। বুকে হাত বাঁধার বিরুদ্ধে কোন বক্তব্যও নেই। সুতরাং স্রেফ একটি বর্ণনায় হাত বাঁধার সাথে বুকের উল্লেখ না থাকার দ্বারা দ্বিতীয় এমন বর্ণনা অস্বীকার করা যায় না; যেখানে হাত বাঁধার সাথে সেই স্থানের উল্লেখও রয়েছে। অর্থাৎ বুকের উল্লেখ রয়েছে।

উপরন্তু যে রাবী 'বুকের উপর' কথাটি উল্লেখ করেন নি; তিনি হলেন আলকামা বিন ওয়ায়েল আল-হাযরামী। আর ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছেন

كان ثقة-قليل الحديث-

'তিনি সিকাহ রাবী। তবে কম হাদীস বর্ণনা করেছেন'।[৫১০]

অথচ তার মোকাবেলায় কুলাইব বিন শিহাব বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেছেন। আর তার সম্পর্কে ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

كان ثقة-كثير الحديث-رأيتهم يستحسنون حديثه-ويحتجون به-

৫০৯. সহীহ মুসলিম ২/৩০১।
৫১০. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩১২।

‘তিনি সিকাহ। অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী। আমি মুহাদ্দিসদেরকে তার হাদীসকে ভাল বলতে শুনেছি। আর তার দ্বারা তারা দলীল পেশ করতেন’।[৫১১]

সুতরাং কাসীরুল হাদীস সিকাহ রাবীর বিপরীতে কলীলুল হাদীস সিকাহ রাবীর বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে না।

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন,

رواه الجماعة عن الثوري–لم يذكر واحد منهم علي صدره غير مومل بن اسمعيل–

‘একটি জামাআত একে সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্য হতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত আর কেউই علي صدره বুকের উপর শব্দগুলি বর্ণনা করেন নি’।[৫১২]

কিন্তু ইমাম বায়হাকী এ গ্রন্থে স্বয়ং মুআম্মালের বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। আর তিনি একে আবূ হানীফার বিরুদ্ধে পেশ করেছেন। যা এ বিষয়টির দলীল যে, ইমাম বায়হাকীর দৃষ্টিতেও মুআম্মালের একক বর্ণনা দোষের কিছু নয়। অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাকী স্বীয় ‘আস-সুনানুল কুবরা’ গ্রন্থে বুকের উপর হাত বাঁধার অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। যেখানে তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং এর উপর কোনই সমালোচনা করেন নি। অন্যদিকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসগুলির উপর সমালোচনা করেছেন।[৫১৩]

এটাও এর দলীল যে, ইমাম বায়হাকীর দৃষ্টিতে এই বর্ণনাটি যঈফ নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَلَمْ يَقُلْ : عَلَى صَدْرِهِ غَيْرُ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ–

‘মুআম্মাল ব্যতীত বুকের উপর শব্দগুলি আর কেউই বলেন নি’।[৫১৪]

---

৫১১. ঐ ৬/১২৩।
৫১২. বায়হাকী, আল-খিলাফিয়াত ২/২৫২।
৫১৩. বায়হাকী কুবরা ২/৩০-৩১।
৫১৪. ইলামুল মুওয়াককিঈন ২/৪৭১।

কিন্তু ইমাম ইবনুল কাইয়েম অন্য গ্রন্থে এই বর্ণনাটির উপর নির্ভর করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন,

ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعها على صدره–

'অতঃপর তিনি স্বীয় বাম হাত ডান হাত দ্বারা ধরতেন এবং একে কব্জির জোড়ার উপর রাখতেন। এরপর তিনি তা (হস্তদ্বয়) বুকের উপর রাখতেন'।[৫১৫]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনুল কাইয়েমের দৃষ্টিতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একক হওয়া সমালোচনাযোগ্য নয়। নতুবা তিনি এই বর্ণনার উপর নির্ভর করতেন না। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থসমূহে বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে মুআম্মালের বর্ণনা ব্যতীত আর কোন বর্ণনা উল্লেখ করেন নি। যদ্বারা প্রকাশিত হয় যে, তিনি মুআম্মালের বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন।

যদি কথার কথা মেনেও ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ সমালোচনা করেছেন তাহলেও এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত সুফিয়ান সাওরীর অন্য ছাত্ররা এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততার সাথে কাজ করেছেন। যেমনটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও আমরা পূর্বে অসংখ্য আহলে ইলম হতে এই বর্ণনার তাসহীহও পেশ করেছি।

সুফিয়ান সাওরীর তাফার্রুদের উপর অভিযোগ

কিছু মানুষ বলেন যে, এই হাদীসকে আসেম হতে সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত অসংখ্য রাবী বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্য হতে কেউই বুকের উপর হাত বাঁধার শব্দ উল্লেখ করেন নি। জবাবে আরয রইল যে-

৫১৫. আস-সালাতু ওয়া হুকমু তারিকিহা পৃ. ১৬০।

প্রথমত : সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত আসেম বিন কুলাইব হতে অন্যান্য যে সব বর্ণনা রয়েছে; সেগুলির মধ্য হতে কয়েকটি বর্ণনা তো প্রমাণিত-ই নয়। তাছাড়া যেগুলি প্রমাণিত আছে সেগুলির মধ্য হতে কয়েকটি বর্ণনায় হাত বাঁধার উল্লেখও নেই। বরং যে সকল রাবী হাত বাঁধার উল্লেখ করেছেন তারা কখনো এর উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো উল্লেখ করেন নি।

তাদের সবার বর্ণনাগুলি দেখার পর প্রতীয়মান হয় যে, তাদের মধ্য হতে কোন একজন রাবীও এটা আবশ্যক করেন নি যে, তিনি এ হাদীসে সবগুলি শব্দ বর্ণনা করবেন। সুতরাং যখন বিষয়টি এমন তখন সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত অন্য রাবীরা যদি বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ না করেন; তাহলে বিষয়টি ঠিক তেমন যেমনভাবে তারা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করেন নি। সুতরাং অন্য রাবীদের কোন বিষয় বর্ণনা না করা এ কথাটির দলীল আদৌ নয় যে, সেই অনুল্লেখকৃত অংশটি উক্ত হাদীসের অংশ নয়।

দ্বিতীয়ত : সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত যে রাবী-ই আসেম হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করছেন তাদের কেউই হিফয ও ইতকানের ক্ষেত্রে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বরাবর নন। সুতরাং তাদের মধ্যকার কারো বর্ণনাই সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার সমান হতে পারে না।

তৃতীয়ত : সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হাফেয, মুতকিন। আর হাফেয মুতকিনের বর্ধিত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়।

চতুর্থ : সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত অন্য রাবীদের বর্ণনা সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার বিরোধী নয়। অর্থাৎ সেগুলিতে সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা বিরোধী কোন কথা নেই। বরং (স্রেফ) অনুল্লেখ রয়েছে। আর এমন অবস্থায় সিকাহ রাবীর যিয়াদাত (অতিরিক্ত বর্ণনাংশ) গ্রহণযোগ্য হয়।

পঞ্চমত : সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনাকৃত শব্দগুলির শাহেদও রয়েছে। যেমনটা এ গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে। সুতরাং শাহেদ থাকার পাশাপাশি ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র ন্যায় হাফেয, মুতকিন রাবীর যিয়াদাত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

ষষ্ঠত : এটা বলাও ঠিক নয় যে, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ 'বুকের উপর হাত বাঁধা' উল্লেখ করার ক্ষেত্রে একক। কেননা সুফিয়ান সাওরীর উস্তাদ আসেম হতে যায়েদাও বর্ণনা করেছেন। আর তার শব্দগুলিতেও অর্থগতভাবে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ বিদ্যমান। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহও সুফিয়ানের তাফার্রুদের ব্যাপারে এমনটাই জবাব দিয়েছেন।[৫১৬]

মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাফার্রুদের উপর অভিযোগ ও তার জবাব

কিছু মানুষ বলেন যে, 'মুআম্মালকে যদিও সিকাহ মেনে নেই; কিন্তু যেহেতু তার উপর জারাহ করা হয়েছে; সেহেতু যে শব্দে তিনি একক হবেন তা গ্রহণ করা যাবে না। আর সুফিয়ান সাওরী থেকে বুকের উপর হাত বাঁধা স্রেফ মুআম্মাল-ই বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরীর অন্য ছাত্ররা কেউই সুফিয়ান সাওরী হতে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেন নি; এজন্য এ সকল ছাত্রের বিরুদ্ধে একা মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি বিতর্কিত রাবী'।

জবাব : জবাবে আরয রইল যে, আলোচ্য বর্ণনায় মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনার উপর এই উসূল প্রযোজ্য নয়। কেননা এখানে বাস্তবে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বিরোধীতা প্রমাণিত-ই নয়। মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত যারাই সুফিয়ান সাওরী হতে এটা বর্ণনা করেছেন তারা খুবই সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তারা হাত বাঁধারও উল্লেখ করেন নি। সুতরাং যখন অন্য রাবীগণ এই হাদীসকে হাত বাঁধার অংশটুকু ব্যতীতই বর্ণনা করেছেন তখন তাদের থেকে এটা কিভাবে আশা করা যায় যে, তারা হাত বাঁধার স্থান উল্লেখ করবেন?

একজন সাধারণ মানুষও খুবই সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, হাত বাঁধার স্থান অর্থাৎ বুকে হাত বাঁধার প্রসঙ্গ এখানে তখন আসবে যখন তিনি হাত বাঁধার উল্লেখ করবেন। কিন্তু যখন অন্যান্য রাবী সরাসরি হাত বাঁধার উল্লেখ-ই করেন নি; বরং এর পুরো ধরনকে বর্জন করে অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করে স্বীয় বক্তব্য শেষ করেছেন; তখন কিসের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, তারা 'বুকের উপর'

---

৫১৬. আসলু সিফাতি সালাতিন নাবী ১/২২১।

কথাটির বিরোধী? তারা 'বুক' শব্দটি উল্লেখ করেন নি ভাল কথা। কিন্তু তারা তো হাত বাঁধারও উল্লেখ করেন নি। এখন কি এটা বলা যাবে যে, তারা সালাতে হাত বাঁধাও বিরোধী ছিলেন?

মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সুফিয়ান সাওরী হতে যেই ইবারত বর্ণনা করেছেন; যদি অন্য রাবীগণও সুফিয়ান সাওরী হতে এই বর্ণনা এই মতনে বর্ণনা করতেন; অর্থাৎ সবাই যদি হাত বাঁধার ধরন উল্লেখ করতেন; কিন্তু তাদের কেউই যদি হাত বাঁধার স্থান তথা বুকের উল্লেখ না করতেন; তাহলে এই অভিযোগ উত্থাপন হতে পারত যে, এই মতনে এই বাক্যটির সংযোজন স্রেফ মুআম্মাল বিন ইসমাঈল-ই করেছেন। আর তিনি হাফেয ও মুতকিন নন যে, তার যিয়াদাত গ্রহণ করা যাবে। বরং তিনি বিতর্কিত রাবী। সুতরাং বিতর্কিত রাবীর যিয়াদাত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না!

কিন্তু যেহেতু অন্য রাবীগণ এই মতনের সাথে এই বাক্যটি বর্ণনাই করেন নি; বরং এই মতন অর্থাৎ হাত বাঁধার ধরন এই বর্ণনায় প্রমাণিত আছে; সেহেতু এমন অবস্থায় মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একে এককভাবে বর্ণনা করা মোটেও ক্ষতিকর নয়। কেননা বাস্তবে তার কোনই বিরোধী (রাবী) নেই।

নিম্নে আমরা মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত সুফিয়ান সাওরী হতে এই হাদীসকে বর্ণনাকারী অন্য রাবীদের বাক্যগুলি বর্ণনা করছি। যেন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. ইসহাক বিন রাহাওয়াই'র বর্ণনা

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : رَمَقْت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ–

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর রাখতেন’।[৫১৭]

তাহকীক : এখানে শুধু সিজদার উল্লেখ রয়েছে। হাদীসের বাকী অংশে কোন কিছুর-ই উল্লেখ নেই।

২. আব্দুর রাযযাক বিন হুমামের বর্ণনা

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে,

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَمَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ–

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তার উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর থাকত’।[৫১৮]

তাহকীক : এতেও শুধু সিজদার উল্লেখ আছে। হাদীসের বাকী অংশ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই।

নোট : আব্দুর রাযযাকের অন্য কিছু বর্ণনাতে আরও কিছু বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু হাত বাঁধার উল্লেখ সেগুলির কোনটাতেই নেই।

৩. ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ-এর বর্ণনা

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ " رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ، وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ–

---

৫১৭. যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ ১/৩৮১।
৫১৮. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/১৭৫।

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তার উভয় হাত স্বীয় কানের কাছে থাকত’।[৫১৯]

তাহকীক : এখানেও শুধু সিজদার উল্লেখ আছে। হাদীসের বাকী অংশের কোনই উল্লেখ নেই।

৪. ইয়াহ্ইয়া বিন আদম ও আবূ নুআঈমের বর্ণনা

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ–

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর রাখতেন’।[৫২০]

তাহকীক : এখানেও স্রেফ সিজদার উল্লেখ আছে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশের কোনই উল্লেখ নেই।

৫. হুসাইন বিন হাফসের বর্ণনা

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَكُونُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ–

---

৫১৯. মুসনাদু আহমাদ ৪/৩৬৬।

৫২০. মুসনাদু আহমাদ ৪/৩১৮।

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, ‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর রাখতেন’।[৫২১]

তাহকীক : এতেও স্রেফ সিজদার কথা আছে। হাদীসের বাকী অংশের কোন কিছুরই উল্লেখ নেই।

৬. আলী বিন কাদিমের বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ اتَّكَأَ عَلَى إِحْدَى يَدَيْهِ–

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, ‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা হতে দাড়াতেন তখন একটি হাতের উপর ভর করে দাঁড়াতেন’।[৫২২]

তাহকীক : এতেও স্রেফ সিজদার কথা আছে। হাদীসের বাকী অংশের কোন কিছুরই উল্লেখ নেই।

৭. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবীর বর্ণনা

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ،: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، فَفَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو–

---

৫২১. বায়হাকী কুবরা ২/১৬০।

৫২২. তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ২২/৩৯।

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি নামাযে বসলেন এবং বাম পাকে বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয় কাঁধ স্বীয় উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন। আর শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে দুআ করতে লাগলেন’।[৫২৩]

তাহকীক : এতে তাশাহহুদে বসার ধরন ও আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার সাথে সাথে দুআর উল্লেখও আছে। কিন্তু হাদীসের বাকী অংশ হতে কোন কিছুরই উল্লেখ নেই।

৮. আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ حِينَ رَكَعَ، ثُمَّ حِينَ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ مُمْسِكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَلَسَ حَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى–

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর উঠাতেন। আবার যখন তিনি রুকূ করতেন এবং যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলতেন তখন দুই হাত উঠাতেন। আমি তাকে নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতে দেখেছি। এরপর যখন তিনি বসতেন তখন মধ্যমা আঙ্গুল এবং মাঝের আঙ্গুলী দ্বারা গোলাকার বানাতেন। এবং শাহাদাতের আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর রেখেছিলেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রেখেছিলেন।[৫২৪]

---

৫২৩. বায়হাকী কুবরা ১/৩৭৪।

৫২৪. মুসনাদু আহমাদ ৪/৩১৮।

শুধু এই একটি মাত্র বর্ণনাতে হাত বাঁধার উল্লেখ আছে। তবে বুকের উপর বাঁধার কোনই উল্লেখ নেই। প্রকাশ থাকে যে, স্রেফ একজন রাবীর অনুল্লেখের কারণে মুআম্মালের উল্লেখকৃত বিষয়ের উপর অভিযোগ করা যেতে পারে না। বিশেষত যখন অনুল্লেখকারী রাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ' স্বয়ং বিতর্কিত রাবী মুআম্মালের চেয়ে নিম্ন মানের।

যেমন ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) তার সম্পর্কে বলেছেন,

شيخ يكتب حديثه–ولا يحتج به–

'তিনি শায়েখ, তার হাদীস লেখা যাবে। তবে তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না'।[৫২৫]

অন্যদিকে মুআম্মাল সম্পর্কে ইমাম আবূ হাতেম বলেছেন,

صدوق شديد في السنة–كثير الخطأ–يكتب حديثه–

'তিনি সত্যবাদী। সুন্নত পালনে কঠোর। অত্যধিক ভুল করতেন। তার হাদীস লেখা যাবে'।[৫২৬]

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের সম্পর্কে স্রেফ এটি বলেছেন যে,

شيخ

'তিনি শায়েখ'।[৫২৭]

অন্যদিকে মুআম্মাল সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন,

---

৫২৫. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/১৮৮।
৫২৬. ঐ ৮/৩৭৪।
৫২৭. যাহাবী, আল-কাশিফ ১/৬০৬।

كان من ثقات البصريين–

'তিনি বসরার সিকাহ লোকদের একজন ছিলেন'।[৫২৮]

সুতরাং মুআম্মালের মোকাবেলায় আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের বর্ণনা পেশ করা যাবে না।

আবূ মূসার উপর তাফার্রুদের অপবাদ

কিছু মানুষ ত্রুটিপূর্ণ অধ্যয়নের কারণে বলেন যে, মুআম্মাল হতে এই বর্ণনা আবূ মূসা ব্যতীত আবূ বাকরাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেন নি। যেমনটা তাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে। যেমন আবূ জাফর তাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا مُؤَمَّلُ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ–

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। যখন তিনি নামাযের জন্য তাকবীর বলতেন তখন স্বীয় দুটি হাত নিজের দুটি কান বরাবর তুলতেন'।[৫২৯]

আরয রইল যে, এই বর্ণনা দ্বারা এটা অবশ্যই প্রমাণ হয় না যে, আবূ বাকরা বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেন নি। কেননা আবূ বাকরা হতে এই বর্ণনাটি ইমাম তাহাবী-ই নিজের অন্য আরেকটি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর সেখানে আবূ বাকরা মুআম্মাল হতে বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ করেছেন।

---

৫২৮. আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার ১/৩৫০।

৫২৯. শারহু মাআনিল আসার ১/১৯৬।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى–

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুকের উপর হাত রাখতে দেখেছি। একটি অপরের উপর ছিল'।

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, আবূ বাকরাও মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হতে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ শ্রবণ করেছেন। কিন্তু আবূ বাকরা নিজেই ইখতিসার তথা সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে তা উল্লেখ করেন নি। কিংবা এই ইখতিসার ইমাম তাহাবীর পক্ষ থেকেও হবার সম্ভাবনা রয়েছে।[৫৩০]

ইযতিরাবের দাবী

কিছু মানুষ এই অভিযোগ করেছেন যে, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল 'বুক' শব্দটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইযতিরাবের শিকার হয়েছেন। কখনো কখনো তিনি বুকের উল্লেখই করেন নি। যেমনটা তাহাবীর 'শারহু মাআনিল আসার'-এর বর্ণনায় রয়েছে। আবার কখনো 'বুকের উপর' বলেছেন। যেমনটা ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় আছে। আর কখনো কখনো তিনি 'বুকের কাছে' বলেছেন। যেমনটা তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীনের বর্ণনায় আছে।

ড. মাহের ইয়াসীন ফাহল সাহেব লিখেছেন,

إلا أن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة على صدره–ومرة عند صدره –ومرة بدون ذكر الزيادة–

মুআম্মাল রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে এই বর্ণনাটি করার ক্ষেত্রে ইযতিরাবের শিকার হয়েছেন। কখনো তিনি 'বুকের উপর' শব্দ বর্ণনা করেছেন।

---

৫৩০. তাহাবী, আহকামুল কুরআন ১/১৮৬।

আবার কখনো তিনি 'বুকের কাছে' শব্দ বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো তিনি এই অতিরিক্ত শব্দ উল্লেখ-ই করেন নি।[৫৩১]

জবাবে আরয রইল যে, তাহাবীর বর্ণনার বিষয়ে এটা বলা যে, মুআম্মাল কখনোই বুকের উপর উল্লেখ করেন নি -ভুল। কেননা তাহাবীর-ই অন্য বর্ণনায় বুকের উপর উল্লেখও বিদ্যমান আছে।[৫৩২]

রইল এ বিষয়টি যে, কোন্ বর্ণনায় 'বুকের উপর' রয়েছে; আর কোন বর্ণনায় 'বুকের কাছে' রয়েছে। বস্তুত এটা ইযতিরাব নয়। কেননা অর্থগতভাবে উভয়ের শব্দটিতে একই বাক্য রয়েছে।

যদি কথার কথা মেনে নেই যে, এই দুটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন। তারপরও এখানে ইযতিরাব আছে বলা যেতে পারে না। এজন্য যে, 'বুকের উপর' বর্ণনাটি অধিকতর শক্তিশালী। কেননা একে মুআম্মালের দুজন ছাত্র ঐকমতানুসারে বর্ণনা করেছেন-

* একজন হলেন আবূ মূসা। যেমনটা সহীহ ইবনু খুযায়মাহ-এর মধ্যে রয়েছে।

* অন্যজন হলেন আবূ বাকরা। যেমনটা আহকামুল কুরআনের মধ্যে রয়েছে।

এ দুজনের মোকাবেলায় স্রেফ একজন রাবী মুহাম্মাদ বিন আসেম আস-সাকাফী 'বুকের কাছে' শব্দ বর্ণনা করেছেন।[৫৩৩]

সুতরাং দুজনের মোকাবেলায় একজনের বর্ণনার কোন দাম নেই। বিশেষত যখন এককভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ বিন আসেম আস-সাকাফী স্রেফ সদূক রাবী।[৫৩৪] তার মোকাবেলায় 'বুকের উপর'-এর শব্দ বর্ণনাকারী দুজন আবূ মূসা এবং আবূ বাকরা তার তুলনায় উচ্চ স্তরের সিকাহ রাবী। আর সামনে বিস্তারিত

---

৫৩১. আসারু ইখতিলাফিল আসানীদ ওয়াল-মুতূন ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা পৃ. ৩৭৮।

৫৩২. তাহাবী, আহকামুল কুরআন ১/১৮৬।

৫৩৩. তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান ২/২৬৮।

৫৩৪. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৯৮৬।

আলোচনা আসবে যে, উভয় বর্ণনা একই স্তরের নয়। সুতরাং এখানে ইযতিরাবের কোনই সুযোগ নেই।

এ হাদীসের একটি সনদের মধ্যেও কিছু লোক ইযতিরাবের দাবী করেছেন। যার খন্ডনের জন্য এই গ্রন্থের (মূল উর্দূ পৃ. ৩৭৬-৩৭৭) অধ্যয়ন করুন।

একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ

কিছু মানুষ বলেন যে, এই বর্ণনার সনদে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ আছেন। আর তিনি নিজেই নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। যদ্বারা বুঝা যায় যে, এই বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়। কেননা যদি এই বর্ণনাটি প্রমাণিত হত তাহলে সুফিয়ান সাওরী এর উপর আমল করতেন।

জবাবে আরয হল-

প্রথমত : সুফিয়ান সাওরীর প্রতি সম্বন্ধিত আমল দ্বারা সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাকৃত এই হাদীসটি (বুকে হাত বাঁধা) ভুল প্রমাণিত হয় না। বরং সুফিয়ান সাওরীর এই হাদীসের কারণে তার প্রতি সম্বন্ধিত আমল ভুল প্রমাণিত হয়।

অন্য কথায় এটা বলা যায় যে, যখন সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনা উদ্ধৃত করলেন তখন এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধার উপর আমল করতেন? সুতরাং তার সম্পর্কে এটা বলাই ভুল যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ একজন মহান মুহাদ্দিস। তাহলে তিনি কীভাবে হাদীসের বিরুদ্ধে আমল করতে পারেন?

দ্বিতীয়ত : এ অভিযোগ একেবারেই অনুরূপ যে, কেউ বলে, মুওয়াত্তা-এর মধ্যে (হা/৪৭) নামাযে হাত বাঁধার যে হাদীস আছে সেটি প্রমাণিত নয়। কেননা ইমাম মালেক নামাযে হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়তেন!

এবার বলুন! এরকম বেহুদা অভিযোগ দ্বারা কি আমরা মুওয়াত্তা মালেকের এই হাদীসকে ছেড়ে দিব যেখানে নামাযে হাত বাঁধার উল্লেখ আছে? মনে রাখতে

হবে, মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের এই হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও ইমাম মালেকের-ই সনদে বর্ণিত আছে।[৫৩৫]

সঠিক কথা এই যে, ইমাম মালেকের প্রতি সম্বন্ধিত আমল দ্বারা ইমাম মালেকের বর্ণনাকৃত হাদীস ভুল প্রমাণিত হয় না। বরং ইমাম মালেকের বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা তার প্রতি সম্বন্ধিত আমল ভুল প্রমাণিত হয়। এমনটাই সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্র হাদীস এবং তার প্রতি সম্বন্ধিত আমলের ক্ষেত্রে হয়েছে যে, তার বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা তার প্রতি সম্বন্ধিত আমল ভুল প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়ত : সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে সহীহ সনদের সাথে এটা প্রমাণিত নেই যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। যে সকল লোকেরা এই কথাটি উল্লেখ করেছেন তারা সুফিয়ান সাওরী পর্যন্ত এ কথাটির কোন সহীহ সনদ পেশ করেন নি। সুতরাং এ কথাটি মিথ্যা এবং মনগড়া। আর সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্র উপর অপবাদ।

মনে রাখতে হবে, ইমাম মালেক হতেও এটা প্রমাণিত নেই যে, নামাযে হাত ছেড়ে দিতে হবে।[৫৩৬]

চতুর্থত : নাভীর নিচে হাত বাঁধার আমল আহনাফ করে থাকেন। আর ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহও এ আমলটি করতেন মর্মে তার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। অথচ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ তো ইমাম আবূ হানীফার কঠোর বিরোধী ছিলেন।[৫৩৭] এমনকি সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ এ পর্যন্তও বলেছেন যে, যদি আবূ হানীফা সঠিকও বলেন তবুও তার পক্ষাবলম্বন করা আমি পছন্দ করি না। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

حَدثنَا شُعَيْب بن حَرْب قَالَ سَمِعت سُفْيَان يَقُول مَا أحب أَنِّي أوافقهم على الْحق يَعْنِي أَبَا حنيفَة–

---

৫৩৫. সহীহ বুখারী হা/৭৪০।

৫৩৬. হাইয়াতুন নাসিক ফী আন্নাল কাবযা ফিস-সালাতি ওয়া হুয়া মাযহাবুল ইমাম মালেক গ্রন্থটি দেখুন।

৫৩৭. নাশুরস সহীফা ফী যিকরিস সহীহ পৃ. ৪৪৫-৩৪২।

সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আবূ হানীফা এবং তার সাথীরা হক বললেও আমি তাদের সাথে একাত্মতা পছন্দ করি না’।[৫৩৮]

পঞ্চমত : এটা কোন উসূল নয় যে, রাবীর ফতওয়া বা আমলের কারণে তার বর্ণনা বাতিল করতে হবে। বরং উসূল তো এই যে, রাবী যদি স্বীয় বর্ণনাকৃত হাদীসের বিরোধী আমল করে কিংবা ফতওয়া দেয় তাহলে তার হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। হাদীসের বিরুদ্ধে কৃত ফতওয়া ও আমলের কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন,

وَالْوَاجِبُ إِذَا وُجِدَ مِثْلُ هَذَا أَنْ يُضَعَّفَ مَا رُوِيَ عَنْ الصَّاحِبِ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَنْ يُغَلَّبَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَا أَنْ نُضَعِّفَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَنُغَلِّبَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ الصَّاحِبِ، فَهَذَا هُوَ الْبَاطِلُ الَّذِي لَا يَحِلُّ–

‘যখন এ ধরনের ব্যাপার আসে তখন ওয়াজিব হল, রাবীর পক্ষ থেকে বর্ণনাকৃত উক্তি ও আমলকে যঈফ বলতে হবে। আর তিনি আল্লাহ্‌র নবী হতে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লাহ্‌র নবী হতে বর্ণনাকৃত বিষয়কে যঈফ বলা এবং তার উপর রাবীর উক্তি ও আমলকে প্রাধান্য দেয়া বাতিল। এমন করা জায়েয নেই’।[৫৩৯]

ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.) বলেছেন,

الرَّاجِح فِي الْأُصُول أَن الْعبْرَة بِمَا رَوَى لَا بِمَا رَأَى

৫৩৮. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ১৭২, সনদ সহীহ।
৫৩৯. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১/১২৫।

‘উসূলের মধ্যে অগ্রগণ্য এটাই যে, রাবীর বর্ণনাকৃত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। তার (বর্ণনার বিপরীতে) ফতওয়া বা রায়ের কোন গ্রহণ্যযোগ্যতা থাকবে না’।[৫৪০]

ইমাম ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) খুবই স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন,

وَالَّذِي نَدِينُ لِلَّهِ بِهِ وَلَا يَسَعُنَا غَيْرُهُ وَهُوَ الْقَصْدُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرَ يَنْسَخُهُ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْأُمَّةِ الْأَخْذُ بِحَدِيثِهِ وَتَرْكُ كُلِّ مَا خَالَفَهُ، وَلَا نَتْرُكُهُ لِخِلَافِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ كَائِنًا مَنْ كَانَ لَا رِوَايَةً وَلَا غَيْرَهُ؛ إِذْ مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَنْسَى الرَّاوِي الْحَدِيثَ، أَوْ لَا يَحْضُرُهُ وَقْتَ الْفُتْيَا، أَوْ لَا يَتَفَطَّنُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ يَتَأَوَّلُ فِيهِ تَأْوِيلًا مَرْجُوحًا، أَوْ يَقُومُ فِي ظَنِّهِ مَا يُعَارِضُهُ وَلَا يَكُونُ مُعَارِضًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، أَوْ يُقَلِّدُ غَيْرَهُ فِي فَتْوَاهُ بِخِلَافِهِ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ وَأَنَّهُ إِنَّمَا خَالَفَهُ لِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَوْ قُدِّرَ انْتِفَاءُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْعِلْمِ بِانْتِفَائِهِ وَلَا ظَنِّهِ، لَمْ يَكُنْ الرَّاوِي مَعْصُومًا، وَلَمْ تُوجِبْ مُخَالَفَتُهُ لِمَا رَوَاهُ سُقُوطَ عَدَالَتِهِ حَتَّى تَغْلِبَ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتِهِ، وَبِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ–

‘এ বিষয়ে সহীহ কথা এই যে, এটাই আমাদের দীন। এ ব্যতীত আমাদের জন্য অন্য কিছু করা জায়েয নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহীহ হাদীস মিলে যায় এবং তাকে মানসূখ কারী অন্য কথা হাদীস প্রমাণিত না হয় তাহলে আমাদের উপর এবং পুরো উম্মতের উপর সেই হাদীসের উপর আমল করা ফরয। আর তার বিপরীত সমস্ত কথা বর্জন করতে হবে। আর এ হাদীসকে এ কারণে আমরা আদৌ ত্যাগ করতে পারি না যে, কেউ তার বিপরীত আমল করেছেন। তিনি যেই হোন না কেন। এমনকি সেই হাদীসের রাবীই হোন না কেন। কেননা সম্ভাবনা আছে যে, রাবী স্বীয় বর্ণনাকৃত হাদীসকে ভুলে গেছেন। কিংবা ফতওয়া দেয়ার সময় সেই হাদীস তার সামনে ছিল না। কিংবা আলোচ্য মাসলায় এই হাদীসের দালালতকে তিনি বুঝেন নি। কিংবা কোন

---

৫৪০. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৬/৫০৪।

মারজূহ তাবীল করেছেন। অথবা তার ধারণায় এর সাথে সাংঘর্ষিক কোন বস্তু রয়েছে যা বাস্তবে সাংঘর্ষিক নয়। কিংবা উক্ত হাদীসের বিরুদ্ধে স্বীয় ফতওয়াতে অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভর করেছেন এটা ভেবে যে, তিনি এ ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক জানেন। কিংবা এ হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী কোন বিষয় থাকার কারণে হাদীসের বিরোধীতা করেছেন'।[৫৪১]

এখন নিচে আমরা মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাওসীক উদ্ধৃত করছি। আর তাঁর উপর আরোপিত সমালোচনা সূচক উক্তিরও পর্যালোচনা পেশ করব।-

ইসবাতুত দালীল আলা তাওসীকি মুআম্মাল বিন ইসমাঈল

তিনি ইমাম সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের ছাত্র এবং ইমাম আহমাদ, ইমাম আলী বিন মাদীনী এবং ইমাম ইসহাক বিন রাহাওয়াই প্রমুখের উস্তাদ। তিনি বুখারী (শাহেদ), তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ্‌র রাবী।[৫৪২]

নিচের উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন,

يحدث من حفظه زيادة-

'তিনি স্বীয় হিফয হতে (মূল হাদীসের চেয়ে) অতিরিক্ত (কিছু) বর্ণনা করতেন'।[৫৪৩]

ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তি পেশ করে মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব হানাফী এটা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছেন যে, মুআম্মাল হলেন যঈফ রাবী।[৫৪৪]

---

৫৪১. ইলামুল মুওয়াকক্কিঈন ৪/৪০৮।
৫৪২. তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৬।
৫৪৩. সুওয়ালাত ইবনুল জুনাইদ পৃ. ২০২।
৫৪৪. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৩৯।

আরয রইল যে, এ বাক্য দ্বারা রাবীর তাযঈফ প্রমাণিত হয় না। বরং স্রেফ এটা প্রমাণ হয় যে, কখনো কখনো তার ভুল হয়ে যেত। আর কেবল এর ভিত্তিতে কোন রাবী যঈফ হয়ে যান না। উপরন্তু ইমাম ইবনু মাঈনের উক্তির দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মুআম্মাল অধিক ভুল করতেন না। বরং কখনো কখনো তার থেকে ভুল হয়ে যেত। মূলত ইবনু মাঈনের অবস্থান তাদের থেকে আলাদা; যারা মুআম্মালকে অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, একটি বর্ণনায় {ইবনু আববাস হতে, তিনি তার পিতা হতে} সনদে মুআম্মাল (রহিমাহুল্লাহ) সাহাবী {ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু}-এর সংযোজন করেছেন। যে সম্পর্কে ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

انما هو عن ابن طاوس عن ابيه–مرسل–

‘এটি মূলত ইবনু তাঊস তার পিতা হতে। অর্থাৎ এটা মুরসাল বর্ণনা’।[৫৪৫]

এরপর তিনি বলেছেন, মুআম্মাল মুখস্ত বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরিক্ত শব্দ বর্ণনা করেছেন। ঠিক অনুরূপভাবে একটি বর্ণনা {ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাসীর হতে, তিনি মুহাজির বিন ইকরিমা হতে} সনদে ইমাম আবূ হানীফা সাহাবী আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু-এর সংযোজন বর্ণনা করেছেন। তখন ইমাম দারাকুতনী বলেছেন,

رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْبَانَ، فَقَالَ : عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.وَالصَّوَابُ مرسل–

‘একে আবূ হানীফা শায়বানের সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাসীর হতে, তিনি মুহাজির বিন ইকরিমা হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে। আর সঠিক হল এটি মুরসাল বর্ণনা’।[৫৪৬]

তাহলে ইমাম আবূ হানীফার এই ভুলকেও তার যঈফ হওয়ার দলীল মনে করা হবে?

---

৫৪৫. সুওয়ালাত ইবনুল জুনাইদ পৃ. ২০২।
৫৪৬. দারাকুতনী, আল-ইলাল ৯/২৭৭।

মোটকথা : ইমাম ইবনু মাঈনের উপরোল্লিখিত বক্তব্য মুআম্মালের যঈফ হওয়ার দলীল নয়। আর এর শক্তিশালী দলীল এই যে, স্বয়ং ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালকে স্পষ্টভাবে সিকাহ বলেছেন। যেমনটা আলোচিত হবে। বরং সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও তিনি মুআম্মালকে সিকাহ বলেছেন। যেমনটা আসছে।

(২) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

مومل كان يخطي

'মুআম্মাল ভুল করতেন'।[৫৪৭]

আরয রইল যে, সিকাহ রাবী থেকেও ভুল হয়ে থাকে। এজন্য, স্রেফ ভুল করার কারণে কোন রাবীকে যঈফ বলা যায় না। বরং যঈফ বলার কারণে জরুরী হল যে, সেই রাবী হতে অত্যধিক ভুল করা প্রমাণিত হতে হবে।

(৩) ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) হতে আবূ উবায়েদ বর্ণনা করে বলেছেন,

سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشئ–

'আমি আবূ দাঊদকে মুআম্মাল সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলাম। তখন তিনি তার মর্যাদা বর্ণনা করলেন। তিনি তার শান-শওকত উল্লেখ করলেন এবং বললেন, কিন্তু তিনি কয়েকটি বিষয়ে ভুল করেছেন'।[৫৪৮]

আরয রইল যে, ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহও স্রেফ কয়েকটি বিষয়ে তার ভুলের কথা বলেছেন। অর্থাৎ তার ভুলগুলি ইমাম আবূ দাঊদের কাছে কম। আর তার কাছে মুআম্মালের মহান মর্যাদাও স্বীকৃত।

---

৫৪৭. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ৬০।
৫৪৮. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৮।

(৪) ইমাম ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন,

وَمُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ سُنِّيٌّ شَيْخٌ جَلِيلٌ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يُحْسِنُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ يَقُولُ : كَانَ مَشْيَخَتُنَا يَعْرِفُونَ لَهُ وَيُوصُونَ بِهِ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ أَصْحَابِهِ، حَتَّى رُبَّمَا قَالَ : كَانَ لَا يَسَعُهُ أَنْ يُحَدِّثَ وَقَدْ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقِفُوا عَنْ حَدِيثِهِ، وَيَتَخَفَّفُوا مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنْ ثِقَاتِ شُيُوخِنَا، وَهَذَا أَشَدُّ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَنَاكِيرُ عَنْ ضِعَافٍ لَكُنَّا نَجْعَلُ لَهُ عُذْرًا–

‘মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সুন্নী ও জলীলুল কদর শায়েখ ছিলেন। আমি সুলায়মান বিন হারবকে তার চমৎকার প্রশংসা করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, আমাদের মাশায়েখরা তাকে জানতেন। আর তার থেকে ইলম তলবের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করতেন। কিন্তু তার হাদীসগুলি তার অন্য সাথীদের মত নয়। এমনকি তিনি কিছু ক্ষেত্রে বলেছেন, তার জন্য হাদীস বর্ণনা করা ঠিক ছিল না। আলেমদের উপর ওয়াজিব হল, সতর্কতার সাথে তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা। আর তার থেকে খুব কম বর্ণনা উদ্ধৃত করা। কেননা তিনি হলেন মুনকার। তিনি আমাদের শায়েখ হতে মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন। যা খুবই মন্দ কথা। কেননা যদি তিনি যঈফ রাবী হতে মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন তাহলে আমরা মুআম্মালকে অপারগ মনে করতাম’।[৫৪৯]

এ উক্তিতে সুলায়মান বিন হারব মুআম্মালকে মুনকার বলার কারণ অর্থাৎ তার উপর জারাহ করার কারণ হিসেবে এটা নির্দেশ করেছেন যে, তিনি মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন। কিন্তু এর ভিত্তিতে কাউকে মুনকার বলা যেতে পারে না। কেননা মুনকার বর্ণনা করার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, বর্ণনাকারী নিজেই এর জন্য দায়ী। ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৪৮ হি.) বলেছেন,

قلت ما كل من روي المناكير يضعف–

৫৪৯. ফাসাবী, আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ৩/৫২।

‘আমি বলছি, বিষয়টি এমন নয় যে, প্রত্যেক মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃতকারী রাবীকে যঈফ বলতে হবে’।[৫৫০]

মাওলানা আব্দুল হাঈ লাখনোবী হানাফী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেছেন, ‘মুহাদ্দিসদের উক্তি, {তিনি মুনকারুল হাদীস রাবী} এবং তিনি {মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন}-কথাদুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে’।[৫৫১]

মাওলানা লাখনোবী অগ্রসর হয়ে লিখেছেন, ‘অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসদের উক্তি ‘অমুক মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন’ কিংবা ‘তার এ হাদীসটি মুনকার’ কিংবা অনুরূপ বাক্য দ্বারা এটা অবশ্যই মনে করবে না যে, তিনি যঈফ রাবী’।[৫৫২]

রইল এ বিষয়টি যে, মুআম্মাল যে সকল মাশায়েখদের থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা সিকাহ ছিলেন। তাহলে এটা জরুরী নয় যে, তার উস্তাদদের উপরের কোন রাবীর মধ্যে দুর্বলতা থাকবে না।

(৫) আব্দুল বাকী বিন কানে (মৃ. ৩৫১ হি.) বলেছেন, ‘তিনি সালেহ। ভুল করতেন’।[৫৫৩]

আরয রইল, এ উক্তিতেও স্রেফ ভুল করার বিষয়টি রয়েছে। আর শুধু ভুল করার দ্বারা কোন রাবী যঈফ হয়ে যান না। কেননা বড় বড় সিকাহ রাবী থেকেও ভুল সংঘটিত হয়।

(৬) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, ‘তিনি কখনো কখনো ভুল করতেন’।[৫৫৪]

আরয রইল, কখনো কখনো ভুল করার দ্বারা কোন রাবী যঈফ হয়ে যান না। যতক্ষণ তার থেকে অত্যধিক মাত্রায় ভুল প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ তিনি যঈফ হবেন না।

---

৫৫০. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/১১৮।
৫৫১. আর-রফউ ওয়াত-তাকমীল পৃ. ২০০।
৫৫২. ঐ পৃ. ২০১।
৫৫৩. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৩৩৯।
৫৫৪. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৯/১৮৭।

(৭) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী। অত্যধিক ভুল করতেন'।[৫৫৫]

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তি হতেও তাযঈফ প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা স্বয়ং ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ'।[৫৫৬]

এর দ্বারা জানা যায় যে, ইমাম দারাকুতনীর উক্তিতে অত্যধিক ভুলকারী দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, একাধিকবার ভুল করা। কিংবা গায়ের কাদেহ ভুল করা। কেননা ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণনাকে সহীহও বলেছেন। সুতরাং উভয় মন্তব্যের মধ্যে তাতবীক দেওয়া জরুরী। এর সমর্থন এ কথাটির দ্বারাও হয় যে, ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় যঈফ রাবীচরিত গ্রন্থে মুআম্মালের উল্লেখ করেন নি।

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী হানাফী 'আতরাফুল গারায়েব লিদ-দারাকাতুনী' গ্রন্থের বরাতে বর্ণনা করে লিখেছেন, 'তার থেকে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত আর কেউই বর্ণনা করেন নি'।[৫৫৭]

তিনি আরও লিখেছেন, 'সাওরী থেকে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন'।[৫৫৮]

আরয রইল যে, এই গ্রন্থে গরীব হাদীসগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। আর উসূলে হাদীসের মধ্যে সেই সকল হাদীসকে 'গরীব হাদীস' বলা হয় যেগুলি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে কোন স্তরে কোন একজন রাবী একক হয়ে থাকেন। সুতরাং যখন কোন হাদীসকে গরীব বলা হবে তখন আবশ্যকরূপে কোন একটি স্তরের মধ্যে কোন একজন রাবীর মুনফারিদ হওয়া নির্দেশ করা হবে। আর স্রেফ গরীব হওয়া কোন হাদীসের যঈফ হওয়ার দলীল নয়। সুতরাং কোন রাবীর গরীব হাদীসের মধ্যে উল্লেখ থাকা তার তাযঈফ-ই নয়। যদি মাওলানা ইজায আহমাদ

---

৫৫৫. সুওয়ালাতুল হাকেম লিদ-দারাকুতনী পৃ. ২৭৬।
৫৫৬. সুনানে দারাকুতনী ২/১৮৬।
৫৫৭. আতরাফুল গারায়েব, ক্রমিক **১৩৫১**।
৫৫৮. ঐ ক্রমিক **১৩৫১**।

আশরাফী সাহেব এটাই মনে করে থাকেন যে, কোন রাবীর গরীব হাদীস বর্ণনা করা তার দুর্বল হওয়ার দলীল তাহলে আরয রইল যে, এ গ্রন্থেই এই ইবারতটি বিদ্যমান আছে যে-

১. 'তার থেকে আবূ হানীফা এককভাবে বর্ণনা করেছেন'।[৫৫৯]

২. 'হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান হতে আবূ হানীফা এককভাবে বর্ণনা করেছেন'।[৫৬০]

কি মনে হয়? এ ইবারতগুলিও কি ইমাম আবূ হানীফার যঈফ হওয়ার দলীল?

(৮) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয আলেম। (হাদীস বর্ণনায়) ভুল করতেন'।[৫৬১]

আরয রইল, এটা খুবই সাধারণ জারাহ। এতে স্রেফ কখনো কখনো ভুল করার কথা রয়েছে। মাওলানা আমীর আলী লিখেছেন, 'যাহাবী রহিমাহুল্লাহ তাকে হাদীসের হাফেয বলেছেন। আর বলেছেন যে, তার থেকে কম ভুল হয়েছে। তার একটি মুনকার হাদীসও তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এর নাকারাতের কারণ হিসেবে ইকরিমাহ রহিমাহুল্লাহকে নির্দেশ করেছেন'।[৫৬২]

উপরন্তু ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহকে স্পষ্টভাবে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটা সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। বরং ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালের উল্লেখ স্বীয় 'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওহুয়া মুআস্‌সাক' গ্রন্থে করেছেন।[৫৬৩]

'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওহুয়া মুআস্‌সাক' গ্রন্থে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ এমন রাবীর উল্লেখ করেছেন যাদের জারাহ করা হয়েছে। কিন্তু তারা সিকাহ রাবী। এ কথাটি এর দলীল যে, ইমাম যাহাবীর তাহকীক অনুসারে মুআম্মাল বিন

---

৫৫৯. ঐ ক্রমিক ৪৯৫৬।
৫৬০. ঐ ক্রমিক ২০৪১।
৫৬১. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৪/২২৮।
৫৬২. আত-তাকীব পৃ. ৫১৫।
৫৬৩. মান তুকুল্লিমা ফীহি ওহুয়া মুআস্‌সাক পৃ. ১৮৩।

ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। আর তার উপর আরোপিত জারাহ দ্বারা তিনি যঈফ রাবী হিসেবে প্রমাণিত হন না।

(৯) ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৭ হি.) বলেছেন,

مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ

'মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে ইবনু মাঈন সিকাহ বলেছেন। আর জমহূর তাকে যঈফ বলেছেন'।[৫৬৪]

আরয রইল যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই বাক্যটির অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছেও মুআম্মাল বিন ইসমাঈল যঈফ রাবী। কেননা এখানে ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় বাক্যতে মুআম্মালের উপর জারাহ করেন নি। আর অন্যান্য স্থানে নিজের বাক্যগুলিতে ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালকে সিকাহ বলেছেন। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। বরং ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালের উপর কৃত জারাহগুলিকে 'ক্ষতিকর নয়' আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটা তাওসীকের আলোচনায় আসছে। উপরন্তু ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র এটা বলাও আপত্তিকর যে, 'জমহূর তাকে যঈফ বলেছেন'। যেমনটা বিস্তারিত আসছে।

(১০) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী। বাজে হিফযের অধিকারী'।[৫৬৫]

আরয রইল, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে এই শব্দাবলী দ্বারা তাযঈফ উদ্দেশ্য হয় না। বরং তার কাছে এমন রাবী হাসানুল হাদীস স্তরের হয়ে থাকেন।[৫৬৬]

---

৫৬৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/৬৩।

৫৬৫. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭০২৯।

৫৬৬. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযা পৃ. ৬৭৩-৬৭৪।

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ অন্য একটি গ্রন্থে বলেছেন, 'সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের হাদীসে দুর্বলতা থাকে'।[৫৬৭]

আরয রইল যে, সম্ভবত হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই কথাটি ইমাম ইবনু মাঈনের প্রতি সম্বন্ধিত একটি উক্তির ভিত্তিতে বলেছেন। যেমন ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হতে পূর্বে এরূপ বাক্য ইমাম ইবনু মাঈন হতে ইবনু মুহরিয বর্ণনা করেছেন।[৫৬৮]

কিন্তু ইবনু মুহরিয মাজহূলুল হাল রাবী। তার তাওসীক ও তারীফ পাওয়া যায় না। আহলে ইলমের ইবারতের মধ্যে তার জন্য কোন ইলমী উপাধী পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এবং অন্যদের থেকে ইলমের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। যা তার আলেম হওয়ার দলীল বহন করে। এজন্য তার বর্ণনা যদি ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ্র অন্য সিকাহ ও প্রসিদ্ধ ছাত্রদের বর্ণনার বিপরীত না হয় তাহলে তার দ্বারা দলীল পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু ইবনু মাঈন হতে তার বর্ণনাকৃত এমন বর্ণনা যা ইবনু মাঈনের অন্যান্য সিকাহ ও প্রসিদ্ধ ছাত্র বর্ণনা করেছেন সেগুলির বিপরীত হয় তাহলে এমতাবস্থায় তার বর্ণনা দলীলযোগ্য হবে না।

সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের বর্ণনাতে দুর্বল থাকা সংক্রান্ত উক্তিটি করার ক্ষেত্রে ইবনু মুহরিয একক রয়েছেন। বরং তার বর্ণনাকৃত এই কথাটি ইবনু মাঈনের অন্য সিকাহ ও প্রসিদ্ধ ছাত্র ওসমান আদ-দারেমী রহিমাহুল্লাহ্র বর্ণনাকৃত বর্ণনার বিরোধী। কেননা ওসমান দারেমী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় উস্তাদ ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনায় মুআম্মালকে সিকাহ বলেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

যদি ইবনু মাঈনের উক্তি প্রমাণিতও মেনে নেই; তবুও তার কথার উদ্দেশ্য শর্তহীনভাবে যঈফ বলা নয়। বরং স্রেফ উঁচু স্তরের তাওসীককে নাকোচ করা হয়েছে। যেমনটা আসছে।

---

৫৬৭. ফাতহুল বারী ৯/২৩৯।

৫৬৮. ইবনু মাঈন, মারিফাতুর রিজাল ১/১১৪।

প্রকাশ থাকে যে, ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও এই উক্তির মধ্যে সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের বর্ণনাকে শর্তহীনভাবে তাযঈফ করেন নি। বরং স্রেফ দুর্বলতার কথা বলেছেন। আর {ضَعف} 'যফ' ও {تضعيف} 'তাযঈফ'-এর মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। যফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উঁচু স্তরের তাওসীককে নাকোচ করা মাত্র। কিন্তু এরপরও যফ সংক্রান্ত কথাও সহীহ নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

নিম্নোক্ত উক্তিগুলি প্রমাণিত নয়

(১১) ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪২ হি.) বলেছেন, 'বুখারী বলেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীস'।[৫৬৯]

আরয রইল যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হতে এ উক্তিটি প্রমাণিত নেই। বরং ইমাম মিযযী হতে এই উক্তিটি বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল সংঘটিত হয়েছে। মূলত ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ 'মুআম্মাল বিন সাঈদ বিন ইউসুফ'-কে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্র কিতাবে এ নামে প্রথমে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের নাম উল্লেখ আছে। যেহেতু ইমাম বুখারীর কিতাবে দুজনের নাম একই সাথে উল্লেখ রয়েছে; এজন্য দ্রুততার কারণে ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ হতে ভুল হয়েছে। আর দ্বিতীয় রাবীর সম্পর্কে বলা ইমাম বুখারীর জারাহকে তিনি প্রথম রাবীর সম্পর্কে মনে করেছেন।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্র প্রতি নিসবতকৃত এই জারাহ সম্পর্কে শায়েখ আবুল আশবাল আহমাদ শাগেফ হাফিযাহুল্লাহ্র একটি তাহকীকী প্রবন্ধ রয়েছে। যেটি সামনে পেশ করা হচ্ছে-

শায়েখ আবুল আশবাল আহমাদ শাগেফ বিহারী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল এ হাদীসের রাবী। যেখানে বুকের উপর হাত বাঁধার প্রমাণ আছে। তার এই বর্ণনাটি সহীহ ইবনু খুযায়মা ইত্যাদি গ্রন্থে বিদ্যমান। আর মুসনাদে আহমাদের সহীহ বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থন মেলে। উপরন্তু এ সনদে সুনানে আবূ দাঊদের একটি মুরসাল সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান। মুআম্মাল বিন

---

৫৬৯. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৮।

ইসমাঈলের জীবনী তাহযীবুল কামাল, মীযানুল ইতিদাল, তাহযীবুত তাহযীব, তাকরীবুত তাহযীব, ইমাম বুখারীর আত-তারীখুল কাবীর এবং ইবনু আবী হাতিমের আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে মজূদ আছে। যেহেতু হাফেয মিযযীর তাহযীবুল কামাল গ্রন্থটি ইমাম মাকদেসীর 'আল-কামাল' গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে সংযোজন সহ; সেহেতু এখন প্রতীয়মান নয় যে, মাকদেসী তার জীবনীতে কি লিখেছিলেন।

অবশ্য তাহযীবুল কামাল, মীযানুল ইতিদাল এবং তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থগুলিতে আছে যে, ইমাম বুখারী তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আর ইমাম বুখারী যে রাবীকে এ বাক্যটি ব্যবহার করেন তিনি তার থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করা জায়েয মনে করেন না। সাথে সাথে (বুকে হাত বাঁধার) বিরোধীরা সুযোগ পেয়ে গেল। তারা এই বর্ণনাটির উপর জারাহ করে দিল যে, 'দেখ! এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়'। এ জারাহ করার পরও মাসলাকে আহলে হাদীসের উপর কোনই প্রভাব পড়ে না। কেননা তাদের কাছে আরও সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান। তারা শ্রেফ এর উপরই নির্ভর করে বসে থাকেন না। কিন্তু সরাসরি এই সমালোচনা তারীখুল কাবীর সহ ইমাম বুখারীর অন্যান্য গ্রন্থে নেই'।

তারীখুল কাবীর (৮/৪৯) গ্রন্থে এই শিরোনাম আছে যে, 'বাবু মুআম্মাল'। এই শিরোনামের অধীনে (রাবী নং ২১০৭) দেখুন। এখানে যা লিখিত তা নিম্নরূপ-

مؤمل بن اسمعيل أَبُو عَبْد الرَّحْمَن مولى آل عُمَر بْن الْخَطَّاب الْقُرَشِيّ–سَمِعَ الثوري وحماد بْن سلمة مات سنة خمس أو ست ومائتين، الْبَصْرِيّ سكن مكة–

তার জীবনীর পর পরই (রাবী নং ২১০৮) লেখা আছে-

مؤمل بْن سَعِيد بْن يوسف أَبُو فراس الرحبي الشامي سَمِعَ أباه سَمِعَ منه سُلَيْمَان بْن سلمة، منكر الحديث –

প্রতীয়মান হয় যে, যারাই তারীখুল কাবীর হতে 'মুনকারুল হাদীস' বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন তারাই ভুল করেছেন। আর তারা মুআম্মাল বিন সাঈদের মুনকারুল হাদীস বাক্যটি উঠিয়ে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আর পরবর্তীতে ইমামগণ তারীখুল কাবীর অধ্যয়ন না করেই স্বীয়

পূর্বসূরীদের উপর নির্ভর করে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের জীবনীতে এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনকি বর্তমান জাহালতের যুগে এটা জোরে শোরে আমল করা হচ্ছে। অথচ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একটি হাদীস জামে তিরমিযীতে বিদ্যমান।[৫৭০]

ইমাম তিরমিযী সেই হাদীসের পর লিখেছেন, 'এ হাদীসটি হাসান সহীহ'।

এই ইমাম তিরমিযী হলেন ইমাম বুখারীর ছাত্র। স্বীয় জামে গ্রন্থের ভিতরে রাবীদের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি 'আত-তারীখুল কাবীর' হতে পুরোপুরি উপকার লাভ করেছেন। যেমন জামে গ্রন্থের শেষে ইলাল বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

وَمَا كَانَ فِيهِ من ذكر الْعِلَل فِي الْأَحَادِيث وَالرِّجَال والتاريخ فَهُوَ مَا استخرجته من كتب التَّارِيخ وَأَكْثر ذَلِك مَا ناظرت بِهِ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل وَمِنْه مَا ناظرت بِهِ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن وَأَبا زرْعَة وَأَكْثر ذَلِك عَن مُحَمَّد وَأَقل شَيْء فِيهِ عَن عبد الله وَأبي زرْعَة–

।[৫৭১]

এখানে তিনি 'কিতাবুত তারীখ' দ্বারা তারীখে কাবীরকে বুঝিয়েছেন।

সুতরাং প্রতীয়মান হল, যদি ইমাম বুখারীর তারীখ গ্রন্থে মুনকারুল হাদীস-এর বাক্যটি মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের জীবনীতে থাকত তাহলে ইমাম তিরমিযী সেটি অবশ্যই বর্ণনা করতেন এবং ইমাম বুখারীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি এমনটা করেন নি।

এছাড়াও ইবনু খুযায়মাহ ইমাম বুখারীর ছাত্র হওয়ার পরও এই রাবীকে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এর প্রতি সামান্যতমও ইশারা করেন নি।

---

৫৭০. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৩১৯।

৫৭১. তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৩৮৫। {এটি আমি তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে পাইনি। বরং ইমাম তিরমিযীর আল-ইলালুস সগীর গ্রন্থে (পৃ. ৭৩৮) পেয়েছি।-অনুবাদক}।

এ কথাগুলি ব্যতীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, ইমাম ইবনু আবী হাতিম এই রাবীর উল্লেখ 'আল-জারহু ওয়াত-তাদীল' গ্রন্থে করেছেন। আর তিনি আত-তারীখুল কাবীর-এর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর উল্লেখ না তো আল-জারহু ওয়াত-তাদীল গ্রন্থে করেছেন আর না সেই স্বতন্ত্র গ্রন্থে করেছেন। এর দ্বারাও স্পষ্ট হয়েছে যে, মুআম্মালের জীবনীতে এই বাক্যটির কোন অস্তিত্ব নেই।

'হ্যাঁ, মুআম্মালের তাওসীকের অধিকাংশই মুহাদ্দিস হতে প্রমাণিত আছে। যেমন ইসহাক বিন রাহাওয়াই, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী, ইবনু সাদ এবং ইবনু কানি ইত্যাদি হতে। অবশ্য ইবনু রাহাওয়াই এবং ইবনু মাঈন ব্যতীত অন্যরা যেমন দারাকুতনী 'তিনি সিকাহ। অত্যধিক ভুল করতেন'; ইবনু সাঈদ 'তিনি সিকাহ। বেশী বেশী ভুল করতেন'; আর ইবনু হিব্বান 'তিনি কখনো ভুল করতেন' ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্যবহার করতেন। এজন্য হাফেয আত-তাকরীব গ্রন্থে যে সুষম বাক্য তার প্রসঙ্গে বলেছেন সেটা হল, 'তিনি সত্যবাদী। বাজে হিফযের অধিকারী'। এখন যদি তার বর্ণিত হাদীসকে দলীলে কতঈ দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, তিনি সেখানে ভুল করেছেন তাহলে তার হাদীস বাতিলযোগ্য হবে। অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে। আর এখানে তার এই হাদীসটির পক্ষে শাহেদ ও মুতাবাআত পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য এ হাদীসের বিরোধীদের মনে অবশ্যই তার সম্পর্কে ঘৃণা রয়েছে। এজন্য তারা তার এই সহীহ বর্ণনাকে গ্রহণ করার পরিবর্তে বাতিল করার উপরই জোর দিয়ে থাকেন।

আমাদের এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, তার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর 'মুনকারুল হাদীস' বলা প্রমাণিত নেই। বরং কিছু কপিকারকের ভুলের ফসল। কিছু বিরোধী পক্ষ এ হাদীসের অশুদ্ধতার দলীল হিসেবে এটাও বলেছেন যে, মুআম্মাল এই বর্ণনাকে সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার মাযহাব হল নাভীর নিচে হাত বাঁধা। যদি এই বর্ণনাটি তার কাছে সহীহ হত তাহলে তিনি এর বিরোধী কাজ করতেন না। কিন্তু এই অভিযোগটি একেবারেই সহীহ নয়। বরং এটা একটি খোঁড়া ওযর। এ ধরনের একাধিক উদাহরণ হাদীসের গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান আছে। যেমন ইমাম মালেক মুওয়াত্তা গ্রন্থে **{ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা}** -এর অনুচ্ছেদ রচনা করার পর দুটি হাদীস এ অনুচ্ছেদের

অধীনে এনে এ বিষয়কে সহীহ প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তার শেষ আমল ছিল, হাত ছেড়ে দিয়ে সালাত আদায় করা। আর এর কারণ এটা ছিল যে, যখন তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তখন তার দু হাত জখম হয়ে যায় এবং তিনি উভয় হাত বেঁধে সালাত পড়তে অক্ষম হয়ে যান।

উপরন্তু কিছু সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত হাদীসের পক্ষে-বিপক্ষে উভয় ধরনের ফতওয়া রয়েছে। কিছু সাহাবীর আমল তাদেরই বর্ণনাকৃত হাদীসের বিপরীত। যখন তাদের ছাত্ররা বিষয়টি দেখেছেন এবং তাদেরকে অবগত করেছেন তখন তারা নিজেদের পূর্বোক্ত আমল বদলিয়ে ফেলেছেন।

মুহাদ্দিস কেরামগণ এ সকল বিষয় তাতাব্বু করেছে এবং ইসতিকরার করার পর ফায়সালা করেছেন যে, সাহাবী কিংবা মুহাদ্দিসের বর্ণনাকৃত হাদীস তো গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাদের ঐ সকল আমল ও ফতওয়া যেগুলি সহীহ হাদীসের বিরোধী হয় সেগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূলের হাদীসের হেফাযতের যিম্মাদারী তো আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন।[৫৭২]

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী হানাফী সাহেবের সংশয়ের নিরসন

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সম্পর্কে মুনকারুল হাদীস বাক্যটি জমহূর মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী হতে উদ্ধৃত করেছেন'।[৫৭৩]

অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে আশরাফী সাহেব নিম্নোক্ত আলেম ও তাদের কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন-

(১) আব্দুল গনী মাকদেসী (মৃ. ৬০০ হি.) তার কামাল গ্রন্থে।

(২) মিযযী (মৃ. ৭৪২ হি.) তার তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে।

---

৫৭২. পৃ. ৪১৩ পর্যন্ত অনুবাদ দেয়া হল।-অনুবাদক।

৫৭৩. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৫২-১৫৩।

(৩) যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে।

(৪) তুরকুমানী (মৃ. ৭৫০ হি.) আল-জাওহারুন নাকী গ্রন্থে।

(৫) ইবনু কাসীর (মৃ. ৭৭৪ হি.) আল-মাজাহীল গ্রন্থে।

(৬) যারাকশী (মৃ. ৭৯৪ হি.) আন-নুকাত গ্রন্থে।

(৭) ইবনু হাজার (মৃ. ৭৫২ হি.) তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে।

(৮) মুনাবী (মৃ. ১০৩১ হি.) ফায়যুল কাদীর গ্রন্থে।[৫৭৪]

আরয রইল যে, এ সকল গ্রন্থে ইমাম বুখারীর এই জারাহ বর্ণিত হওয়া এর দলীল নয় যে, তারা সরাসরি ইমাম বুখারীর কিতাব হতেই এটা বর্ণনা করেছেন। কেননা তাদের মধ্য হতে একজন ব্যতীত বাকীদের ভিত্তি হল দ্বিতীয় উৎস।

আল্লামা মাকদেসীর আল-কামাল গ্রন্থে মুনকারুল হাদীস বাক্যটি নেই। আশরাফী সাহেব দাবী করেছেন যে, আল্লামা মাকদেসী মুনকারুল হাদীস বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি প্রমাণস্বরূপ কোন পাণ্ডুলিপি কিংবা মুদ্রিত নুসখা হতে উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি। সম্ভবত আশরাফী সাহেব স্রেফ ধারণার বশবর্তী হয়ে বলে দিয়েছেন যে, আল-কামাল গ্রন্থেও মুনকারুল হাদীস-এর সমালোচনাটি রয়েছে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। নিচে আল-কামাল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের জীবনী সম্বলিত পৃষ্ঠার ছবি প্রদত্ত হল।[৫৭৫]

প্রতীয়মান হল যে, আল্লামা মাকদেসী আল-কামাল গ্রন্থে মুআম্মালের উপর ইমাম বুখারীর বরাতে 'মুনকারুল হাদীস' উদ্ধৃত করেন নি। এজন্য ইমাম মিযযী-ই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ভ্রমের শিকার হয়ে তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের সম্পর্কে ইমাম বুখারী হতে মুনকারুল হাদীস-এর জারাহ উদ্ধৃত করেছেন।

---

৫৭৪. ঐ পৃ. ১৫৩।

৫৭৫. মূল গ্রন্থের ৪১৫ পৃষ্ঠায় ছবি দেয়া আছে।-অনুবাদক।

এরপর হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ইমাম মিযযীর এই গ্রন্থটির সংস্কার করতে গিয়ে তাহযীবুত তাহযীব রচনা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, তিনিও ইমাম মিযযীর কিতাবকে সামনে রেখে এ সমালোচনাটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমাম মিযযীর গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী, ইবনুত তুরকুমানী, ইমাম ইবনু কাসীর, ইমাম যারাকশী এবং মুনাবীও এই জারাহ-টি উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এ সকল আলেমের উদ্ধৃতি প্রদান করা এই কথাটির দলীল নয় যে, তাদের প্রত্যেকেই সরাসরি ইমাম বুখারীর কিতাব হতে এই জারাহটি উদ্ধৃত করেছেন।

* মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'তারীখুল কাবীর গ্রন্থে মুনকারুল হাদীসের জারাহ কোন কাতেব কিংবা নাসিখের ভুল হতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের পরিবর্তে মুআম্মাল বিন সাঈদের উপর সংযোজন হতে পারে না'?[৫৭৬]

আরয রইল যে, নিশ্চিৎভাবেই সংযোজনের কোন সুযোগ নেই। কেননা ইমাম বুখারীর এই কিতাবের কোন নুসখাতেই মুনকারুল হাদীস-এর জারাহ মুআম্মালের উপর নেই।

* মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কোন একজন মুহাদ্দিসও মুআম্মাল বিন সাঈদ আর-রাহবী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে মুনকারুল হাদীস-এর জারাহটির সম্বন্ধ ইমাম বুখারীর প্রতি করেন নি'।[৫৭৭]

এর কারণ এই যে, পরবর্তীদের নির্ভরতা ছিল দ্বিতীয় উৎসের উপর। সেজন্য পরবর্তীরা সেভাবেই বর্ণনা করে দিয়েছেন যেভাবে দ্বিতীয় উৎসে বর্ণিত হয়েছে।

* মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম বুখারীর আয-যুআফা নামে একটি বড় গ্রন্থও ছিল। যা এখনও মুদ্রিত হয় নি। সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে

৫৭৬. ঐ পৃ. ১৫৪।
৫৭৭. ঐ পৃ. ১৫৪-১৫৫।

{ইমাম বুখারী স্বীয় কোন গ্রন্থে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সম্পর্কে মুনকারুল হাদীস লিখেন নি}- বলা ধোঁকাবাজি ও ইলমী প্রতারণা’।[৫৭৮]

আরয রইল যে, এ কথাটি তখন দৃকপাতযোগ্য হত যখন ইমাম বুখারীর বিদ্যমান গ্রন্থসমূহে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ না থাকত। কিন্তু আমরা দেখি যে, মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ ইমাম বুখারীর আত-তারীখ গ্রন্থে আছে। আর তার উপর ইমাম বুখারীর জারাহ মুনকারুল হাদীস বাক্যটি বিদ্যমান নেই। যদি ইমাম বুখারী আয-যুআফাউল কাবীর গ্রন্থে মুআম্মালকে মুনকারুল হাদীস বলতেন; তাহলে আত-তারীখ গ্রন্থে তার উল্লেখ করার সময়েও তাকে মুনকারুল হাদীস বলতেন। কিন্তু তিনি এমনটা করেন নি। যা এ বিষয়টির দলীল যে, ইমাম বুখারী কোন গ্রন্থেই তাকে মুনকারুল হাদীস বলেন নি। নিচে এ কথাটির তিনটি দলীল লক্ষ্য করুন যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদীস বলেন নি-

দলীল-১ : ইমাম বুখারী স্বীয় আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে মুআম্মালের উল্লেখ এভাবে করেছেন যে,

مؤمل بن اسمعيل أَبُو عَبْد الرَّحْمَن مولى آل عُمَر بْن الْخَطَّاب (الْقُرَشِيّ) سَمِعَ الثوري وحماد بْن سلمة مات سنة خمس أو ست ومائتين، الْبَصْرِيّ سكن مكة-

‘মুআম্মাল বিন ইসমাঈল আবূ আব্দুর রহমান ওমর ইবনুল খাত্তাব কুরাশীর বংশধরের দাস। তিনি সুফিয়ান সাওরী ও হাম্মাদ বিন সালামা হতে শ্রবণ করেছেন। আর ২০৫ কিংবা ২০৬ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বসরী ছিলেন। তবে (পরবর্তীতে) মক্কায় বসবাস করেছিলেন’।[৫৭৯]

পাঠকগণ! গভীরভাবে চিন্তা করুন! ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের পুরো জীবনীতে কোথাও তাকে মুনকারুল হাদীস বলেন নি। অবশ্য তার পরে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন সাঈদ বিন ইউসুফ-এর উল্লেখ করে বলেছেন,

---

৫৭৮. ঐ পৃ. ১৫৬।

৫৭৯. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৮/৪৯।

مؤمل بْن سَعِيد بْن يوسف أَبُو فراس الرحبي الشامي سَمِعَ أباه سَمِعَ منه سُلَيْمَان بْن سلمة، منكر الحديث–

'মুআম্মাল বিন সাঈদ বিন ইউসুফ আবূ ফিরাস আর-রাহবী আশ-শামী। তিনি স্বীয় পিতা হতে শ্রবণ করেছেন এবং তার থেকে সুলায়মান বিন সালামা শ্রবণ করেছেন। তিনি মুনকারুল হাদীস রাবী ছিলেন'।[৫৮০]

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহ্কে নয়। বরং তার পর উল্লিখিত 'মুআম্মাল বিন সাঈদ'কে মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

দলীল-২ : যদি ইমাম বুখারী মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদীস বলে থাকেন তাহলে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাকে স্বীয় যুআফা গ্রন্থেও উল্লেখ করতেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ যুআফা গ্রন্থে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ করেন নি। যা এ কথাটির দলীল যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদীস আদৌ বলেন নি।

দলীল-৩ : ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ সহীহ বুখারীতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হতে শাহেদের মধ্যে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। যদি তিনি ইমাম বুখারীর কাছে মুনকারুল হাদীস রাবী হতেন তাহলে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার শাহেদের মধ্যেও বর্ণনা আনতেন না। কেননা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং বলেছেন যে,

كل من قلت فِيهِ مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ–

'আমি যাকে মুনকারুল হাদীস বলেছি তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা হালাল নয়'।[৫৮১]

এ সকল দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদীস বলেন নি। বরং তার পর উল্লিখিত (প্রায়) একই

---

৫৮০. ঐ।

৫৮১. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল-ঈহাম ফী কিতাবিল আহকাম ২/২৬৪।

নামের আরেক রাবী মুআম্মল বিন সাঈদকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। কিন্তু ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ্‌র দৃষ্টি ভ্রমের কারণে অন্য রাবীর উপর কৃত জারাহ প্রথম রাবীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে।

জ্ঞাতব্য : দৃষ্টিভ্রমের কারণে এরূপ ভুল অন্য একটি স্থানে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হতেও সংঘটিত হয়েছে। যেমন 'আবূ আলী জানদাল বিন ওয়ালেক' নামে একজন রাবী আছেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে ইমাম মুসলিম হতে কঠিণ সমালোচনা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেছেন, 'মুসলিম আল-কুনা গ্রন্থে বলেছেন, তিনি মাতরূক রাবী'।[৫৮২]

'আল-কুনা' গ্রন্থে আবূ আলী জানদাল বিন ওয়ালিক নামক রাবীর জীবনী বিদ্যমান। কিন্তু তার কোন নুসখাতেই এই রাবীর উপর উল্লিখিত জারাহ পাওয়া যায় নি। বরং এর তাৎক্ষণিক পরই যে দ্বিতীয় রাবী 'আবূ আলী আল-হাসান বিন আমর' রয়েছেন; তার সম্পর্কে ইমাম মুসলিমের 'মাতরূক' জারাহ-টি রয়েছে।

প্রবল ধারণা এটাই বলছে যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হতে ইমাম মুসলিমের জারাহ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। আর দৃষ্টিভ্রমের কারণে পরবর্তী রাবীর সাথে সম্পৃক্ত জারাহকে প্রথম রাবীর সাথে সম্পৃক্ত মনে করেছেন। আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

এটা একেবারেই এমনই যেমনটা ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সম্পর্কে ইমাম বুখারীর জারাহ মুনকারুল হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম বুখারীর কিতাবে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তার কোন নুসখাতেই এই রাবীর উপর এই জারাহ পাওয়া যায় নি। বরং এর অব্যবহিত পরেই রাবী মুআম্মাল বিন সাঈদ রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারীর জারাহ মুনকারুল হাদীস বিদ্যমান।

প্রবল ধারণা এটাই বলছে যে, ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র জারাহ বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। আর দৃষ্টিভ্রমের কারণে

৫৮২. তাহযীবুত তাহযীব ২/১০২।

পরের রাবীর সাথে সম্পৃক্ত জারাহকে প্রথম রাবীর সাথে সম্পৃক্ত ভেবে নিয়েছেন।

(১২) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) ইমাম আবূ যুরআহ (মৃ. ২৬৪ হি.) হতে বর্ণনা করেছেন, 'তার হাদীসে ভুল রয়েছে'।[৫৮৩]

আরয রইল যে, এ উক্তিটি আবূ যুরআহ হতে প্রমাণিত নেই। উপরন্তু অন্য কোন ইমাম-ই ইমাম আবূ যুরআহ হতে মুআম্মালের উপর জারাহ উদ্ধৃত করেন নি।

(১৩) মাজহুল রাবী ইবনু মুহরিয ইবনু মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন যে,

قبيصة ليس بحجة في سفيان ولا ابو حذيفة ولا يحيى بن آدم ولا مؤمل–

'কাবীসা রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার মধ্যে হুজ্জত নন। তিনি হুযায়ফা, ইয়াহ্‌ইয়া বিন আদম এবং মুআম্মালের ক্ষেত্রেও হুজ্জত নন'।[৫৮৪]

আরয রইল যে, এ উক্তি ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে প্রমাণিত নেই। কেননা একে উদ্ধৃতকারী ইবনু মুহরিয হলেন মাজহূল রাবী। উপরন্তু ইমাম ইবনু মাঈন হতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত যে কথা প্রমাণিত আছে তা এই যে, ইমাম ইবনু মাঈন সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাতে মুআম্মালকে সিকাহ বলেছেন। যেমনটা সামনে আসছে।

এছাড়াও ইবনু মাঈনের এ কথাটি যদি প্রমাণিতও মেনে নেই তাহলেও তার উক্তির উদ্দেশ্য 'মুতলাক তাযঈফ' নয়। বরং স্রেফ উচ্চস্তরের সাকাহাতকে নাকোচ করা। এর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

ইবনু মাঈন কি সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুআম্মালকে যঈফ বলেছেন?

৫৮৩. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৪/২২৮।

৫৮৪. মারিফাতুর রিজাল (ইবনু মুহরিযের বর্ণনা) ১/১১৪।

ইমাম ইবনু মাঈনের একজন মাজহূলুল হাল এবং অজ্ঞাত তাওসীক ও তাদীল ছাত্র ইবনু মুহরিয ইবনু মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন,

قبيصة ليس بحجة فى سفيان ولا ابو حذيفة ولا يحيى بن آدم ولا مؤمل–

‘কাবীসা সুফিয়ানের বর্ণনার মধ্যে হুজ্জত নন। তিনি হুযায়ফা, ইয়াহ্ইয়া বিন আদম এবং মুআম্মালের ক্ষেত্রেও হুজ্জত নন’।[৫৮৫]

ইবনু মুহরিযের এই বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করে বলা হয় যে, সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের বর্ণনা যঈফ হয়ে থাকে। আরয রইল যে, এ কথাটি একেবারেই ভুল। এর কয়েকটি কারণ অধ্যয়ন করুন-

প্রথমত : ইমাম ইবনু মাঈন হতে উল্লিখিত উক্তিটির নকলকারী হলেন ইবনু মুহরিয। যিনি মাজহূলুল হাল রাবী। তার তাওসীক ও তাদীল কোথাও পাই নি। এমনকি ইমামগণ তার সাথে ইলমী ও তারীফী উপাধীসমূহও ব্যবহার করেন নি। অবশ্য তিনি ইমাম ইবনু মাঈন হতে প্রমুখ হতে যে সকল উক্তি বর্ণনা করেছেন তাতে জানা যায় যে, তিনি ইলমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এজন্য সাধারণ অবস্থায় তার বর্ণনার উপর নির্ভর করাতে কোন দোষ নেই।

কিন্তু তার যে বর্ণনা অন্যান্য প্রমাণিত বর্ণনার বিরোধী হয়; যেমন তিনি ইবনু মাঈন হতে এমন কিছু বর্ণনা করেন যেগুলি ইবনু মাঈন হতে তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের বর্ণনাকৃত বিষয়ের বিরোধী হয়। তাহলে এমতাবস্থায় ইবনু মুহরিযের কথা নিশ্চিৎভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এখানেও বিষয়টি এমনই। কেননা ইবনু মুহরিয যে কথাটি বর্ণনা করেছেন তা ইমাম ইবনু মাঈনের সিকাহ ও প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম ওসমান দারেমীর বর্ণনাকৃত কথার বিরোধী।

যেমন ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করতে গিয়ে তার ছাত্র ইমাম ওসমান দারেমী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.)[৫৮৬] বলেছেন,

---

৫৮৫. ঐ ১/১৪৪।

৫৮৬. সুনানে দারেমীর লেখক আর উল্লিখিত দারেমী একই ব্যক্তি নন। উল্লিখিত দারেমী হলেন ‘আর-রদ্দু আলাল-জাহমিয়া’ নামক প্রসিদ্ধ আকীদার গ্রন্থের লেখক।

قلت ليحيى بن معين أي شئ حال المؤمل في سفيان فقال هو ثقة قلت هو ثقة قلت هو أحب إليك أو عبيد الله فلم يفضل احدا على الآخر-

'আমি ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে বললাম, সুফিয়ান সাওরীর হাদীসে মুআম্মালের অবস্থান কেমন? তখন ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বললেন, তিনি সিকাহ রাবী। আমি বললাম, তিনি সিকাহ। তাহলে এটা বলুন যে, আপনার কাছে তিনি অধিক প্রিয় নাকি উবায়দুল্লাহ? তখন ইমাম ইবনু মাঈন উভয়ের মধ্য হতে কাউকেও কারো উপর প্রাধান্য দিলেন না'।[৫৮৭]

এ উক্তিকে ইবনু আবী হাতিম স্বীয় উস্তাদ 'ইয়াকূব বিন ইসহাক' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সিকাহ। কেননা ইমাম আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আর তিনি শ্রেফ সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা করতেন। এছাড়াও তার উপর কোন জারাহ নেই।

ইমাম ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এই উক্তি ওসমান বিন সাঈদের কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন।[৫৮৮]

ইমাম ইবনু আসাকির রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সহীহ সনদে উসমান দারেমীর সূত্রে ইবনু মাঈনের অনুরূপ উক্তি বর্ণনা করেছেন।[৫৮৯]

প্রতীয়মান হল, ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে এই কথাটি প্রমাণিত-ই নেই যে, তিনি মুআম্মালকে সুফিয়ানের সনদে যঈফ বলেছেন। বরং এর বিপরীতে এটা প্রমাণিত আছে যে, ইমাম ইবনু মাঈন মুআম্মালকে সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন।

অন্যদিকে সুনানে দারেমীর লেখক ইমাম দারেমী ২৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। -অনুবাদক।

৫৮৭. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৮/৩৭৪, সনদ সহীহ।

৫৮৮. ইবনু রজব, শারহু ইলালিত তিরমিযী পৃ. ২৭৪।

৫৮৯. ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ১১/১৭১, সনদ সহীহ।

আল-জারহু ওয়াত-তাদীলের সনদের উপর অভিযোগ ও তার জবাব

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী হানাফী সাহেব 'আল-জারহু ওয়াত-তাদীল' গ্রন্থে বর্ণিত ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ্‌র উপরোক্ত উক্তির সনদের উপর অভিযোগ করতে গিয়ে বলেছেন, 'গায়ের মুকাল্লিদ যুবায়ের আলী যাঈর কাছে আরয রইল যে, ইমাম ইবনু আবী হাতিম হতে ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন পর্যন্ত উক্তিটির সনদ মারূফ নয়। বরং মাজহূল। জারাহ ও তাদীলের গ্রন্থে সনদটি নিম্নরূপ রয়েছে-

أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلي قال نا عثمان بن سعيد قال قلت ليحيي بن معين أي شئ حال المؤمل في سفيان فقال هو ثقة قلت هو ثقة قلت هو أحب إليك أو عبيد الله فلم يفضل احدا على الآخر–

জারাহ-তাদীলের এই সনদের মধ্যে ইয়াকূব বিন ইসহাক আল-হারবী রয়েছেন। ইয়াকূব বিন ইসহাকের তাওসীক প্রমাণিত নেই। আর ইয়াকূব বিন ইসহাক আল-হারবীর তাওসীক ব্যতীত এ বরাত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে না। স্বীয় মাসলাক প্রমাণিত করতে হলে মাজহূলের বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য এবং মাসলাকের বিরোধী হলে শোর-গোল করতে থাকে'।[৫৯০]

আরয রইল যে, মাওলানা যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন এজন্য যে, ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এই উক্তিটি ইমাম ওসমানের কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন। আর গ্রন্থ হতে কৃত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

আমাদের দৃষ্টিতে 'আল-জারহু ওয়াত-তাদীল'-এর সনদটিও সহীহ। কেননা ইয়াকূব বিন ইসহাক মাজহূল রাবী নন। বরং তিনি সিকাহ রাবী। এজন্য যে, ইমাম আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবূ

---

৫৯০. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৪৭।

হাতিম স্রেফ সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা করতেন। যেমনটা আগে আলোচিত হয়েছেন।

যদি এর উপরও মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব সন্তুষ্ট না হন তাহলে আসুন! আমরা ইমাম ইবনু মাঈনের সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুআম্মালের সিকাহ হওয়ার উক্তি এমন একটি সনদে পেশ করছি যা স্রেফ সহীহ নয়। বরং খোদ মুহতারাম ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব একে সহীহ বানিয়ে নিয়েছেন। লক্ষ্য করুন-

ইমাম ইবনু আসাকির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৭১ হি.) বলেছেন,

أخبرنا أبو القاسم الواسطي نا أبو بكر الخطيب لفظا أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد قال سمعت أحمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين فعبد الرزاق في سفيان فقال مثلهم يعني ثقة كالمؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى وابن يمان وقبيصة والفريابي–

'ওসমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহিমাহুল্লাহকে বললাম, আব্দুর রাযযাক রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কেমন? তখন ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বললেন, তাদের ন্যায়। অর্থাৎ (আব্দুর রাযযাক সুফিয়ান হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, ইবনু ইয়ামান, কবীসা এবং ফিরইয়াবীর ন্যায় সিকাহ'।[৫৯১]

এ উক্তিতে সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সুফিয়ান সাওরীর যে ছাত্রদেরকে ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে সর্বপ্রথম মুআম্মাল বিন ইসমাঈল-এরই উল্লেখ করেছেন। আর এ সনদটি সহীহ। বরং এই সনদ দ্বারাই ইমাম ইবনু আসাকিরের এই গ্রন্থ হতে ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ-এরই একটি উক্তি বর্ণনা করে মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব সনদকে সহীহ বলেছেন। শুধু তাই নয়। বরং তাহকীকের পূর্ণতা আনতে

৫৯১. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ১১/১৭১, সনদ সহীহ।

গিয়ে এর সনদের রাবীদের তাওসীকও রিজালের ইমামদের থেকে পেশ করেছেন।[৫৯২]

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব! এখন আমরা আপনার পছন্দকৃত ও তাহকীককৃত সনদ দ্বারাই ইমাম ইবনু মাঈনের এই উক্তি পেশ করেছি। আশা করছি যে, এ সনদের উপর আপনার কোনই অভিযোগ থাকবে না।

মোটকথা : ইবনু মুহরিয হলেন মাজহূলুল হাল। যার বর্ণনা মারূফ ও মাশহূর সিকাহ রাবী ইমাম ওসমান দারেমীর বর্ণনার বিপরীত। এজন্য তা কবুলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত : ইবনু মুহরিযের বর্ণনাকে মেনে নিলেও এর দ্বারা সরাসরি এ উদ্দেশ্য করা যাবে না যে, সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের বর্ণনা একেবারেই যঈফ ও বাতিল। বরং ইবনু মাঈনের উক্তির উদ্দেশ্য শ্রেফ এই যে, সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের বর্ণনা শুদ্ধতার উচ্চতর স্তরে নেই। কিন্তু এমন বর্ণনা স্বতন্ত্রভাবে অবশ্যই সহীহ বা অন্ততপক্ষে হাসান স্তরের হবে।

যেমন ইমাম ইবনু আবী খায়সামা রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) বলেছেন,

سمعت يحيى بن مَعِين، وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فقال : هم خمسة : يحيى القطان، ووكيع، وابن المبارك، وابن مهدي، وأبو نعيم الفضل بْن دكين، وأما الفريابي، وأبو حذيفة، وقبيصة بْن عقبة، وعُبَيد الله، وأبو عاصم، وأبو أحمد الزبيري، وعبد الرزاق، وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة-

‘আমি ইবনু মাঈনকে বলতে শুনেছি এবং তার থেকে সাওরীর ছাত্রদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যে, কে অধিক সিকাহ? তিনি বললেন, পাঁচজন রয়েছেন।

১. ইয়াহইয়া আল-কাত্তান।

---

৫৯২. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৪৯-১৫০।

২. ওয়াকীহ।

৩. ইবনুল মুবারক।

৪. ইবনুল মুবারক।

৫. ইবনু মাহদী।

৬. আবূ নুআঈম আল-ফাযল বিন দুকাইন।

রইল ফিরইয়াবী, আবূ হুযায়ফাহ, কাবীসা, উবায়দুল্লাহ, আবূ আসেম, আবূ আহমাদ আয-যুবায়রী, আব্দুর রাযযাক এবং তাদের স্তরের যারা (মুআম্মাল বিন ইসমাঈল প্রমুখেরা) আছেন। এনারা সকলেই সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একে অপরের নিকটবর্তী অবস্থানে রয়েছে। এঁরা সকলেই সিকাহ। কিন্তু উপরোল্লিখিত (পাঁচজন আসবাত) ছাত্রের তুলনায় যবত ও মারিফাতে নিম্নতর'।[৫৯৩]

এই উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু মাঈন সুফিয়ান সাওরীর ছাত্রদের স্তরসমূহ নির্দেশ করেছেন। একটি জামাআতকে উচ্চস্তরের সিকাহ ও সাবত আখ্যা দিয়েছেন। আর অপর জামাআতকে সাকাহাতের মধ্যে তুলনামূলকভাবে নিম্নতর বলেছেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে পারিভাষিক অর্থে এমন যঈফ আদৌ বলেন নি। যাদের বর্ণনা বাতিল হয়ে থাকে।

একটি সংশয় নিরসন

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনাকে ইবনু মাঈনের কাছে যঈফ আখ্যা দিতে গিয়ে বড়ই অহংকারপূর্ণ তাহকীকী আবেগ প্রদর্শন করেছেন। যেমন তিনি ইবনু আসাকিরের নিম্নলিখিত বর্ণনাটি পেশ করেছেন-

أخبرنا أبو القاسم الواسطي أنا أبو بكر الخطيب أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد قال قلت ليحيي

---

৫৯৩. তাহযীবুল কামাল ২৭/৫৬।

بن معين فالفريابي يعني في سفيان قال مثلهم يعني مثل المؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى وقبيصة وعبد الرزاق–

'মুহাদ্দিস উসমান দারেমী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি ইবনু মাঈনকে ফিরইয়াবীর সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বললেন, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে ফিরয়াবী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা অনুরূপ হয়ে থাকে যেরূপ হয়ে থাকে মুআম্মাল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, কবীসাহ রহিমাহুল্লাহ এবং আব্দুর রাযযাক রহিমাহুল্লাহ্‌র সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা হতে'।[৫৯৪]

এরপর তিনি এ সনদের রাবীদের পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে তাদের তাওসীক পেশ করেছেন।

এ বর্ণনায় ইবনু মাঈন সুফিয়ান সাওরীর ছাত্রদের একটি জামাআতকে একই স্তরের বললেন। কিন্তু কোন্ বিষয়ে তিনি তাদেরকে এক স্তরের বললেন? তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা এখানে নেই। কিন্তু তারীখে ইবনু আসাকির গ্রন্থেই এই সনদে ইবনু মাঈন হতে অনুরূপ বর্ণনাও আছে। যেখানে ইবনু মাঈন সুফিয়ান সাওরীর ছাত্রদের এই দলটিকে স্পষ্টভাবে সাকাহাতের মধ্যে একই স্তরের আখ্যা দিয়েছেন।

আশরাফী সাহেব এই মুফাস্‌সার বর্ণনাটিকে সরিয়ে দিয়ে স্রেফ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটিকে সামনে রেখেছেন এবং তার ইজমালকে ভিত্তি বানিয়ে এই দর্শন কপচিয়েছেন যে, অন্য একটি বর্ণনায় কবীসার সাওরী হতে বর্ণনাকে ইবনু মাঈন যঈফ বলেছেন। যেমন মাওলানা আশরাফী সাহেব খতীব বাগদাদীর একটি বর্ণনা এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে-

৫৯৪. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৪৯

أَخْبَرَنَا الحسن بْن أَبِي بكر، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سهل أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عبد الله القطان، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بْن أبي خيثمة، قَالَ : سمعت يحيى بْن معين، قَالَ : وقبيصة ثقة في كل شيء إلا في سفيان، فإنه سمع وهو صغير–

ইমাম ইবনু আবী খায়সামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেছেন যে, কবীসা রহিমাহুল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সিকাহ। তবে সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করা ব্যতীত। কেননা তিনি শৈশবকালে তার থেকে শ্রবণ করেছিলেন'।[৫৯৫]

এরপর রাবীদের তাওসীক পেশ করতে গিয়ে এর সনদকে সহীহ আখ্যা দিয়ে আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে কবীসা রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা সহীহ নয়। আর এর পূর্বের উক্তির মধ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ফিরইয়াবীর বর্ণনার মর্যাদা সেটাই যেটা মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, কবীসা ইত্যাদি বিদ্বানদের সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে রয়েছে। আর এখন এই উক্তির মধ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কবীসা রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার চেয়ে কমজোর। সুতরাং নিশ্চিৎভাবে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনাও যঈফ প্রমাণিত হচ্ছে'।[৫৯৬]

আশরাফী সাহেব এটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ইবনু মাঈনের পূর্বোক্ত বর্ণনাটির মধ্যে সুফিয়ান সাওরী হতে একটি দলের (ফিরইয়াবী, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, আব্দুর রাযযাক এবং কবীসা) বর্ণনাকে একই মানের আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন্ দৃষ্টিকোণ হতে এই দলটিকে একই মানের আখ্যা দেয়া হয়েছে? এর কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। আর খতীব বাগদাদীর বর্ণনার মধ্যে এই দলের (ফিরইয়াবী, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, আব্দুর রাযযাক এবং কবীসা) একজন কবীসা সম্পর্কে এটা স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, সুফিয়ান সাওরী হতে তার বর্ণনা যঈফ হয়ে থাকে। এজন্য পূর্বের বর্ণনায় উল্লিখিত পুরো দলটির (ফিরইয়াবী, মুআম্মাল বিন

৫৯৫. তারীখু বাগদাদ ১২/৪৭০।

৫৯৬. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৫১।

ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, আব্দুর রাযযাক এবং কবীসা) বর্ণনা সুফিয়ান হতে যঈফ হয়ে থাকে।

জবাবে নিবেদন রইল যে-

প্রথমত : যদি এটা মেনে নেই যে, ইবনু মাঈনের অন্যান্য বর্ণনা অর্থাৎ খতীব বাগদাদীর বর্ণনার মধ্যে তাযঈফের কথা রয়েছে। তাহলে এ কথাটি ইবনু মাঈনের তারীখে দিমাশকের বর্ণনার তাফসীর নয়। বরং এর বিপরীত। কেননা তারীখে দিমাশকের বর্ণনার তাফসীর তারীখে দিমাশকের-ই অন্য বর্ণনায় অন্যত্র বিদ্যমান। যেখানে ইবনু মাঈন এই দলটিকে (ফিরইয়াবী, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, আব্দুর রাযযাক এবং কবীসা) সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনার মধ্যে স্পষ্টভাবে সাকাহাতের মধ্যে 'একই মানের' আখ্যা দিয়েছেন। লক্ষ্য করুন-

ইমাম ইবনু আসাকির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৭১ হি.) বলেছেন,

أخبرنا أبو القاسم الواسطي نا أبو بكر الخطيب لفظا أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد قال سمعت أحمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين فعبد الرزاق في سفيان فقال مثلهم يعني ثقة كالمؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى وابن يمان وقبيصة والفريابي-

'ওসমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহিমাহুল্লাহকে বললাম, সুফিয়ান হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আব্দুর রাযযাক কেমন? তখন ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বললেন, তাদের ন্যায়। অর্থাৎ (সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আব্দুর রাযযাক) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, ইবনু ইয়ামান, কবীসা এবং ফিরইয়াবীর ন্যায় সিকাহ'।[৫৯৭]

---

৫৯৭. তারীখে দিমাশক ১১/১৭১, সনদ সহীহ।

চিন্তা করুন! তারীখে দিমাশকের এই বর্ণনাটি স্পষ্টভাবে বলছে যে, ইবনু মাঈন এই দলটিকে (ফিরইয়াবী, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, আব্দুর রাযযাক এবং কবীসা) সাকাহাতের মধ্যেই 'একই স্তরের' আখ্যা দিয়েছেন। এখন যদি তারীখে বাগদাদের বর্ণনার মধ্যে এটি পাওয়া যায় যে, এ দলটির অন্তর্ভুক্ত কবীসাকে সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যঈফ বলা হয়েছে। তাহলে খাস ব্যক্তি অর্থাৎ কবীসার ব্যাপারে ইবনু মাঈনের মতামত বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ইবনু মাঈন অন্যত্র কবীসাকে সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যঈফ বলছেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই দলটির স্রেফ একজন ব্যক্তি সম্পর্কে ইবনু মাঈনের অন্য উক্তি পাওয়ার পর আশরাফী সাহেব কোন্ বিবেক ও যুক্তিবলে একে পুরো দলের (ফিরইয়াবী, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, আব্দুর রাযযাক এবং কবীসা) উপর প্রয়োগ করছেন?

পরিষ্কার কথা এই যে, তারীখে দিমাশকের একটি বর্ণনার মধ্যে ইমাম ইবনু মাঈন যে দলটিকে (ফিরইয়াবী, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, আব্দুর রাযযাক এবং কবীসা) সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনায় সিকাহ বলেছেন সেই দলটির মধ্যে শুধু একজন ব্যক্তি কবীসা সম্পর্কে তারীখে বাগদাদের অপর একটি বর্ণনায় ইবনু মাঈনের আরেকটি অভিমত পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য (ইবনু মাঈনের) এ দ্বিতীয় অভিমতটি স্রেফ কবীসার সাথেই খাস।

আশরাফী সাহেবের ভুল ধারণার কারণ এই যে, তিনি যে ভূমিকার উপর স্বীয় দলীলের ভিত্তি রেখেছেন সেই ভূমিকাটিই বাতিল!

আশরাফী সাহেবের ভূমিকাটি এই যে, তারীখে দিমাশকের বর্ণনার মধ্যে ইবনু মাঈনের সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার মধ্যে একটি দলকে একই স্তরের আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কোন্ বিষয়ে একই মানের বলেছেন? এটা প্রতীয়মান নয়। এটাই হল আশরাফী সাহেবের ভূমিকা!

অতঃপর নিজের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি এই 'অপ্রতীয়মান' বিষয়টি তারীখে বাগদাদের বর্ণনা দ্বারা 'প্রতীয়মান' করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা আরয করেছি যে, তারীখে দিমাশকের বর্ণনার মধ্যে ইবনু মাঈন সুফিয়ান সাওরী হতে

বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একটি দলকে যে বিষয়ে একই মানের আখ্যা দিয়েছেন সেটি অপ্রতীয়মান কোন বিষয় নয়। বরং তারীখে দিমাশকের অন্য একটি বর্ণনা দ্বারা 'প্রতীয়মান' রয়েছে। আর সেটা এই যে, সাকাহাতের ক্ষেত্রেই ইবনু মাঈন এই দলটিকে 'সমমানের' বলেছেন।

দ্বিতীয়ত : তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের বর্ণনাটিতে ইবনু মাঈন হতে সুফিয়ান সাওরী থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কবীসার উপর যে সমালোচনা করা হয়েছে তার দ্বারা তাযঈফ উদ্দেশ্য নয়। বরং এতে ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে কবীসা রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার মধ্যে শুদ্ধতার উচ্চস্তরকে নাকোচ করেছেন। কিন্তু শুদ্ধ হওয়াকে নাকোচ করেন নি।

(ক) ইবনু মাঈন অন্য বর্ণনার মধ্যে সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে কবীসাকে স্পষ্টভাবে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন। এজন্য দুটি উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাবে।

(খ) ইমাম ইবনু আবী খায়সামা রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) বলেছেন,

سئل يحيى بن معين عن حديث قبيصة فقال ثقة الا في حديث الثوري ليس بذلك القوى–

'ইমাম ইবনু মাঈনকে কবীসা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। তখন ইমাম ইবনু মাঈন বললেন যে, তিনি সিকাহ রাবী। তবে সাওরীর হাদীস ব্যতীত। তিনি তার (সাওরীর) হাদীসের মধ্যে খুব বেশী শক্তিশালী নন'।[৫৯৮]

এই উক্তির মধ্যে ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কবীসাকে 'তিনি খুব বেশী শক্তিশালী নন' বলেছেন। আর এই শব্দটি সর্বজনীনভাবে তাযঈফের পক্ষে প্রমাণ বহন করে না। বরং এর দ্বারা 'তুলনামূলকভাবে কম মানের সিকাহী রাবী' বলা উদ্দেশ্য।[৫৯৯]

---

৫৯৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৭/১২৬।

৫৯৯. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযা পৃ. ৬৩৪-৬৩৫।

(গ) ইমাম ইবনু আবী খায়সামা রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) বলেছেন,

سمعت يحيى بن مَعِين، وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فقال : هم خمسة : يحيى القطان، ووكيع، وابن المبارك، وابن مهدي، وأبو نعيم الفضل بْن دكين، وأما الفريابي، وأبو حذيفة، وقبيصة بْن عقبة، وعُبَيد الله، وأبو عاصم، وأبو أحمد الزبيري، وعبد الرزاق، وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة-

'আমি ইবনু মাঈনকে বলতে শুনেছি যে, যখন তাকে সাওরীর ছাত্রদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কে বেশী আসবাত? তখন তিনি বললেন, পাঁচজন রয়েছেন। ১. ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান। ২. ওয়াকী। ৩. ইবনুল মুবারক। ৪. ইবনু মাহদী। ৫. আবূ নুআঈম ফযল বিন দুকাইন। রইল ফিরইয়াবী, আবূ হুযায়ফাহ, কবীসা বিন উকবাহ, উবায়দুল্লাহ, আবূ আসেম, আবূ আহমাদ আয-যুবাইরী, আব্দুর রাযযাক এবং তার স্তরের বিদ্বানগণ। তো, তারা সকলেই সুফিয়ান হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একজন অপরজনের নিকটবর্তী। কিন্তু উল্লিখিত (পাঁচজন আসবাত) একে অপরের তুলনায় কম রয়েছেন'।[৬০০]

এ উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু মাঈন সুফিয়ান সাওরীর ছাত্রদের 'স্তর' নির্দেশ করেছেন। একটি জামাআতকে তিনি উচ্চস্তরের সিকাহ ও সাবত বলেছেন। আর দ্বিতীয় জামাআতটিকে তিনি সাকাহাতের মধ্যে তুলনামূলক কম বলেছেন; যাদের মধ্যে কবীসাও আছেন। কিন্তু তিনি কবীসাকে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় এমন যঈফ রাবী আদৌ বলেন নি; যার বর্ণনা বাতিল হয়ে থাকে।

মোটকথা : তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের বর্ণনায় ইমাম ইবনু মাঈন সুফিয়ান হতে কবীসাকেও যঈফ বলেন নি। এজন্য তার অন্য সাথীদের তাযঈফের প্রশ্নই আসবে না।

৬০০. তাহযীবুল কামাল ২৭/৫৬।

এই পুরো আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব একটি বোগাস ভূমিকার উপর ভিত্তিশীল নিজের তাহকীকে নিমগ্ন হয়ে আছেন। আর তিনি বড়ই অহংকারের সাথে লিখেছেন, 'এক্ষণে দেখা যাক যে, গায়ের মুকাল্লিদ আলেমগণ তাহকীক গ্রহণ করবেন নাকি মাসলাকী গোঁড়ামীর প্রমাণ দিতে গিয়ে একে বর্জন করবেন'।[৬০১]

মুহতারাম! যেটাকে আপনি গ্রহণযোগ্য তাহকীক ভেবে বসে আছেন সেটি একটি বাতিল ভূমিকার উপর ভিত্তিশীল ভুল ও বাতিল ফলাফল। যা ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার যোগ্য। কিন্তু আপনি খুবই বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছিলেন। এজন্য আমি জবাব দিলাম। এক্ষণে পাঠকগণ দেখবেন যে, কারা তাহকীক গ্রহণ করে এবং কারা মাসলাকী গোঁড়ামীর প্রমাণ দেয়?

জারিহীনদের উক্তি সমূহ

(১৪) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন,

صدوق، شديد في السنة كثير الخطأ–يكتب حديثه–

'তিনি সত্যবাদী। সুন্নাহ পালনে কঠোর। অত্যধিক ভুল করতেন। তার হাদীস লেখা যাবে'।[৬০২]

মনে রাখতে হবে, ইমাম আবূ হাতেম কঠোর সমালোচকদের একজন। যেমন ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

فإنه متعنت في الرجال–

'ইমাম আবূ হাতেম রাবীদের উপর সমালোচনার ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন'।[৬০৩]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

৬০১. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৫১।
৬০২. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৩৭৪।
৬০৩. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/২৬০।

وابو حاتم عنده عنت–

'আবূ হাতেমের মধ্যে কঠোরতা রয়েছে'।[৬০৪]

(১৫) ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সিকাহ রাবী। তিনি অত্যধিক ভুল কারী'।[৬০৫]

ইমাম ইবনু সাদ জমহূরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে যখন জারাহ করেন তখন তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্র ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়।[৬০৬]

(১৬) ইমাম মারওয়াযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯৪ হি.) বলেছেন,

إِذَا انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ وَجَبَ أَنْ تُوقَفَ، وَيُتَثَبَّتُ فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ سَيِّئَ الْحِفْظِ، كَثِيرَ الْغَلَطِ–

'যখন তিনি কোন হাদীসের মধ্যে একক হন তখন থেমে যেতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করতে হবে। কেননা তিনি বাজে স্মৃতির অধিকারী ছিলেন এবং বেশীমাত্রায় ভুল করতেন'।[৬০৭]

আরয রইল যে, ইমাম মারওয়াযী তার একক হাদীসের মধ্যে থেমে যেতে ও যাচাই-বাছাই করতে বলেছেন। তিনি সর্বজনীনভাবে তার একক হাদীসকে বাতিল করার কথা বলেন নি। মনে রাখতে হবে, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর উপরও 'বাজে স্মৃতির অধিকারী' সমালোচনা করা হয়েছে।

(১৭) ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল অত্যধিক ভুলকারী'।[৬০৮]

---

৬০৪. মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৪৪১।
৬০৫. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৫/৫০১।
৬০৬. মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী ২/৩২২।
৬০৭. তাযীমু কাদরিস সালাত ২/৫৭৪।
৬০৮. নাসাঈ কুবরা ৬/২৬।

মনে রাখতে হবে, ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ জারাহ করার ক্ষেত্রে মুতাশাদ্দিদ ছিলেন। যেমন ইমাম যাহাবী একটি স্থানে বলেছেন,

والنسائي مع تعنته في الرجال، فقد احتج به-

'ইমাম নাসাঈ রাবীদের উপর কঠোর হওয়া সত্ত্বেও তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন'।[৬০৯]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইমাম নাসাঈ কঠোর হওয়ার পরও তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন'।[৬১০]

জ্ঞাতব্য

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব মুআম্মালের উপর ইমাম নাসাঈর জারাহ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, '৭. ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন তার মধ্যে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে (মাজলিসানে নাসাঈ রাবী নং ১৭ পৃ. ৪৮)'।[৬১১]

আরয রইল যে, মুআম্মালের উপর ইমাম নাসাঈর এ জারাহটি কোন গ্রন্থে নেই। আশরাফী সাহেব যে গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন সেই গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃষ্ঠায় ইমাম নাসাঈর কোন জারাহ নেই। অবশ্য এ গ্রন্থের মুহাক্কিক আবূ ইসহাক আল-হুয়াইনী হাফিযাহুল্লাহ টীকায় নিজের পক্ষ থেকে লিখেছেন যে, 'আর মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের সামান্য দুর্বলতা রয়েছে'।[৬১২]

লক্ষ্য করুন যে, আশরাফী সাহেব বর্তমান সময়ের একজন আলেম এবং আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র ছাত্রের উক্তিকে ইমাম নাসাঈর উক্তি বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ।

৬০৯. মীযানুল ইতিদাল ১/৪৩৭।
৬১০. মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৩৮৭।
৬১১. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৩৯।
৬১২. পৃ. ৫৬, টিকা নং ১৭।

প্রকাশ থাকে যে, আশরাফী সাহেব মূল গ্রন্থের লেখক এবং কিতাবের মুহাক্কিক-এর মধ্যে পার্থক্য করণে অসতর্ক থেকে আরও কয়েকজন বর্তমান আলেমের উক্তিকে মৃত ইমামদের মন্তব্য বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এই গ্রন্থের স্ব স্ব স্থানে এর স্পষ্ট আলোচনা আসছে।

(১৮) ইমাম যাকারিয়া বিন ইয়াহ্ইয়া আস-সাজী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী। অত্যধিক ভুল করতেন'।[৬১৩]

মনে রাখতে হবে, ইমাম সাজীও জারাহ করার ক্ষেত্রে কঠোর। তিনি অসংখ্য রাবীর উপর অহেতুক সমালোচনা করেছেন। যেমনটা ইমাম যাহাবী এবং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুমাল্লাহ কয়েকটি স্থানে এটি স্পষ্ট করেছেন। যেমন ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে বলেছেন, 'যাকারিয়া আস-সাজী তাকে কোনরূপ (নির্ভরযোগ্য) দলীল ব্যতীত যঈফ বলেছেন'।[৬১৪]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও একটি স্থানে বলেছেন, 'সাজী তাকে কোন দলীল ব্যতীতই যঈফ বলেছেন'।[৬১৫]

ইমাম সাজী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে এরকম কথা কয়েকটি স্থানে বলা হয়েছে। যা এ কথাটির দলীল যে, ইমাম সাজী জারাহ করার ক্ষেত্রে কঠোর।

(১৯) ইমাম ইবনু আম্মার আশ-শাহীদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৭ হি.) বলেছেন,

فَأَما المؤمل فَكَانَ قد دفن كتبه وَكَانَ يحدث حفظا فيخطئ الْكثير–

'মুআম্মাল তার গ্রন্থগুলি মাটিতে দাফন করেছিলেন। আর তিনি স্মৃতি হতে বর্ণনা করতেন। যার দরূণ তিনি অত্যধিক মাত্রায় ভুল করতেন'।[৬১৬]

---

৬১৩. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৩৩৯।
৬১৪. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৪৭।
৬১৫. মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৪৬৩।
৬১৬. ইলালুল হাদীস ফী সহীহি মুসলিম পৃ. ১০৭।

ইবনু আম্মার রহিমাহুল্লাহ্র এ কথাটি ঐ মুহাদ্দিসদের বিরোধী যারা মুআম্মালকে কম ভুলকারী বলেছেন। আর অল্প ভুল করতেন-সমালোনাটিই অগ্রগণ্য। যা সামনে বিস্তারিত আসছে।

সিকাহ আখ্যাদানকারীর ৫৫ জন বিদ্বানের উক্তি

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) তাকে সিকাহ বলেছেন।[৬১৭]

(২) ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৪ হি.) মুআম্মাল হতে বর্ণনা গ্রহণ করতেন।[৬১৮] অন্যদিকে ইমাম ইবনুল মাদীনী স্রেফ সিকাহ হতেই বর্ণনা গ্রহণ করতেন।[৬১৯]

(৩) ইমাম ইসহাক বিন রাহাওয়াই রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ছিলেন'।[৬২০]

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) মুআম্মাল হতে বর্ণনা করতেন।[৬২১] তিনিও শুধু সিকাহ রাবী থেকে বর্ণনা করতেন।

* আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

كان اذا رضي عن انسان وكان عنده ثقة–حدث عنه–

'আমার পিতা যখন কোন মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন এবং তিনি তার কাছে সিকাহ হতেন; তখন তিনি তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করতেন'।[৬২২]

* ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আহমাদ তার থেকে বর্ণনা করতেন। আর তার শায়েখগণ সিকাহ'।[৬২৩]

---

৬১৭. তারীখু ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/৬০।
৬১৮. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ১/২৮৮।
৬১৯. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৯/১১৪।
৬২০. আবূ ইসহাক আল-মুযাক্কী, আল-মুযাক্কিয়াত পৃ. ৮২, সনদ হাসান।
৬২১. মুসনাদু আহমাদ ১/২৬৯।
৬২২. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল ১/২৩৮।
৬২৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৯৯।

* জনাব যাফর আহমাদ থানবী হানাফী বলেছেন, 'অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদের উস্তাদগণ সিকাহ'।[৬২৪]

(৫) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) সহীহ বুখারীতে তার থেকে সাক্ষীস্বরূপ দলীল গ্রহণ করেছেন।[৬২৫] ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তার দ্বারা বুখারী ইসতিশহাদরূপে বর্ণনা করেছেন'।[৬২৬]

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ যার থেকে সাক্ষীস্বরূপ দলীল গ্রহণ করতেন তিনি সাধারণত সিকাহ হন।

হাফেয মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) বলেছেন, 'ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (হাম্মাদ বিন সালামা) হতে সহীহ বুখারীতে কয়েকটি স্থানে সাক্ষীস্বরূপ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এটা নির্দেশ করার জন্য যে, তিনি একজন সিকাহ রাবী'।[৬২৭]

(৬) ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) হতে আবূ উবায়দা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে,

سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشئ–

'আমি ইমাম আবূ দাঊদকে মুআম্মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি সেই রাবীর মাহাত্ম বর্ণনা করলেন এবং বললেন, কিন্তু তিনি কিছু বিষয়ে ভুল করেছেন'।[৬২৮]

---

৬২৪. কওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ২১৮।
৬২৫. সহীহ বুখারী হা/২৭০০।
৬২৬. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৯।
৬২৭. শুরূতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ পৃ. ১৮।
৬২৮. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৮।

ইমাম আবূ দাঊদ স্রেফ মামুলী জারাহ করেছেন। আর এর সাথে সাথে তিনি তার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। এ কথাগুলি এ বিষয়টির দলীল যে, ইমাম আবূ দাঊদের কাছে মুআম্মাল সিকাহ রাবী।

(৭) ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি হাসান সহীহ'।[৬২৯]

(৮) ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটির সনদ আমাদের কাছে সহীহ'।[৬৩০]

(৯) ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) মুআম্মালের কয়েকটি হাদীসকে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আলোচ্য হাদীসটিও অন্যতম।

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় পুরো গ্রন্থে কোন স্থানে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহ্‌র তাওসীক করেন নি। সুতরাং ইবনু খুযায়মাকে প্রশংসাকারীদের মধ্যে গণ্য করা ভুল'।[৬৩১]

আরয রইল যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আর সমালোচক ইমামের পক্ষ হতে কোন রাবীর হাদীসকে তাসহীহ করার অর্থ তিনি সেই রাবীকে তাওসীক করেছেন।

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

قلت صحّح بن خُزَيْمَة حَدِيثه وَمُقْتَضَاهُ أَن يكون عِنْده من الثِّقَات–

'আমি বলছি যে, ইবনু খুযায়মাহ তার হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তার দাবী এই যে, তার কাছে তিনি সিকাহ রাবী'।[৬৩২]

---

৬২৯. সুনানে তিরমিযী ২/২৭৪।

৬৩০. তাহযীবুল আসার মুসনাদে ওমর ১/৮।

৬৩১. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৫৬।

৬৩২. ইবনু হাজার, তাজীলুল মানফাআহ পৃ. ২৪৮।

(১০) ইমাম বাগাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৭ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'সহীহ'।[৬৩৩]

(১১) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) তাকে স্বীয় সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬৩৪]

(১২) ইমাম আবূ বকর ইসমাঈলী (মৃ. ৩৭১ হি.) মুসতাখরাজ আলা সহীহ বুখারী গ্রন্থে মুআম্মালের হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৬৩৫]

(১৩) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ'।[৬৩৬]

(১৪) ইমাম ইবনু শাহীন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'মুআম্মাল মাক্কী সিকাহ রাবী। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এমনটি বলেছেন।[৬৩৭]

(১৫) ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ'।[৬৩৮]

(১৬) ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) মুহাল্লা গ্রন্থে তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।[৬৩৯] তিনি তার এ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

وَلْيَعْلَمْ مَنْ قَرَأَ كِتَابَنَا هَذَا أَنَّنَا لَمْ نَحْتَجَّ إِلَّا بِخَبَرٍ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ–

'আমার এই গ্রন্থের পাঠক জেনে রাখুক যে, শুধু সিকাহ রাবীর সহীহ বর্ণনাগুলি দ্বারা আমি দলীল পেশ করেছি'।[৬৪০]

---

৬৩৩. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৬/২৭৭।
৬৩৪. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৯/১৮৭।
৬৩৫. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১৩/৩৩।
৬৩৬. সুনানে দারাকুতনী ২/১৮৬।
৬৩৭. ইবনু শাহীন, তারীখুল আসমায়িস সিকাত পৃ. ২৩১।
৬৩৮. হাকেম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৪৮।
৬৩৯. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৪/৭৪।
৬৪০. ঐ ১/২১।

(১৭) ইমাম ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২৮ হি.) বলেছেন, তিনি মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ হাসান'।[৬৪১]

(১৮) ইমাম যিয়াউল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) আল-আহাদীসুল মুখতারাহ গ্রন্থে তার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৬৪২]

(১৯) ইমাম মুনযিরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৫৬ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এটা বাযযার বর্ণনা করেছে হাসান সনদে'।[৬৪৩]

(২০) ইমাম ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি ইবনু মাজাহ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন'।[৬৪৪]

(২১) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ বসরী রাবী ছিলেন'।[৬৪৫]

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব ইমাম যাহাবীর তাওসীক বাতিল করার জন্য বলেছেন যে, 'ইমাম যাহাবী কাশিফ ও অন্যান্য গ্রন্থে তার উপর জারাহ উদ্ধৃত করেছেন'।[৬৪৬]

আরয রইল যে, অন্যদের উক্তি উদ্ধৃত করা ইমাম যাহাবীর নিজের ফায়সালা নয়। বরং তিনি স্বীয় ফায়সালায় মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে সিকাহ বলেছেন। এটা এ বিষয়ের দলীল যে, ইমাম যাহাবীর দৃষ্টিতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ। আর তাকে তাযঈফকারী উক্তিগুলি সঠিক নয়। উপরন্তু ইমাম যাহাবী মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ স্বীয় 'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুআস্সাক' গ্রন্থে করেছেন।[৬৪৭]

---

৬৪১. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল-ঈহাম ৫/৮৪।
৬৪২. আল-আহাদীসুল মুখতারাহ হা/৭৭৪। মুহাক্কিক বলেছেন, 'এর সনদ হাসান'।
৬৪৩. মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৪/১১৮।
৬৪৪. ইগাসাতুল লাহফান ১/৩৪২।
৬৪৫. আল-ইবার ১/৩৫০।
৬৪৬. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৫৭।
৬৪৭. মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্সাক পৃ. ১৮৩।

এই গ্রন্থে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ এমন রাবীদেরকে উল্লেখ করেছেন যাদের উপর জারাহ করা হয়েছে; তারপরও তারা সিকাহ। এটাও এ কথাটির দলীল যে, ইমাম যাহাবীর তাহকীকে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সিকাহ রাবী। আর তার উপর কৃত জারাহগুলি দ্বারা তিনি যঈফ প্রমাণিত হন না।

(২২) ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) মুআম্মালের একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি সহীহ'।[৬৪৮]

(২৩) ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.) বলেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সদূক। তাকে নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে'।[৬৪৯]

(২৪) ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে'।[৬৫০]

ইমাম হায়সামী মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের সনদ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, এর রাবীগুলিকে সিকাহ বলা হয়েছে। আর কতিপয়ের সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়েছে যা ক্ষতিকর নয়।[৬৫১]

(২৫) ইমাম বূসীরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৪০ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৬৫২]

তারজীহ

পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে জারিহীন ও মুওয়াসসিকীনদের উভয়ের উক্তিগুলিকে পেশ করা হয়েছে। এ সকল উক্তি গভীরভাবে পড়ার পর প্রতিটি ব্যক্তি এই ফলাফলে পৌঁছবে যে, মুওয়াসসিকনীদের উক্তিগুলিই অগ্রগণ্য। জারাহ-তাদীলের মধ্যে

৬৪৮. তাফসীর ইবনু কাসীর ৩/৫২।
৬৪৯. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৪/৬৫২।
৬৫০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/১১১।
৬৫১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/২০২।
৬৫২. ইতহাফুল খাইরাতিল মাহরাহ ৬/১৬৫।

তাআরুযের সময় তারজীহ-এর সকল উসূল অনুযায়ী প্রতিটি উসূলের আলোকে মুওয়াসসিকনীদের উক্তিগুলিই প্রাধান্য আখ্যা পাবে। বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন-

মুতাশাদ্দিদ এবং মুতাদিলের দৃষ্টিকোণ থেকে

জারাহ ও তাদীলের সময় যদি জারাহ মুতাশাদ্দিদের পক্ষ হতে হয় তাহলে সেটি বাতিল করা হয়।

এই উসূলের আলোকেও মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উপর কৃত জারাহ বাতিল হবে। কেননা যারা তাকে অধিক ভুলকারী বলেছেন তাদের অধিকাংশই মুতাশাদ্দিদ। যেমনটা উপযুক্ত স্থানে আলোচিত হয়েছে। আর যারা তাওসীক করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ ও অন্য মুতাদিল ইমামগণ আছেন। বরং যারা তাওসীক করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন মুতাশাদ্দিদ ইমামও আছেন। আর মুতাশাদ্দিদ ইমাম যখন তাওসীক করেন তখন তার তাওসীক খুবই গুরুত্ব রাখে।

জারাহ মুফাস্‌সার এবং জারাহ গায়ের মুফাস্‌সার-এর দৃষ্টিকোণ হতে

যদি মুফাস্‌সার এবং গায়ের মুফাস্‌সার-এর দৃষ্টিকোণ হতে তারজীহ দেয়া হয় তাহলেও মুআম্মালের তাওসীক-ই অগ্রগণ্য হবে। কেননা যে সকল লোক তার উপর জারাহ মুফাস্‌সার করেছেন তাদের তাফসীরের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিছু সমালোচক 'অধিক ভুলকারী' বলেছেন। অন্যদিকে কতিপয় তাকে সামান্য 'ভুল করতেন' বলেছেন। আর উসূল অনুসারে এদের কথাই অগ্রগণ্য। বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন।

যারা মুআম্মালকে অধিক ভুলকারী বলেছেন

(১) ইমাম আবূ হাতেম অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন।

(২) ইমাম ইবনু সাদ বেশী ভুল করতেন বলেছেন।

(৩) ইমাম মারওয়াযী অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন।

(৪) ইমাম নাসাঈ অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন।

(৫) ইমাম সাজী অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন।

(৬) ইমাম ইবনু আম্মার আশ-শাহীদ অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন।

এর বিপরীতে নিম্নের ইমামগণ 'তিনি সামান্য ভুল করতেন' বলেছেন-

(১) ইমাম ইবনু মাঈন বলেছেন, 'তিনি তার হিফয হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন'। অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমন ভুল করতেন।

(২) ইমাম আহমাদ বলেছেন, 'মুআম্মাল ভুল করতেন।

(৩) ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, 'তিনি কিছু বিষয়ে ভ্রমে পতিত হতেন'।

(৪) ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেন, 'তিনি কদাচিৎ ভুল করতেন'।

(৫) ইমাম হায়সামী বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী। তার মাঝে দুর্বলতা আছে'। দুর্বলতা দ্বারা সামান্য ভুল করা বুঝানো হয়েছে।

(৬) ইবনু কানে বলেছেন, 'তিনি সৎ। ভুল করতেন'। অর্থাৎ মাঝে মাঝে ভুল করতেন।

(৭) ইমাম যাহাবী বলেছেন, 'তিনি হাফেয, আলেম এবং ভুল করতেন'।

এ সকল উক্তির বরাত পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে পেশ করা হয়েছে।

চিন্তা করুন! যে সকল মুহাদ্দিস তার উপর জারাহ মুফাস্সার করেছেন তারা একে অপরের সাথে একমত নন। বরং কিছু ইমাম তাকে অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন। আবার কেউ তাকে সামান্য ভুলকারী বলেছেন। এখন দেখতে হবে যে, এ দুটি দলের মধ্যে কোন্ দলটির কথা অধিক গ্রহণযোগ্য?

নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর ভিত্তিতে সামান্য ভুলকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন যারা তাদের বক্তব্যই অগ্রগণ্য।-

প্রথমত : অত্যধিক ভুল করার জারাহ যারা করেছেন তাদের অধিকাংশই মুতাশাদ্দিদ হিসেবে গণ্য হন। আর মুতাদিলদের বিপরীতে মুতাশাদ্দিদদের জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত : কম ভুলকারী জারাহ যারা করেছেন তাদের ইমাম ইবনু মাঈন এবং ইমাম ইবনু হিব্বানের ন্যায় মুতাশাদ্দিদ ইমামও রয়েছেন। আর মুতাশাদ্দিদ যখন তাওসীক করেন তখন তার তাওসীক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। একারণে যখন ইবনু হিব্বানের ন্যায় মুতাশাদ্দিদ ইমামও সাধারণ ভুলকারী হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন তখন এটা এ কথার দলীল যে, তিনি বেশীমাত্রায় ভুল করতেন না। নতুবা ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ্র ন্যায় মুতাশাদ্দিদ ইমাম তার উপর কেবল সাধারণ জারাহ করতেন না।

এখান হতে এটাও প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু হিব্বান তার তাওসীকের ক্ষেত্রে তাসাহুল করেন নি। বরং তার বর্ণনাকে যাচাই-বাছাই করার পর তিনি তাকে সিকাহ বলেছেন। আর তাকে অল্পভুলকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম ইবনু হিব্বানের এই ধরনের তাওসীককে 'তাসাহুলের উপর ভিত্তিশীল' বলা যাবে না। কেননা এই তাওসীক তার শায উসূলের উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং ইসতিকরা-এর উপর ভিত্তিশীল।[৬৫৩]

তৃতীয়ত : 'সাধারণ ভুল করেছেন' বলে যারা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ রয়েছেন। যিনি মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের ছাত্র। অর্থাৎ তিনি মুআম্মাল সম্পর্কে ভালমত অবগত আছেন। অন্যদিক বেশীমাত্রায় যারা সমালোচনা তাদের মধ্যে মুআম্মালের কোনই ছাত্র নেই। এজন্য যাহির হয় যে, তারা মুআম্মালের ব্যাপারে মুআম্মালের ছাত্রদের চেয়ে উত্তম রায় দিতে সক্ষম নন।

চতুর্থত : সমালোচক ইমামদের মধ্য হতে দুজন জলীলুল কদর ইমাম যাহাবী এবং ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে কম ভুলকারী

---

৬৫৩. আত-তানকীল ২/৬৬৯।

বলেছেন। উপরন্তু সাথে এটাও বলেছেন যে, তার উপর কৃত জারাহ দ্বারা তিনি যঈফ রাবী প্রমাণিত হন না। অধ্যয়ন করুন-

(১) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয, আলেম। ভুল করতেন'।[৬৫৪]

মাওলানা আমীর আলী লিখেছেন, 'যাহাবী রহিমাহুল্লাহ তাকে হাদীসের হাফেয বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, তার থেকে ভুল সংঘটিত হত। তিনি তার একটি মুনকার হাদীসও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ইকরিমাকে নাকারাতের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন'।[৬৫৫]

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ স্বীয় 'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্‌সাক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬৫৬] এ গ্রন্থে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ এমন রাবীদের উল্লেখ করেছেন যাদের উপর জারাহ করা হলেও তারা সিকাহ। এটা এ কথার দলীল যে, ইমাম যাহাবীর তাহকীক মোতাবেক মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। আর তার উপর কৃত জারাহ দ্বারা তিনি যঈফ প্রমাণিত হন না।

(২) ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। আর তার মাঝে দুর্বলতা আছে' (অর্থাৎ তিনি কখনো কখনো ভুল করতেন)।[৬৫৭]

ইমাম হায়সামী মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের সনদে একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, 'এ রেওয়ায়াতের রাবীদেরকে সিকাহ বলা হয়েছে। আর এর কয়েকজন রাবীর উপর জারাহ করা হয়েছে। যা ক্ষতিকর নয়'।[৬৫৮]

---

৬৫৪. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৪/২২৮।

৬৫৫. আত-তাকীব পৃ. ৫১৫; শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ প্রণীত তাওযীহুল কালাম (পৃ. ৫৫৮) গ্রন্থের বরাতে।

৬৫৬. মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্‌সাক পৃ. ১৮৩।

৬৫৭. মাজমা ৮/১১১।

৬৫৮. মাজমা ৭/২০২।

এটা এর দলীল যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ-এর তাহকীক মোতাবেক মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। আর তার উপর কৃত জারাহ দ্বারা তিনি যঈফ প্রমাণিত হন না।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম হায়সামী সম্পর্কে মাওলানা সফদর সাহেব বলেছেন, 'আল্লামা হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্র সহীহ-যঈফ যাচাইয়ের যোগ্যতা যদি না থাকে তাহলে আর কার রয়েছে'।[৬৫৯]

প্রতীয়মান হল যে, দুজন জলীলুল কদর সমালোচক ইমামও এ কথাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের কম ভুল হত। আর তার উপর 'বেশী ভুল করতেন' অপবাদটি সঠিক নয়। এজন্য মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী।

এ দুজন সমালোচক ইমামের বিপরীতে আধুনিক যুগের লোকদের অগ্রাধিকার প্রদানের কোনই মূল্য নেই।

জমহূরের দৃষ্টিকোণ থেকে

জারাহ-তাদীলের উক্তিগুলির মধ্যে তাআরুয হলে তাতবীক কিংবা তারজীহ দেয়া সম্ভব না হলে জমহূরের উক্তি অগ্রাধিকার পাবে। এজন্য এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গেলেও মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাওসীক-ই অগ্রাধিকার পাবে। কেননা তাকে সিকাহ আখ্যাদানকারীর সংখ্যা তার উপর জারাহকারীদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী।

আহনাফের সাক্ষ্য

আহনাফের মধ্য হতেও কয়েকজন মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে সিকাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৬৫৯. আহসানুল কালাম ১/২৩৩।

* মাওলানা যাফর আহমাদ ওসমানী হানাফী 'মুআম্মাল বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সাওরী হতে' সনদ সম্পর্কে লিখেছেন, 'এর রাবীগণ সিকাহ'।[৬৬০]

* আল্লামা আইনী হানাফী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন, 'এর সনদ সহীহ'।[৬৬১]

* দেওবন্দী আলেমদের বই 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'-এর কয়েকটি স্থানে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের হাদীসকে স্বপক্ষের দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (হা/৩ পৃ. ২৭০)। এ হাদীসের সনদে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রয়েছেন।[৬৬২]

* দেওবন্দীদের 'নামাযে পায়াম্বর' (পৃ. ২৫০) বইতেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে এবং পরের সুন্নতসমূহ সম্পর্কে উম্মে হাবীবা রাযিআল্লাহু আনহার একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যার সনদের মধ্যেও মুআম্মাল বিন ইসমাঈল আছেন।[৬৬৩]

এ হাদীসটি মুসলিমেও সংক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান। তবে মুসলিমে অতটা বিস্তারিত নেই যতটা তিরমিযীতে আছে।

জ্ঞাতব্য : কিছু আহনাফ মুআম্মাল সম্পর্কে কিছু জারাহ মুফাস্সার নিয়ে এসে সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে চেষ্টা করেছেন। আমরা স্পষ্ট করেছি যে, মুআম্মালের উপর কৃত জারাহ মুফাস্সারের মধ্যেও ইখতিলাফ রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ জারাহ মুফাস্সার করতে গিয়ে বলেছেন,

وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي حنيفة وهو سيء الْحِفْظِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ–

---

৬৬০. ইলাউস সুনান ২/৯১৫।
৬৬১. উমদাতুল কারী ৮/১৯৭।
৬৬২. শারহু মাআনিল আসার ১/১৯৬।
৬৬৩. সুনানে তিরমিযী হা/৪১৫।

‘এটি আবূ হানীফা ব্যতীত আর কেউই মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেন নি। আর তিনি মুহাদ্দিসদের কাছে বাজে স্মৃতির অধিকারী বলে বিবেচ্য’।[৬৬৪]

এই জারাহ মুফাস্‌সার সম্পর্কে আহনাফ কি বলবেন? মনে রাখতে হবে, এ জারাহ মুফাস্‌সারের বিপরীতে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহকে কেউ-ই তাওসীক করেন নি।

মুআম্মালকে কি ৫০ জন সমালোচক যঈফ বলেছেন?

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব হানাফী মুআম্মালকে যঈফ প্রমাণ করার জন্য গুণে গুণে ৫০ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। এক্ষণে সেগুলির পর্যালোচনা পেশ করা হল।-

মাওলানা আশরাফী সাহেব মুআম্মালকে যঈফ প্রমাণ করার জন্য ৫০ টি উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। সেগুলিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে পারি।-

(১) নামবিহীন জারাহ উল্লেখ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন

আশরাফী সাহেব ১৪ নম্বরের পর ১৬ নং উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৫ নং-এর স্থলে না কোন নম্বর উল্লেখ করেছেন আর না কোন নাম, না কোন জারাহ। এক্ষণে বাকী রইল ৪৯ টি উদ্ধৃতি।

(২) উদ্ধৃতির পুণরাবৃত্তি

আশরাফী সাহেব ছয়টি উদ্ধৃতিকে দু দু বার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ছয়টি বরাতকে তিনি ১২ টা উদ্ধৃতি বানিয়েছেন। সেগুলি নিম্নরূপ-

(১) ইবনু মাঈন (১২ ও ১৮)।

(২) সুলায়মান বিন হারব (৩ ও ৬)।

(৩) আবূ হাতেম (১ ও ১৩)।

---

৬৬৪. আত-তামহীদ ১১/৪৮।

(৪) দারাকুতনী (৪ ও ১৪)।

(৫) ইবনু হাজার (৫ ও ২১)।

(৬) সমরকন্দী (৮ ও ৯)।[৬৬৫]

নোট : সুলায়মান বিন হারব-এর উক্তিকেই আশরাফী সাহেব ৩ নং এর অধীনে ইয়াকূব বিন সুফিয়ানের নামে উল্লেখ করেছেন।

তাহলে ৬টি উদ্ধৃতি হল। তবে ৫ নম্বরটি নেই। এভাবে মোট ৭টি বরাত অস্তিত্বহীন প্রমাণিত হল। বাকী রইল ৪৩ টি উদ্ধৃতি।

(৩) মনগড়া উদ্ধৃতি

এ প্রকারের মোট চারটি উদ্ধৃতি রয়েছে। লক্ষ্য করুন-

(১) আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৭-ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার মাঝে সামান্য দুর্বলতা আছে। মাজলিসানে নাসাঈ রাবী নং ১৭ পৃ. ৪৮'।[৬৬৬]

আরয রইল, মুআম্মালের উপর ইমাম নাসাঈর এই জারাহ দুনিয়ার কোন গ্রন্থে নেই। আশরাফী সাহেব যেই বইয়ের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন সেই গ্রন্থের মধ্যে উল্লিখিত পৃষ্ঠায় ইমাম নাসাঈর কোন জারাহ বিদ্যমান নেই। অবশ্য এ গ্রন্থের মুহাক্কিক আবূ ইসহাক আল-হুয়াইনী হাফিযাহুল্লাহ টীকায় নিজের তরফ থেকে লিখেছেন যে, 'আর মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের মধ্যে দুর্বলতা আছে'।[৬৬৭]

আশরাফী সাহেব বর্তমান যুগের একজন আলেম এবং আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্র ছাত্রের উক্তিকে ইমাম নাসাঈর উক্তি বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

---

৬৬৫. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৩৯-১৪১।
৬৬৬. ঐ পৃ. ১৩৯।
৬৬৭. ফাওয়ায়েদ আবূ ওমর আস-সামারকান্দী পৃ. ৫৬, টিকা নং ১৭।

তিনি হাদীস কিংবা টীকার নং তো তিনি ঠিকই দিয়েছেন। কিন্তু পৃষ্ঠা নং ভুল দিয়েছেন।

নোট : এরপর আশরাফী সাহেব ইমাম নাসাঈ হতে كثير الخطأ 'তিনি অত্যধিক ভুল করতেন'-জারাহ উদ্ধৃত করেছেন। যার উপর পর্যালোচনা গত হয়েছে।

(২) আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৮-ইমাম আবূ ওমর আস-সমরকান্দী রহিমাহুল্লাহ তাকে বাজে স্মৃতির অধিকারী বলেছেন (ফাওয়ায়েদ আবী ওমর ক্রমিক ১৭ পৃ. ৪৮)'।[৬৬৮]

আরয রইল যে, ফাওয়ায়েদে আবূ বকর আস-সমরকন্দীর উদ্ধৃত স্থানে ইমাম আবূ ওমর আস-সমরকন্দীর এমন কোন জারাহ করেন নি। বরং আসল ব্যাপার হল যে, ফাওয়ায়েদে আবূ ওমর আস-সমরকান্দীর মুহাক্কিক আবূ ইসহাক আল-হুয়াইনী হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন, 'তিনি বাজে স্মৃতির অধিকারী'।[৬৬৯]

আশরাফী সাহেব বর্তমান যুগের একজন আলেমের কথাকে ইমাম আবূ ওমর সমরকন্দীর উক্তি বানিয়েছেন। আর **১৩১** পৃষ্ঠাকে **৩১** পৃষ্ঠা লিখেছেন। এবং টীকায় কিংবা হাদীস নম্বর একেবারে ভুল দিয়েছেন।

(৩) আশরাফী সাহেব আবূ ওমর সমরকন্দীর নাম বারংবার গণনা করতে গিয়ে তার বরাত পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, '৯-ইমাম আবূ ওমর সমরকন্দী রহিমাহুল্লাহ তাকে যঈফ বলেছেন (ফাওয়ায়েদ আবী ওমর নং ২২ পৃ. ৫৯)'।

আরয রইল যে, ফাওয়ায়েদে আবূ বকর সমরকন্দীর উদ্ধৃত স্থানের উপর ইমাম আবূ ওমর সমরকন্দীর এমন কোন জারাহ নেই। বরং এ কথাটিও ফাওয়ায়েদ আবূ ওমর সমরকন্দীর মুহাক্কিক আবূ ইসহাক আল-হুয়াইনী হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন। মুহাক্কিক লিখেছেন, 'এ সনদটি হাসান। যদি মুআম্মাল বিন ইসমাঈল যঈফ না হতেন'।[৬৭০]

---

৬৬৮. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৩৯।
৬৬৯. ফাওয়ায়েদ আবূ ওমর আস-সামারকান্দী পৃ. ১৩১, টিকা নং ৪৩।
৬৭০. ফাওয়ায়েদ আবূ ওমর আস-সামারকান্দী পৃ. ৫০, টিকা নং ২২।

আশরাফী সাহেব বর্তমান যুগের একজন আলেমের কথাকে ইমাম আবূ ওমর সমরকন্দীর উক্তি হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। আর 'যফ' শব্দটিকে 'যঈফ' বানিয়ে তাতে বিকৃতিও সাধন করেছেন। উপরন্তু ৫০ নং পৃষ্ঠাকে তিনি ৫৯ পৃষ্ঠা লিখেছেন। তবে টীকা কিংবা হাদীস নং সঠিক লিখেছেন।

(৪) আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '১৪- ইমাম হুসাইনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি হিফয হতে বলতেন ও ভুল করতেন (মান লাহু রিওয়ায়াহ, রাবী নং ৫৭৪৭)'।[৬৭১]

আরয রইল, এটি একটি বানোয়াট নাম। এ নামের প্রতি সম্বন্ধিত এমন কোন জারাহ দুনিয়ার কোন গ্রন্থে বিদ্যমান নেই।

আবূ ওমর সমরকন্দীর উদ্ধৃতি প্রদানে পুণরাবৃত্তি হয়েছে। একটির শুমার প্রথমেই হয়েছে। এখানে তিনি স্রেফ প্রথমটিকেই দ্বিতীয় নম্বর হিসেবে গণ্য করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ হতে মোট ৯টি উদ্ধৃতি হল। এখন বাকী রইল ৪০ টি উদ্ধৃতি।

(৪) অসমালোচকদের উদ্ধৃতি

এই প্রকারের ১৪টি বরাত রয়েছে। সেগুলির মধ্যে-

(১) ইবনুত তুরকুমানী (১৯ নং)।

(২) কাসেম বিন কুতলূবুগা (২০ নং)।

(৩) যিরকলী (২৭ নং)।

(৪) মুনাবী (৪৩ নং)।

(৫) আলবানী (১৬ নং)।

(৬) তারেক বিন ইওয়াযুল্লাহ (৩৪ নং)।

---

৬৭১. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৪০।

(৭) আব্দুল্লাহ আদ-দুয়াইশ (৫৭ নং)।

(৮) সানাউল্লাহ যাহেদী (৪৪ নং)।

(৯) আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (৫০ নং)।

(১০) আব্দুল মান্নান নুরপুরী (৪৭ নং)।

(১১) মাওলানা আযমী (৪৫ নং)।

(১২) শুআঈব আরনাঊত (৪৬ নং)।

(১৩) আব্দুল্লাহ রুহায়লী (৪৯ নং)।

(১৪) আবূ ইসহাক হুয়ায়নী (৪৮ নং) প্রমুখ বিদ্বানদের উদ্ধৃতিসমূহ।[৬৭২]

আরয রইল যে, এনারা কেউই (সালাফদের অন্তর্ভুক্ত) সমালোচক ইমাম নন। বরং তাদের মধ্যে কম-বেশী সকলেই বর্তমান যুগের আলেম। এজন্য এ সকল উদ্ধৃতি অগ্রহণযোগ্য। তাহলে মোট ২৩ টি উদ্ধৃতি হল। এক্ষণে রইল আরও ২৬ টি উদ্ধৃতি।

(৫) তাফার্রুদের সমালোচনা সংক্রান্ত উদ্ধৃতি

আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৩০-ইমাম জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মুআম্মাল এককভাবে সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন (আল-ইলালুল মুতানাহিয়া রাবী নং ৩৩৯)'।

'৪১-ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সাওরী হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন (আতরাফুল গারায়িব রাবী নং ১৪৯৯)'।

'৩৬- হাফেয ইবনু আবিল ফাওয়ারিস বলেছেন, সুফিয়ান হতে মুআম্মাল এককভাবে বর্ণনা করেছেন (আল-বাদরুল মুনীর ৭/৫৫৩)'।[৬৭৩]

---

৬৭২. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৪০-১৪২।
৬৭৩. ঐ পৃ. ১৪০-১৪১।

এই উদ্ধৃতিগুলিতে কোন কোন বর্ণনার মধ্যে শুধু মুআম্মালের এককভাবে বর্ণনার কথা রয়েছে। আর এটা কোন জারাহ নয়। দারাকুতনীর উদ্ধৃতি একাধিকার প্রদান করা হয়েছে। আর এখানকার বরাতটি প্রথম বরাত হিসেবে গণ্য হয়েছে। পরবর্তী উদ্ধৃতি পরবর্তীতে গণ্য হবে। তাহলে মোট ২৫ টি উদ্ধৃতি হল। বাকী রইল ২৪টি।

(৬) অপ্রমাণিত উদ্ধৃতি সমূহ

এ ধরনের চারটি উদ্ধৃতি রয়েছে-

(১) ইমাম বুখারীর প্রতি সম্বন্ধিত জারাহ 'মুনকারুল হাদীস' (২৯ নং)।

(২) যারকাশী। তিনি বুখারীর প্রতি সম্বন্ধিত অপ্রমাণিত জারাহ উদ্ধৃত করেছেন (২৮ নং)।

(৩) ইবনু মাঈন হতে ইবনু মুহরিযের বর্ণনা যা ইবনু মাঈনের সিকাহ ছাত্রদের বর্ণনার বিরোধী (১৮ নং)।

(৪) আবূ যুরআহ আর-রাযী (২২ নং)।

আরয রইল যে, এই বরাতটি প্রমাণিত-ই নয়। যেমনটা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আর ইবনু মাঈনের বরাত দুইবার দেয়া আছে। এখানকার বরাতটি প্রথম হিসেবে গণ্য হয়েছে। অন্য বরাতটি সামনে গণ্য হবে। এই দৃষ্টিকোণ হতে ২৯ টি বরাত হল। বাকী রইল ২১টি বরাত।

তাযঈফ নয় এমন বরাত সমূহ

(১) আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'হাফেয আবূ বকর নিসাপুরী বলেছেন, ان كان مومل حفظه فهو غريب– (আস-সুনানুল কুবরা হা/৭৯৮৩)।

এটা তাযঈফই নয়। বরং এতে স্রেফ মুআম্মালের হিফযের উপর সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

(২) আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৩১-ইবনু আবী হাতিম এ হাদীসের মতনের শব্দে মুআম্মাল ভুল করেছেন' (ইলালুল হাদীস নং ১১১৬)।

এটাও তাযঈফ নয়। বরং একটি বর্ণনায় মুআম্মাল ভুল করেছেন। কিছু কিছু বর্ণনায় বড় বড় সিকাহ রাবী থেকেও ভুল হয়ে যায়। আর রিজালের ইমামগণ এটা নির্দেশও করেছেন। কিন্তু স্রেফ এর ভিত্তিতে কোন রাবীর উপর তাযঈফ প্রমাণিত হয় না।

প্রকাশ থাকে যে, এটা আবূ হাতেমর-ই উক্তি। যা তার ছেলে উদ্ধৃত করেছেন। আর আবূ হাতেমের বরাত আলাদাভাবে আশরাফী সাহেব দিয়েছেন। সুতরাং এটার পুণরাবৃত্তি ঘটেছে। এর গণনা প্রথমে হয়ে গিয়েছে। অন্যটির গণনা সামনে আসবে।

(৩) আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৩৫-ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সদূক। তাকে নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে (আল-বাদরুল মুনীর ৪/৬৫২)'।

এটা তাযঈফ নয়। বরং তাওসীক। রইল তার সমালোচিত হওয়ার বিষয়টি। তো কেউ এটাকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু স্রেফ সমালোচিত হওয়াতে তাযঈফ প্রমাণ হয় না।

এ প্রকারের এ দুটি বরাত ব্যতীত (৩) আহমাদ বিন হাম্বল (ক্রমিক ১১)। (৪) ইবনু মাঈন (ক্রমিক ১২)। (৫) সুলায়মান বিন হারব (ক্রমিক ৬)। যা ইয়াকূব বিন সুফিয়ানে নামে একাধিকবার উদ্ধৃত করা হয়েছিল। একটি সংখ্যা প্রথমে আলোচিত হয়েছে। এখানে স্রেফ অন্যটি গণনা করা হয়েছে। (৬) দারাকুতনী (ক্রমিক ৪)। (৭) ইবনু কানি (ক্রমিক ২৪)। (৮) ইবনু হিব্বান (ক্রমিক ২৬)। (৯) হায়সামী (ক্রমিক ৩৮)। (১০) ইবনু হাজার (ক্রমিক ৫)।

এ সকল বরাতের উপর বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে। মোট ৩৯টি বরাত হল। বাকী রইল ১১ টি।

(৮) নির্ভরযোগ্য বরাত সমূহ

পাঁচটি বরাত রয়েছে। (১) ইবনু সাদ (নং ২)। (২) আবূ হাতেম (নং ১)। (৩) নাসর মারওয়াযী (নং ১০)। (৪) ইমাম সাজী (নং ২৩)। (৫) ইবনু আম্মার (নং ১৩)।

এ সকল বরাতের উপর পর্যালোচনা গত হয়েছে। তাহলে মোট ৩৮ টি বরাত হল। বাকী রইল ৬ টি।

(৯) উদ্ধৃতকারীগণ

এ প্রকারের বরাতে এমনটাই হয়েছে। আশরাফী সাহেব এমন কিছু ইমামের নাম পেশ করেছেন যেগুলি তাদের নিজেদের সমালোচনা নয়। বরং তারা নিজেদের পূর্বের ইমামদের উক্তিগুলিকেই উদ্ধৃত করেছেন। এটা মোট ৬ টি।

(১) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (ক্রমিক ১৭)।

(২) ইবনু নাজ্জার (ক্রমিক ৩২)।

(৩) ইমাম ফাসী রহিমাহুল্লাহ (ক্রমিক ৩৩)।

(৪) দিমইয়াতী (ক্রমিক ৩৭)।

(৫) বূসীরী (ক্রমিক ৩৯)।

(৬) ইবনুল হাদী (ক্রমিক ৪২)।

যেহেতু এ সকল উদ্ধৃতি স্রেফ নকলের উপর ভিত্তিশীল। সেহেতু এগুলির আলাদা কোন গুরুত্ব নেই।

এই হল উক্ত ৫০ টি উদ্ধৃতির বাস্তবতা। যেগুলির উপর ভিত্তি করে মাওলানা আশরাফী সাহেব এই দাবী করেছেন যে, 'যদি সংখ্যার দৃষ্টিকোণ হতে দেখা যায় তাহলে ১৮ জন মুহাদ্দিসের তাদীলের বিপরীতে আমরা ৫০ জন মুহাদ্দিসের সমালোচনামূলক উক্তি দ্বারা মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উপর জারাহ প্রমাণ করেছি'।[৬৭৪]

---

৬৭৪. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৪৪।

পাঠকগণ! আপনারা দেখেছেন যে, উক্ত ৫০ টির মধ্য হতে একটি বরাতেরও কোন নাম-নিশানা নেই। স্রেফ গণনা করেছেন। ছয়টি বরাতকে তিনি দুবার গণনা করে ১২ টি বানিয়ে দিয়েছেন। চারটি বরাত নিজের তরফ থেকে বানিয়েছেন। ১৪ টি তিনি সমালোচক ইমামের পরিবর্তে অসমালোচক ইমামদের থেকে দিয়েছেন। তাদের অধিকাংশই বর্তমান যুগের আলেম। অবশিষ্টগুলি অপ্রমাণিত কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বা উদ্ধৃতকারীর নাম রয়েছে। স্রেফ ৫ টি বরাত নির্ভরযোগ্য। যেগুলির জবাব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৫ টির মোকাবেলায় ২৫ জন আহলে ইলম মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের স্পষ্ট কিংবা প্রাসঙ্গিক তাওসীক করেছেন। এজন্য জমহূরের কাছেও তিনি সিকাহ রাবী হিসেবেই গণ্য।

৬-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাফসীর

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

ইমাম আবুশ শায়েখ আল-আসবাহানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৯ হি.) বলেছেন,

ثنا أَبُو الْحَرِيشِ الْكِلَابِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ كَذَا قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ-

রাসূলের সাহাবী আনাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযের মধ্যে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের বাহুতে (কনুই থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত) রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে। বায়হাকীর বর্ণনায় রাবীর সন্দেহ আছে যে, এটা আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর তাফসীর নাকি তিনি আল্লাহ্‌র তাফসীরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন'।[৬৭৫]

---

৬৭৫. সুনানে কুবরা বায়হাকী হা/২৩৩৭; আবুশ শায়েখ আসবাহানী, কিতাবুত তাফসীর; দুর্রে মানসূরের বরাতে ৮/৬৫০। হাদীসটি শাহেদের কারণে সহীহ।

সুনানে বায়হাকীতে রাবীর সন্দেহের বিষয়টি বর্ণিত আছে যে, এ তাফসীরটি আনাস রাযিআল্লাহু আনহু করেছেন নাকি আনাস রাযিআল্লাহু আনহু এটি নবী মুকার্রম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে করেছেন। কিন্তু ইমাম সুয়ূতী এই বর্ণনা ইমাম আবুশ শায়েখ আসবাহানী রহিমাহুল্লাহ্র কিতাব হতে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং সাথে সাথে বায়হাকীরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি সনদে কোন সন্দেহের উল্লেখ করেন নি। যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবুশ শায়েখ আসবাহানী রহিমাহুল্লাহ্র কিতাবে এ সনদটি কোনরূপ সন্দেহ ব্যতীত মারফূ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর তার সনদটি 'আলী' স্তরের। সুতরাং একেই অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

আল্লামা বদীউদ্দীন রাশিদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'জানার বিষয় এই যে, সুয়ূতী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মারফূ হিসেবে সন্দেহ ব্যতীত এটি উল্লেখ করেছেন'।[৬৭৬]

এ সনদে আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর ছাত্রের নাম উল্লেখ নেই। এ জন্য তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তিনি ব্যতীত অবশিষ্ট রাবীগণ মারূফ ও সিকাহ। বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন।-

(১) আসেম বিন সুলায়মান আল-আহওয়াল

তিনি সহীহাইন সহ সুনানে আরবাআর অন্যতম রাবী। তাকে সকল মুহাদ্দিস সিকাহ বলেছেন। শুধু ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে কোন শক্তিশালী সনদ ব্যতীত যঈফ বলেছেন। যা নির্ভরযোগ্য নয়। এজন্য হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه إلا القطان فكأنه بسبب دخوله في الولاية–

'তিনি সিকাহ, চতুর্থ স্তরের রাবী। তার সম্পর্কে কেউ সমালোচনা করেন নি, ইবনুল কাত্তান ব্যতীত। আর তিনি তাকে বেলায়াতের মধ্যে তার দাখিল হওয়ার কারণে এমনটা বলেছেন'।[৬৭৭]

৬৭৬. আত-তালীকুল মানসূর পৃ. ৩৪।
৬৭৭. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩০৬০।

নোট : ইমাম উকায়লী তাকে স্বীয় কিতাবুয যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬৭৮] এরপরও হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাকে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান ব্যতীত আর কেউ যঈফ বলেন নি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, হাফেয ইবনু হাজারও যঈফ রাবীদের জীবনচরিতে থাকার কারণে কোন রাবীর ক্ষেত্রে এটা মনে করতেন না যে, লেখকের মতে তিনি যঈফ। নতুবা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ইয়াহইয়া বিন কাত্তানের সাথে ইমাম উকায়লীকেও তাকে যঈফ আখ্যাদানকারী বলতেন।

সুতরাং যে লোক যঈফ রাবীদের গ্রন্থে কোন রাবীর থাকার দ্বারা এটা বলেন যে, যুআফা গ্রন্থের লেখকগণ তাদেরকে যঈফ বলেছেন; তা পুরোপুরি ভুল। আরও বিস্তারিত দেখার জন্য দেখুন আমার গ্রন্থ 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ'।[৬৭৯]

হ্যাঁ, যুআফা রচয়িতা কোন লেখকের মানহাজ যদি এটা হয় যে, তিনি এতে স্রেফ যঈফ ও মাতরূক রাবীদের জীবনী পেশ করবেন তাহলে এমন গ্রন্থের বিষয়টি ভিন্ন। যেমন দারাকুতনীর 'আয-যুআফা' গ্রন্থটি।

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এ রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'।[৬৮০] এর সনদে এই রাবীই বিদ্যমান রয়েছেন।[৬৮১]

(২) হাম্মাদ বিন যায়েদ বিন দিরহাম

তিনি সহীহাইন সহ সুনানে আরবাআর অন্যতম রাবী। তিনি অনেক বড় মাপের সিকাহ ও সাবত ইমাম। তার সিকাহ হওয়ার পক্ষে সকল ইমামের ঐকমত রয়েছে। ইমাম আবূ ইয়ালা খলীলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৬ হি.) বলেছেন, 'তিনি

---

৬৭৮. উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর ৩/৩৩৬।
৬৭৯. পৃ. ৬৬৯-৬৭০।
৬৮০. হা/৪ পৃ. ২৭১।
৬৮১. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৬৩২, ২/১৪৩।

ঐকমতানুসারে সিকাহ। সহীহাইনের মধ্যে তার হাদীস রয়েছে। আর ইমামগণ তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন’।[৬৮২]

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। যেমন দেখুন ‘হাদীস আওর আহলে হাদীস’।[৬৮৩] এ সনদেও এই রাবী বিদ্যমান।[৬৮৪]

(৩) শায়বান বিন ফার্রূখ

তিনি সহীহ মুসলিম, সুনানে আবী দাঊদ এবং নাসাঈর অন্যতম রাবী এবং তিনি সিকাহ রাবী।

* ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন, ‘তিনি সত্যবাদী রাবী’।[৬৮৫]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) তাকে সিকাহ রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৬৮৬]

* ইমাম আবূ আলী গাস্সানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৯৮ হি.) বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ রাবী’।[৬৮৭]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘শায়বান বিন ফার্রূখ হলেন ইমাম, সিকাহ, বসরার মুহাদ্দিস’।[৬৮৮]

---

৬৮২. খলীলী, আল-ইরশাদ ফী মারিফাতি উলামায়িল হাদীস ২/৪৯৮।
৬৮৩. হা/৪ পৃ. ৪৩৮।
৬৮৪. সহীহ বুখারী হা/৮১৮।
৬৮৫. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৩৫৭।
৬৮৬. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/৩১৫।
৬৮৭. আলী আল-গাস্সানী, তাসমিয়াতু শুয়ূখি আবী দাঊদ পৃ. ১২৯।
৬৮৮. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ২/৪৪৩।

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'।[৬৮৯] এ সনদেও এই রাবী বিদ্যমান আছেন।[৬৯০]

(৪) আহমাদ বিন ঈসা বিন মাখলাদ আল-কিলাবী আবুল হুরাইশ

তিনি সিকাহ রাবী। কেননা ইমাম আবূ বকর ইসমাঈলীর উস্তাদ তিনি। তার থেকে একটি বর্ণনা ইমাম আবূ বকর ইসমাঈলী স্বীয় মুজাম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তার গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন যে, 'যদি কোন রাবী এসে যান তাহলে তিনি তার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আলোচনা করবেন'।[৬৯১]

উপরন্তু ইমাম হায়সামীর কায়েদা মোতাবেকও তিনি সিকাহ। কেননা তিনি ইমাম তাবারানীর উস্তাদ।[৬৯২] ইমাম যাহাবী 'মীযান' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেন নি। আল্লামা বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'যাহাবী তাকে (আহমাদ বিন ঈসা আবুল হুরাইশ) মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি। এজন্য তিনি মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে[৬৯৩] ইমাম হায়সামীর কায়েদা মোতাবেক সিকাহ ছিলেন। ইমাম হায়সামী বলেছেন, 'তাবারানীর উস্তাদদের মধ্যে যে রাবী মীযান গ্রন্থে উল্লেখিত হবেন তার দুর্বলতার বিষয়টি জানিয়ে দিব। আর মীযান গ্রন্থে যে রাবীর উল্লেখ নেই আমি তাকে সিকাহ রাবীদের সাথে সংযুক্ত করব'।[৬৯৪]

মনে রাখতে হবে যে, এই তাওসীকের বিপরীতে কোন মুহাদ্দিস তার উপর কোনরূপ জারাহ করেন নি। সুতরাং তিনি একজন সিকাহ রাবী।

এ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ সনদের সকল রাবী সিকাহ; আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর ছাত্র ব্যতীত। কেননা তার নাম সনদে

---

৬৮৯. হা/১ পৃ. ১৭৫।
৬৯০. সহীহ মুসলিম হা/২৪১, ১/২১৪।
৬৯১. মুজামু আসামী শুয়ূখি আবী বকর ইসমাঈলী ১/৩০৯।
৬৯২. আল-মুজামুল আওসাত হা/১৫৮৩, ২/১৬২।
৬৯৩. ১/৭।
৬৯৪. আত-তালীকুল মানসূর পৃ. ২৬-২৭।

উল্লেখ হয় নি। কিন্তু যেহেতু তিনি এমন কোন বর্ণনা উদ্ধৃত করেন নি যার মর্মের সমর্থন নেই। বরং কয়েকটি বর্ণনা একে সমর্থন করছে। সেহেতু তার এই বর্ণনাটি অন্যান্য শাহেদের আলোকে সহীহ আখ্যা পাবে।

যেমন এই বর্ণনায় আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যে তাফসীর বর্ণিত আছে; সেই একই তাফসীর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতেও সহীহ সনদের সাথে প্রমাণিত আছে। যেমনটা বিস্তারিতভাবে আসছে। আবার এই তাফসীরটি এমনও নয় যে, যার মাঝে ইজতিহাদ ও রায়ের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। কেননা শ্রেফ রায় ও ইজতিহাদ দ্বারা 'তুমি সালাত পড় ও তোমার রবের জন্য নহর কর'-এর মর্ম আদৌ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য এটা 'হুকমান মারফূ' বর্ণনা। সুতরাং হাকীকী মারফূ-এর জন্য অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটির জন্য এই বর্ণনাটি শাহেদ হিসেবে আখ্যা পাবে।

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ অসংখ্য স্থানে হুকমান মারফুর জন্য হাকীকী মারফূ বর্ণনাকে শাহেদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ শ্রেফ মাওকূফ বর্ণনাকে কোন মারফূ বর্ণনার জন্য শাহেদ হিসেবে গ্রহণ করেন না।[৬৯৫]

একটি সংশয় নিরসন

কিছু আলেম এই অভিযোগ করেন যে, 'ওয়ানহার'-এর অর্থ কুরবানী করা। তাহলে এতে বুকের উপর হাত বাঁধার মর্ম আসল কোথা হতে?

আরয রইল যে, কুরবানী সম্পর্কে অন্য অনেক দলীল রয়েছে। যেগুলির দ্বারা কুরবানীর শারঈ ইবাদত হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু সূরা কাওসারের মধ্যে 'ওয়ানহার' শব্দটির মর্ম হিসেবে কুরবানীর অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এখানে এই মর্ম আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুমদের মর্মের বিরোধী। 'ওয়ানহার'-এর অর্থ কুরবানী করা

---

৬৯৫. সিলসিলা সহীহা ১/১৩৫।

আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এমনকি কোন সাহাবী হতেও সহীহ সনদে প্রমাণিত নেই।

* একটি বর্ণনা আনাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে পাওয়া যায়। যেমন ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : ثنا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحَرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَأُمِرَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَنْحَرَ-

রাসূলের সাহাবী আনাস বিন মালেক রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পূর্বে কুরবানী করতেন। এরপর তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুকুম দেয়া হল যে, আগে নামায পড়তে হবে। তারপর কুরবানী'।[৬৯৬]

তাহকীক : এই বর্ণনাটি বানোয়াট ও মনগড়া। কেননা ইমাম তাবারীর উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ একজন কাযযাব রাবী। আমরা তার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযা' গ্রন্থে (পৃ. ৪০৬) আলোচনা করেছি।[৬৯৭]

এছাড়াও এই বর্ণনায় আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অপবাদ রয়েছে যে, তিনি নামাযের পূর্বেই কুরবানী করতেন। এটা একেবারেই বাতিল। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এমন কোন বর্ণনা প্রমাণিত নেই। বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের পূর্বে কৃত কুরবানীকে স্রেফ 'গোশত খাওয়া' বলে তিরস্কার করেছেন।[৬৯৮]

সুতরাং এটা সম্ভবপর হতেই পারে না যে, যে বিষয়টিকে তিনি এত কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন সেই কাজটিই তিনি স্বয়ং করবেন।

---

৬৯৬. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৯৩।
৬৯৭. মাসনূন রাকাতে তারাবীহ দালায়েল কী রোশনী মেঁ পৃ. ৫০।
৬৯৮. সহীহ বুখারী হা/৯৫৫।

* কিছু মানুষ ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুর বরাতেও বলেছেন যে, তিনি ওয়ানহার-এর তাফসীরে কুরবানীর কথা বলেছেন।

তাহকীক : আরয রইল যে, এ বর্ণনাটিও বাতিল ও মনগড়া। ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَعَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ : صَلِّ لِرَبِّكَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ، ثُمَّ انْحَرِ الْبُدْنَ–

আবূ সালেহ হতে কালবী, তিনি ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনু আব্বাস) বলতেন, 'যবাই করার পূর্বে নামায পড়। অতঃপর উটকে নহর তথা কুরবানী কর'।[৬৯৯]

তাহকীক : এ বর্ণনার সনদ 'সিলসিলাতুল কাযিব'। ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর নিচের রাবীগণ সকলেই সমালোচিত। তাদের একজন হলেন মুহাম্মাদ বিন সায়েব আল-কালবী। যাকে অসংখ্য মুহাদ্দিস মিথ্যুক বলেছেন। স্বয়ং ইমাম বায়হাকী তার সম্পর্কে বলেছেন,

وَأَبُو صَالِحٍ هَذَا وَالْكَلْبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ كُلُّهُمْ مَتْرُوكٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، لَا يَحْتَجُّونَ بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ لِكَثْرَةِ الْمَنَاكِيرِ فِيهَا، وَظُهُورِ الْكَذِبِ مِنْهُمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ–

'এই আবূ সালেহ, কালবী এবং মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান সবাই মুহাদ্দিসদের কাছে মাতরূক। তাদের কোন বর্ণনা দ্বারা মুহাদ্দিসগণ দলীল গ্রহণ করেন নি। কেননা তাদের বর্ণনায় অত্যধিকহারে মুনকার ও মিথ্যা কথা পাওয়া যায়'।[৭০০]
ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন,

وَكَانَ الْكَلْبِيّ سبئيا من أَصْحَاب عَبْد اللَّهِ بْن سبأ–

৬৯৯. বায়হাকী, মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ১৪/২০।
৭০০. বায়হাকী, আল-আসমা ওয়াস-সিফাত ২/৩১২।

‘কালবী সাবাঈ ছিল। সে আব্দুল্লাহ বিন সাবার অন্যতম একজন সাথী ছিল’।[৭০১]

বরং স্বয়ং কালবী সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেছে,

ما حدثت عني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا تروه

‘তোমাকে যখন আমার উদ্ধৃতিতে আবূ সালেহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে-সূত্রে বলা হবে তখন সেটি বর্ণনা করবে না। কেননা সেটি মিথ্যা’।[৭০২]

প্রতীয়মান হল, এই তাফসীরটি মিথ্যা। ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু এই তাফসীর আদৌ করেন নি। বরং তার বরাতে মিথ্যাচার করা হয়েছে।

* ইমাম ইবনু জারীর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حدثني محمد بن سعد، قال : ثني أبي، قال : ثني عمي، قال : ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : الصلاة المكتوبة، والنحر : النسك والذبح يوم الأضحى-

রাসূলের সাহাবী ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ‘তিনি বলেছেন, (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) আয়াতটির মর্ম এই যে, ফরয নামায এবং নহরের অর্থ হল কুরবানী ও ঈদের দিন যবাই করা’।[৭০৩]

তাহকীক : আরয রইল যে, এই বর্ণনাটিও অত্যন্ত যঈফ। কেননা এর সনদটি ধারাবাহিকভাবে যঈফ রাবী দ্বারা বর্ণিত।

রাবী-১ : মুহাম্মাদ বিন সাদ হলেন মুহাম্মাদ বিন সাদ আল-আওফী। যিনি যঈফ রাবী। ইমাম ইবনু সাদ ব্যতীত সকল সমালোচক তাকে যঈফ বলেছেন। কিন্তু তিনিও সীগায়ে তামরীয দ্বারা তাওসীক করেছেন। আর সাথে সাথে তিনি তাকে দলীলঅযোগ্যও বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

---

৭০১. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ২/২৫৩।
৭০২. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৭/২৭০, সনদ সহীহ।
৭০৩. জামেউল বায়ান ২৪/৬৯৩; আদ-দুর্রুল মানসূর ৮/৬৫১।

وَكَانَ ثِقَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَحْتَجُّ بِهِ–
'ইনশাআল্লাহ তিনি সিকাহ। তার কিছু সালেহ হাদীস রয়েছে। আর তিনি তাদের মধ্যে শামিল যাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না'।[৭০৪]

রাবী-২ : তার পুত্র হাসান আল-আওফীও যঈফ রাবী। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[৭০৫]

রাবী-৩ : তার নাতী হুসাইন বিন হাসান আওফীও যঈফ রাবী। ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি মুনকারুল হাদীস'।[৭০৬]

রাবী-৪ : এই নাতীর ভাতিজা সাদ বিন মুহাম্মাদ আওফীকে কেউ সিকাহ বলেন নি। ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ এই সনদ দ্বারা আসন্ন একটি তাফসীরী বর্ণনাকে আখ্যা দিয়ে বলেছেন,

إِنَّمَا هُوَ عِنْدِي فِي تَفْسِيرِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ بِرِوَايَةِ أَوْلَادِهِ عَنْهُ، وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ–
'আমার মতে, এটি মূলত আতিয়ার তাফসীর। যেটি তার ছেলেরা বর্ণনা করেছেন। আর এই সনদটি যঈফ'।[৭০৭]

ইমাম ইবনু জারীর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حدثني علي، قال : ثنا أبو صالح، قال : ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) يقول : اذبح يوم النحر–

আলী বিন আবী তালহা বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে কৃত তাফসীরে বলা হয়েছে যে, 'নহরের দিনে যবাই কর'।[৭০৮]

---

৭০৪. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩০৪।
৭০৫. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাযহীব, রাবী নং ১২৫৬।
৭০৬. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/২৪৬।
৭০৭. মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ৯/২৪৩।
৭০৮. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫৩; বায়হাকী কুবরা ৯/২৫৯।

তাহকীক : এই বর্ণনাটি মুনকাতি। আলী বিন আবী তালহা না তো ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেছেন আর না তিনি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। ইমাম ইবনু মাঈন, ইমাম দুহাইম, ইমাম ইবনু হিব্বান এবং ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকিম এমনটিই বলেছেন। বরং ইমাম ইয়ালা খলীলী তো এ ব্যাপারে হাফেযদের ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।[৭০৯]

পরবর্তী কিছু আলেম কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে বলেছেন যে, আলী বিন আবী তালহা রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাসের তাফসীর মুজাহিদ কিংবা ইকরিমা অথবা সাঈদ বিন জুবায়েরের সূত্রে শ্রবণ করেছেন। আরয রইল যে, এ কথাটি দলীলবিহীন। যেমনটা আল্লামা মুআল্লিমী এবং আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।[৭১০]

পূর্ববর্তী ইমামগণ ইজমাসহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইবনু আবী তালহা 'ইবনু আব্বাস' হতে শ্রবণ করেন নি। কিন্তু তাদের মধ্য হতে কোন একজনও এটা বলেন নি যে, তিনি এবং ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুর মধ্যে মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়ের কিংবা ইকরিমার মধ্যস্থতা রয়েছে। বরং ইমাম সালেহ বিন মুহাম্মাদ জাযারাহ রহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২৯৩ হি.) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আলী বিন আবী তালহা তাফসীর (অর্থাৎ তাফসীরে ইবনু আব্বাস) কার থেকে শ্রবণ করেছিলেন? তখন তিনি বলেছিলেন, 'কোন একজন থেকে নয়'।[৭১১] অর্থাৎ অসংখ্য লোক হতে শ্রবণ করেছেন।

প্রতীয়মান হল যে, 'ওয়ানহার'-এর তাফসীরের মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা হতে স্রেফ এটাই প্রমাণিত আছে যে, এর দ্বারা নামাযে বুকে হাত বাঁধা উদ্দেশ্য।[৭১২]

এর বিপরীত কোন তাফসীর আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম থেকে প্রমাণিত নেই। সুতরাং এ মতটিকেই গ্রহণ

---

৭০৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/১৮৮, সনদ সহীহ।

৭১০. আসারুশ শায়েখ আল্লামা আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী ১১/৪৫৫, আলবানীর টিকা সহ।

৭১১. তারীখে বাগদাদ ১১/৪২৮, সনদ সহীহ।

৭১২. আত-তালীকুল মানসূর আলা ফাতহিল গফূর পৃ. ৩১।

করা জরুরী। রইল কুরবানীর বিষয়টি। তো এ সম্পর্কে অন্য অনেক দলীল বিদ্যমান।

অধ্যায়-২

সাহাবীদের আসার সমূহ

আসার-১ :

ইবনু আব্বাস (রা)-এর হাদীস 'فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ'

ইমাম ইবরাহীম বিন ইসহাক আল-হারবী (মৃ. ২৮৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْكُلَيْبِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ النَّحْرِ–

কুরআনের মুফাসসির আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} {তুমি তোমার রবের জন্য সালাত পড় ও নহর কর}-এর তাফসীরে তিনি বলেছেন, নামাযে নহরের কাছে (বুকের কাছে) হাত রাখা উদ্দেশ্য।[৭১৩]

ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله : {وَانْحَرْ} قال وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة، ففي الآية مشروعية ذلك–

'কুরআনের মুফাসসির আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} {তুমি তোমার রবের জন্য সালাত পড় ও নহর কর}-এর তাফসীরে তিনি বলেছেন, এতে নামাযের মধ্যে নহরের কাছে তথা বুকের উপর হাত রাখা উদ্দেশ্য। সুতরাং এই আয়াতে এ কথাটির শরীয়তসম্মত হওয়া ও প্রমাণ রয়েছে'।[৭১৪]

তাহকীক : এ বর্ণনাটি হুকমী মারফূ। কেননা স্রেফ রায় ও ইজতিহাদ দ্বারা {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর এই তাফসীর করা যেতে পারে না। আর এই হুকমী

---

৭১৩. হারবী, গরীবুল হাদীস ২/৪৪৩, সনদ সহীহ।
৭১৪. আল-ইকলীল ফী ইসবাতিত তানযীল পৃ. ৩০০।

মারফূ হাদীসটি পূর্বে আলোচিত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর মারফূ হাদীসের জন্য সহীহ শাহেদ হয়েছে। কেননা এর সনদটি একেবারেই সহীহ। বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন।-

রাবী-১ : আবুল জাওযা আওস বিন আব্দুল্লাহ আর-রিবঈ

(১) ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি বসরী, সিকাহ রাবী'।[৭১৫]

(২) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৭১৬]

(৩) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, 'তিনি আবেদ ও ফাযেল ছিলেন'।[৭১৭]

(৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৭১৮]

একটি সংশয় নিরসন

কিছু মানুষ কোনরূপ ভিত্তি ব্যতীতই এই দাবী করে যাচ্ছেন যে, আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেছেন মর্মে প্রমাণিত নেই।[৭১৯]

আরয রইল যে, আহনাফ এ কথাটি ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ্‌র ঐ ইবারত হতে গ্রহণ করেছেন, যেখানে ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তির তাফসীর পেশ করেছেন। অথচ ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই ইবারতেও এমন কোন কথা আদৌ নেই। এর বিস্তারিত

---

৭১৫. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ২/৩০৪, সনদ সহীহ।
৭১৬. ঐ ২/৩০৪।
৭১৭. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৪/৪২।
৭১৮. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৭৭।
৭১৯. দিরহামুস সুর্রা পৃ. ২৮।

বিবরণ আমরা সামনে পেশ করব। কিন্তু এর পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামার বিষয়টি প্রমাণ করছি।-

যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ–

আবুল জাওযা বলেছেন যে, 'আমি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে শুনেছি, তিনি সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে ফতওয়া দিতেন'।[৭২০]

তাহকীক : এ বর্ণনায় আবুল জাওযা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে শ্রবণ করেছেন। আর আবুল জাওযা পর্যন্ত এর সনদ একেবারেই সহীহ। আবুল জাওযা বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার শক্তিশালী সিকাহ রাবী। সুতরাং তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য।

এই দলীল দ্বারা সূর্যের রশ্মির চেয়েও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামা প্রমাণিত। উপরন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حدثنا يونس حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : جَاوَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي دَارِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا–

'আবুল জাওযা বলেছেন, আমি বারো বছর পর্যন্ত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলাম। আর কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যে সম্পর্কে আমি ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করি নি'।[৭২১]

এ বর্ণনায় আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, আমি বারো বছর যাবত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলাম। এ বর্ণনাটি এর

৭২০. মুসনাদু আহমাদ ৩/৪৮, সনদ সহীহ।
৭২১. আল-ইলাল লি-আহমাদ ২/৪২, সনদ সহীহ।

স্বচ্ছ ও স্পষ্ট দলীল যে, আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ্‌র আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত আছে।

এজন্য একাধিক মুহাদ্দিস স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন-

* হাফেয মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) বলেছেন,

أوس بن عبد الله سمع ابن عباس رضي الله عنه أبو الأشهب جعفر بن حيان عند البخاري–وسمع عائشة رضي الله عنها–

'আওস বিন আব্দুল্লাহ.... ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আবুল আশহাব জাফর বিন হাইয়ান বুখারীতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহু হতেও শ্রবণ করেছেন'।[৭২২]

* আবূ বকর আল-হাযিমী আল-হামাদানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৮৪ হি.) বলেছেন, 'আবুল জাওযা আওস বিন আব্দুল্লাহ আর-রিবঈ রহিমাহুল্লাহ আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেছেন'।[৭২৩]

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামার প্রবক্তা। বরং ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে আবুল জাওযার বর্ণনাকে সহীহ বুখারীতে উদ্ধৃত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، حَدَّثَنَا أَبُو الجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ : {اللَّاتَ وَالعُزَّى} كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الحَاجِّ–

---

৭২২. আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন ১/৪৬।
৭২৩. উজালা আল-মুবতাদী ওয়া ফাযালাহ আল-মুনতাহী ফিন-নাসাব পৃ. ১৯।

'আমার থেকে মুসলিম বিন ইবরাহীম ফারাহীদী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবুল আশহাব জাফর বিন হাইয়ান বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবুল জাওযা আমার থেকে ইবনু আব্বাস হতে লাত ও উযযা সম্পর্কে বলেছেন যে, লাত একজন ব্যক্তিকে বলা হত। যিনি হাজীদেরকে পানি পান করাতেন'।[৭২৪]

এ দলীলগুলি দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ্‌র সামা প্রমাণিত আছে।

এখন আসুন! আহনাফের এ দাবীর হাকীকত দেখা যাক যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামা প্রমাণিত নেই। যেমন মাওলানা মাহমূদ হাশেম ঠাঠবী হানাফী সাহেব 'নিহায়াতুত তাকরীব' গ্রন্থে বর্ণিত ইমাম ইবনু আদীর ইবারতের সারাংশ উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'অর্থাৎ ইবনু আদী বলেছেন যে, আবুল জাওযা সাহাবা হতে বর্ণনা করেছেন। আর আমি আশাবাদী যে, তার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সাহাবা হতে তার বর্ণনা সহীহ নয়। আর না এ কথাটি সহীহ যে, সাহাবা তার থেকে শ্রবণ করেছেন। ইমাম বুখারীর উক্তি তার সনদে আপত্তি আছে-এর মধ্যে ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সাহাবা হতে কিছুই শ্রবণ করেন নি'।[৭২৫]

আরয রইল, এই ইবারতে ইমাম ইবনু আদী এবং ইমাম বুখারী উভয়ের কথা সম্পর্কে ভুল বর্ণনা করা হয়েছে। সত্য এটাই যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে আবুল জাওযার সামার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না তো ইবনু আদী করেছেন আর না ইমাম বুখারী করেছেন।

আমরা সর্ব প্রথম ইমাম ইবনু আদীর বাক্য দেখব। যেমন ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫ হি.) বলেছেন,

وأَبُو الجوزاء روى عن الصحابة بن عَبَّاس وعائشة، وابن مسعود وغيرهم وَأَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ، ولاَ يصحح روايته عنهم أَنَّهُ سمع منهم ويقول البُخارِيّ فِي إسناده نظر

৭২৪. সহীহ বুখারী হা/৪৮৫৯।
৭২৫. দিরহামুস সুর্রাহ পৃ. ২৮।

أَنَّهُ لم يسمع من مثل بن مسعود وعائشة وغيرهما إلا أَنَّهُ ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة—

'আবুল জাওযা সাহাবার মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আয়েশা এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। আর আমি বুঝতে পারছি যে, এতে কোন সমস্যা নেই। সাহাবাদের মধ্যে এই লোকদের হতে তার বর্ণনা এ কথাটির দলীল নয় যে, তাদের থেকে তিনি শ্রবণ করেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন, এর সনদে আপত্তি আছে- তো এর উদ্দেশ্য এই যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু এবং মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা -এর ন্যায় লোকদের হতে শ্রবণ করেন নি। তিনি এই উদ্দেশ্যও করেন নি যে, আবুল জাওযা তার কাছে যঈফ রাবী। আর তার হাদীসগুলি সঠিক'।[৭২৬]

গভীরভাবে চিন্তা করুন! এই ইবারতে ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুর আবুল জাওযা হতে সামাকে অস্বীকার করেন নি। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হতেও তিনি এমন কিছু উদ্ধৃত করেন নি। ইমাম ইবনু আদী স্রেফ এটা বলেছেন যে, সাহাবা হতে আবুল জাওযার কিছু বর্ণনা এর দলীল নয় যে, তিনি তাদের থেকে শ্রবণ করেছেন। অর্থাৎ ইবনু আদী সাহাবা হতে আবুল জাওযার স্রেফ বর্ণনা করাকেই সাহাবা হতে তার হাদীস শ্রবণের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট মনে করতেন না। কিন্তু এর দ্বারা এটা কোথা হতে আবশ্যিক হল যে, ইবনু আদী সাহাবা হতে তার সামাকেই অস্বীকার করতেন?

তিনি শুধু একটি বস্তু সম্পর্কে বলেছেন যে, এ বস্তুটি সামার দলীল নয়। এটা তো বলেন নি যে, তার সামার পক্ষে কোনই দলীল নেই। বরং সামনে কিছু সাহাবা হতে তার সামার প্রতি তিনি নিজেই ইশারা করেছেন। তিনি শর্তহীনভাবে সকল সাহাবা হতে তার সামাকে অস্বীকার করেন নি। বরং ইমাম বুখারীর উক্তির আলোকে স্রেফ আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু এবং আম্মাজান আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা আর তাদের স্তরের সাহাবাদের থেকে

৭২৬. ইবনু আদী, আল-কামিল ২/৩৩১।

আবুল জাওযার সামাকে নাকোচ করেছেন। আর এটাও তিনি নিজে করেন নি। বরং একে তিনি ইমাম বুখারীর প্রতি মানসূব করেছেন।

আবার সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা এবং ইবনু মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু-এর স্তরের নন। এজন্য ইবনু আদী তার নাম নেন নি। অথচ ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তিতে আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সাথে ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইমাম ইবনু আদীর অস্বীকৃতি আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর স্তরের সাথেই সীমাবদ্ধ। এজন্য তিনি আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সাথে ইবনু মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু-এর নাম নিয়েছেন। অথচ ইবনু মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ ইমাম বুখারীর উক্তিতে নেই।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামার অস্বীকারকারী নন। বরং সামার পক্ষে ছিলেন।

এ সকল কথা ঐ ক্ষেত্রে বলা যাবে যখন আমরা এ কথা মেনে নিব যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় উক্তি 'তার সনদে আপত্তি রয়েছে' দ্বারা কতিপয় সাহাবা হতে আবুল জাওযার না শোনা বুঝিয়েছেন। যেমনটা ইমাম ইবনু আদী বুঝেছেন। কিন্তু তাহকীকের আলোকে ইমাম ইবনু আদীর পক্ষ হতে ইমাম বুখারীর উক্তিটির এ ব্যাখ্যাও সঠিক নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা অধ্যয়ন করুন-

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) আবুল জাওযার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

قَالَ لَنَا مسدد عن جعفر ابن سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ ابى الجوزاء قال : اقمت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلا سَأَلْتُهُمْ عَنْها، قَالَ مُحَمَّدٌ : فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ–

আবুল জাওযা বলেছেন, আমি ইবনু আব্বাস এবং আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার সাথে ১২ বছর কাটিয়েছি। এ সময়ে কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যেটার তাফসীর সম্পর্কে আমি তাদেরক জিজ্ঞাসা করি নি। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) বলেছেন, فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ 'এর সনদে আপত্তি আছে'।[৭২৭]

এখানে فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ ইমাম বুখারীর উক্তিটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে। যেমনটা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।[৭২৮]

যেমন কিছু বিদ্বান বলেছেন যে, এর দ্বারা আমর বিন মালেক আন-নুকরীকে তাযঈফ করা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা ভুল। এর জবাব সামনে আসছে।

কিছু আলেম বলেছেন, এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবুল জাওযার তাযঈফ করতে চেয়েছিলেন। এ কথাটিও সঠিক নয়। কেননা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং বুখারীতে উসূলগতভাবে আবুল জাওযার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আরও জানার ব্যাপার হল, ইমাম বুখারী যুআফা গ্রন্থে আবুল জাওযার উল্লেখ করেন নি।

কিছু মানুষ বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা এবং তার স্তরের সাহাবী হতে আবুল জাওযার সামাকে অস্বীকার করেছেন। এটা ইমাম ইবনু আদীর বক্তব্য। যেমন ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ويقول البُخَارِيّ فِي إسناده نظر أَنَّهُ لم يسمع من مثل بن مسعود وعائشة وغيرهما إلا أَنَّهُ ضعيف عنده–

'ইমাম বুখারী উক্তি তার সনদে আপত্তি আছে-দ্বারা ইমাম বুখারী এটা বুঝিয়েছেন যে, আবুল জাওযা ইবনু মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু এবং আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা এবং তাদের স্তরের ব্যক্তিদের হতে শ্রবণ করেন

---

৭২৭. আত-তারীখুল কাবীর ২/১৬।

৭২৮. মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৩৯২।

নি। ইমাম বুখারীর এই উক্তি এটা বুঝায় না যে, তার কাছে আবুল জাওযা যঈফ রাবী’।[৭২৯]

আরয রইল যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তির তাফসীরও সঠিক নয়। কেননা আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতেও আবুল জাওযার সামা প্রমাণিত। যেমন সহীহ মুসলিমে আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে আবুল জাওযার হাদীস বিদ্যমান আছে।[৭৩০]

অসংখ্য ইমাম আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে আবুল জাওযার হাদীসকে সহীহ বলেছেন। উপরন্তু কয়েকজন ইমাম আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে আবুল জাওযার সামার স্পষ্ট বিবরণও দিয়েছেন। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারানী এবং আবূ বকর আল-হাযিমী আল-হামাদানীর উক্তিগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। আরেকটি দলীল সামনে আসছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র উল্লিখিত উক্তিতে সামার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করাও উদ্দেশ্য নয়; আবুল জাওযা এবং নুকরীর তাযঈফও উদ্দেশ্য নয়; তাহলে উদ্দেশ্যটা কি?

তাহলে আরয রইল যে, আবুল জাওযার এই সনদ সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে যে, তিনি বারো বছর পর্যন্ত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলেন। যার বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এখানে এই বর্ণনার মধ্যে তার এই অবস্থা ও মুজাওয়ারাত আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সাথেও বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই বর্ণনার মধ্যে এসে গিয়েছে যে, আবুল জাওযার ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর ন্যায় আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর কাছেও বারো **১২** বছর ছিলেন। এ কথাটি আপত্তিকর। কেননা ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে আবুল জাওযা এটা বলেছেন। আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে এটা তিনি বলেন নি। এজন্য এই বর্ণনার মধ্যে

৭২৯. আল-কামিল ২/৩৩১।

৭৩০. সহীহ মুসলিম হা/৪৯৮, ২/৩৫৭।

আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা সম্পর্কেও তার থেকে এই উক্তি বর্ণনা করা আপত্তিকর। এজন্য ইমাম বুখারী এখানে 'এর সনদে আপত্তি আছে' বলেছেন।

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আবুল জাওযা এটি আমর বিন মালেক আন-নুকরীর সূত্রেই হাম্মাদ বিন যায়েদ হতেও সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ কথাটি শুধু ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু সম্পর্কেই উদ্ধৃত করেছেন। বরং হাম্মাদ বিন যায়েদের-ই আরেকটি বর্ণনায় এ কথাটির স্পষ্ট বিবরণ আছে যে, আবুল জাওযা আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সাথে ছিলেন না। বরং তার আশে-পাশে থাকতেন। যেমন ইমাম আবূ নুআঈম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ : جَاوَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فِي دَارِهِ، وَمَا مِنَ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا، وَكَانَ رَسُولِي يَخْتَلِفُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، فَمَا سَمِعْتُ مِنَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا سَمِعْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِذَنْبٍ : إِنِّي لَا أَغْفِرُهُ إِلَّا الشِّرْكَ بِهِ–

'আবুল জাওযা বলেছেন, আমি বারো বছর পর্যন্ত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলাম। আর কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাস করিনি। আমার প্রতিনিধি সকাল-সন্ধ্যা আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর কাছে যাওয়া-আসা করত। আমি কোন আলেম এবং কোথা হতেও এটা শ্রবণ করিনি যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি শিরক ব্যতীত কোন গুনাহকে ক্ষমা করব না'।[৭৩১]

হাম্মাদ বিন যায়েদের এই বর্ণনাগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, আবুল জাওযার সহীহ বর্ণনা এটাই যে, তিনি বারো বছর পর্যন্ত ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর কাছেই ছিলেন; আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সাথে নন। এজন্য জাফর বিন সুলায়মান এ বিষয়ে আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-কেও শামিল

৭৩১. হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ৩/৭৯, সনদ সহীহ।

করে ভুল করেছেন। সুতরাং এই সনদটি আপত্তিকর। এজন্য ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘এর সনদে আপত্তি আছে’।[৭৩২]

সর্বশেষ বর্ণনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে আবুল জাওযা অবশ্যই শ্রবণ করে থাকবেন। কেননা যখন তিনি আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর যুগ পেয়েছেন। তিনি আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর এতটাই কাছে থাকতেন যে, তার দূত তার হুকুমে সকাল-সন্ধ্যা আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর কাছে মাসায়েল জিজ্ঞাস করার জন্য যাওয়া-আসা করতেন। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তিনি স্বয়ং আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সাথে কখনোই সাক্ষাৎ করেন নি?

মোটকথা : ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তি দ্বারা আবুল জাওযার কিংবা আমর বিন মালেক আন-নুকরীর তাযঈফ উদ্দেশ্য নয়। আর আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা কিংবা ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামাও তিনি অস্বীকার করেন নি। বরং ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার বর্ণনাকে ইমাম বুখারী নিজেই সহীহ বুখারীতে পুরো সনদের সাথে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহও ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামার অস্বীকার করেন নি। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তির তাফসীরের মধ্যে ইমাম বুখারীর প্রতিও তিনি এ কথাটি মানসূব করেন নি। সুতরাং ইমাম ইবনু আদীর কথার মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম ঠাঠবী হানাফী সাহেবের বানোয়াট মর্ম তৈরী করে তা ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি মানসূব করা নিতান্তই ভুল।

আমর বিন মালেক আন-নুকরী

---

৭৩২. উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী আসমাউর রিজাল গ্রন্থে যে গভীর পান্ডিত্য রাখতেন তার কোন তুলনা হয় না।-অনুবাদক।

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি একজন সিকাহ রাবী'।[৭৩৩]

(২) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭৩৪] উপরন্তু আরেকটি গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'তিনি স্বয়ং সদূক রাবী'।[৭৩৫]

(৩) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৭৩৬]

(৪) ইমাম হায়সামী বলেছেন, 'তিনি একজন সিকাহ রাবী'।[৭৩৭]

নিম্নোক্ত উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না

(১) আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯০ হি.) বলেছেন,

سَمِعت أبي يَقُول لم تثبت عِنْدِي صَلَاة التَّسْبِيح وَقد اخْتلفُوا فِي إِسْنَاده لم يثبت عِنْدِي وَكَأَنَّهُ ضعف عَمْرو بن مَالك الْبكْرِيّ–

'আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি যে, আমার মতে, সালাতুত তাসবীহ প্রমাণিত নেই। এর সনদে মতানৈক্য আছে। এটা আমার কাছে প্রমাণিত নেই। মনে হল যেন তিনি আমর বিন মালেককে যঈফ বলেছেন'।[৭৩৮]

আরয রইল যে, এই তাযঈফ দ্বারা আমর বিন মালেকের উপর সাধারণ জারাহ-ও হতে পারে। অর্থাৎ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বিশেষভাবে সালাতুত তাসবীহ সংক্রান্ত হাদীসের মধ্যে আমর বিন মালেকের উপর নির্ভর না করে থাকবেন। কেননা এর মধ্যে নাকারাত আছে। উপরন্তু ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ-এর আরেকজন ছাত্র আলী বিন সাঈদ বিন জারীর

---

৭৩৩. সুওয়ালাতু ইবনুল জুনাইদ পৃ. ৩২০।
৭৩৪. আস-সিকাত ৭/২২৮।
৭৩৫. মাশাহীরু উলামায়িল আমসার পৃ. ১৫৫।
৭৩৬. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৩/২৮৬।
৭৩৭. মাজমাউয যাওযায়েদ ৮/৭৭।
৭৩৮. মাসায়েলুল ইমাম আহমাদ (আব্দুল্লাহ্‌র বর্ণনা) পৃ. ৮৯।

নাসাবী ইমাম আহমাদের এই জারাহকে 'তার মাঝে সমালোচনা রয়েছে'-এর বাক্যের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৭৩৯]

(২) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ-এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

قَالَ لَنَا مُسَدد : عَنْ جَعفَر بْنِ سُليمان، عَنْ عَمرو بْنِ مَالِكٍ النُّكرِي، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ ابْنِ عَبّاس، وَعَائِشَةَ، اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً، لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلاَّ سألتُهم عَنْها – قَالَ مُحمد : فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ–

'আবুল জাওযা বলেছেন যে, আমি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু এবং আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সাথে বারো বছর কাটিয়েছি। সে সময় কুরআন মাজীদের একটি আয়াতও বাকী ছিল না যে সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি নি। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এর সনদে আপত্তি রয়েছে'।[৭৪০]

এখানে 'এর সনদে আপত্তি রয়েছে' বাক্যটি দ্বারা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ কি বুঝিয়েছেন? এর স্পষ্ট আলোচনা আবুল জাওযার তাওসীকের আলোচনায় গত হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য আবুল জাওযা কিংবা আমর বিন মালেক আন-নুকরীর তাযঈফ নয়।

কিন্তু হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وقول البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه إنما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك البكري, والبكري ضعيف عنده–

'ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্র বলা {এর সনদে আপত্তি রয়েছে} কথাটিতে লোকেরা ইখতিলাফ করেছেন। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এ কথাটি একটি হাদীসের পর বলেছেন। যেটি তিনি স্বীয় তারীখের কিতাবের মধ্যে আমর বিন

---

৭৩৯. আল-লাআলী আল-মাসনূআ ফিল-আহাদীস আল-মাওযূআহ ২/৩৮।
৭৪০. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ২/১৬।

মালেক আন-নুকরী হতে বর্ণনা করেছেন। আর আন-নুকরী ইমাম বুখারীর মতে যঈফ'।[৭৪১]

আরয রইল যে, এ কথাটি বিশুদ্ধ প্রতীয়মান হয় না। কেননা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবুল জাওযার জীবনী পেশ করতে গিয়ে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আর এরপর তিনি উপর্যুক্ত সমালোচনাটি পেশ করেছেন। যদি ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আমর বিন মালেক আন-নুকরী যঈফ রাবী হতেন তাহলে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার জীবনী পেশ করে উল্লিখিত সমালোচনাটি করতেন।

এছাড়াও তিনি যদি ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে যঈফ রাবী হতেন তাহলে ইমাম বুখারী স্বীয় যুআফা গ্রন্থে তাকেও উল্লেখ করতেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এমনটা করেন নি। সুতরাং এই উক্তি দ্বারা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য আমর বিন মালেক আন-নুকরীর তাযঈফ করা নয়। বরং খোদ হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও ফাতহুল বারীতে বলেছেন,

شرح بن عدي مُرَاد الْبُخَارِيّ فَقَالَ يُرِيد أَنه لم يسمع من مثل بن مَسْعُود وَعَائِشَة وَغَيرهمَا لَا أَنه ضَعِيف عِنْده–

'ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য এই যে, আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু এবং আম্মা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা প্রমুখদের হতে হাদীস শ্রবণ করেন নি। ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আবুল জাওযা তার কাছে যঈফ'।[৭৪২]

এখানে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও ইমাম ইবনু আদীর বরাতে এটা উদ্ধৃত করেছেন যে, ইমাম বুখারীর এ উক্তির মধ্যে কোন রাবীকে তাযঈফ করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যখন এখানে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ স্বীকার করেছেন

---

৭৪১. তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩৭৭।

৭৪২. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৩৯২।

যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কোন রাবীকে তাযঈফ করা নয় তখন তাহযীবের মধ্যে উল্লিখিত তার উক্তিটিরও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

উপরন্তু এ সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তির ভিত্তিটি হল ইমাম বুখারীর 'এর সনদে আপত্তি আছে' কথাটির উপর। আর এর মর্ম কি? সেটি আমরা দলীল সহ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে আলোচনা করেছি।

(৩) ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

أوس بْن عَبد اللهِ أَبُو الجوزاء هَذَا يحدث عَن عَمْرو بْن مَالِك النكري يحدث، عَن أَبِي الجوزاء هَذَا أَيضًا، عنِ ابْن عَبَّاس قدر عشرة أحاديث غير محفوظة–

'আওস বিন আব্দুল্লাহ আবুল জাওযা। তার থেকে আমর বিন মালেক আন-নুকরী বর্ণনা করেছেন। আর নুকরীও আবুল জাওযা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে সনদে প্রায় দশটি গায়ের মাহফূয হাদীস বর্ণনা করেছেন'।[৭৪৩]

আরয রইল যে, প্রায় দশটি হাদীস কোন বড় ধরনের সংখ্যা নয় যার কারণে এ সনদটিকে যঈফ বলতে হবে। উপরন্তু এ ফায়সালা ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ এককভাবে দিয়েছেন। আর এটাও সম্ভব হতে পারে যে, এ হাদীসগুলিতে নুকরীর কোন দোষ নেই। বরং তার নিচের রাবীদের দোষ। যেমনটা ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন,

عمرو بن مالك النكري أبو مالك والد يحيى بن عمرو وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه وهو في نفسه صدوق اللهجة–

'আমর বিন মালেক আন-নুকরী আবূ মালেক। তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন আমরের বাবা ছিলেন। তার হাদীসের মধ্যে নাকারাত তার থেকে তার পুত্রের বর্ণনায় রয়েছে। আর তিনি স্বয়ং সদূক রাবী ছিলেন'।[৭৪৪]

---

৭৪৩. আল-কামিল ফিয-যুআফা ১/৪১১।
৭৪৪. মাশাহীরু উলামায়িল আমসার পৃ. ১৫৫।

ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ্র স্পষ্ট আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমর বিন মালেকের বর্ণনার মধ্যে নাকারাত রয়েছে। যেগুলি তার পুত্র বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমরা এ নাকারাতের যিম্মাদারী আমর বিন মালেকের উপর চাপাতে পারি না। এটাই কারণ যে, অন্য মুহাদ্দিসগণ তাকে শর্তহীনভাবে সিকাহ বলেছেন।

এছাড়াও ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ যে হাদীসগুলির প্রতি ইশারা করেছেন সেগুলির উল্লেখ তিনি করেন নি। আর আলোচ্য বর্ণনাটি সেগুলির মধ্য হতে আদৌ হতে পারে না। কেননা এই বর্ণনায় আমর বিন মালেকের বিরোধীতা কোন সনদেই প্রমাণিত নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১. ইমাম ইবনু আদী বলেছেন, 'আমর বিন মালেক আন-নুকরী হলেন বসরী। তিনি সিকাহ রাবীদের থেকে মুনকার হাদীস সমূহ বর্ণনা করতেন এবং হাদীস চুরি করতেন'।[৭৪৫]

২. এরপর ইমাম আবূ ইয়ালা হতে আমর বিন মালেক আন-নুকরীর তাযঈফ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি আবূ ইয়ালাকে বলতে শুনেছি যে, আমর বিন মালেক আন-নুকরী যঈফ রাবী ছিলেন'।[৭৪৬]

৩. ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

عَمْرو بن مَالك النكري من أهل الْبَصْرَة يروي عَن الفضيل بن سُلَيْمَان ثَنَا عَنهُ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم القَاضِي وَغَيره من شُيُوخنَا يغرب ويخطىء–

'আমর বিন মালেক আন-নুকরী হলেন বসরার অধিবাসী। যিনি ফুযাইল বিন সুলায়মান হতে বর্ণনা করতেন। আমাদের মধ্যে তার সূত্রে আমাদের শায়েখদের

---

৭৪৫. আল-কামিল ৫/১৫০।
৭৪৬. ঐ।

মধ্যে কাযী ইসহাক বিন ইবরাহীম সহ অন্যরা বর্ণনা করেছেন। তিনি গরীব হাদীস বর্ণনা করতেন এবং ভুল করতেন'।[৭৪৭]

কিছু আহলে ইলম এই তিনটি জারাহকে উপরোক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন মালেকের প্রসঙ্গে বুঝেছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এ কথাটি সঠিক নয়। বরং সহীহ এই যে, এই তিনটি জারাহ বা সমালোচনার সম্পর্ক 'আমর বিন মালেক আর-রাসিবী'-এর সাথে রয়েছে।

হাফেয যাহাবী বলেছেন,

عمرو بن مالك الراسبي البصري لا النكرى– هو شيخ– حدث عن الوليد بن مسلم.ضعفه أبو يعلى– وقال ابن عدي : يسرق الحديث– وتركه أبو زرعة– وأما ابن حبان فذكره في الثقات–

'আমর বিন মালেক আর-রাসিবী হলেন বসরী রাবী। তিনি নুকরী নন। তিনি একজন শায়েখ। তিনি ওয়ালীদ বিন মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন। তাকে আবূ ইয়ালা যঈফ বলেছেন। আর ইমাম ইবনু আদী বলেছেন, তিনি হাদীস চুরি করতেন। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীদের জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'।[৭৪৮]

এই ইবারতের মধ্যে হাফেয যাহাবী রহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত তিনটি জারাহকে আমর বিন মালেক আর-রাসিবীর উপর প্রয়োগ করেছেন। আর এটাই সহীহ। হাফেয ইবনু হিব্বানের জারাহ 'তিনি গরীব হাদীস বর্ণনা করতেন এবং ভুল করতেন' উপরোক্ত সনদে বিদ্যমান রাবীর উপর বলতে গিয়ে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও ভুল করেছেন। যেমনটা তাহযীব গ্রন্থে প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত তার অনুসরণ করতে গিয়েই হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ হতেও ভুল সংঘটিত হয়েছে। আর তিনিও এই জারাহকে আবুল জাওযার ছাত্র আমর বিন মালেকের উপর জুড়ে দিয়েছেন।[৭৪৯]

---

৭৪৭. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/৪৮৭।

৭৪৮. মীযানুল ইতিদাল ৩/২৮৫।

৭৪৯. ইবনু মাজাহ হা/১০৪৬, **তাহকীক :** যুবায়ের আলী যাঈ।

রওহ বিন মুসাইয়েব আল-বসরী

১. ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আবূ রাজা কুলাইবী একজন সিকাহ রাবী'।[৭৫০]

২. ইসহাক বিন আবী ইসরাঈল রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাহ বলেছেন।[৭৫১]

৩. ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি বসরী সিকাহ রাবী'।[৭৫২]

৪. ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'।[৭৫৩]

৫. ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৭৫৪]

বিশেষ দ্রষ্টব্য-১

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইবনু আদী বলেছেন, তার হাদীসগুলি গায়ের মাহফূয'।[৭৫৫]

আরয রইল, ইমাম ইবনু আদীর আসল বাক্যটি এই যে, 'তিনি সাবেত ও ইয়াযীদ আর-রক্কশী হতে গায়ের মাহফূয হাদীস সমূহ উদ্ধৃত করতেন'।[৭৫৬]

অর্থাৎ ইমাম ইবনু আদী এ জারাহ রওহ ইবনুল মুসাইয়েব-এর ঐ বর্ণনাগুলির উপর করেছেন যেগুলি সাবেত ও ইয়াযীদ আর-রক্কশীর সূত্রে রয়েছে। আর আলোচ্য তাহকীকটি এ সূত্রে নয়। এ ব্যতীত এ জারাহটিও অন্য মুহাদ্দিসদের বিরোধী।

---

৭৫০. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৪/৮০।
৭৫১. তারীখে আসমায়িস সিকাত পৃ. ৮৭, সনদ সহীহ।
৭৫২. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ১৬২।
৭৫৩. সুওয়ালাত আবী উবায়েদ আল-আজুর্রী পৃ. ১৭৩।
৭৫৪. মুসনাদুল বাযযার ১৩/৩৩৯।
৭৫৫. মীযানুল ইতিদাল ২/৬১।
৭৫৬. আল-কামিল ৪/৪৮।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-২

ইসহাক বিন মানসূর ইমাম ইবনু মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন, 'আবূ রাজা সঠিক রাবী'।[৭৫৭]

আরয রইল যে-

প্রথমত : এটা কোন জারাহ নয়। বরং হালকা তাওসীক বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি শব্দ।

দ্বিতীয়ত : ইবনু মাঈন হতে এই সীগার তাওসীক স্রেফ তার একজন ছাত্র ইসহাক বিন মানসূর বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ইবনু মাঈনের অন্য ছাত্ররা সিকাত শব্দটির সাথে তাওসীক করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু মাঈনের প্রসিদ্ধ ছাত্র আব্বাস দূরী বলেছেন, 'আমি ইয়াহ্ইয়া হতে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন, আবূ রাজা কুলাঈবী একজন সিকাহ রাবী'।[৭৫৮]

উপরন্তু ইবনু মাঈনের আরেকজন ছাত্র ইবনু আবী খায়সামা বলেছেন, 'আমি ইমাম ইবনু মাঈনকে বলতে শুনেছি যে, আবূ রাজা কুলাইবী একজন সিকাহ রাবী'।[৭৫৯]

বিশেষ দ্রষ্টব্য-৩

ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَكَانَ روح مِمَّن يَرْوِي عَن الثِّقَات الموضوعات ويقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَوْقُوفَات–

'রওহ সিকাহ রাবীদের থেকে মাওযূ হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি সনদ সমূহকে উলট-পালট করতেন। আর তিনি মাওকূফ হাদীস সমূহকে মারফূ বানিয়ে দিতেন'।[৭৬০]

---

৭৫৭. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৪৯৬।
৭৫৮. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৪/৮০।
৭৫৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৯/৩৭০, সনদ সহীহ।
৭৬০. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/২৯৯।

আরয রইল যে-

প্রথমত : ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ জারাহ-এর মধ্যে মুতাশাদ্দিদ। এজন্য মুওয়াসসিকদের বিরুদ্ধে তার জারাহ অগ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত : ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ আরেকজন রাবী 'আবূ রাজা আব্দুল্লাহ বিন ওয়াকিদ খুরাসানী'কেও 'আবূ রাজা রওহ ইবনুল মুসাইয়েব' মনে করে নিয়েছেন। আর এই ভুলকেও তিনি এই রওহ বিন মুসাইয়েবের উপর চড়িয়ে দিয়েছেন।

যেমন ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে বলেছেন,

أَخْبَرَنَاهُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى الأُبَلِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء الخرساني عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ وَأَبُو رَجَاءٍ هَذَا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا لَا شَيْءَ–

অর্থাৎ এর সনদে বিদ্যমান আবূ রাজা খুরাসানী হলেন আবূ রাজা রওহ ইবনুল মুসাইয়েব'।[৭৬১] যার কোনই মূল্য নেই।

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ্র একটি ভুলের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

أَبُو رَجَاء هَذَا هُوَ روح بْن الْمسيب، أَيْضا لَا شَيْء.قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : أَبُو رَجَاء : عَبْد اللهِ بْن وَاقد الْهَرَوِيّ – وروح بْن الْمسيب لَا يحدث عَن الْجريرِي، وَلم يرو عَنهُ أَسْبَاط بْن مُحَمَّد – وروح بْن الْمسيب بَصرِي، يكنى أَبَا رَجَاء، يعرف بالكليبي، يحدث عَن ثَابت الْبنانِيّ–

'এ সনদে আবূ রাজা হলেন আব্দুল্লাহ বিন ওয়াকিদ হারবী। রওহ ইবনুল মুসাইয়েব আব্বাস জারীরী হতে বর্ণনা করেন নি। তার থেকেও আসবাত বিন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন নি। উপরন্তু রওহ ইবনুল মুসাইয়েব হলেন বসরী রাবী।

---

৭৬১. ঐ ২/১৬৮।

তার কুনয়িাত তথা উপনামও আবূ রাজা। ইনি কুলাইবী নামে প্রসিদ্ধ। আর তিনি সাবেত বুনানী হতে বর্ণনা করেছেন'।[৭৬২]

প্রতীয়মান হল যে, ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ অন্য একজন রাবীর ভুলকেও এই রওহ ইবনুল মুসাইয়েবের ভুল ভেবেছেন। সুতরাং এমতাবস্থায় রওহ ইবনুল মুসাইয়েবের উপর তার তরফ হতে কৃত জারাহ নিশ্চিৎভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-৪

ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সালেহ, শক্তিশালী রাবী নন'।[৭৬৩]

আরয রইল যে, 'সালেহ' শব্দটি জারাহ-এর শব্দই নয়। আর 'তিনি শক্তিশালী নন' বাক্যটিও শর্তহীনভাবে যঈফ আখ্যাদান বুঝায় না। বরং অন্যান্য সিকাহ রাবীদের তুলনায় 'হিফযে কম মানের' বলে ইশারা করা হয়। যার দ্বারা রাবীর সাকাহাতের উপর কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। আমরা এর পুরো বিস্তারিত আলোচনা 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার উপর অপবাদ সমূহের তাহকীকী জায়েযাহ' বইতে পেশ করেছি।[৭৬৪]

আব্দুল্লাহ বিন আবুল আসওয়াদ আল-বসরী

তিনি সহীহ বুখারীর রাবী ও শক্তিশালী সিকাহ ও হাফেয ছিলেন। কোন ইমাম-ই তার উপর জারাহ করেন নি।

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭৬৫]

* খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয ও মুতকিন ছিলেন'।[৭৬৬]

---

৭৬২. তালীকাতুদ দারাকুতনী আলাল মাজরূহীন পৃ. ২০০।
৭৬৩. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৪৯৬।
৭৬৪. পৃ. ৬৩৪-৬৩৫।
৭৬৫. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/৩৪৮।
৭৬৬. তারীখে বাগদাদ ১০/৬২।

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি ইমাম, হাদীসের হাফেয, সাবত'।[৭৬৭]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ, হাদীসের হাফেয'।[৭৬৮]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইমাম ইবনু আবী খায়সামা বলেছেন, 'ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, আবূ বকর ইবনুল আসওয়াদ সম্পর্কে নেতিবাচক রায় রাখতেন'।[৭৬৯]

আরয রইল যে, এটা মূলত কোনই জারাহ নয়। বরং গায়ের মুফাস্সার সমালোচনা। সুতরাং তাওসীকের মোকাবেলায় এর কোনই মূল্য নেই। এ ব্যতীত ইবনু মাঈন হতেই এই জারাহ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে যে, 'আমি তার সম্পর্কে কোন অসুবিধা মনে করছি না। কিন্তু তিনি আবূ আওয়ানাহ হতে ছোটকালে শুনেছেন'।[৭৭০]

বরং ইবনু মাঈন হতেই ইবনে আবুল আসওয়াদের তাওসীকও এভাবে বর্ণিত আছে, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'।[৭৭১]

ইবনু মাঈনের কাছে 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই' সিকাহ-এর অর্থ রাখে। যাহোক ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ্র জারাহটি গায়ের মুফাস্সার। এ জন্য অগ্রহণযোগ্য। আর যে বর্ণনার মধ্যে তাফসীর এসেছে সেটার আলোকে এই জারাহ ক্ষতিকর নয়। কথার কথা যদি ক্ষতিকর হিসেবে মেনেও নেই তাহলে জারাহ-টি ঐ বর্ণনাটির সাথে খাস যেখানে আবূ আওয়ানাহ হতে বর্ণনা করেছেন। আর আলোচ্য হাদীসে তার বর্ণনা আবূ আওয়ানাহ হতে নেই।

---

৭৬৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৬৪৮।
৭৬৮. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৫৮৭।
৭৬৯. তারীখে বাগদাদ ১০/৬২।
৭৭০. মারিফাতুর রিজাল ১/৯০। ইবনু মুহরিযের বর্ণনায়। তবে তিনি মাজহূল রাবী।
৭৭১. তারীখে বাগদাদ ১০/৬২। এর সনদে বকর বিন সাহল নামক রাবী রয়েছে।

এছাড়াও ইবনু মাঈন হতেই তাওসীকের উক্তি বর্ণিত আছে।[৭৭২] যাহোক, তিনি সিকাহ রাবী। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ সহীহ বুখারীতে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

সারকথা : এই বর্ণনাটি একেবারেই সহীহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমরা এই বর্ণনার যে সনদ পেশ করেছি তাতে ইয়াহ্ইয়া বিন আবী তালিব নেই। যা বায়হাকীর সনদে আছে। যার কারণে কিছু লোক এই বর্ণনাটিকে শক্তি খাটিয়ে যঈফ বলেছেন। উপরন্তু আমাদের পেশকৃত সনদের আলোকে সহীহ বুখারীর রাবী 'আব্দুল্লাহ বিন আবুল আসওয়াদ আল-বসরী' ইয়াহ্ইয়া বিন আবী তালিব-এর 'মুতাবাতে তাম্মাহ' করেছেন। সুতরাং তার উপর জারাহ করা অনর্থক।

হাদীস-২ : আলী (রা-এর তাফসীর 'فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ'

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قَالَ مُوسَى : حدَّثنا حَماد بْن سَلَمة، سَمِعَ عاصما الجَحدَرِيّ، عَنْ أَبيه، عَنْ عُقبة بْن ظَبيان، عَنْ عليٍّ، رَضِيَ الله عنه : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحَر} وضع يده اليمني على وسط ساعده على صدره–

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحَر}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে বুকের উপর রাখা উদ্দেশ্য'।[৭৭৩]

---

৭৭২. আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাওসারী মিনাল-আবাতীল ২/৫২৭।
৭৭৩. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৬/৪৩৭, সনদ সহীহ।

ব্যাখ্যা : 'সায়েদ' বাহু হতে কালাঈ পর্যন্ত অংশকে বলা হয়। যেমন লিসানুল আরব গ্রন্থে আছে,

وَالسَّاعِدُ : مُلْتَقى الزَّنْدَين مِنْ لَدُنِ المِرْفَق إلى الرُّسْغ–

।[৭৭৪]

কামূসুল ওয়াহীদের লেখক 'আস-সায়েদ'-এর অর্থ এভাবে লিখেছেন, 'বাহু (কনুই হতে শুরু করে হাতের তালুর শেষ পর্যন্ত)'।[৭৭৫]

ডান হাত যদি বাম হাতের বাহুর মাঝামাঝি রাখা হয় তাহলে ডান হাতের আঙ্গুলের মাথা বাম হাতের কনুই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর আসবে। আর এমতাবস্থায় উভয় হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুকের উপর এসে যাবে। এছাড়াও এই হাদীসে এর ধরণ উল্লেতি হবার সাথে সাথে বুকের উপর হাত বাঁধারও স্পষ্ট বিবরণ আছে।

সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এ বর্ণনাটিও হুকমান মারফূ। কেননা কেবল রায় ও ইজতিহাদ দ্বারা {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَر}-এর তাফসীর করা সম্ভব নয়। আর যখন এটা হুকমান মারফূ তখন পূর্বোক্ত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু -এর মারফূ হাদীসের জন্য এটা দ্বিতীয় শাহেদ হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা এর সনদ একেবারেই সহীহ। বরং আহনাফের মধ্য হতেও কিছু আলেম সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর তাফসীর হতে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধা কুরআন মাজীদ দ্বারাও প্রমাণিত। এমনকি কিছু হানাফী আলেম এরই ভিত্তিতে শীআদের খন্ডন করে থাকেন। যারা নামাযে হাত-ই বাঁধে না। যেমন দেওবন্দী মাযহাবের রঈসুল মুনাযিরীন মাওলানা আবুল ফযল মুহাম্মাদ কারামুদ্দীন সাহেব স্বীয় প্রসিদ্ধ 'আফতাবে হেদায়াত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এখানে নহরের এই অর্থ প্রতীয়মান হয় যে, ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নামায পড়। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে (৮/৭১২) উল্লিখিত আয়াতটির তাফসীরে মদীনাতুল ইলম জনাবে আলী

---

৭৭৪. লিসানুল আরব ৩/২১৪।

৭৭৫. আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ৭৬৯।

মুরতাযার উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, وَضْعُهَا عَلَى النَّحْرِ عَادَةُ الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ 'ওয়ানহার এর প্রসিদ্ধতর ও স্পষ্টতর অর্থ এই যে, বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়তে হবে। এটাই খুশূ ও খুযূ প্রকাশের তরীকা'।

অনুরূপভাবে তাফসীর দুর্রে মানসূর, মাআলিমুত তানযীল, তানবীরুল মিকবাস হুসাইনী ইত্যাদি এবং বুখারী, তিরমিযী, দারাকুতনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু এবং ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু ও অন্যান্য জলীলুল কদর সাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুম -এর বর্ণনাগুলি থেকে এ অর্থই লেখা হয়েছে। অতঃপর এমন সরীহ ও পরিষ্কার আয়াত থাকার পরও অন্য কোন দলীলের দরকার নেই'।[৭৭৬]

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন। দেওবন্দীদের রঈসুল মুনাযিরীন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, ওয়ানহার এর প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য অর্থ এটাই যে, বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়তে হবে। যেভাবে খুশূ ও খুযূ প্রকাশ করা হয়। শুধু এখানেই শেষ নয়। বরং এটাও বলেছেন যে, এমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার আয়াত থাকার পর অন্য কোন দলীলের দরকার নেই। শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আমাদের হানাফী আলেমরাও আশ্চর্যজনকভাবে রাফেযীদের মোকাবেলায় নামাযে হাত বাঁধার প্রমাণ কুরআন মাজীদের {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَر} দ্বারা পেশ করেন। বরং তারা বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেন। কিন্তু আহলে হাদীসের মোকাবেলায় বুকের উপর হাত বাঁধাকে তারা অস্বীকার করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।[৭৭৭]

এরপর হানাফী মুনাযিরের উল্লিখিত কথাটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'এখানে অন্যান্য আলোচনা হতে দৃষ্টি সরিয়ে দেখুন যে, বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়াকে খুশূ ও খুযূর তরীকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর খুশূ ও খুযূর এই তরীকাকে প্রমাণস্বরূপ মাওলানা যিয়াউল্লাহ সাহেব এই প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। রাফেযীদের মোকাবেলায় যদি এ মাসলাটি (নামাযে হাত বাঁধা) সরীহ ও পরিষ্কার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত থাকে তাহলে আহলে হাদীসদের থেকে অন্য

---

৭৭৬. আফতাবে হেদায়াত পৃ. ৪৩০।
৭৭৭. নামায মেঁ হাথ কাহা বাঁধে পৃ. ৯।

দলীল নেয়ার প্রয়োজন অনুভব হয় কেন? {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} তোমরা ন্যায়-পরায়ণতা প্রদর্শন কর। এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী’।[৭৭৮]

এ বর্ণনার ভিত্তিতে আহলে ইলমগণ বুকের উপর হাত বাঁধার উক্তিকে সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। যেমন ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৯ হি.) বলেছেন,

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ–

‘আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বুকের উপর হাত বাঁধতেন’।[৭৭৯]

সনদের তাহকীক

হাদীসটির সনদ একেবারেই সহীহ। এর সকল রাবী সিকাহ। বিস্তারিত নিম্নরূপ-

রাবী-১ : উকবাহ বিন যবিয়ান

আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে এই বর্ণনাটির রাবী হলেন উকবাহ বিন যবিয়ান। তাকে উকবাহ বিন যহীরও বলা হয়। তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর ছাত্র এবং আসেম জাহদারীর পিতার উস্তাদ ছিলেন। ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

عقبة بن ظبيان ويقال عقبة بن ظهير روى عن على روى عاصم الجحدرى عن أبيه–

‘উকবাহ বিন যবিয়ান {তাকে উকবা বিন যহীরও বলা হয়} তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আর তার থেকে আসেম জাহদারী স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন’।[৭৮০]

---

৭৭৮. ঐ।

৭৭৯. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ৩/৯৩।

৭৮০. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/৩১৩।

তিনি একজন সিকাহ রাবী। যেমন ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন,

عقبَة بن ظَبْيَان يروي عَن علي رَوَى عَنْهُ عَاصِم الجحدري–

‘আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে উকবাহ বিন যবিয়ান বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আসেম জাহদারী বর্ণনা করেছেন’।[৭৮১]

* ইমাম যিয়া মাকসেী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) ‘আল-মুসতাখরাজ মিনাল আহাদীস আল-মুখতারা’ গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আর তিনি তার গ্রন্থে কেবল (তার মতে) সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা সন্নিবেশ করতেন। এটা এ কথার দলীল যে, ইমাম যিয়া মাকদেসীর কাছেও তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।[৭৮২]

এই দুজন মুহাদ্দিসের তাওসীকের বিপরীতে কোন একজন মুহাদ্দিসও উকবাহ বিন যবিয়ানের উপর কোনরূপ জারাহ করেন নি। সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে ও আশঙ্কা ব্যতীতই সিকাহ রাবী।

রাবী-২ : আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ আল-আজ্জাজ আল-বসরী

উকবাহ বিন যবিয়ান হতে এই বর্ণনাকে উদ্ধৃত করেছেন আসেম জাহদারীর পিতা। যেমনটা সনদের মধ্যে {তার পিতা হতে} বাক্যটি স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এজন্য এতটুকু নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ রাবী হলেন আসেম জাহদারীর পিতা। এখন এটা প্রতীয়মান করতে হবে যে, তার বাবা কে ছিলেন এবং তিনি কোন স্তরের?

এর জবাবে আরয করছি যে, তার বাবার নাম ছিল আজ্জাজ।

* ইমাম ইবনু আবী হাতিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আসেম জাহদারী হলেন বসরী রাবী। আর তিনি হলেন আসেম বিন আজ্জাজ’।[৭৮৩]

---

৭৮১. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২২৭।
৭৮২. আল-আহাদীসুল মুখতারা ২/২৯২।
৭৮৩. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/৩৪৯।

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি আসেম বিন আজ্জাজ আবূ মাহশার জাহদারী'।[৭৮৪]

এখন এটা দেখতে হবে যে, আজ্জাজ কে ছিলেন? তাহলে এর জবাবে আরয রইল যে, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন রূবাহ আজ্জাজ আল-বসরী। কেননা আজ্জাজ-এর উপাধী হিসেবে এটাই প্রসিদ্ধ।

* ইমাম ইবনু আসাকির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৭১ হি.) তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি (আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ) আজ্জাজ (উপাধীতে) প্রসিদ্ধ'।[৭৮৫]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই আজ্জাজ প্রসিদ্ধ কবি হিসেবে পরিচিত'।[৭৮৬]

এছাড়াও আসেম জাহদারী একজন বসরী রাবী। যেমনটা ইবনু আবী হাতিমের উক্তি গত হয়েছে।[৭৮৭]

আব্দুল্লাহ বিন রুবাহও বসরী রাবী। যেমন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে 'আত-তামীমী আস-সাদী' বলেছেন। বরং তিনি সহ তার অধস্তন সকল রাবী হলেন বসরার অধিবাসী।[৭৮৮]

আজ্জাজ উপাধীর প্রসিদ্ধতা, আসেম জাহদারী ও আজ্জাজের একই এলাকার হওয়া এ কথাটির দলীল যে, আসেম জাহদারীর পিতা আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ-ই হলেন আজ্জাজ।

* আল্লামা বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আসেমের বাবা আজ্জাজ হলেন আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ বিন লাবীদ বিন সখর বিন কানীফ বিন উমাইরা'।[৭৮৯]

---

৭৮৪. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৮/১৪১।
৭৮৫. তারীখে ইবনু আসাকির ২৮/১২৮।
৭৮৬. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ ৫/৮৭।
৭৮৭. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২৪০।
৭৮৮. আল-ইসাবাহ ৫/৮৭।
৭৮৯. আত-তালীকুল মানসূর পৃ. ২৭।

* আল্লামা মুহাম্মাদ রঈস নদবী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আজ্জাজ-এর আসল নাম হল আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ জাহদারী'।[৭৯০]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন।[৭৯১]

* ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ তাবারানীর বরাতে তার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এবং সে সনদে কেবল তাবারানীর উস্তাদ সম্পর্কে না জানার বিষয়টি যাহির করতে গিয়ে বলেছেন, 'তাবারানী একে স্বীয় শায়েখ রুফাই বিন সালামা হতে বর্ণনা করেছেন। আমি তাকে চিনতে পারি নি। তবে এর অবশিষ্ট রাবীগণ সিকাহ'।[৭৯২]

অর্থাৎ তাবারানীর শায়েখ ব্যতীত এর সনদে বাকী রাবীদেরকে ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ সিকাহ বলেছেন এবং এর সনদে আজ্জাজও রয়েছেন। যেমনটা হায়সামী স্বয়ং উদ্ধৃত করেছেন।[৭৯৩]

* ইমাম ইবনু আদীর একটি সনদে তার উল্লেখ আছে।[৭৯৪] ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ তাকে তাযঈফ করেন নি। যা এ বিষয়টির প্রতি ইশারা করছে যে, ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন। যেমন খোদ ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'অবশিষ্ট যে সকল রাবীর উল্লেখ আমি করিনি তারা সকলেই সিকাহ কিংবা সদূক'।[৭৯৫]

ইমাম ইবনু দাকীক আল-ঈদ রহিমাহুল্লাহ একজন রাবীকে সিকাহ আখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন,

---

৭৯০. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা হুকুম আওর মাকাম (পান্ডুলিপি) পৃ. ২৬।
৭৯১. আস-সিকাত ৫/২৮৭।
৭৯২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৪৪।
৭৯৩. ঐ ৮/৪৪।
৭৯৪. আল-কামিল ১/৭৯।
৭৯৫. ইবনু আদী, আল-কামিল ১/৭৯।

وَقَدْ شَرَطَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنْ يَذْكُرَ فِي كِتَابِهِ كُلَّ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَذَكَرَ فِيهِ جَمَاعَةً مِنْ الْأَكَابِرِ وَالْحُفَّاظِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَسَدًا، وَهَذَا يَقْتَضِي تَوْثِيقَهُ–

'ইমাম ইবনু আদী এই শর্ত লাগিয়েছেন যে, তিনি নিজের গ্রন্থে প্রতিটি বিতর্কিত রাবীকে উল্লেখ করবেন। আর সে গ্রন্থে তিনি আকাবের ও হাদীসের হাফেযদেরকেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি আসাদের নাম উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়টি দাবী করছে যে, এ রাবী ইমাম ইবনু আদীর কাছে সিকাহ'।[৭৯৬]

প্রতীয়মান হল যে, এ রাবী ইমাম ইবনু হিব্বান, ইমাম হায়সামী, ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুমুল্লাহ্‌র মতে সিকাহ ছিলেন। এ তিনজন মুহাদ্দিসের বিপরীতে আর কোন মুহাদ্দিস থেকে তার উপর কোন জারাহ পাওয়া যায় না।

* ইমাম সুয়ূতী {على وسط ساعده اليسرى على صدره} বাক্যের সাথে এই বর্ণনাটিকে ইবনু আবী হাতিমের প্রতি মানসূব করেছেন। আর তিনি এর সনদকে 'এতে কোন অসুবিধা নেই' বলেছেন।[৭৯৭]

এ বাক্যটি এবং এর প্রায় অনুরূপ বাক্যের সাথে এই বর্ণনাটি 'হাম্মাদ বিন সালামা হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি তার পিতা হতে' সূত্রে বর্ণিত আছে। যেটি ছয়জন রাবী বর্ণনা করেছেন।

এই বর্ণনাগুলির মধ্যে আসেমের পিতা (আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ)-এর জন্য 'তার পিতা হতে' সূত্রটি বিদ্যমান। এগুলির মধ্য হতে স্রেফ মেহরানের বর্ণনার মধ্যে এই সূত্রটি 'উকবা'র পরে এসেছে। যা রাবীর ভুল। কেননা মেহরান ব্যতীত বাকী পাঁচজন এ সূত্রটি আসেম জাহদারীর পরই উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং যখন এই বাক্যটি সকল সূত্রে 'তার পিতা হতে' সূত্রেই বিদ্যমান তখন প্রকাশ থাকে যে, ইবনু আবী হাতিমের বর্ণনার মধ্যেও এ সূত্রটি অবশ্যই অবশ্যই হবে। বিশেষত যখন তিনি 'হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি

---

৭৯৬. নাসবুর রায়াহ ১/১৭৯।
৭৯৭. ইমাম সুয়ূতী, আল-ইকলীল পৃ. ৩০০।

তার পিতা হতে’ সনদকে স্বীয় রিজালের গ্রন্থে ‘তার পিতা হতে’ সূত্রের সাথে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি মতনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করেছেন।[৭৯৮]

তাছাড়াও যখন ইমাম সুয়ূতী এর সনদকে ‘একে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই’ বলেছেন তখন মূলত তিনি আসেমের পিতাকেও তাওসীক করেছেন।

এর দ্বারা এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহও আসেমের পিতাকে মাজহূল নয়; বরং মারূফ ও সিকাহ রাবী হিসেবেই জানতেন। উপরন্তু ইমাম সুয়ূতীর মতে এ হাদীসটি সহীহ কিংবা অন্ততপক্ষে হাসান স্তরের।[৭৯৯]

আসেম আল-জাহদারী আল-বসরী

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি সিকাহ রাবী।[৮০০]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, ‘আসেম ইবনুল আজ্জাজ আল-জাহদারী বসরার অন্যতম একজন আবেদ ছিলেন’।[৮০১]

এ দুজন ইমামের বিপরীতে অন্য কোন মুহাদ্দিস হতে তার উপর কোন জারাহ বর্ণিত নেই।

হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার আল-বসরীর পরিচিতি

তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী। অবশ্য বুখারীতে তার বর্ণিত হাদীসগুলি তালীক হিসেবে উদ্ধৃত আছে। তিনিও সিকাহ রাবী।

* ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘তিনি বসরার সিকাহ রাবী’।[৮০২]

---

৭৯৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/৩১৩।
৭৯৯. দারজুদ দুরার (পাভুলিপি) পৃ. ২৯।
৮০০. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/৩৪৯, সনদ সহীহ।
৮০১. আস-সিকাত ৫/২৪০।
৮০২. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২৬১, ১৩১।

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ-সাবত রাবী'।[৮০৩]

* ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনু মাঈন বলেছেন, 'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ মৃত্যু পর্যন্ত হাম্মাদ বিন সালামা হতে বর্ণনা করতেন'।[৮০৪]

ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ স্রেফ সিকাহ রাবী হতে বর্ণনা করতেন।

ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন,

يحيى بن سعيد القطان يكنى أبا سعيد : بصري ثقة، نقي الحديث، وكان لا يحدث إلا عن ثقة–

'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ-তার উপনাম হল আবূ সাঈদ। তিনি বসরী ও সিকাহ রাবী। আর তিনি অত্যন্ত চমৎকার হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি স্রেফ সিকাহ রাবী থেকেই বর্ণনা করতেন'।[৮০৫]

জ্ঞাতব্য : হাম্মাদ বিন সালামার উপর ইখতিলাতের অপবাদ সঠিক নয়। ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এ অপবাদের খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন,

حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة فِي أول أمره وَآخر أمره وَاحِد–

'হাম্মাদ বিন সালামার সূচনা ও শেষের সকল হাদীস একই মানের'।[৮০৬]

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ্র কথানুসারে হাম্মাদ বিন সালামাহ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সিকাহ রাবী ছিলেন।[৮০৭]

---

৮০৩. সুওয়ালাত ইবনুল জুনাইদ পৃ. ৩১৬।
৮০৪. দূরী, তারীখে ইবনু মাঈন ৪/৩৪৭।
৮০৫. তারীখুস সিকাত ৪/৪৭২।
৮০৬. দূরী, তারীখে ইবনু মাঈন ৪/৩১২।
৮০৭. এটা সঠিক দাবী নয়। ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এখানে নিজস্ব মত দিয়েছেন। যা বাস্তবতার বিপরীত।-অনুবাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কিছু মানুষ হাম্মাদ বিন সালামা সম্পর্কে তাদলীসের ব্যাপারে ভুলের শিকার হয়েছেন। মুহতারাম সাইয়েদ আনওয়ার রাশেদী হাফিযাহুল্লাহ অতীব চমৎকার ভাবে এ বিষয়টির খন্ডন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হল-

'ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাম্মাদ বিন সালামার বর্ণনা স্বীয় সহীহ গ্রন্থে নেন নি। ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ হাম্মাদ বিন সালামার মর্যাদা ও স্তর নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সহীহ বুখারীতে তার বর্ণনা নেয়ার যোগ্য ছিল। ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সহীহ বুখারীতে দলীলযোগ্য মনে করেছেন। এরই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যদি কেউ বলে যে, হাম্মাদ তাদলীস করতেন'।[৮০৮]

এ বাক্য দ্বারা হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ এটা বুঝেছেন যে, ইবনু হিব্বান কোন এমন ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করছেন যিনি হাম্মাদ বিন সালামাকে মুদাল্লিস বলেছেন।

অতঃপর আলী যাঈ বলেছেন, 'প্রবক্তা মাজহূল। আর তার উক্তি বাতিল'।[৮০৯]

অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং বিষয়টি এরূপ যে, ইবনু হিব্বান একটি আনুমানিক ত্রুটির জবাব দিচ্ছেন। অর্থাৎ ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, কথার কথা যদি হাম্মাদ বিন সালামাকে মুদাল্লিস ধরেও নেই; তবুও সহীহ বুখারীতে তার থেকে দলীল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর তাদলীস প্রতিবন্ধক নয়। কেননা সহীহ বুখারীতে আরও কিছু মুদাল্লিস রাবীর বর্ণনা বিদ্যমান।[৮১০] হইবেক

মুসনাদে আহমাদের মুহাক্কিকদেরও ভুল হয়েছে। কেননা তারা হাম্মাদ বিন সালামার একটি বর্ণনায় তাঁর উপর তাদলীসের তোহমত লাগিয়েছেন।[৮১১]

---

৮০৮. সহীহ ইবনু হিব্বান ১/১৫৪।

৮০৯. আল-কওলুল মুবীন পৃ. ১০৮।

৮১০. মুহতারাম সানাবিলী সাহেবের এ ধারণা সঠিক নয়। তাদলীস সংক্রান্ত ভিন্ন গ্রন্থে এগুলি সবিস্তারে আলোচনা পেশ করার ইচ্ছা রাখি। যদি আল্লাহ তওফীক দেন তাহলে তা প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।-অনুবাদক।

৮১১. মুসনাদে আহমাদ ৫/৪৭।

অথচ এটি একেবারেই ভুল। কেননা হাম্মাদ বিন সালামা এই বর্ণনাটি আরেকটি সনদে স্বীয় উস্তাদ হতে সামার সাথে বর্ণনা করেছেন।[৮১২] দেখুন 'তালীকু আলাল ফাতহিল মুবীন'।[৮১৩]

মূসা বিন ইসমাঈল আল-বসরী

তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার মারূফ ও মাশহূর এবং অত্যন্ত বড় মাপের সিকাহ রাবী। সকল মুহাদ্দিস ঐকমতানুসারে তাকে সিকাহ বলেছেন।

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ও অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন'।[৮১৪]

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ মামূন'।[৮১৫]

* ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثقة كان ايقظ من الحجاج الانماطى، ولا اعلم احدا بالبصرة ممن ادركناه احسن حديثا من ابى سلمة–

'তিনি সিকাহ ও হাজ্জাজ আনমাতীর চেয়ে অধিক দূরদর্শী ছিলেন। আমি বসরায় আবূ সালামার চেয়ে অধিক হাদীসের জ্ঞানী আর কাউকে জানি না'।[৮১৬]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয, ইমাম, হুজ্জত এবং শায়খুল ইসলাম ছিলেন'।[৮১৭]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

৮১২. ঐ হা/২৮৫০, ৫/৪৭।
৮১৩. আনওয়ার রাশিদী, তালীক আলাল ফাতহিল মুবীন, টিকা নং ১৫।
৮১৪. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৩০৬।
৮১৫. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৮/১৩৬, সনদ সহীহ।
৮১৬. ঐ ৮/১৩৬।
৮১৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৩৬০।

مُوسَى بن إِسْمَاعِيل التَّبُوذَكِي أَبُو سَلمَة أحد الْأَثْبَات الثِّقَات اعْتَمدهُ البُخَارِيّ فروى عَنهُ كثيرا–

'মূসা বিন ইসমাঈল আত-তাবূযাকী আবূ সালামা হলেন অন্যতম সিকাহ্-সাবত রাবী। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার উপর নির্ভর করেছেন। তিনি তার থেকে অত্যধিক হারে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন'।[৮১৮]

জ্ঞাতব্য

ইবনু খিরাশ (যঈফ ও রাফেযী) হতে বর্ণিত আছে যে, 'লোকেরা তার সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি সদূক রাবী'।[৮১৯]

আরয রইল যে, ইবনু খিরাশ হতে এ কথাটি প্রমাণিত-ই নয়। কেননা ইবনু খিরাশ হতে এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ বিন দাঊদ আল-কুরাজী। তিনি একজন মাজহূল রাবী। আবার ইবনু খিরাশ নিজেও মাজরূহ, যঈফ ও রাফেযী ছিলেন।[৮২০]

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ইবনু খিরাশের খাতিরে মূসা বিন ইসমাঈলের উল্লেখ মীযান গ্রন্থে করে বলেছেন,

لم أذكر أبا سلمة للين فيه، لكن لقول ابن خراش فيه : صدوق، وتكلم الناس فيه–
قلت : نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي–

'আমি আবূ সালামা (মূসা বিন ইসমাঈল)-এর উল্লেখ এজন্য করি নি যে, তার মাঝে দুর্বলতা ছিল। বরং এ জন্য করেছি যে, কেননা তার সম্পর্কে ইবনু খিরাশ বলেছেন, তিনি সদূক রাবী। আর লোকেরা তার সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

---

৮১৮. মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৪৪৬।
৮১৯. তারীখে বাগদাদ ওয়া যুয়ূলুহ ৯/৪১।
৮২০. আল-কামিল ৫/৫১৮।

আমি (ইমাম যাহাবী) বলছি, জী। হ্যাঁ। হে রাফেযী (ইবনু খিরাশ)! লোকেরা একথাই বলেছেন যে, তিনি সিকাহ-সাবত রাবী ছিলেন'।[৮২১]

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব হানাফী এই বর্ণনার সনদের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'এ বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদের প্রথম রাবী সুলায়মান বিন মূসা আদ-দিমাশকী রহিমাহুল্লাহ-এর উপর কৃত জারাহগুলি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি একজন বিতর্কিত রাবী ছিলেন'।[৮২২]

আরয রইল যে, এ সনদে সুলায়মান বিন মূসা আদ-দামেশকীর নাম-নিশানাও নেই। মাওলানা আশরাফী সাহেব জানি না কোন্ জগতে থেকে কুতুবে সিত্তার রাবী ও সিকাহ হুজ্জাত ইমাম; বরং শায়খুল ইসলাম মূসা বিন ইসমাঈলকে সুলায়মান বিন মূসা আদ-দাশেকী মনে করেছেন?

এ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, এ বর্ণনাটি সহীহ। কমপক্ষে হাসান তো অবশ্যই।

আল্লামা বদীউদ্দীন রাশিদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ সনদটি সালেহ, হাসান'।[৮২৩]

মতনের মধ্যে ইযতিরাবের দাবী ও তার পর্যালোচনা

আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী প্রমুখেরা এই বর্ণনার মতনে ইযতিরাব থাকার দাবী করেছেন। যা ঠিক নয়। বিষয়টি স্পষ্ট করণের জন্য প্রতিটি সনদের মতনগুলির পর্যালোচনা আমরা নিচে পেশ করছি।-

এ বর্ণনার প্রধান রাবী হলেন 'আসেম জাহদারী'। তার থেকে নিম্নোক্ত দুটি সনদে এই বর্ণনাটি বর্ণিত।-

প্রথমত : হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী।

---

৮২১. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৪/২০০।
৮২২. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৮২।
৮২৩. আত-তালীকুল মানসূর পৃ. ২৭।

দ্বিতীয়ত : ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ কূফী।

প্রথম সনদ (হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী)

প্রথম সনদ অর্থাৎ হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রে হাম্মাদ বিন সালামা হতে এই বর্ণনাকে নিম্নোক্ত রাবীগণ বর্ণনা করেছেন-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল।

(২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল।

(৩) আবূ সালেহ খুরাসানী।

(৪) শায়বান বিন ফার্রূখ।

(৫) মিহরাব বিন আবী ওমর।

(৬) আবূ ওমর, ওমর আয-যরীর।

(৭) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৮) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল।

(৯) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

এ নয়জন রাবী হতে ছয়জন রাবী ঐকমতানুসারে একই শব্দ 'তার বুকের উপর' বর্ণনা করেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন-

১-মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة: سَمِعَ عاصما الجحدري عَنْ أَبِيهِ عَنْ عقبة بْن ظبيان : عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عنه : فصل لربك وانحر- وضع يده اليمني على وسط ساعده على صدره-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু { فصل لربك وانحر }-এর তাফসীরে বলেছেন, ‘এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে’।[৮২৪]

২-হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীর বর্ণনা

ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ –

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, ‘এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে’।[৮২৫]

৩-আবূ সালেহ খুরাসানীর বর্ণনা

ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا أبو صالح الخراساني، قال : ثنا حماد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال في قول الله : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره–

৮২৪. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৬/৪৩৭, সনদ সহীহ।
৮২৫. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত হা/১২৮৪, ৩/৯১, সনদ সহীহ।

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৮২৬]

৪-শায়বান বিন ফাররূখ-এর বর্ণনা

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا أَبُو الْحَرِيشِ الْكِلَابِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ كَذَا قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৮২৭]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এ বর্ণনাকে আবুল হারীশ কিলাবী হতে 'আহমাদ বিন জানাহ আল-মুহারিবী' বর্ণনা করেছেন। তিনি মতনে পরিবর্তন করে ফেলেছেন। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

أَخْبَرَنَا جناح بن نذير بالكوفة، ثنا عمي أحمد بن جناح، ثنا أَبُو الْحَرِيشِ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ

---

৮২৬. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২, ইবনু হুমাইদের মুতাবাআতের কারণে মতন সহীহ।

৮২৭. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৩৩৭, সনদ হাসান।

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى سرتهِ-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে নাভীর নিচে রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৮২৮]

আরয রইল, এ বর্ণনাটি বাতিল ও মুনকার। কেননা এ বর্ণনাটিকে শায়বান হতে বর্ণনাকারী আহমাদ বিন জানাহ হলেন আহমাদ বিন জানাহ আল-মুহারিবী। দেখুন বায়হাকী প্রণীত 'আয-যুহদুল কাবীর'।[৮২৯]

তিনি মাজহূল রাবী। এই মাজহূল রাবী শায়বানের সিকাহ, সাবত, মুতকিন ও হাফেয ছাত্র এবং একাধিক গ্রন্থের লেখক ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বিন হাইয়ানের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। এ জন্য ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ এই মাজহূল রাবীর বর্ণনার পর পরই সতর্ক করেছেন এই বলে যে, 'আহমাদ বিন জানাহ আল-মুহারিবী ব্যতীত হাফেয আবূ মুহাম্মাদ হাইয়ান আবুল হুরাইশ হতে তার বুকের উপর বাক্যটি বর্ণনা করেছেন'।[৮৩০]

সুতরাং এ মাজহূল রাবীর উক্ত বর্ণনাটি বাতিল ও মুনকার। এর কোনই মূল্য নেই।

৫-মিহরান বিন আবূ ওমর আত্তার-এর বর্ণনা

ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

৮২৮. বায়হাকী, আল-খিলাফিয়াত হা/১৪৮১, ২/২৫৩।
৮২৯. হা/৭৮১ পৃ. ২৯৫।
৮৩০. বায়হাকী, আল-খিলাফিয়াত হা/১৪৮১, ২/২৫৩।

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا مهران، عن حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن أبيه عن علي رضى الله عنه (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, ‘এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা উদ্দেশ্য’।[৮৩১]

৬-আবূ ওমর হাফস বিন ওমর আয-যরীর রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা

ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ عَاصِمًا الْجَحْدَرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، فِي قَوْلِهِ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى السَّاعِدِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ–

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর বাহুর মাঝামাঝি রেখে সেটি বুকের উপর রাখা উদ্দেশ্য’।[৮৩২]

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন যে, এই রাবীগণ ঐকমতানুসারে عَلَى صَدْرِهِ ‘বুকের উপর’ বাক্যটি বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ট রইল সাতজন রাবী। তো তারাও অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথাটিই বর্ণনা করেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন-

৮৩১. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২, মতন সহীহ।
৮৩২. তাহাবী, আহকামুল কুরআন হা/৩২৩, মতন সহীহ। সনদ শায।

৭-আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসীর বর্ণনা

খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزقويه حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظِبْيَانَ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُول {فصل لِرَبِّك وانحر} قَالَ وَضعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ الثَّنْدُوَةِ-

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فصل لِرَبِّك وانحر}-এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতে রেখে সেটি ছাতির (স্তনের) উপর রাখা উদ্দেশ্য'।[৮৩৩]

এ বর্ণনায় الثَّنْدُوَةِ শব্দটি রয়েছে। যার অর্থ 'ছাতি'।

'লিসানুল আরব' গ্রন্থে আছে,

والثَّنْدُوَةُ لِلرَّجُلِ : بِمَنْزِلَةِ الثَّدْيِ للمرأَة-

'এর দ্বারা পুরুষের ছাতিকে (স্তন) বুঝানো হয়। যেভাবে নারীর ছাতিকে সাদিয়া বলা হয়'।[৮৩৪]

দেওবন্দীদের অভিধান 'আল-কামূসুল ওয়াহীদ' বলা হয়েছে, 'এর অর্থ হল পুসতান'।[৮৩৫]

এর উপর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। যাহোক {الثَّنْدُوَةُ} শব্দটি 'ছাতি' অর্থে আসে। {تَحْتَ الثَّنْدُوَةِ} -এর উদ্দেশ্য হল 'ছাতির নিচে'। অর্থাৎ বুক।

---

৮৩৩. মুওয়াযযিহ হা/৩৭৯, সনদ সহীহ।
৮৩৪. লিসানুল আরব ১/৪১।
৮৩৫. আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ২২৪।

এর জন্য এ বর্ণনাতেও অর্থের দৃষ্টিকোণ হতে ঐ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যেখানে বাকী ছয়জন রাবী ঐকমত হয়ে যেটি বর্ণনা করেছেন। 'রেওয়ায়াত বিল-মানা'র ক্ষেত্রে এভাবে শব্দগত পার্থক্য হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থ একই থাকে। এমন অবস্থাকে ইযতিরাব বলা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আবুল ওয়ালীদের এমন বর্ণনাকে আসরামের-ই বরাতে ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র 'আত-তামহীদ লিমা ফিল-মুওয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল-আসানীদ' গ্রন্থে (২০/৭৮) বর্ণনা করেছেন। আর এতেও পাণ্ডুলিপিতে تَحْتَ الثَّنْدُوَةِ বাক্যটিই রয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থের মুহাক্কিক {الثَّنْدُوَة}-কে {السرة} বানিয়ে এই বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ্য বিকৃতি ঘটিয়েছেন। আর মজার বিষয় এই যে, তিনি টীকাতে এটা লিখেও দিয়েছেন যে, {السرة}-কে তিনি নিজেই বানিয়ে যুক্ত করেছেন। অথচ মূল পাণ্ডুলিপিতে {السرة}-এর পরিবর্তে {الثَّنْدُوَة} রয়েছে। এর উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সামনে আসছে।

আপাতত এটুকুই আরয করছি যে, 'আত-তামহীদ' গ্রন্থের কলামী নুসখার সাথে সাথে খতীব বাগদাদীর বর্ণনাতেও {الثَّنْدُوَة} শব্দটি রয়েছে। যা এ কথাটির শক্তিশালী দলীল যে, এ বর্ণনার মধ্যে মূলত {الثَّنْدُوَة} শব্দটি রয়েছে। সুতরাং 'আত-তামহীদ' গ্রন্থের প্রকাশিত নুসখায় মুহাক্কিকের স্বীয় মর্জিতে একে {السرة} বানিয়ে দেয়া খুবই আশ্চর্যজনক কাজ।

এর বিস্তারিত আলোচনা আহনাফের দলীলসমূহের মধ্যে আলোচিত হবে। আপাতত (এটাই জেনে রাখুন যে) এ বর্ণনার মধ্যেও অর্থগতভাবে বুকের উপর হাত বাঁধারই উল্লেখ রয়েছে।

এখন অবশিষ্ট রইল দুটি বর্ণনা। তো জেনে রাখা ভাল যে, শুধু এ দুটি বর্ণনার মধ্যেই হাত বাঁধার কোন উল্লেখ নেই। যেমন লক্ষ্য করুন-

(১) মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনা

আবূ জাফর তাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، قَالَ : وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ-

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা উদ্দেশ্য'।[৮৩৬]

(২) আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনা

حدثنا ابن بشار، قال : ثنا عبد الرحمن، قال : ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظبيان عن أبيه، عن علي رضى الله عنه (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : وضع اليد على اليد في الصلاة-

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতে রেখে সেটি ছাতির (স্তনের) উপর রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৮৩৭]

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন! নয়টি বর্ণনার মধ্য হতে সাতটি বর্ণনার মধ্যে হাত বাঁধার স্থানের উল্লেখ আছে। এর বিপরীতে কেবল দুটি বর্ণনাতেই হাত বাঁধার কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং সাতটি বর্ণনার বিরুদ্ধে কেবল দুটি বর্ণনা দ্বারা কিছু যায় আসে না।[৮৩৮]

এছাড়াও এই সাতটি বর্ণনা এবং উপরোক্ত দুটি বর্ণনার মধ্যে কোনই বিরোধপূর্ণ ইখতিলাফ নেই। বরং অর্থগতভাবে বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ এখানেও রয়েছে।

---

৮৩৬. তাহাবী, আহকামুল কুরআন ১/১৮৪।

৮৩৭. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২।

৮৩৮. আসলে এ দুটি বর্ণনা উক্ত ৭টি বর্ণনার বিরোধী নয়। কেননা অনুল্লেখ থাকা উল্লেখ থাকার বিরোধী নয়।-অনুবাদক।

কেননা হাত বাঁধার কথাটি {وَانْحَرْ}-এর তাফসীরের মধ্যে বলা হচ্ছে। আর এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এটাই দাবী করে যে, হাত বুকে থাকতে হবে। এর দিকেই ইশারা করতে গিয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী বলেছেন, 'কেননা নহর শব্দটির মূল অর্থই এর প্রতি প্রমাণ বহন করছে যে, এখানে বুকে হাত বাঁধা উদ্দেশ্য'।[৮৩৯]

ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আযামীর তাহকীকৃত নুসখাতে مادة-এর পরিবর্তে مادن লেখা হয়েছে। যা লেখনীজনিত ভুল। কেননা বেনারসের হস্তলিখিত নুসখাতেও স্পষ্টভাবে {مادة} শব্দটি রয়েছে। দেখুন 'আত-তালীকুল মানসূর'।[৮৪০]

দ্বিতীয় সনদ

ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ-এর সনদ :

দ্বিতীয় সূত্রটি 'ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ' বর্ণিত। আর তার সূত্রে হাত বাঁধার স্থানের উল্লেখ নেই। যেমন ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ–

৮৩৯. ফাতহুল গফূর পৃ. ৩।
৮৪০. পৃ. ৩০।

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতে রেখে সেটি ছাতির (স্তনের) উপর রাখা'।[৮৪১]

কিন্তু এ ইখতেলাফের ভিত্তিতে মতনকে মুযতারিব বলা যেতে পারে না। কেননা-

প্রথমত : এ বর্ণনাগুলির মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধী মতানৈক্য নেই। বরং অর্থগতভাবে বুকের উল্লেখ এই বর্ণনার মধ্যেও রয়েছে। যেমনটা শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ্‌র বরাতে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : এ দুটি সূত্র শক্তিশালী হবার দিক থেকে এক নয়। বরং হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রটি ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদের সূত্র হতে অধিক শক্তিশালী ও মযবূত। যার দুটি কারণ রয়েছে।-

প্রথম কারণ : ইয়াযীদ বিন যিয়াদ হিফয ও যবতের মধ্যে হাম্মাদ বিন সালামার মোকাবেলায় নিম্নতর। একাধিক মুহাদ্দিস তার হিফয ও যবতের মধ্যে ঘাটতি থাকার বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

* যেমন ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইয়াযীদ বিন যিয়াদ হাদীসের হাফেয নন'।[৮৪২]

* ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি শায়েখ'।[৮৪৩]

স্মর্তব্য যে, 'শায়েখ' সবচেয়ে নিম্নস্তরের তাদীল।

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের উক্তিসমূহের খোলাসা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

يزيد ابن زياد ابن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق–

৮৪১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৪৩।
৮৪২. মুসনাদুল বাযযার ১/৪৬৫।
৮৪৩. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৯/২৬২, সনদ সহীহ।

'ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ আল-আশজাঈ আল-কূফী একজন সদূক রাবী'।[৮৪৪]

পক্ষান্তরে হাম্মাদ বিন সালামা বুখারীর তালীকে, মুসলিম, সুনানে আরবাআর প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত রাবী ও হাদীসের ইমামদের একজন ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ উচ্চস্তরের 'সীগাহ' (পারিভাষিক শব্দসমূহ) দ্বারা তাকে তাওসীক করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ-সাবত'।[৮৪৫]

কিছু লোক দলীল ব্যতীত তার উপর ইখতিলাতের কিংবা স্মৃতি পরিবর্তনের অপবাদ লাগিয়েছেন। কিন্তু ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এমন লোকদের খন্ডন করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة فِي أول أمره وَآخر أمره وَاحِد–

'হাম্মাদ বিন সালামার প্রথম ও শেষ জীবনের সকল হাদীস একই ছিল'।[৮৪৬]

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ 'হাম্মাদ বিন সালামা' শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সিকাহ ছিলেন। উপরন্তু ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এটাও বলেছেন যে,

إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام–

'যখন তুমি এমন কোন লোককে দেখ যে ইকরিমা ও হাম্মাদ বিন সালামা সম্পর্কে বাজে কথা বলছে; তখন বুঝে নিবে যে, তার ইসলাম ঠিক নেই'।[৮৪৭]

সুতরাং হাম্মাদ বিন সালামা রহিমাহুল্লাহ-এর ন্যায় ইমাম; বরং আমীরুল মুমিনীন ফিল-হাদীসের বিরুদ্ধে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদের কথা বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

---

৮৪৪. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭৭১৪।
৮৪৫. সুওয়ালাত ইবনু জুনাইদ পৃ. ৩১৬।
৮৪৬. তারীখুদ দূরী ৪/৩১২।
৮৪৭. ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ৪১/১০৩, সনদ সহীহ।

দ্বিতীয় কারণ

হাম্মাদ বিন সালামার উস্তাদ আসেম জাহদারী বসরী রাবী।[৮৪৮]

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘বসরায় হাম্মাদ বিন সালামার চেয়ে উত্তম হাদীস আর কেউই বর্ণনা করেন নি’।[৮৪৯]

ইমাম আবূ দাঊদের এ কথার আলোকে বসরায় হাম্মাদ বিন সালামার চেয়ে উত্তম হাদীস আর কারোর নেই। এ কারণগুলির ভিত্তিতে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদের মোকাবেলায় ইমাম হাম্মাদ বিন সালামা রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনাই অগ্রগণ্য। আর যখন দুটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দুজনের সমমান ও সমশক্তিশালী না হয় তখন ইযতিরাবের হুকুম লাগানো যাবে না। বরং অগ্রগণ্য ও অনগ্রগণ্য-এর হুকুম লাগাতে হবে।

* ইমাম ইবনুস সালাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) বলেছেন,

الْمُضْطَرِبُ مِنَ الْحَدِيثِ : هُوَ الَّذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ فَيَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لَهُ، وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ– أَمَّا إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ لَا تُقَاوِمُهَا الْأُخْرَى بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهَا أَحْفَظَ، أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ، فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ الْمُضْطَرِبِ–

‘মুযতারিব হাদীস তাকে বলে, যার বর্ণনার মধ্যে এমন মতানৈক্য হয়ে যায় যে, কিছু ব্যক্তি একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন এবং কিছু ব্যক্তি সেটার বিপরীতধর্মী বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। আমরা এমন হাদীসকে সে সময় মুযতারিব বলব যখন উভয়পক্ষের বর্ণনা সমান ও একই স্তরের হবে। কিন্তু যদি উভয়ের মধ্যে হতে কোন বর্ণনা রাজেহ আখ্যা পায়; অনুরূপভাবে অন্য বর্ণনাটি তার সমমানের না হয়; এক বর্ণনার রাবী আহফায হয় কিংবা মারউই আনহুর সাথে তার দীর্ঘ সময়

---

৮৪৮. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২৪০।

৮৪৯. সুওয়ালাত আবূ উবাইদ আল-আজুর্রী পৃ. ১৮০।

পেরিয়ে যায়; কিংবা এগুলি ব্যতীত তারজী প্রদানের অন্য কোন নির্ভরযোগ্য কারণ বিদ্যমান থাকে তাহলে রাজেহ বর্ণনার অনুকূলে বিধান জারী করতে হবে। আর এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি মুযতারিব হবে না'।[৮৫০]

* ইমাম ইবনু দাকীক আল-ঈদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭০২ হি.) বলেছেন,

هَذَا صَحِيحٌ لَكِنْ بِشَرْطِ تَكَافُؤِ الرِّوَايَاتِ، أَوْ تَقَارُبِهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ التَّرْجِيحُ وَاقِعًا لِبَعْضِهَا – إِمَّا؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ أَكْثَرُ، أَوْ أَحْفَظُ – فَيَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهَا. إِذْ الْأَضْعَفُ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ الْعَمَلِ بِالْأَقْوَى، وَالْمَرْجُوحُ لَا يَدْفَعُ التَّمَسُّكَ بِالرَّاجِحِ. فَتَمَسَّك بِهَذَا الْأَصْلِ. فَإِنَّهُ نَافِعٌ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ–

'(শব্দ ভিন্নতার ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়) এটি সঠিক। কিন্তু সাথে সাথে এ শর্তও থাকবে যে, বর্ণনাগুলি সমমানের কিংবা নিকটবর্তী স্তরের হতে হবে। কিন্তু যদি কতিপয়ের জন্য তারজীহ প্রমাণিত হয় এর ভিত্তিতে যে, একে অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন কিংবা আহফায বর্ণনা করেছেন; তাহলে এমতাবস্থায় এর উপর আমল হবে। কেননা যঈফ বর্ণনা শক্তিশালী বর্ণনার উপর আমল করার ক্ষেত্রে বাঁধা হতে পারে না। অন্যদিকে মারজূহ বর্ণনা রাজেহ বর্ণনার উপর আমল করায় প্রতিবন্ধক হয় না। এই মূলনীতিকে মুখস্ত করে নাও। এটি অসংখ্য স্থানে উপকার প্রদান করবে'।[৮৫১]

* ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه، أو غير ذلك : فالحكم للراجحة، ولا يكون مضطرباً، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما من راو أو جماعة: والله أعلم–

---

৮৫০. মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ পৃ. ৯৪।

৮৫১. ইহকামুল আহকাম ২/১৩৯।

'মুযতারিব ঐ হাদীসকে বলে যা এমন কিছু ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে যেগুলি সমমানের। যদি উভয় বর্ণনার মধ্যে একটি বর্ণনা অগ্রাধিকার পায় তার রাবীর আহফায হওয়ার কারণে কিংবা মারউই আনহুর সাথে কোন রাবীর অত্যধিকহারে বর্ণনা করার কারণে; কিংবা অন্য কোন কারণে; তাহলে রাজেহ বর্ণনার ভিত্তিতে হুকুম জারী হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি মুযতারিব হবে না'।[৮৫২]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে বলেছেন,

لِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ تَصْحِيحِ الْمَتْنِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ إِلَّا إِذَا تَكَافَأَتِ الرِّوَايَاتُ وَهُوَ شَرْطُ الِاضْطِرَابِ الَّذِي يُرَدُّ بِهِ الْخَبَرُ وَهُوَ مَفْقُودٌ هنا-

'কেননা মুহাদ্দিসগণ শুধু ইখতিলাফের কারণে মতনের তাসহীহ-এর মধ্যে মূলতবী করেন না। যতক্ষণ বর্ণনার মধ্যে শক্তির সমতা না থাকে {আর এটা ইযতিরাবের জন্য শর্ত} যা এখানে অনুপস্থিত রয়েছে'।[৮৫৩]

সুতরাং হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রটি নিম্নোক্ত কারণগুলির ভিত্তিতে রাজেহ আখ্যা পাবে। আর এ অনুযায়ী এ বর্ণনাটি সহীহ আখ্যা পাবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ তারজী-এর বিষয়টি তখন বলা হবে যখন ধরে নেয়া হবে যে, উভয়টির মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু আমরা প্রথমে স্পষ্ট করেছি যে, এ বর্ণনাগুলির মধ্যে কোন সাংঘর্ষিক ইখতেলাফ নেই। বরং অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বুকের উল্লেখ এ বর্ণনাতেও বিদ্যমান।

সনদে ইযতিরাবের দাবী ও তার পর্যালোচনা

ইবনুত তুরকুমানী সহ অন্যরা এ বর্ণনার সনদের মধ্যে ইযতিরাবের দাবী করেছেন। যা ঠিক নয়। এটি স্পষ্ট করার জন্য আমরা সকল সনদের পর্যালোচনা করব।

---

৮৫২. আত-তাকরীব পৃ. ৬।

৮৫৩. ফাতহুল বারী ৫/৩১৮।

এ বর্ণনার প্রধান রাবী হলেন 'আসেম জাহ্দারী'। তার থেকে নিম্নোক্ত দুটি সূত্রে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে-

প্রথমত : হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী।

দ্বিতীয়ত : ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ।

প্রথম সনদ (হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী)

প্রথম সনদ অর্থাৎ হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রে হাম্মাদ বিন সালামা হতে এই বর্ণনাকে নিম্নোক্ত নয়জন রাবী বর্ণনা করেছেন-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল।

(২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল।

(৩) আবূ সালেহ আল-খুরাসানী।

(৪) শায়বান বিন ফার্রূখ।

(৫) মিহরান বিন আবূ ওমর।

(৬) আবূ ওমর, ওমর আয-যরীর।

(৭) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৮) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল।

(৯) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

মতানৈক্যের অবস্থাসমূহ ও তারজীহ

এ সকল রাবীর বর্ণনাকৃত সনদগুলিকে আমরা মতনের ইযতিরাবের আলোচনায় পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। সেই আলোচনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে এ কথাটি সামনে আসবে যে, আসেম জাহদারীর ছাত্ররা সনদটিকে পাঁচটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ-

সনদের প্রথম ধরন

হাম্মাদ (বর্ণনা করেছেন) আসেম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উকবা বিন যবিয়ান হতে, তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

সনদের এ ধরনটি সবচেয়ে বেশী সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন। যা নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল।

(২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল।

(৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৪) আবূ সালেহ খুরাসানী।

সর্বমোট চারজন ছাত্র। এনাদের সবার বর্ণনাকৃত বাক্যগুলি পূর্বে পেশ করা হয়েছে। এনারা সকলেই একমত হয়ে উপরোক্ত সনদটি বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীতে এত বেশী সংখ্যক অন্য কোন সনদ বর্ণিত হয় নি। সুতরাং এটা এ কথাটির শক্তিশালী দলীল যে, সনদের এই ধরনটিই অগ্রগণ্য।

সনদের দ্বিতীয় ধরন

{আসেম জাহদারীর উস্তাদ, তার পিতা ব্যতীত অন্য কেউ} সনদের এই ধরনটির মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় যে, আসেম জাহদারীর উস্তাদের স্থানে তার বাবার উল্লেখের পরিবর্তে অন্য আরেকজনের উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে সনদ বর্ণনাকারী মাত্র তিনজন রয়েছেন।-

(১) মিহরান বিন আবী ওমর।

(২) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল।

(৩) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

এ তিনজনের বর্ণিত হাদীসের বাক্যগুলি একরকম নয়। এঁদের মধ্যে মিহরান বিন আবূ ওমর আসেমের উপরে উকবা বিন যহীরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর মুআম্মাল বিন ইসমাঈল আসেমের উপরে উকবা বিন সহবানের নাম উল্লেখ

করেছেন। অন্যদিকে আব্দুর রহমান বিন মাহদী আসেমের উপরে উকবা বিন যবিয়ানের উল্লেখ করেছেন। যেমনটা এদের বর্ণিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, উকবা বিন যহীর ও উকবা বিন যবিয়ান একই ব্যক্তির দুটি নাম।

এ তিনজনের বিপরীতে পাঁচজন ছাত্র একত্রে আসেমের উপরের রাবী হিসেবে তার পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। পাঁচজন হলেন নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল।

(২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল।

(৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৪) আবূ সালেহ খুরাসানী।

(৫) আবূ ওমর হাফস আয-যরীর।

এই পাঁচজনের বাক্যগুলি পূর্বেই গত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, পাঁচজন ছাত্রের একমত কৃত বর্ণনার বিপরীতে তিনজনের বিরোধীতার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। বিশেষভাবে এ তিনজনের বিরোধীতাও ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে রয়েছে।

সনদের তৃতীয় ধরন

উকবার উস্তাদের স্থানে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর পরিবর্তে উকবার পিতার নাম রয়েছে।

সনদের এই ধরনের মধ্যে মতানৈক্য করার পদ্ধতিটি এমন যে, উকবার উস্তাদের স্থলে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ থাকার পরিবর্তে তার পিতার উল্লেখ রয়েছে। এভাবে স্রেফ দুজন রাবী বর্ণনা করেছেন-

(১) মিহরান বিন আবূ ওমর।

(২) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

এ দুজনের বিপরীতে ছয়জন ছাত্র একমত হয়ে উকবার উপরে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ করেছেন। এই ছয়জন ছাত্র নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল।

(২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল।

(৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৪) আবূ সালেহ খুরাসানী।

(৫) শায়বান বিন ফার্রূখ।

(৬) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল।

এই ছয়জন ছাত্রের বাক্যগুলি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ছয়জন ছাত্রের একমত হয়ে কৃত বর্ণনার বিপরীতে কেবল দুজন ছাত্রের বিরোধীতার কোনই মূল্য নেই।

সনদের চতুর্থ ধরন

আসেম ও আলীর মধ্যভাগে ইত্তিসাল রয়েছে কিংবা ইনকিতা।

সনদের এ ধরনের মধ্যে ইখতিলাফ এই যে, আসেমের পিতা ও আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর মধ্যখানে উকবার উল্লেখ বাদ পড়েছে। এ পদ্ধতি বর্ণনাকারী কেবল একজন রাবী। তিনি হলেন আবূ ওমর হাফস বিন ওমর আয-যরীর।

এর বিপরীতে পাঁচজন ছাত্র একমত হয়ে আসেমের পিতা ও আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর মধ্যখানে উকবার উল্লেখ করেছেন। সেই পাঁচজন ছাত্র নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল।

(২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল।

(৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৪) আবূ সালেহ আল-খুরাসানী।

(৫) শায়বান বিন ফার্রূখ।

এই পাঁচজন ছাত্রের বাক্যগুলি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, পাঁচজন ছাত্রের একমত হয়ে বর্ণনাকৃত হাদীসের মোকাবেলায় শুধু একজন ছাত্রের বিরোধীতার কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

সনদের ৫ম ধরন

উকবার পিতা যবিয়ান কিংবা সহবান :

সনদের এ বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে ইখতিলাফের ধরনটি এই যে, উকবার পিতার নাম হিসেবে যবিয়ানের পরিবর্তে সহবানের নাম বলা হয়েছে। এভাবে শুধু দুজন রাবী বর্ণনা করেছেন।-

(১) শায়বান বিন ফার্রূখ।

(২) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল।

এ দুজনের বিপরীতে পাঁচজন ছাত্র একমত হয়ে উকবার পিতার নাম হিসেবে যবিয়ান নামটি উল্লেখ করেছেন। পাঁচজন ছাত্র নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল।

(২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল।

(৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৪) আবূ সালেহ আল-খুরাসানী।

(৫) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

এ পাঁচজন ছাত্রের বাক্যগুলি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, পাঁচজন ছাত্রের একমত হয়ে কৃত বর্ণনার বিপরীতে শুধু দুজন ছাত্রের বিরোধীতার কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

বস্তুত এই ইখতেলাফের কোনই গুরুত্ব নেই। কেননা মূলত রাবীর নাম হিসেবে উকবা নামটি নির্দেশ করার ব্যাপারে রাবীগণ একমত হয়েছেন। এক্ষণে তার পিতার নামের মধ্যে মতানৈক্য দ্বারা কিছু যায় আসে না। কেননা দুটি নামের মধ্যে যবিয়ান ও সহবান-এর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। এজন্য এক/দুজন রাবীর সংশয়ে পতিত হয়ে যাওয়া কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। এছাড়াও এ দুজন রাবী সিকাহ। সুতরাং তাদের যে কোন একজন হোক না কেন তাতে সনদের শুদ্ধতা বহাল থাকবে।

যাহোক, যদি তারজীহ প্রদান করা যায় তাহলে যবিয়ান নামটিই প্রাধান্য পাবে। কেননা সহবান নামটি কেবল দুজনই নির্দেশ করেছেন। তাদের মোকাবেলায় পাঁচজন রাবী একমত হয়ে যবিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, পাঁচজন লোকের বিপরীতে কেবল দুজনের বর্ণনার কোনই মূল্য নেই।

দ্বিতীয় সনদ : ইয়াযীদ বিন আবুল জাদ

অন্য সনদটি ‘ইয়াযীদ বিন আবুল জাদ’-এর বর্ণিত। আর এতে আসেম জাহদারী এবং উকবা বিন যবিয়ানের মধ্যে ‘তার পিতা’ সূত্রটি নেই। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে মতনের ইযতিরাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পেশ করা হয়েছে। আর সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে, ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদের এই বর্ণনাটি হাম্মাদ বিন সালামার বর্ণনার সমমানের নয়। বরং দুটি কারণে হাম্মাদ বিন সালামার বর্ণনা-ই প্রাধাণ্যপ্রাপ্ত।

সুতরাং যেখানে প্রাধাণ্যদানের দলীল-দালায়েল পাওয়া যাবে সেখানে ইযতিরাবের হুকুম লাগানো যাবে না। যেমনটা এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু সালাহ, ইমাম নববী এবং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুমুল্লাহ প্রমূখদের আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীস فَوْقَ السُّرَّةِ ‘নাভীর উপরে’-এর আলোচনা

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ– قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَوْقَ السُّرَّةِ–

ইবনু যারীর আয-যব্বী স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-কে দেখেছি, তিনি স্বীয় বাম হাতের কব্জি ডান হাত দ্বারা ধরে নাভীর উপর রাখতেন'।[৮৫৪]

এ বর্ণনায় আলী রাযিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ নাভীরে উপরে হাত বাঁধতেন। {فَوْقَ السُّرَّةِ} -এর দ্বারা 'বুকের উপর' অর্থকেই বুঝানো হয়ে থাকে। যেমনটা এই তাফসীরী বর্ণনায় স্পষ্টভাবে রয়েছে। যা সামনে আসছে।

কিছু মানুষ কুটতর্ক ও কাট-হুজ্জতী করতে গিয়ে এটা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেন যে, {فَوْقَ السُّرَّةِ}-এর দ্বারা 'কোন বস্তুর উপর' বুঝানো হয়। এর দ্বারা 'কোন বস্তু হতে উপরে' বুঝানো হয় না। এ অর্থে {فَوْقَ السُّرَّةِ}-এর দ্বারা নাভীর নিচেই হাত বাঁধা বুঝতে হবে। নাভীর উপরে নয়।

আরয রইল যে, {فَوْقَ السُّرَّةِ}-এর অর্থকে শুধু এ অর্থের মধ্যে নির্দিষ্ট করার কোনই দলীল নেই। কেননা আরবী ভাষা ও অভিধানে {فَوْقَ} শব্দটি দ্বারা কোন বস্তুর চেয়ে উপরের বস্তুকে বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বরং কুরআনে মাজীদেও এ অর্থে {فَوْقَ} শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ–

৮৫৪. আবূ দাউদ হা/৭৫৭, সনদ হাসান।

'আর (স্মরণ কর) যখন আমি তাদের মাথার উপর ছাতার ন্যায় পাহাড় উত্তোলন করেছিলাম এবং তারা ভয় পেয়েছিল যে, সেটি তাদের উপর পতিত হবে। আমি তাদেরকে বললাম যে, তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা রয়েছে তা ভালভাবে স্মরণ কর। যাতে তোমরা বাঁচতে পার' (আরাফ ৭/১৭১)।

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا–

'তারা কি তাদের উপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে আমি সেটি নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি'? (সূরা ক-ফ ৫০/৬)।

এ সকল আয়াতে যদি {فَوْقَ} শব্দটির ঐ অর্থ নেয়া হয় যা হানাফীরা নিয়ে থাকেন; তাহলে এর অর্থ হবে যে, আল্লাহ বনূ ইসরাঈলের মাথার উপর পাহাড় রেখে দিয়েছিলেন এবং আসমানকে লোকদের মাথার উপর রেখে দিয়েছিলেন। আর এ মর্ম যে বাতিল তা সূর্যের কিরণের চেয়েও স্পষ্ট।

মনে রাখতে হবে, কতিপয় হানাফী আলেমও বুকের উপর হাত বাঁধার জন্য {فَوْقَ السُّرَّةِ} শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। যেমন আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান বিন মুহাম্মাদ সুগদী হানাফী (মৃ. ৪৬১ হি.) লিখেছেন,

يَنْبَغِي للرِّجَال ان يضعوا الْيَمين على الشمَال تَحت السُّرَّة وَالنِّسَاء يَضعن فَوق السُّرَّة–

'পুরুষদের জন্য উপযোগী হল, তারা ডান হাত নাভীর নিচে রাখবে এবং মহিলারা নাভীর উপর রাখবে'।[৮৫৫]

এ বাক্যে হানাফীদের শায়খুল ইসলাম নারীদেরকে নাভীর উপর হাত বাঁধতে বলেছেন। আর হানাফীরা নারীদেরকে বুকে হাত বাঁধতে বলেন। যার অর্থ এটাই হয় যে, এ বাক্যে {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ নাভীর উপর দ্বারা বুকের উপর হাত বাঁধা বুঝানো হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর উপরোক্ত

---

৮৫৫. আন-নাতফু ফিল-ফাতাওয়া পৃ. ৭১।

আসারটিতেও {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ নাভীর উপর হাত বাঁধার দ্বারা বুকের উপর হাত বাঁধা বুঝানো হয়েছে।

আরও বেশী মানসিক প্রশান্তির জন্য আরয রইল যে, হানাফীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত উচ্চ সম্মানের অধিকারী মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবও এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ নাভীর উপর দ্বারা হাত বাঁধার মাধ্যমে বুকের উপর হাত বাধাঁ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন, 'উত্তম ও অনুত্তম নিয়ে এ মতানৈক্য শুরু হয়েছে। কিছু সাহাবী নাভীর উপর হাত বাঁধতেন। অর্থাৎ বুকের উপর। যেমনটা অন্যান্য হাদীসে বুক শব্দটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু সাহাবী নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। সুতরাং সবাই স্ব স্ব মাশায়েখের গৃহীত তরীকা গ্রহণ করবে'।[৮৫৬]

সারকথা : এ বর্ণনায় আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়টি বর্ণিত। আর এর সনদ সহীহ। এ বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

জারীর আয-যব্বী

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

جرير الضَّبِّيّ يروي عَن على روى عَنهُ ابْنه غَزوَان بْن جرير–

'জারীর যব্বী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে তার পুত্র গযওয়ান বিন জারীর বর্ণনা করেছেন'।[৮৫৭]

* ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ তার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৮৫৮]

---

৮৫৬. তাকরীরে তিরমিযী পৃ. ৭০।
৮৫৭. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৪/১০৮।
৮৫৮. বায়হাকী কুবরা ২/৪৬।

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৮৫৯]

সনদের তাসহীহ রাবীদের তাওসীক

রাবী বর্ণিত সনদের তাসহীহ কিংবা তাহসীন তার সনদের রাবীদের তাওসীক হয়ে থাকে। যেমনটি একাধিক মুহাদ্দিস বলেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

* ইমাম ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২৮ হি.) বলেছেন,

وَفِي تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ إِيَّاه توثيقها وتوثيق سعد بن إِسْحَاق، وَلَا يضر الثِّقَة أَن لَا يروي عَنهُ إِلَّا وَاحِد-

'তিরমিযীর একে সহীহ বলা তার এবং সাদ বিন ইসহাকের তাওসীক। আর সিকাহ হতে স্রেফ একজন রাবী হতে বর্ণনা ক্ষতিকর নয়'।[৮৬০]

* ইমাম ইবনু দাকীক আল-ঈদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭০২ হি.) তিরমিযীর সূত্রে একজন রাবীকে তাহসীন করা সম্পর্কে বলেছেন, 'এতে কি পার্থক্য রয়েছে যে, (যদি) ইমাম বলেন, তিনি সিকাহ বা তার একক বর্ণনাকে সহীহ বলা একই'।[৮৬১]

* ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.) বলেছেন,

وَقَالَ غَيره : فِيهِ جَهَالَة، مَا رَوَى عَنهُ سُوَى ابْن خُنَيْس- وَجزم بِهَذَا الذَّهَبِيّ فِي الْمُغنِي فَقَالَ : لَا يعرف لَكِن صحّح الْحَاكِم حَدِيثه -كَمَا ترَى - وَكَذَا ابْن حبَان، وَهُوَ مُؤذن بمعرفته وثقته-

'তিনি ব্যতীত অন্যরা বলেছেন, উক্ত রাবী গায়ের মারূফ। ইবনু খুনাইস ব্যতীত তার থেকে আর কেউই বর্ণনা করেন নি। আর যাহাবী মুগনী গ্রন্থে এ কথাটিই দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, তিনি মারূফ রাবী নন। কিন্তু

৮৫৯. তাগলীকুত তালীক ২/৪৪৩।
৮৬০. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ৫/৩৯৫।
৮৬১. আল-ইমাম ফী মারিফাতি আহাদীসিল আহকাম ৩/১৬৬।

ইমাম হাকেম তার হাদীসকে সহীহ বলেছেন। যেমনটা আপনারা দেখছেন। অনুরূপভাবে ইবনু হিব্বানও তার হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আর এটা তার মারূফ ও সিকাহ হবার দলীল’।[৮৬২]

* আল্লামা যায়লাঈ হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

فَكَذَلِكَ لَا يُوجِبُ جَهَالَةَ الْحَالِ بِانْفِرَادِ رَاوٍ وَاحِدٍ عَنْهُ بَعْدَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِي تَعْدِيلَهُ، وَهُوَ تَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ–

‘অতঃপর অনুরূপভাবে কেবল একজন রাবীর তার থেকে বর্ণনা করা তার মাজহূল রাবী হওয়ার দলীল হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেননা তার তাদীল বিদ্যমান। আর তা এই যে, ইমাম তিরমিযী তার সনদকে সহীহ বলেছেন’।[৮৬৩]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قلت صحّح بن خُزَيْمَة حَدِيثه وَمُقْتَضَاهُ أَن يكون عِنْده من الثِّقَات–

‘হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইবনু খুযায়মা তার হাদীসকে সহীহ বলেছেন। যা তার কাছে তার সিকাহ হওয়ার দাবী রাখে’।[৮৬৪]

জ্ঞাতব্য : আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী হানাফী রহিমাহুল্লাহ ইমাম যাহাবী হতে ‘আয-যরীর আয-যব্বীকে চেনা যায় না’ বাক্যটি উদ্ধৃত করে তার বর্ণনার উপর সমালোচনা করেছেন। যার দরূণ নীমাবী হানাফী এটি খন্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী একে এর ভিত্তিতে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন যে, ইমাম যাহাবী মীযান গ্রন্থে বলেছেন, যরীর যব্বী একজন গায়ের মারূফ রাবী- (কিন্তু) এ কথাটি আপত্তিকর। কেননা ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে তার থেকে তালীক হিসেবে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে তার

---

৮৬২. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৪/২৬৯।
৮৬৩. নাসবুর রায়াহ ১/১৪৯।
৮৬৪. তাজীলুল মানফাআহ পৃ. ২৪৮।

থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু হিব্বান তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'।[৮৬৫]

গযওয়ান বিন জারীর

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

غَزوَان بْن جرير يروي عَنْ أَبِيه روى عَنْهُ عبد السَّلَام بن شَدَّاد–

'গযওয়ান বিন জারীর তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আব্দুস সালাম বিন শাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন'।[৮৬৬]

* ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ তার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৮৬৭]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৮৬৮]

কোন রাবীর সনদকে তাসহীহ বা তাহসীন করা সেই সনদের রাবীদের তাওসীক হয়ে থাকে। যেমনটা একাধিক মুহাদ্দিস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। পূর্বে কয়েকজন মুহাদ্দিসের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

(৩) আবূ তালূত আব্দুস সালাম বিন শাদ্দাম

তিনি সুনানে আবূ দাঊদের রাবীদের একজন। আর তিনি সিকাহ রাবী।

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি তাকে সিকাহ হিসেবেই জানি'।[৮৬৯]

---

৮৬৫. আসারুস সুনান পৃ. ১১০।
৮৬৬. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৭/৩১২।
৮৬৭. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৪৬।
৮৬৮. তাজলীলুল মানফাআহ ২/৪৪৩।
৮৬৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/৪৫।

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, ‘তিনি বসরার সিকাহ রাবী’।[৮৭০]

এ তাওসীক উদ্ধৃতকারী দূলাবী হানাফী আমাদের মতে একজন মাজরূহ রাবী। কিন্তু তিনি আহনাফের কাছে সিকাহ হিসেবে বরিত।

* ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

عَبْد السَّلَام بْن شَدَّاد القَيْسي الْبَصْرِيّ–

‘আব্দুস সালাম বিন শাদ্দাদ আল-কায়সী আল-বসরী’।[৮৭১]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ রাবী’।[৮৭২]

(৪) আবূ বদর শুজা ইবনুল ওয়ালীদ বিন কায়েস

তিনি বুখারী ও মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর রাবী। আর তিনি একজন সিকাহ রাবী।

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আবূ বদর শুজা বিন ওয়ালীদ একজন সিকাহ রাবী’।[৮৭৩]

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আবূ বদর শুজা অর্থাৎ ইবনুল ওয়ালীদ একজন সালেহ শায়েখ ও সত্যবাদী’।[৮৭৪]

* ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই’।[৮৭৫]

---

৮৭০. দূলাবী, আল-কুনা ওয়াল-আসমা ২/৬৯০, দূলাবী না থাকলে সনদটি হাসান হত। তবে তিনি হানাফীদের নিকটে সিকাহ রাবী।
৮৭১. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/১৩১।
৮৭২. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪০৬৬।
৮৭৩. তারীখু ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/২৭০।
৮৭৪. তারীখে বাগদাদ ৯/২৪৯, সনদ সহীহ।
৮৭৫. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২১৫।

* ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'।[৮৭৬]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'শুজা ইবনুল ওয়ালীদ বিন কায়েস আস-সাকূনী আবূ বদর'।[৮৭৭]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয, সিকাহ এবং ফকীহ'।[৮৭৮]

এই সকল মুহাদ্দিসের বিপরীতে কেবল ইমাম আবূ হাতেম বলেছেন, 'তিনি মতীন শায়েখ নন। তার থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না'।[৮৭৯]

আরয রইল যে, মুহাদ্দিসদের ঐকমতকৃত এবং স্পষ্ট তাওসীকের মোকাবেলায় ইমাম আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ-এর এ জারাহ গায়ের মাসমূ। উপরন্তু ইমাম আবূ হাতেমের কঠোর হওয়া এবং সিকাহ রাবীদের সম্পর্কেও অনুরূপ জারাহ তার পক্ষ আসতে থাকে। যেমন ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

إِذَا وَثَّقَ أَبُو حَاتِمٍ رَجُلاً فَتَمَسَّكْ بِقَولِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُوَثِّقُ إِلاَّ رَجُلاً صَحِيْحَ الحَدِيْثِ، وَإِذَا لَيَّنَ رَجُلاً، أَوْ قَالَ فِيْهِ : لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، فَتَوَقَّفْ حَتَّى تَرَى مَا قَالَ غَيْرُهُ فِيْهِ، فَإِنْ وَثَّقَهُ أَحَدٌ، فَلاَ تَبْنِ عَلَى تَجْرِيْحِ أَبِي حَاتِمٍ، فَإِنَّهُ مُتَعَنِّتٌ فِي الرِّجَالِ، قَدْ قَالَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ رِجَالِ (الصِّحَاحِ) : لَيْسَ بِحُجَّةٍ، لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ-

'যখন ইমাম আবূ হাতেম কোন রাবীকে সিকাহ বলে দেন তখন তাকে আবশ্যিকভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা তিনি কেবল সহীহুল হাদীস রাবীকেই তাওসীক করেন। কিন্তু যখন তিনি কোন রাবীকে দুর্বল আখ্যা দেন কিংবা তার সম্পর্কে এটা বলেন যে, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না তখন সেই জারাহ-এর ক্ষেত্রে থেমে যাও। তুমি দেখবে যে, অন্য ইমামগণ এ ব্যাপারে কী

৮৭৬. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৩৭৮।
৮৭৭. আস-সিকাত ৬/৪৫১।
৮৭৮. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ১/৩২৮।
৮৭৯. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৩৭৮।

বলেছেন। যদি কেউ যদি সেই রাবীকে তাওসীক করেন তাহলে আবূ হাতেমের জারাহ-এর উপর নির্ভর করবে না। কেননা তিনি রাবীদের উপর জারাহ করার ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন। তিনি সহীহাইনের কয়েকজন রাবী সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা হুজ্জত নন, তারা শক্তিশালী নন ইত্যাদি ইত্যাদি'।[৮৮০]

ইমাম যায়লাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৬২ হি.) বলেছেন,

وَقَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ، غَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ السَّبَبَ، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْهُ فِي رِجَالٍ كَثِيرِينَ مِنْ أصحاب الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ، كَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَغَيْرِهِ-

'ইমাম আবূ হাতেমের বলা যে, {তার থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না} গায়ের কাদেহ। কেননা তিনি কারণ উল্লেখ করেন নি। আর অনুরূপ জারাহ তিনি কোন ব্যাখ্যা ব্যতীতই বড় বড় সিকাহ ইমামদের ক্ষেত্রে করেছেন। যেমনটা খালেদ আল-হায্যা সম্পর্কে বলেছেন ইত্যাদি'।[৮৮১]

উপরন্তু হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ আলোচ্য রাবীর উপর আবূ হাতেমের এই জারাহ সম্পর্কে বলেছেন,

شُجَاع بن الْوَلِيد أَبُو بدر السكونِي تكلم فِيهِ أَبُو حَاتِم بعنت-

'শুজা বিন ওয়ালীদ আবূ বদর আস-সাকূনীর উপর আবূ হাতেমের সমালোচনা কঠোরতার উপর ভিত্তিশীল'।[৮৮২]

প্রতীয়মান হল যে, উক্ত রাবীর উপর আবূ হাতেমের এই জারাহ-এর কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা এ রাবী সিকাহ।

(৫) মুহাম্মাদ বিন কুদামা বিন আয়্যুন আল-মিস্সীসী

৮৮০. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/২৬০।
৮৮১. নাসবুর রায়াহ ২/৩১৭।
৮৮২. মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৪৬২।

(১) তিনি ইমাম আবূ দাঊদের সিকাহ উস্তাদ ছিলেন। ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ তার কয়েকটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলির মধ্য একটি রেওয়ায়াত হল উপরোক্ত বর্ণনাটি। আর ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ কেবল সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা করতেন।

* ইমাম ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আর আবূ দাঊদ তার কাছে সিকাহ হিসেবে পরিগণিত এমন রাবী ব্যতীত অন্য কারো থেকে বর্ণনা করতেন না'।[৮৮৩]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আবূ দাঊদ কেবল সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা করতেন'।[৮৮৪]

ইমাম আবূ দাঊদের সাথে অন্য ইমামগণও ঐকমতানুসারে তার তাওসীক করেছেন।

(২) ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সালেহ রাবী'।[৮৮৫]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ সিকাত গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। [৮৮৬]

* ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৮৮৭]

* ইমাম আবূ আলী আল-গাস্‌সানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মদ বিন কুদামা বিন আয়ুন মিস্‌সীসী একজন সিকাহ রাবী'।[৮৮৮]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৮৮৯]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[৮৯০]

---

৮৮৩. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল-ঈহাম ফী কিতাবিল আহকাম ৩/৪৬৬।
৮৮৪. তাহযীবুত তাহযীব ৩/১৮০।
৮৮৫. তাসমিয়াতু শুয়ূখ লিন-নাসাঈ পৃ. ৫০।
৮৮৬. আস-সিকাত ৯/১১১।
৮৮৭. ইলালুদ দারাকুতনী ১০/১৩৭।
৮৮৮. তাসমিয়াতু শুয়ূখি আবী দাঊদ পৃ. ৯৭।
৮৮৯. যাহাবী, আল-কাশিফ ২/২১২।
৮৯০. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২৩৩।

জ্ঞাতব্য-১

আবূ উবায়েদ আল-আজুর্রী ইমাম আবূ দাঊদ হতে বর্ণনা করেছেন, 'আমি আবূ দাঊদ হতে মুহাম্মদ বিন কুদামা জাওহারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি বললেন, তিনি যঈফ রাবী। আমি তার থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করি না'।[৮৯১]

আরয রইল যে, এই 'মুহাম্মাদ বিন কুদামা জাওহারী' আলোচন্য রাবী ব্যতীত অন্য আরেকজন। যিনি যঈফ রাবী। এ কথাটির শক্তিশালী দলীল এই যে, আলোচ্য রাবী হতে ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনাও গ্রহণ করেছেন। তিনি তার বর্ণনাকে স্বীয় গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর ইমাম আবূ দাঊদ স্রেফ সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা করেছেন। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

কথার কথা যদি মেনে নেই যে, এর দ্বারা মুহাম্মদ বিন কুদামা বিন আয়ুনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাহলে এটা তখনকার কথা হবে যখন ইমাম আবূ দাঊদ তার থেকে কিছুই বর্ণনা করেন নি। কিন্তু পরে ইমাম আবূ দাঊদ তার থেকে বর্ণনা করতে লাগলেন আর তার হাদীস সমূহ লিখতে লাগলেন। বরং কুতুবে সিত্তার মধ্যে গণ্য 'সুনানে আবূ দাঊদ' গ্রন্থেও তিনি তার থেকে বর্ণনা নিতে লাগলেন। এটা এ কথার দলীল যে, ইমাম আবূ দাঊদ স্বীয় জারাহ হতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আর পরে তিনি তাকে সিকাহ রাবী হিসেবে গণ্য করে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছিলেন।

যাহোক, আমাদের কাছে রাজেহ কথা এটাই যে, ইমাম আবূ দাঊদ যার উপর জারাহ করেছেন তিনি অন্য ব্যক্তি।

জ্ঞাতব্য-২

ইবনু মুহরিয (মাজহূল) বলেছেন,

سألت يحيى بن معين عن محمد بن قدامة الجوهرى فقال ليس بشىء–

৮৯১. সুওয়ালাতু আবী উবাইদ আল-আজুর্রী পৃ. ২৭৭।

‘আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে মুহাম্মদ বিন কুদামা আল-জাওহারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি কিছুই নন’।[৮৯২]

আরয রইল যে, উক্ত মুহাম্মদ বিন কুদামা আল-জাওহারীও আলোচ্য রাবী ব্যতীত অন্য আরেকজন ব্যক্তি। যিনি যঈফ রাবী। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ আলোচ্য রাবীর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন,

محمد ابن قدامة الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي فيه لين من العاشرة مات سنة سبع وثلاثين ووهم من خلطه بالذي قبله–

‘মুহাম্মদ বিন কুদামা, জাওহারী, আনসারী, আবূ জাফর বাগদাদী। তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি দশম স্তরের রাবী। ২৩৭ হিজরীতে তিনি মারা গেছেন। আর যারা এই রাবীকে এর পূর্বের রাবীর সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন তারা ভ্রমের শিকার’।[৮৯৩]

প্রকাশ থাকে যে, ইবনু মাঈন হতে এ উক্তিটি বর্ণনাকারী ইবনু মুহরিয হলেন মাজহূল রাবী। এজন্য তার উদ্ধৃতি নির্ভরযোগ্য নয়।

মোটকথা : মুহাম্মদ বিন কুদামা বিন আয়ুন আল-মিস্‌সীসী ঐকমতানুসারে সিকাহ রাবী। কোন মুহাদ্দিস-ই তার উপর কোনরূপ জারাহ করেন নি।

একটি সংশয়ের নিরসন

যদি বলা যায় যে, সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এ বর্ণনা শুধু একটি সূত্রে {فوق السرة} -এর উল্লেখ আছে। অথচ এর পূর্ণ তিনটি সনদ রয়েছে। যার মধ্যে দুটি সূত্রের মধ্যে এর (নাভীর উপর) উল্লেখ নেই। তাহলে আরয রইল যে, এটি সিকাহ রাবীর যিয়াদত। আর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, সিকাহ রাবীর যিয়াদাত গ্রহণ-বর্জনের ফায়সালা বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

---

৮৯২. মারিফাতুর রিজাল লি-ইবনি মাঈন ১/৫৭।

৮৯৩. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২৩৪।

যেমন যিয়াদতের গ্রহণযোগ্যতার একটি আলামত এই যে, অন্য রাবীগণ সংক্ষিপ্ততার সাথে বর্ণনা করে থাকবেন। এখানে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত হবার বিষয়টি রয়েছে। সুতরাং সিকাহ রাবীর যিয়াদত (এখানে) গ্রহণযোগ্য।

সিকাহ রাবীর যিয়াদতের গ্রহণযোগ্যতার আরেকটি করীনা এটাও যে, বর্ধিত বস্তুটির সাথে আসল মতনের গভীর সম্পর্ক থাকবে। এমতাবস্থাতেও সিকাহ রাবীর যিয়াদত গ্রহণযোগ্য।

এখানেও এ অবস্থা-ই বিদ্যমান। কেননা হাত বাঁধার আমল হাত বাঁধার স্থানকে আবশ্যিক করে। অর্থাৎ হাত বাঁধা এ বিষয়টিকে আবশ্যক করে যে, হাত শরীরের একটি অংশ। সুতরাং এ আবশ্যিক অংশটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা কোন বর্ণনায় পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করতে হবে।

উপরন্তু সিকাহ রাবীর যিয়াদত গ্রহণযোগ্য হবার আরেকটি করীনা এটাও হয়ে থাকে যে, বর্ধিত বস্তুর মধ্যে আসল মতনের বিরোধী কোন কথা থাকবে না। এখানে যে বিষয়টি বর্ধিত করা হয়েছে সেটি মূল মতনের বিরোধী হবে না।

এ ব্যতীত সিকাহ রাবীর যিয়াদত গ্রহণযোগ্য হবার ক্ষেত্রে শাহেদকেও সম্মুখে রাখা হয়। আর আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতেই অন্য বর্ণনাগুলি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। যদ্বারা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর বুকের উপর হাত বাঁধা প্রমাণিত হয়। এ শাহেদগুলির ভিত্তিতেও এখানে বর্ধিত অংশটুকু গ্রহণযোগ্য হবে।

(৪) আব্দুল্লাহ বিন জাবের (রা)-এর হাদীস

ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيِّ قَالَ ثَنَا عَبْد الله بْن سُفْيَانَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي عُقْبَةَ بْنَ أَبِي عَائِشَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلَاةِ–

উকবা বিন আবী আয়েশা বলেন, আমি রাসূলের সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন জাবের রাযিআল্লাহু আনহু-কে দেখলাম। তিনি নামাযে নিজের একটি হাত বাহুর উপর রাখলেন’।[৮৯৪]

ব্যাখ্যা

এ হাদীসেও ডান হাতকে বাম হাতের যিরার উপর রাখার আমল বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে যদি ডান হাত বাম হাতের যিরা-এর উপর রাখেন তাহলে উভয় হাত স্বতন্ত্রভাবেই বুকের উপর এসে যাবে। বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখুন। সুতরাং এ হাদীসেও নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল রয়েছে।

এ হাদীসের সনদটিও সহীহ। বিস্তারিত দেখুন-

রাবী-১ : উকবা বিন আবী আয়েশা

তিনি সিকাহ রাবী।

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাহ রাবীদেরকে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘উকবা বিন আবী আয়েশা একজন সিকাহ রাবী’।[৮৯৫]

* ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ তার আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কেই বলেছেন, ‘এর সনদ হাসান’।[৮৯৬]

সমালোচক মুহাদ্দিসদের পক্ষ হতে সনদের তাসহীহ কিংবা তাহসীন সনদের রাবীদের তাওসীক হয়ে থাকে।

রাবী-২ : আব্দুল্লাহ বিন সুফিয়ান বিন উয়াইনা

* হিশাম বিন আম্মার আস-সুলামী বলেছেন, ‘তিনি সিকাহ লোকদের অন্যতম’।[৮৯৭]

---

৮৯৪. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২২৮।
৮৯৫. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২২৮।
৮৯৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৫।
৮৯৭. ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী ৪/২৫৪, সনদ সহীহ।

* ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'।[৮৯৮]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাহ রাবীদের জীবনচরিতে উল্লেখ করেছেন।[৮৯৯]

রাবী-৩ : ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী

তিনি অনেক বড় মুহাদ্দিস এবং জারাহ-তাদীলের উচ্চ মাপের ইমাম ছিলেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله–

'তিনি অনেক বড় মাপের সিকাহ-সাবত ও ইমাম ছিলেন। স্বীয় যামানার হাদীস ও ইলাল সম্পর্কে সর্বাধিক জানতেন'।[৯০০]

রাবী-৪ : আবূ খলীফা ফযল বিন হুবাব বিন আমর

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৯০১]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি মুহাদ্দিস ও সিকাহ রাবী ছিলেন'।[৯০২]

* ইবনুল ইমাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৮৯ হি.) বলেছেন, 'তিনি মুহাদ্দিস, মুতকিন ও সাবত ছিলেন'।[৯০৩]

* কিছু ইমাম তার উপর রাফেযী হবার অপবাদ আরোপ করেছেন। কিন্তু এ অপবাদ প্রমাণিত নেই। যেমন ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

৮৯৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/৬৬।
৮৯৯. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/৩৩৮।
৯০০. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪৭৬০।
৯০১. আস-সিকাত ৯/৭।
৯০২. তারীখুল ইসলাম ৭/৯২।
৯০৩. ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব ৪/২৭।

ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليماني : إنه من الرافضة–فهذا لم يصح عن أبي خليفة– 'আমি তার সম্পর্কে কোন দুর্বলতা জানি না। তবে সুলাইমানী বলেছেন যে, তিনি রাফেযী আকীদার ছিলেন। কিন্তু আবূ খলীফা ফযল বিন হুবাব সম্পর্কে এ কথাটি প্রমাণিত নেই'।[৯০৪]

---

৯০৪. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৩/৩৫০।

আহনাফের দলীল সমূহ

প্রথম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১ :

মারফূ বর্ণনা

আহনাফের বানোয়াট হাদীস

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর প্রতি সম্বন্ধিত একটি সরীহ মারফূ বর্ণনা

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে হানাফী আলেমদের কাছে একটিও ‘সরীহ মারফূ মুসনাদ’ বর্ণনা নেই। না সহীহ রয়েছে। আর না যঈফ। বরং পূর্বের যামানার কোন বড় কাযযাবও এমন একটি মারফূ মুসনাদ বর্ণনা বানিয়ে যান নি।

মনে রাখতে হবে যে, সাহাবীদের পক্ষ হতে {من السنة كذا} বাক্য সংক্রান্ত বর্ণনা সরীহ মারফূ হয় না। বরং হুকমী মারফূ হয়ে থাকে। যেমনটা জমহূর আহলে ইলমের অভিমত রয়েছে যে, সাহাবীর {من السنة كذا} বলা মারফূ-এর হুকুমভুক্ত। অবশ্য শাফেঈ এবং ইবনু হাযম প্রমুখেরা একে মারফূ-এর হুকুমও মানেন নি। কিন্তু রাজেহ কথা এটাই যে, এ বাক্যের সাথে সাহাবীর বর্ণনা হুকমী মারফূ হয়ে থাকে। কিন্তু একে ‘সরীহ মারফূ’ বলা যেতে পারে না। বরং সরীহ মারফূ শ্রেফ ঐ বর্ণনাটিই হবে যেখানে স্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখকৃত কথা আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, সাহাবার আসারগুলির মধ্যে সুন্নত শব্দটি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিসবতের সাথে ব্যবহার না হয় তাহলে আহনাফের কাছেও এটি সরীহ-মারফূ তো দূরের কথা। হুকমী মারফূও নয়। কেননা তাদের উসূল মোতাবেক মারফূ মানার জন্য জরুরী হল, সাহাবীর পক্ষ থেকে হাদীসটির ইযাফত ও নিসবতও আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি করতে হবে।

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আহমাদ সারাখসী হানাফী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৮৩ হি.) লিখেছেন,

وَقد ظهر من عَادَة الصَّحَابَة التَّقْيِيد عِنْد إِرَادَة سنة رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ–

‘সাহাবাদের অভ্যাস থেকে বিষয়টি যাহির হয় যে, যখন তারা সুন্নাত শব্দটি বলতেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত বুঝাতেন। আর তারা তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি এর নিসবতও করতেন’।[৯০৫]

অনুরূপ বক্তব্য অন্যান্য হানাফী আলেমরাও প্রদান করেছেন।[৯০৬]

মোটকথা : আহনাফের কাছে তার অবস্থানের উপর একটিও ‘সরীহ মারফূ মুসনাদ’ বর্ণনা দুনিয়ার কোথাও নেই। না সহীহ না যঈফ আর না মাওযূ। এজন্য আহনাফের আলেমগণ এই ঘাটতি পূরণের জন্য নাভীর নিচে হাত বাঁধার একটি ‘মারফূ সরীহ’ বর্ণনা জাল করার মত ন্যাক্কারজনক কাজের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তারা কেবল মতন বানানোর চেষ্টা করেছেন। এর সনদ বানানোর সাহস তারা করতে পারেন নি। সম্ভবত এতে তাদের সব কিছু প্রকাশ পেয়ে যাবে। কেননা যদি কেবল মতন বানিয়ে কিতাবে লিখে দেয়া যায় তাহলে হতে পারে কেউ এই ভাল ধারণা রাখবেন যে, হানাফী হযরতরা কোথাও হতে একটি উদ্ধৃত করে থাকবেন। যেমনটা বর্তমান সময়ের হানাফীরাও সম্ভবত এ জবাবটিই দিবেন।

যাহোক, নাভীর নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে আহনাফের বানানো এ হাদীসটি লক্ষ্য করুন। যেমনটা ‘দিরহামুস সুর্রা’ গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, ‘নাভীর নিচে হাত বাঁধার দলীলগুলির মধ্যে একটি দলীল এটাও যেটাকে সাহেবুল মুহীত আল-বুরহানী এবং সাহেবুল মাজমাউল বাহরাঈনের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন,

من السنة وضع اليدين علي الشمال تحت السرة–

---

৯০৫. উসূলুস সারাখসী ১/৩৮১।

৯০৬. আত-তালীকুল মানসূর পৃ. ৭০-৭১।

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করা সুন্নত'।[৯০৭]

মোটকথা : আরয রইল যে, দুনিয়ার কোন গ্রন্থেই এ হাদীসের অস্তিত্ব নেই। এ হাদীসের উপর নযর পড়তেই আমি মনে করেছিলাম, সম্ভবত মাজমাউল বাহরাঈনের কোন নুসখাতে ভুলক্রমে ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি মারফূ হিসেবে সম্বন্ধ করা হয়েছে। মূলত এটা আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর একটি মাওকূফ বর্ণনা হবে। কিন্তু আমি শারহু মাজমাউল বাহরাঈনের চারটি পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেছি। চারটি পাণ্ডুলিপিতেই এ হাদীসটি অনুরূপভাবে পেয়েছি।[৯০৮]

প্রতীয়মান হল যে, এটা নাসেখের ভুল নয়। বরং স্বীয় মাসলাকের সমর্থনে একে বানানো হয়েছে। এজন্য এ বর্ণনাটির কোন সনদ উল্লেখ করা হয় নি। অর্থাৎ সনদবিহীন। এজন্য 'দিরহামুস সুর্রাহ'-এর লেখক যখন এ হাদীসকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তখন শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে 'সনদবিহীন' বলেছেন।[৯০৯]

এর সনদবিহীন হওয়ার সাথে সাথে এর বাক্যটিও নির্দেশ করছে যে, এ হাদীসটি মনগড়া।

* এ বর্ণনাটির মতনের উপর চিন্তা করুন। এতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এটি অন্যতম সুন্নত'। অথচ এমন কথা সাহাবী ও তাবেঈরা বলে থাকেন।

* এছাড়াও এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, {وضع اليدين علي الشمال} উভয় হাতকে বাম হাতের উপর রাখা!

এটা আবার কোন্ ধরনের মুসীবত! উভয় হাত কিভাবে বাম হাতের উপর রাখা যাবে? মানুষের কি তিনটি হাত? যদি এটা বলা হত যে, {হাতকে হাতের উপর

---

৯০৭. দিরহামুস সুর্রাহ পৃ. ৩১; ফাওয়ুল কিরাম (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ১৮।
৯০৮. নুসখাহ মাকাতাবা আল-আযহারিয়া (কাফ/২৭ 'বা')।
৯০৯. দুর্রাহ ফী ইযহারি গশশি নাকদিস সুর্রাহ পৃ. ৬৬।

রাখতে হবে}। তাহলে এর তাবীল হিসেবে এটা বলা যেত যে, সকল মানুষের জন্য তালীম রয়েছে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে। কিন্তু এখানে দ্বিবচনের সাথে রয়েছে যে, উভয় হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক ও অদ্ভূত কথা। এ সকল কথাই এ বিষয়টির দলীল যে, এ বর্ণনাটি বানোয়াট।

এ বর্ণনাটির মনগড়া হওয়ার আরেকটি দলীল এটাও যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতেই সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু এর তাফসীরে বলেছেন যে, {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর দ্বারা নামাযে হাতকে নহরের কাছে (বুকের উপর) রাখা উদ্দেশ্য'।[৯১০]

পূর্বে এ বর্ণনাটি পূর্ণ সনদের সাথে তাহকীক সহ পেশ করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, বর্তমান সময়ে কিছু মানুষ মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বার একটি মারফূ হাদীসের মধ্যে তাহরীফ করে এতে 'নাভীর নিচে' বাক্যটি সংযোজন করেছেন। সুতরাং কেউ যেন মনে না করেন যে, এটা হল নাভীর নিচে হাত বাঁধার মারফূ সরীহ হাদীস। কেননা এ সরীহ মারফূ হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' -এর সংযোজন রয়েছে। যা বানোয়াট। আমরা ইনশাআল্লাহ এ অধ্যায়ের শেষে এ বর্ণনার উপর বিস্তারিত আলোচনা করব।

---

৯১০. হারবী, গরীবুল হাদীস ২/৪৪৩।

পরিচ্ছেদ-২

সাহাবীদের আসার

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ–

'সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, নামাযে কব্জির উপর কব্জি রেখে নাভীর নিচে রাখা সুন্নত'।[৯১১]

তাহকীক : এ হাদীসটি খুব দুর্বল। পুরো উম্মতের কোন আলেমই একে সহীহ বলেন নি। বরং এর যঈফ হবার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত রয়েছে। যেমনটা ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা সামনে আসছে।

নিচে আমরা **১২** জন মুহাদ্দিস এবং অন্যান্য হানাফী আলেমদের বরাত পেশ করছি। যারা এ হাদীসকে যঈফ ও বাতিল বলেছেন।

* ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের এ বর্ণনাকে এবং তার আরও কিছু বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেছেন,

سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ : يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ–

'আমি ইমাম আহমাদ আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে যঈফ আখ্যা দিতে শুনেছি'।[৯১২]

প্রতীয়মান হল, ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর এর রাবীর উপর জারাহ করেছেন। তার মানে হল, ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ নিজেও এ হাদীসকে সহীহ মানেন নি। বরং তিনি একে যঈফ মনে করতেন।

---

৯১১. সুনানে আবূ দাঊদ হা/৭৫৬।
৯১২. সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৫৬।

* ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ، تَحْتَ السُّرَّةِ، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ–

'আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে নাভীর নিচে হাত বাঁধার যে বর্ণনাটি রয়েছে তার সনদ প্রমাণিত নয়। একে বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী একক রয়েছেন। আর তিনি মাতরূক রাবী'।[৯১৩]

* ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ–

'নাভী নিচের হাত বাঁধার উক্তি আলী রাযিআল্লাহু আনহু, আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু এবং ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এগুলি তাদের থেকে প্রমাণিত নেই'।[৯১৪]

* ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى مَتْرُوكٌ–

'এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের কোনই মূল্য নেই। আর ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি মাতরূক রাবী'।[৯১৫]

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'মনে রাখতে হবে যে, ইবনু জাওযী যে সনদের উপর অভিযোগ করেছেন; তাতে হযরত মুগীরা রাযিআল্লাহু আনহুর উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে আমাদের পেশকৃত সনদের মধ্যে হযরত আলী মুরতাযা রাযিআল্লাহু আনহু রয়েছেন'।[৯১৬]

৯১৩. বায়হাকী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল-আসার ২/৩৪১।
৯১৪. আত-তামহীদ লিমা ফিল-মুওয়াত্তা মিনাল মাআনিল আসানীদ ২০/৭৫।
৯১৫. আত-তাহকীক ফী মাসায়িলিল খেলাফ ১/৩৩৯।
৯১৬. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৪৪।

আশরাফী সাহেব! উপরে যে বরাত পেশ করা হয়েছে তাতে ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বিশেষভাবে আলী রাযিআল্লাহু আনহুর নাভীর নিচের বর্ণনাকে গায়ের সহীহ বলেছেন। আর আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের উপর শক্ত সমালোচনাগুলি বর্ণনা করেছেন। এটা এ কথার দলীল যে, ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে উপরোক্ত রাবী এবং এ বর্ণনা- উভয়টিই অত্যন্ত দুর্বল।

* ইমাম ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[৯১৭]

* ইমাম যিয়াউল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ হাদীসকে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল মুসনাদ গ্রন্থে স্বীয় পিতার সূত্র ব্যতীত এবং দারাকুতনী ও বায়হাকী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আবূ শায়বাহ ওয়াসিতীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার কোনই মূল্য নেই। তার হাদীসে নাকারাত রয়েছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন ও ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি যঈফ রাবী। আর ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন একটি বর্ণনা অনুযায়ী বলেছেন, তিনি মাতরূক রাবী'।[৯১৮]

* ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ বর্ণনাটি যঈফ। এর যঈফ হওয়ার উপর ঐকমত রয়েছে'।[৯১৯]

* ইমাম ইবনু আব্দুল হাদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের কোনই মূল্য নেই'।[৯২০]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আব্দুর রহমান বিন ইসহাক খুবই দুর্বল রাবী'।[৯২১]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এর সনদ যঈফ'।[৯২২]

---

৯১৭. বায়ানিল ওয়াহমি ওয়াল-ঈহাম ৫/৬৯০।
৯১৮. আস-সুনানু ওয়াল-আহকাম ২/৩৬।
৯১৯. শারহুন নববী আলা মুসলিম ৪/১১৫।
৯২০. ইবনু আব্দুল হাদী, তানকীহুত তাহকীক ২/১৪৮।
৯২১. যাহাবী, তানকীহুত তাহকীক ১/১৪০।
৯২২. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ২/২২৪; আদ-দিরায়া ১/১২৮।

* আল্লামা ইবনু হাজার হায়তামী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'এ হাদীসটি ঐকমতানুসারে যঈফ'।[৯২৩]

* ইমাম যুরকানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এর সনদ যঈফ'।[৯২৪]

প্রতীয়মান হল যে, অসংখ্য মুহাদ্দিস এ বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন। আর ইমাম নববীর কথানুপাতে এর যঈফ হবার উপর ঐকমত রয়েছে।

এ হাদীসের যঈফ হওয়ার উপর হানাফী আলেমদের সাক্ষ্য সমূহ

** আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫৫ হি.) লিখেছেন,

فإن قلت : كيف يكون الحديث حجة على الشافعي وهو حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح والآثار التي احتج بها مالك والشافعي، هو حديث وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال : صليت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره-

'যদি তোমরা বল যে, এ হাদীসটি (আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস) শাফেঈদের খেলাফ কীভাবে দলীল হতে পারে-অথচ এটা যঈফ। আর এ সহীহ হাদীসের সমমানের নয়। ঐ সকল আসারেরও সমমানের নয় যেগুলি দ্বারা মালেক ও শাফেঈ হুজ্জত গ্রহণ করেছেন। সেটি হচ্ছে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস। যেটি ইমাম ইবনু খুযায়মা স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকের উপর রেখেছিলেন'।[৯২৫]

এ ইবারতের মধ্যে আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ স্বীকার করেছেন যে, 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহুর বর্ণনাটি যঈফ।

---

৯২৩. আল-ঈআব ফী শারহিল আবাব, রাবী নং ৫৫৪১।
৯২৪. শারহুয যারকানী আলাল মুওয়াত্তা ১/৫৪৯।
৯২৫. আইনী, আল-বিনায়া শারহুল হিদায়া ২/১৮২।

** শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আমীরুল হাজ্জ রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'কোন্ স্থানে হাত বাঁধতে হবে? এ প্রসঙ্গে ওয়ায়েল বিন হুজরের উপরোক্ত হাদীসটি ব্যতীত আর কোন হাদীস প্রমাণিত নেই'।[৯২৬]

অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের এ বর্ণনাটিও প্রমাণিত নয়।

** যায়নুদ্দীন বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ওরফে ইবনু নুজাইম আল-মিসরী লিখেছেন,

وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْوَضْعُ مِنْ الْبَدَنِ إلَّا حَدِيثَ وَائِلٍ الْمَذْكُورَ–

'শরীরের কোন্ অংশে হাত বাঁধতে হবে? এ প্রসঙ্গে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর উপরোক্ত হাদীসটি ব্যতীত আর কোন হাদীস প্রমাণিত নেই'।[৯২৭]

অর্থাৎ তার দৃষ্টিতেও আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের এ বর্ণনাটি সাব্যস্ত নয়।

** আবুল হাসান নূরুদ্দীন সিন্দী হানাফী বলেছেন, 'রইল ঐ হাদীসটি যে, সুন্নতের মধ্যে রয়েছে যে, নামাযে কব্জিকে কব্জির উপর রেখে নাভীর নিচে বাঁধতে হবে। তো এর যঈফ হওয়ার উপর সবার ঐকমত রয়েছে। ইমাম ইবনুল হুমাম অনুরূপভাবে নববী হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এ বিষয়ে চুপ থেকেছেন'।[৯২৮]

** আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী হানাফীও এ হাদীসকে যঈফ বলেছেন।[৯২৯]

---

৯২৬. শারহুল মুনিয়া (দুর্রাহ ফী ইযহারি নাকদিস সুর্রাহ গ্রন্থের বরাতে পৃ. ৬৭)।
৯২৭. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩২০।
৯২৮. হাশিয়াহ সিন্দী আলা সুনানে ইবনে মাজাহ ১/২৭১।
৯২৯. 'ফাতহুল গফূর' গ্রন্থ দ্র.।

** আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল হাঈ লাখনোবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ হাদীসটি যঈফ। এর যঈফ হওয়ার উপর ঐকমত রয়েছে। যেমনটা নববী বলেছেন'।[৯৩০]

** মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'নাভীর নিচের ব্যাপারে সুনানে আবী দাঊদের আলী রাযিআল্লাহু আনহু—এর যঈফ সনদে বর্ণিত আসার রয়েছে আমাদের জন্য'।[৯৩১]

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন যে, {আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যিয়াদ বিন যায়েদ হতে, তিনি আবূ জুহায়ফা হতে, তিনি আলী হতে} এবং {আব্দুর রহমান বিন ইসহাক হতে, তিনি নুমান বিন সাদ হতে, তিনি আলী হতে}-এর সনদে বর্ণিত উক্ত বর্ণনাটিকে মুহাদ্দিসগণ একমত হয়ে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। এমনকি হানাফী আলেমগণও একে যঈফ বলেছেন। কিন্তু মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব বলেছেন, 'মুহাদ্দিস কেরামগণ {আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন নুমান বিন সাদ হতে, তিনি মুগীরা হতে} সনদের উপর অভিযোগ করেছেন। এ ধরনের রাবীদের উদাহরণ আসমাউর রিজালের গ্রন্থগুলিতে অসংখ্য স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। জমহূর মুহাদ্দিস কেরাম {আব্দুর রহমান বিন ইসহাক হতে, তিনি নুমান বিন সাদ হতে, তিনি আলী হতে} সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তারা এর উপর নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন। যদ্বারা {আব্দুর রহমান বিন ইসহাক হতে, তিনি নুমান হতে, তিনি সাদ হতে, তিনি আলী হতে} সনদের সাকাহাতের বিষয়টি আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে যায়'।[৯৩২]

আরয রইল যে, জমহূর তো দূরের কথা; দুনিয়ার কোন মুহাদ্দিস-ই এর সনদকে সহীহ বলেন নি।

---

৯৩০. হাশিয়া আলাল হিদায়া ১/১০২; আত-তালীকুল মানসূর গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত পৃ. ৬৯।

৯৩১. কাশ্মীরী, আল-আরফুশ শাযী ১/২৬১।

৯৩২. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৪৫-২৪৬।

ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ কি নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসকে সহীহ বলেছেন?

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী আলী রাযিআল্লাহু আনহুর আলোচ্য হাদীসটি পেশ করার পর ইমাম ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ হতে এর তাসহীহ বর্ণনা করার পর লিখেছেন, হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি সম্পর্কে হাফেয ইবনুল কাইয়েম জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

علي رضي الله عنه : من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة– عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مثل تفسير علي إلا أنه غير صحيح، والصحيح حديث علي–

হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে,

{من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة}

নামাযে সুন্নাত হল কব্জির উপর কব্জি রেখে নাভীর নিচে রাখা। আমর বিন মালেক রহিমাহুল্লাহ আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ হতে, তিনি হযরত ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর তাফসীরের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আর সহীহ হল হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি'।[৯৩৩]

আরয রইল যে, এই ইবারতের মধ্যে ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ আলী রাযিআল্লাহু আনহুর যে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন সেটি 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত হাদীসটি নয়। বরং আলী রাযিআল্লাহু আনহুর তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসটিকে তিনি সহীহ বলেছেন। কেননা 'নাভীর নিচে' বর্ণনাটির পর ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে তাফসীরী বর্ণনা পেশ করেছেন। অতঃপর তার সমমনা অর্থ বিশিষ্ট আলী রাযিআল্লাহু আনহুর

---

৯৩৩. ঐ।

তাফসীরী বর্ণনাটির প্রতি তিনি ইশারা করেছেন। এরপর তিনি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুর বর্ণনাকে গায়ের সহীহ বলেছেন।

অন্যদিকে আলী রাযিআল্লাহু আনহুর বর্ণনাকে তিনি সহীহ বলেছেন। এ বিষয়টি এর প্রতি ইশারা করছে যে, ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ যে বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন সেটি তাফসীরী বর্ণনা। আর এই তাফসীরী বর্ণনাকে ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ অন্যত্র নিম্নোক্ত বাক্যে উল্লেখ করেছেন,

وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي قَوْله تَعَالَى : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}– إِنَّهُ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ صَدْرِهِ–

'আলী রাযিআল্লাহু আনহু আল্লাহ্‌র বাণী {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের নিচে রাখা উদ্দেশ্য'।[৯৩৪]

এর আরও সমর্থন এ কথাটি দ্বারা হয়ে থাকে যে, 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসের উপর ইবনুল কাইয়েম নির্ভর করেন নি। বরং তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীসটির উপর নির্ভর করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعها على صدره–

'অতঃপর তিনি স্বীয় ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। আর ডান হাতকে এর উপর (বাম হাতের) জোড়ার উপর রাখলেন। এরপর উভয় হাত বুকের উপর রাখলেন'।[৯৩৫]

প্রতীয়মান হল, ইবনুল কাইয়েমের দৃষ্টিতে 'নাভীর নিচে' সম্বলিত কোন বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। যদি কথার কথা মেনে নেই যে, ইবনুল কাইয়েম 'নাভীর নিচে'

---

৯৩৪. ইলামুল মুওয়াকক্বিঈন ২/২৯০।
৯৩৫. ইবনুল কাইয়েম, কিতাবুস সালাত পৃ. ৩৯৯-৪০০।

হাদীসটিকে সহীহ বলে থাকেন তাহলে এটা ইবনুল কাইয়েমের তাফার্রুদ। যা মুহাদ্দিসদের ইজমাঈ ফায়সালার বিপরীত হবার কারণে গায়ের মাসমূ।

এ হাদীসটির অত্যন্ত যঈফ হবার কারণ সমূহ

এ হাদীসটি খুবই দুর্বল। এর কারণ এই যে, 'এর মধ্যে কয়েকটি ইল্লত রয়েছে। যেগুলির মধ্যে কয়েকটি খুবই মারাত্মক। নিচে এগুলির বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

প্রথম ইল্লত

এ হাদীসের কেন্দ্রীয় রাবী হলেন আব্দুর রহমান (বিন) ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী। যিনি অত্যন্ত যঈফ ও মাতরূক। বরং কিছু আলেম তাকে মুত্তাহাম বলেছেন।

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফুল হাদীস ছিলেন'।[৯৩৬]

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী, যঈফ রাবী'।[৯৩৭]

উপরন্তু আবূ বিশর দূলাবীর উক্তি অনুসারে ইবনু মাঈন এটাও বলেছেন যে, 'তিনি মাতরূক রাবী'।[৯৩৮]

ইমাম যিয়াউল মাকদেসীও ইবনু মাঈন হতে 'মাতরূক' জারাহটি উদ্ধৃত করেছেন। এর সমর্থন এ কথাটি দ্বারাও হয় যে, ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এ সম্পর্কে এটাও বলেছেন, 'এর কোনই মূল্য নেই'।[৯৩৯]

---

৯৩৬. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩৬১।
৯৩৭. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/৩২৪।
৯৩৮. ইবনু আদী, আল-কামিল ৫/৪৯৫। এর সকল রাবী সিকাহ; দূলাবী ব্যতীত।
৯৩৯. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৪/৪৬।

‘এর কোনই মূল্য নেই’ অত্যন্ত কঠিণ একটি জারাহ। যেমনটা অসংখ্য মুহাদ্দিস স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন।[৯৪০]

ইমাম ইবনু মাঈনের মতেও সাধারণ অবস্থাতে এ অর্থই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনো কখনো তিনি কাযযাব ও হাদীস জালকারী রাবীদের উপরও এ জারাহটি প্রয়োগ করতেন। যেমন তিনি একজন কাযযাব রাবী সম্পর্কে বলেছেন, ‘তিনি কাযযাব। কিছুই নন’।[৯৪১]

আরেকজন হাদীস জালকারী রাবী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘তিনি কিছুই নন, হাদীস জাল করতেন’।[৯৪২]

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ইবনু মাঈন কলীলুল হাদীসের অর্থেও এ জারাহ ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখানে এ অর্থের জন্য কোন করীনা নেই। বরং করীনা তো এই যে, তিনি এখানে কঠিণ জারাহ বুঝিয়েছেন। কেননা তার থেকে উপরোক্ত রাবীকে তাযঈফ করাও বর্ণিত আছে। মাতরূকের জারাহ-ও বর্ণিত।

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী হলেন মাতরূকুল হাদীস’।[৯৪৩]

একটি সংশয়ের নিরসন

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব ‘ইমাম আহমাদের উক্তির তাহকীক’ শিরোনাম লাগিয়ে মরহূম মাওলানা যুবায়ের আলী যাঈকে খন্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘যুবায়ের আলী যাঈ সাহেব স্বীয় প্রবন্ধে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের বরাতে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফীকে মাতরূকুল হাদীস বলেছেন (আল-হাদীস : ৯০ পৃ. ২৩ ২৪)।

---

৯৪০. আলফায ও ওয়া ইবারত আল-জারাহ ওয়াত-তাদীল পৃ. ৩, ৭; ফাতহুল মুগীস ২/১২৩; তাদরীবুর রাবী ১/৪০৯-৪১০।
৯৪১. সুওয়ালাতু ইবনু জুনাইদ, রাবী নং ৫২৩, ২৯৩, ৪১৭, ৪৮৪।
৯৪২. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) রাবী নং ৪২১৩।
৯৪৩. আল-ইলাল লি-আহমাদ ২/৩১।

জবাব : যুবায়ের আলী যাঈ এ কথাগুলির পূর্বের কথাগুলি গোপন করে জঘন্যতম ইলমী খেয়ানত করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের পুরো ইবারত এই যে,

سَمِعت أبي يَقُول عبد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق الْكُوفِي مَتْرُوك الحَدِيث يَعْنِي الَّذِي يحدث عَنهُ بن إِدْرِيس وَابْن فُضَيْل–

হযরত ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার বাবাকে এটা বলতে শুনেছি যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন ইসহাক কূফী রহিমাহুল্লাহ মাতরূকুল হাদীস ছিলেন। অর্থাৎ মাতরূকুল হাদীস শুধু সে সময়ের জন্য যখন তার থেকে ইবনু ইদরীস ও ইবনু ফুযাইল বর্ণনা করেন'।[৯৪৪]

ইজায আশরাফীর জবাব : আরয রইল, যে ব্যক্তি রিজালের গ্রন্থ বুঝার ক্ষমতাই রাখেন না। না জানি কোন্ কল্পনায় বুঁদ হয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করতে গেলেন!!!

সম্মানিত পাঠক! 'আল-ইলাল' গ্রন্থের ইবারতটি গভীর মনযোগের সাথে অধ্যয়ন করুন। এখানে উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। কেননা যে আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে ইমাম আহমাদ মাতরূকুল হাদীস বলেছেন তার নির্দিষ্টতা উল্লেখ করতে গিয়ে তার পুত্র স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এ মাতরূক রাবী দ্বারা আব্দুর রহমান বিন ইসহাক উদ্দেশ্য। যার থেকে ইবনু ইদরীস ও ইবনু ফুযাইল বর্ণনা করতেন। অর্থাৎ এখানে আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে। এটা বলার জন্য নয় যে, আব্দুর রহমান বিন ইসহাক মাতরূক রাবী তখন হবেন যখন তার থেকে এদুজন বর্ণনা করবেন। যেমনটা আশরাফী সাহেব বুঝেছেন!!

কতই না আশ্চযর্জনক! এত অজ্ঞাতর মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও অন্যদের উপর ইলমী খেয়ানতের অপবাদ লাগানো হচ্ছে!!

---

৯৪৪. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৪৬।

সারকথা : ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক রহিমাহুল্লাহকে সর্বজনীনভাবে মাতরূক রাবী বলেছেন। এটা হল ইমাম আহমাদের কঠোরতম জারাহ। এ ব্যতীত ইমাম আহমাদের আরও কিছু জারাহ অধ্যয়ন করুন-

(১) ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ–

'আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি যে, তিনি আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে যঈফ বলতেন'।[৯৪৫]

(২) ইমাম আবূ তালেব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

سألت أحمد بن حنبل عن أبي شيبة الواسطي عبد الرحمن بن اسحاق فقال : ليس بشيء منكر الحديث–

'আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে আবূ শায়বাহ আল-ওয়াসিতী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি কোন কাজের নন। তিনি মুনকারুল হাদীস রাবী'।[৯৪৬]

এ সকল উক্তি দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক একজন যঈফ, মাতরূক, মুনকারুল হাদীস এবং কোন কাজের (হাদীস বর্ণনার) উপযুক্ত নন। কিন্তু এরপরও ইলম ও ফাহম থেকে বিমুক্ত হয়ে জনাব ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র মুনকারুল হাদীস সংক্রান্ত জাআহ-এর এই

---

৯৪৫. সুনানে আবী দাঊদ ১/২৬০।

৯৪৬. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/২১৩, তাহকীক : আল-মুআল্লিমী।

উদ্দেশ্য নির্দেশ করার জন্য লেগে রয়েছেন যে, এর দ্বারা তাফার্রুদ বুঝানো হয়েছে।[৯৪৭]

অথচ ইমাম আহমাদের অন্যান্য উক্তি হতে স্পষ্টভাবে পরিষ্কার হয়েছে যে, ইমাম আহমাদের কাছে এই রাবী অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য নাকারাত যুক্ত উক্তিটিও অত্যন্ত কঠিণ জারাহ হিসেবেই গণ্য হবে; তাফার্রুদ হিসেবে নয়।

আরেকটি সংশয়ের নিরসন

সুওয়ালাতে আবী দাঊদের মুহাক্কিক 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী' সম্পর্কে ইমাম আহমাদের উক্তি উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী সম্পর্কে আব্দুল্লাহ, মারওয়াযী, আবূ তালেব এবং ইবনু যানজাওয়াইর বর্ণনা মোতাবেক সালেহুল হাদীস বলেছেন'।[৯৪৮]

আরয রইল যে, ড. যিয়াদ সাহেব অনেক বড় ভুল করেছেন। কেননা আব্দুল্লাহ, মারওয়াযী, আবূ তালেব এবং ইবনু যানজাওয়াইর বর্ণনা মোতাবেক ইমাম আহমাদ যাকে সালেহুল হাদীস বলেছেন; তিনি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী নন। বরং তিনি হলেন আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন কিনানা আল-মাদীনী'।

*** আব্দুল্লাহ্‌র বর্ণনাটি নিম্নরূপ-**

سَأَلْتُهُ عَن عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق الْمَدِينِيّ الَّذِي روى عَنهُ بن علية وَبشر بْن الْمفضل وَيزِيد بْن زُرَيْع وخَالِد الطَّحَّان قَالَ هُوَ صَالح الحَدِيث–

'আমি ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহকে উক্ত আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-মাদীনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। যার থেকে ইবনু উলাইয়া, বিশর ইবনুল

৯৪৭. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২২৯-২৩১।
৯৪৮. সুওয়ালাতে আবূ দাউদ পৃ. ৫৩, তাহকীক : যিয়াদ মুহাম্মাদ মানসূর।

মুফাযযল, ইয়াযীদ বিন যুরাই এবং খালেদ আত-তাহ্হান বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি বললেন, তিনি সালেহুল হাদীস'।[৯৪৯]

গভীরভাবে চিন্তা করুন! এখানে পূর্ণ স্পষ্ট বিবরণের দ্বারা আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের সাথে আল-মাদীনীর শব্দটি লেখা হয়েছে। এ জন্য তিনি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী নন।

*** মারওয়াযীর বর্ণনাটি নিম্নরূপ-**

وقال المروزي عن أحمد أما ما كتبنا من حديثه فصحيح–

'আর মারওয়াযী ইমাম আহমাদ হতে বর্ণনা করেছেন, আমরা তার থেকে যে সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলি সহীহ'।[৯৫০]

মারওয়াযীর এই বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী'-এর জীবনীতে নয়। বরং আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন কিনানা আল-মাদীনীর জীবনীতে পেশ করেছেন।[৯৫১]

*** আবূ তালেবের বর্ণনা নিম্নরূপ-**

سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني فقال : روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة، وكان يحيى لا يعجبه قلت كيف هو قال : صالح الحديث–

আবূ তালেব বলেছেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-মাদীনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তিনি আবুয যিনাদ হতে মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন। আর ইমাম ইয়াহ্ইয়া তাকে পছন্দ

---

৯৪৯. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল লি-আহমাদ ২/৩৫২, তাহকীক : ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস।
৯৫০. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৯।
৯৫১. ঐ।

করতেন না। আমি বললাম, তিনি কেমন? তিনি বললেন, তিনি সালেহুল হাদীস'।[৯৫২]

এখানেও সম্পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের সাথে আল-মাদীনী শব্দটি লিখিত হয়েছে। এ জন্য তিনি আদৌ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী নন।

*** ইবনু যানজাওয়াইর বর্ণনাটি নিম্নরূপ-**

سَمِعتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقول عَبد الرحمن بن إسحاق المديني رجل صالح أو مقبول–
(ইবনু যানজাওয়াইহ বলেছেন) 'আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-মাদীনী সালেহ ব্যক্তি কিংবা মাকবূল'।[৯৫৩]

এখানেও পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের সাথে 'আল-মাদীনী' শব্দটি লিখিত হয়েছে। এজন্য তিনি নিশ্চিৎরূপে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী নন।

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন উপর্যুক্ত সবগুলি বর্ণনার কোনটাই আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফীর সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং সেগুলি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন কিনানা আল-মাদীনী-এর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ডক্টর যিয়াদ চূড়ান্ত বেপরওয়া ভাব দেখাতে গিয়ে তাকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী মনে করেছেন। যার যঈফ রাবী হওয়ার পক্ষে সকল রিজাল শাস্ত্রজ্ঞ ইমামের ঐকমত রয়েছে। বরং স্বয়ং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ তাকে স্পষ্টভাবে যঈফ, মাতরূক এবং মুনকারুল হাদীস ইত্যাদি বলেছেন। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

কিছু হানাফী আলেম ডক্টর যিয়াদের এই মারাত্মক ভুলের সাহায্য নিয়ে এটা বলেন যে, ইমাম আহমাদ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফীকে 'সালেহুল

---

৯৫২. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/২১২। {এখানে ভুলক্রমে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' লেখা হয়েছে। বরং 'রহিমাহুল্লাহ' বলতে হবে।-অনুবাদক}।
৯৫৩. ইবনু আদী, আল-কামিল ৫/৪৯০।

হাদীস' বলেছেন। হানাফী বেচারারা বর্তমান যুগের একজন ডক্টরের বড় ধরনের ভুলকেই দলীল বানিয়ে বসে আছেন। বরং সম্ভবত তারাও জানেন যে, ডক্টর সাহেব ভুল করেছেন। এজন্য এ লোকেরা আসল উৎস হতে উদ্ধৃতি দেখান না। বরং ডক্টর সাহেবের বাক্যগুলি দেখিয়ে সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছেন।

* ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তার মাঝে আপত্তি রয়েছে'।[৯৫৪]

তিনি আরও বলেছেন, 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী যঈফুল হাদীস'।[৯৫৫]

* ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী। তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে। তার হাদীস লেখা যাবে'।[৯৫৬]

* ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি শক্তিশালী রাবী নন'।[৯৫৭]

* ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফুল হাদীস, মুনকারুল হাদীস। তার হাদীস লেখা যাবে। তবে তার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না'।[৯৫৮]

* ইমাম ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[৯৫৯]

* ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) বলেছেন,

---

৯৫৪. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৫/২৫৯।
৯৫৫. তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর পৃ. ৭২।
৯৫৬. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৭।
৯৫৭. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/২১৩, সনদ সহীহ।
৯৫৮. ঐ ৫/২১৩।
৯৫৯. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৭।

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَهُوَ كُوفِيٌّ-

'কিছু অভিজ্ঞ আলেম উক্ত আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে তার হিফযের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছেন। তিনি একজন কূফী নাগরিক'।[৯৬০]

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল আহলে ইলম হিফযের দৃষ্টিকোণ থেকে জারাহ করেছেন তারা হিফযের উপর 'সাধারণ জারাহ' করেন নি। বরং কঠোর জারাহ করতে গিয়ে তাকে 'মাতরূক' পর্যন্তও বলেছেন। সুতরাং ইমাম তিরমিযীর কথায় হিফযের যে জারাহ উল্লেখিত হয়েছে তার দ্বারা কঠিণ জারাহ বুঝানো হয়েছে।

এটাও মনে রাখতে হবে যে, ইমাম তিরমিযী যে কতিপয় মুহাদ্দিসের কথার প্রতি ইশারা করেছেন; সে সকল মুহাদ্দিসের বিপরীতে কোন একজন মুহাদ্দিসের উক্তিও বিদ্যমান নেই। সুতরাং কিছু মুহাদ্দিসের এ কথাগুলি ঐকমতকৃত। এ জন্যই ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ তার উপর কৃত জারাহ-তাদীলের ইমামদের ঐকমত উদ্ধৃত করেছেন। যেমনটা আসছে।

* ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[৯৬১]
* ইমাম ইবনু খুযায়মা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফুল হাদীস'।[৯৬২]
* মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '**অভিযোগ :** ইমাম ইবনু খুযায়মা কিতাবুত তাওহীদ গ্রন্থে (১/৩২৫) আব্দুর রহমান বিন ইসহাক হতে, তিনি নুমান বিন সাদ হতে, তিনি আলী হতে- সনদ সম্পর্কে লিখেছেন, আব্দুর রহমান বিন ইসহাক হতে, তিনি নুমান বিন সাদ হতে, তিনি আলী- সনদ দ্বারা মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন।

জবাব : ইমাম ইবনু খুযায়মা রহিমাহুল্লাহ্‌র এ জারাহ বিভিন্ন কারণে দৃকপাতযোগ্য নয়। মুনকার বর্ণনা দ্বারা রিওয়ায়াত কিংবা রাবীর দুর্বলতা নয়। বরং একক হওয়া বুঝায়। আর একক সংক্রান্ত জারাহকে যঈফ হবার উপর যুক্ত

---

৯৬০. সুনানে তিরমিযী ৪/৬৭৩, তাহকীক : আহমাদ শাকের।
৯৬১. নাসাঈ, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৬৬।
৯৬২. ইবনু খুযায়মাহ ২/৫৪৫।

করা ইলমী খিয়ানত। এমন ইলমী খেয়ানত তো যুবায়ের আলী যাঈর মত গায়ের মুকাল্লিদের লিখনের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়'।[৯৬৩]

কতই না বেহায়াপূর্ণ ও লজ্জাজনক কথা যে, ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব নিজেই ইলমী খেয়ানত করে অন্যদের উপর ইলমী খেয়ানতের অপবাদ লাগাচ্ছেন!!

আশরাফী সাহেব ইবনু খুযায়মার কথা বর্ণনা করার মধ্যে হাত সাফাইয়ের যে কারিশমা দেখালেন তার রহস্য উন্মোচন করার জন্য আমি ইমাম ইবনু খুযায়মার কথা পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করছি-

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، هَذَا هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْكُوفِيُّ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، الَّذِي رَوَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَارًا مُنْكَرَةً-

'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক হলেন আবূ শায়বাহ আল-কূফী। তিনি যঈফুল হাদীস রাবী। তিনি নুমান বিন সাদ হতে, তিনি আলী হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে- সনদে মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন'।[৯৬৪]

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন! ইমাম ইবনু খুযায়মাহ প্রথমে এ রাবীর যঈফুল হাদীস হওয়ার বিষয়ে ফায়সালা দিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেছেন যে, তিনি মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন। এর দ্বারা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, তার কথায় মুনকার দ্বারা তাফার্রুদ উদ্দেশ্য নয়। বরং যঈফ বর্ণনা বুঝিয়েছেন।

কিন্তু আশরাফী সাহেবে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ্‌র কথার সূচনাংশ গোপন করে উল্টো 'চোর কোতোয়ালকে ঝাড়ি মারে'-এর উপর আমল করতে গিয়ে অন্যদের উপর ইলমী খেয়ানতের লেবেল লাগাচ্ছেন। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

---

৯৬৩. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৪৪-২৪৫।

৯৬৪. ইবনু খুযায়মাহ, আত-তাওহীদ ২/৪৫৪।

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

كَانَ مِمَّن يقلب الْأَخْبَار والأسانيد وينفرد بِالْمَنَاكِيرِ عَن الْمَشَاهِير لَا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ–

‘তিনি সে সকল লোকদের অন্যতম যারা হাদীস এবং সনদ উল্টা-পাল্টা বর্ণনা করতেন। আর প্রসিদ্ধ রাবীদের থেকে মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন। তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না’।[৯৬৫]

* ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আব্দুর রহমান বিন ইসহাক যঈফ রাবী’।[৯৬৬]

এছাড়াও ইমাম দারাকুতনী তাকে মাতরূকও বলেছেন।[৯৬৭]

* ইমাম ইবরাহীম ইবনুল হুসাইন বিন হামকান (মৃ. ৩৮৫ হি.) এবং ইমাম বুরকানীও (মৃ. ৪২৫ হি.) ইমাম দারাকুতনীর সাথে তাকে মাতরূক বলেছেন।[৯৬৮]

* ইমাম বায়হাকী বলেছেন, ‘আব্দুর রহমান বিন ইসহাক একজন মাতরূক রাবী’।[৯৬৯]

* হাফেয মুহাম্মদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘তিনি মাতরূকুল হাদীস’।[৯৭০]

---

৯৬৫. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ২/৫৪।
৯৬৬. সুনানে দারাকুতনী ২/১২১।
৯৬৭. আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ১৪৫।
৯৬৮. মুকাদ্দামা কিতাবুয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৬৩।
৯৬৯. বায়হাকী কুবরা ২/৪৮।
৯৭০. ইবনুল কায়সারানী, যাখীরাতুল হুফফায ৩/১৩৭৪।

* ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ হাদীসকে যিনি বানিয়েছেন তিনি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক। আর তিনি হচ্ছেন আবূ শায়বাহ আল-ওয়াসিতী'।[৯৭১]

ইমাম ইবনুল জাওযী স্বীয় 'যুআফা' গ্রন্থে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক এবং কয়েকজন মুহাদ্দিস হতে তার উপর জারাহ করেছেন। আর এরই আওতায় এটাও বলেছেন যে, তিনি নুমান হতে, তিনি মুগীরা- সনদে মুনকার হাদীস সমূহ বর্ণনা করতেন। এ ব্যাপারে মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'মনে রাখতে হবে, ইবনু জাওযী যে সনদের উপর অভিযোগ করেছেন তাতে হযরত মুগীরা রাযিআল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে আমাদের পেশকৃত সনদের মধ্যে হযরত আলী মুরতাযা রাযিআল্লাহু আনহু রয়েছেন। সুতরাং এ পার্থক্যকে সম্মুখে রেখে আগাতে হবে এবং গায়ের মুকাল্লিদরা এতে ইলমী খেয়ানত যেন না করে। আর এ বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃকপাতযোগ্য যে, হযরত আল্লামা ইবনু জাওযী আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের উপর যঈফ নয়; বরং মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে জারাহ করেছেন'।[৯৭২]

আরয রইল যে, ইলমী খেয়ানত তো আপনি করেছেন। কেননা ইমাম ইবনু জাওযীর পুরো ইবারত গোপন করেছেন। কেবল একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম ইবনু জাওযীর উপরোক্ত কথার সাথে অন্যান্য রিজালের ইমামগণ তার উপর কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বিন হারেস আবূ শায়বাহ আল-ওয়াসিতী স্বীয় পিতা, শাবী এবং মুহারিব হতে বর্ণনা করেন। তিনি -নুমান হতে, তিনি মুগীরা হতে- সনদে মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, তিনি কিছুই নন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম ইয়াহইয়া এবং ইমাম নাসাঈ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী। আর ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন অন্যস্থানে বলেছেন, তিনি মাতরূক রাবী'।[৯৭৩]
পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন যে, ইমাম ইবনুল জাওযী একটি সূত্র দ্বারা তার মুনকার বর্ণনা সমূহের প্রতি ইশারা করার পর তার উপর রিজালের ইমামদের কঠিণ

৯৭১. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূআত ৩/৫৮৪।
৯৭২. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৪৪।
৯৭৩. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূআত ২/৮৯।

সমালোচনা বর্ণনা করেছেন। যার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত রাবী মূলত অত্যন্ত যঈফ ও বাতিল। এ জন্য কোন সূত্রেই তিনি নির্ভরযোগ্য নন। উপরন্তু অন্যান্য জারাহ সমূহ বর্ণনা করে ইবনুল জাওযী এটাও ইশারা করেছেন যে, তার উপর কৃত জারাহ তাফার্রুদের ব্যাপারে নয়। বরং তিনি অত্যন্ত দুর্বল বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

যদি এর উপরও আশরাফী সাহেবের মনঃতুষ্টি না হয় তাহলে পূর্বোক্ত পৃষ্ঠায় আমরা ইবনুল জাওযীর যে উক্তি পেশ করেছি সেটি পড়ুন এবং দেখুন যে, সেখানে ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে একটি বর্ণনার মধ্যে মুত্তাহাম অর্থাৎ হাদীস জালকারী বলেছেন।

উপরন্তু ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে 'তার মাঝে আপত্তি রয়েছে' বলেছেন। যেমনটা আলোচিত হয়েছে।

আর সামনে স্পষ্ট আলোচনা আসছে যে, ইমাম যাহাবী বুখারীর এই জারাহকে মুত্তাহাম-এর সমমানের বলেছেন। আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৪১ হি.) এ কারণে তাকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৯৭৪]

এ ব্যতীত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যে বর্ণনার প্রতিরক্ষায় আশরাফী সাহেব আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে ইবনুল জাওযীর জারভহ হতে বাঁচাতে চাইছেন; ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং সেই বর্ণনাকেও গায়ের সহীহ বলেছেন।

* ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী। এ সম্পর্কে জারাহ-তাদীলের ইমামদের ঐকমত রয়েছে'।[৯৭৫]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক কূফী একজন যঈফ রাবী'।[৯৭৬]

---

৯৭৪. আল-কাশফুল হাসীস পৃ. ১৬৩।

৯৭৫. আল-মাজমূ ৩/২৬০।

৯৭৬. আল-মুসতাদরাক লিল-হাকেম মাআ তালীকিয যাহাবী ২/৪১৫।

তিনি আরও বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত যঈফ রাবী'।[৯৭৭]

* ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[৯৭৮]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি কূফার অধিবাসী ও যঈফ রাবী'।[৯৭৯]

বরং অন্য একটি গ্রন্থে আলোচ্য হাদীসটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এর সনদে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী রয়েছেন। আর তিনি একজন মাতরূক রাবী'।[৯৮০]

* আল্লামা নীমাবী হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এর সনদে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী রয়েছেন। তিনি যঈফ রাবী'।[৯৮১]

এ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, উক্ত রাবী ঐকমতানুসারে যঈফ। আর তার মাঝে অত্যন্ত দুর্বলতা রয়েছে। কেননা ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে 'তাকে নিয়ে আপত্তি রয়েছে' বলেছেন। ইমাম বুখারী যে রাবী সম্পর্কে এ জারাহ-টি করেন তিনি ইমাম বুখারীর কাছে অত্যন্ত যঈফ ও মাতরূক রাবী হয়ে থাকেন।

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইমাম বুখারী বলেছেন, তার মাঝে আপত্তি রয়েছে। আর ইমাম বুখারী সাধারণত এমন রাবীর ক্ষেত্রে এমনটা বলতেন যারা তার কাছে মুত্তাহাম ছিলেন'।[৯৮২]

পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে আলোচিত হয়েছে যে, ইবনুল জাওযী এ রাবীকে স্পষ্টভাবে মুত্তাহাম বলেছেন।

* ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

৯৭৭. যাহাবী, তালখীসি কিতাবিল মাওযূআত পৃ. ৩৫৩।
৯৭৮. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৪/১৭৭।
৯৭৯. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৭৯৯।
৯৮০. ইবনু হাজার, আত-তালখীসুল হাবীর ১/৪৯০।
৯৮১. আসারুস সুনান পৃ. ১১১, করাচী।
৯৮২. যাহাবী, আল-কাশিফ ১/৬৮।

أن البخاري إذا قال، في الرجل : سكتوا عنه، أو فيه نظر ، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده–

'ইমাম বুখারী যখন কোন রাবী সম্পর্কে -মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে চুপ থেকেছেন- কিংবা -তার মাঝে আপত্তি রয়েছে- বলেন তখন সেই রাবী তার কাছে সর্বনিম্ন স্তরের হয়ে থাকেন।[৯৮৩]

* ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وفيه نظر وسكتوا عنه وهاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه–

'তার মাঝে আপত্তি রয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে চুপ থেকেছেন-এ দুটি পরিভাষা ইমাম বুখারী ঐ রাবী সম্পর্কে বলেন যারা মাতরূক'।[৯৮৪]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ يَقُولُهَا الْبُخَارِيُّ فِي مَنْ هُوَ مَتْرُوكٌ–

'বুখারী বলেছেন, তার মাঝে আপত্তি রয়েছে-এ ইবারতটি ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন যিনি মাতরূক'।[৯৮৫]

* ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

الْبُخَارِيُّ يُطْلِقُ : فِيهِ نَظَرٌ وَسَكَتُوا عَنْهُ فِيمَنْ تَرَكُوا حَدِيثَهُ–

'ইমাম বুখারী {তার মধ্যে আপত্তি রয়েছে} এবং {তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ নীরব থেকেছেন} ইবারতদ্বয় ঐ রাবীর উপর প্রয়োগ করেন যারা মাতরূক'।[৯৮৬]

---

৯৮৩. আল-বায়েসুল হাসীস ইলা ইখতিসারি তাফসীর ইবনু কাসীর পৃ. ১০৬।
৯৮৪. আত-তাকঈদু ওয়াল-ঈযাহ পৃ. ১৬৩।
৯৮৫. আল-কওলুল মুসাদ্দাদ পৃ. ১০।
৯৮৬. তাদরীবুর রাবী ১/৩৪৯।

* মাওলানা আব্দুল হাঈ লাখনোবী (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেছেন, 'ইমাম বুখারীর কোন রাবী সম্পর্কে -তার মাঝে আপত্তি রয়েছে বলা- এ কথাটির দলীল যে, তার কাছে সেই রাবী মুত্তাহাম'।[৯৮৭]

* আল্লামা মুআল্লিমী (মৃ. ১৩৬৮ হি.) বলেছেন,

وقال البخاري –فيه نظر– معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري–

'ইমাম বুখারী বলেছেন, তার মাঝে আপত্তি রয়েছে। আর এ বাক্যটি ইমাম বুখারীর পরিভাষায় কঠোরতর জারাহ হিসেবে গণ্য হয়'।[৯৮৮]

* ইবনু হুমামুদ্দীন আল-আসকানদারী আল-হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'জারাহ-এর মধ্যে কাযযাব, ওয়ায্যা, দাজ্জাল, ইয়াকাযযিবু এবং হালেক পরিভাষাগুলি রয়েছে। এরপর সাকেত, মুত্তাহাম বিল-কাযিব ওয়াল ওযা, যাহেব এবং মাতরূক শব্দগুলিও রয়েছে। ইমাম বুখারীর {তার মাঝে আপত্তি রয়েছে} জারাহটিও এগুলিরই শ্রেণীভুক্ত। এ জাতীয় জারাহ যার উপর প্রয়োগ করা হয় সে না হুজ্জত হতে পারে আর না তার থেকে বর্ণনা সাক্ষীস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইতিবার হিসেবেও তার বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না'।[৯৮৯]

* মাওলানা যাফর আহমাদ থানবী হানাফী বলেছেন, 'ইমাম বুখারীর {তার মাঝে আপত্তি রয়েছে} এবং {মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে চুপ থেকেছেন} জারাহ-দ্বয়ের প্রয়োগ ঐ রাবীর উপর হয়ে থাকে যিনি মাতরূক'।[৯৯০]

এ সকল মুহাদ্দিসের বিপরীতে বর্তমান যুগের কিছু মানুষের ইমাম বুখারীর এই জারাহ-এর অন্য কোন ব্যাখ্যা পেশ করা অগ্রহণযোগ্য। প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বুখারীর কাছে এই বর্ণনাটি খুবই দুর্বল ও মাতরূক।

ইমাম বুখারী ব্যতীত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ইবনু হামকান, ইমাম বুরকানী, ইমাম বায়হাকী, হাফেয মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল

---

৯৮৭. আর-রফউ ওয়াত-তাকমীল পৃ. ৩৮৮।
৯৮৮. আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাওসারী মিনাল আবাতীল ২/৪৯৫।
৯৮৯. আত-তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহ পৃ. ৩৭১।
৯৯০. কওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ২৫৪।

কায়সারানী এবং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে মাতরূক বলেছেন। বরং আবূ বিশর দূলাবীর বর্ণনা মোতাবেক ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহও তাকে মাতরূক বলেছেন। আর ইমাম যিয়াউল মাকদেসীও ইবনু মাঈন হতে মাতরূক জারাহটি উদ্ধৃত করেছেন। উপরন্তু ইবনুল জাওযীও ইবনু মাঈন হতে মাতরূক-এর জারাহ উদ্ধৃত করেছেন।[৯৯১]

এছাড়াও ইমাম আবূ হাতেম তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। বরং ইবনুল জাওযী তো তাকে মুত্তাহাম বলেছেন। সুতরাং এমন রাবী অত্যন্ত দুর্বল। আর তার বর্ণনা হাসান লি-গাইরিহ এর ক্ষেত্রেও অগ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্য : উপর্যুক্ত বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ রাবীর যঈফ হবার উপর সবার ঐকমত রয়েছে। যেমনটা ইমাম নববীও বলেছেন। ইমাম নববীর এই বক্তব্যকে আল্লামা যায়লাঈ 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি কোনরূপ সমালোচনা করেন নি। কিন্তু নাসবুর রায়াহ–গ্রন্থের টীকাকার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করতে গিয়ে ইমাম নববীর কথার উপর পর্যালোচনা গিয়ে বলেছেন,

هذا تهور منه، كما هو دأبه في أمثال هذه المواقع، وإلا فقد قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد : وحسن له الترمذي حديثاً مع قوله : إنه تكلم فيه من قبل حفظه، وصحح الحاكم من طريقه حديثاً، وأخرج له ابن خزيمة من صحيحه آخر، ولكن قال : وفي القلب من عبد الرحمن شيء–

'ইমাম নববী গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত এ কথাটি বলে দিয়েছেন। যেমনটা তিনি সচরাচর করেন। নতুবা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ আল-কওলুল মুসাদ্দাদ গ্রন্থে (পৃ. ৩৫) বলেছেন যে, ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন। এরপরও তিনি এ রাবী সম্পর্কে বলেছেন, তার হিফযের দৃষ্টিকোণ থেকে আহলে ইলমগণ তার সমালোচনা করেছেন। ইমাম হাকেম তার সূত্রে একটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আর ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় সহীহ গ্রন্থে

---

৯৯১. আত-তাহকীক ফী মাসায়িলিল খেলাফ ১/৩৩৯।

তার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে মনে খটকা লেগে আছে'।[৯৯২]

আরয রইল যে, সর্বপ্রথম এ কথাটি মস্তিষ্কে গেঁথে নিতে হবে যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এ রাবীকে যঈফ ও মাতরূক বলেছেন। আর তিনি আলোচ্য হাদীসকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটা বরাত পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর আরয রইল যে, এখানে ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও কোন ইমাম থেকে সরীহ তাওসীক পেশ করেন নি। বরং তিনি কেবল ইমাম তিরমিযীর তাহসীন পেশ করেছেন। সাথে সাথে তিনি তার জারাহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি ইমাম হাকেমের তাসহীহ পেশ করেছেন। আর শুধু ইমাম ইবনু খুযায়মাহ তাখরীজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেননা এ বর্ণনার উপর তারও জারাহ তিনি (ইবনু হাজার) উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর তাহসীনের বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে, **প্রথমত :** ইমাম তিরমিযী মুতাসাহিল ছিলেন। **দ্বিতীয়ত :** স্বয়ং ইমাম তিরমিযী এ রাবীকে মাজরূহ বলেছেন। সুতরাং তার তাহসীন হয় তাসাহুলের ভিত্তিতে হবে নতুবা অন্যান্য এমন শাহেদ বা মুতাবাতের আলোকে হবে যা ইমাম তিরমিযীর কাছে হাসান স্তরের। তার কাছে সেগুলি যঈফ ছিল না। কেননা এ রাবীর অত্যন্ত দুর্বল হবার কারণে তার জন্য যঈফ শাহেদ বা মুতাবাতের জন্য যথেষ্ট নয়।

রইল ইমাম হাকেমের তাসহীহ-এর বিষয়টি। তো ইমাম হাকেমের এ তাসহীহ মুসতাদরাক হাকেম গ্রন্থে রয়েছে। আর মুসতাদরাক গ্রন্থে ইমাম হাকেমের তাসাহুলের বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ। এজন্য কয়েকটি স্থানে ইমাম হাকেম এ রাবীর বর্ণনাকে তাসহীহ করেছেন। আর সেই ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ-ই ইমাম হাকেমের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এতে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক নামক যঈফ রাবী আছেন। যেমন একটি স্থানে তিনি বলেছেন, 'বরং

---

৯৯২. নাসবুর রায়াহ ১/২৫১, টিকা-৫।

আব্দুর রহমান বিন ইসহাক হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন নি। তিনি তার মামা নুমান হতেও বর্ণনা করেন নি। আর মুহাদ্দিসগণ তাকে যঈফ বলেছেন।[৯৯৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'ইবনু ইসহাক যঈফ রাবী'।[৯৯৪]

প্রতীয়মান হল যে, এ রাবীর বর্ণনাকে তাসহীহ করা ইমাম হাকেমের শৈথিল্যতার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং তাসাহুলের ভিত্তিতে কৃত তাসহীহ দ্বারা অন্য মুহাদ্দিসদের ঐকমতকৃত ফায়সালার কোনই পার্থক্য সূচিত হয় না। রইল ইমাম ইবনু খুযায়মার তাখরীজের বিষয়টি। তো ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণনার তাখরীজ করেছেন। কিন্তু তার তাসহীহ করেন নি। বরং তাসহীহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেছেন যে,

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِي شَيْبَةَ الْكُوفِيِّ–

'যদি এ হাদীস সহীহ হয় তাহলে; কেননা আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আবূ শায়বাহ আল-কূফীর ব্যাপারে মনে খটকা রয়েছে'।[৯৯৫]

অন্য একটি গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাকে যঈফ আখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তিনি যঈফুল হাদীস'।[৯৯৬]

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু খুযায়মার নিকটেও এ রাবী যঈফ-ই ছিলেন। আর তিনি তার হাদীসকে তাসহীহ করেন নি। বরং তাসহীহ করা থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইমাম নববীর এ রাবীর যঈফ হবার উপর ইমামদের জারাহ ও তাদীল বিষয়ে ঐকমত উদ্ধৃত করা একেবোরেই সহীহ। আর নাসবুর রায়া গ্রন্থের টীকাকারের এ ব্যাপারে শোরগোল করা বাড়াবাড়ি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

---

৯৯৩. হাকেম, আল-মুসতাদরাক ২/৪০৯, যাহাবীর তালীকসহ।

৯৯৪. ঐ ২/৪৬৬।

৯৯৫. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৩/৩০৬, তাহকীক : আযমী; ইবনু হাজার, আল-কওলুল মুসাদ্দাদ পৃ. ৩৪।

৯৯৬. ইবনু খুযায়মাহ, আত-তাওহীদ ২/৫৪৫।

মনে রাখতে হবে যে, ১/২ জন মুহাদ্দিস থেকে যদি তার তাওসীকও পাওয়া যায় তাহলেও এ রাবী যঈফ হিসেবেই গণ্য হবেন। কেননা মুহাদ্দিসদের বড় সংখ্যক তাকে যঈফ বলেছেন। কিছু মুহাদ্দিস তাকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। আর কিছু মুহাদ্দিস জারাহ মুফাস্সার করেছেন। সুতরাং এ জাতীয় জারাহ থাকার পরও ১/২ জনের তাওসীকের দ্বারা তাকে সিকাহ প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এজন্যই নাসবুর রায়াহ গ্রন্থকারের টীকাকারও তার তাযঈফের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি তাকে সিকাহ প্রমাণ করার সাহস মোটেও দেখাতে পারেন নি।

আব্দুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে তাওসীকের পর্যালোচনা

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে সিকাহ প্রমাণ করার জন্য কিছু উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। নিচে সেগুলির পর্যালোচনা পেশ করা হল-

আশরাফী সাহেব মোট ১৭টি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন মর্মে দাবী করেছেন।

(১) আশরাফী সাহেব ১২ নং এর পর ১৪ লিখে দিয়েছেন। আর ১৩ নং এর মধ্যে না কোন নম্বর রয়েছে। আর না কোন তাওসীক। সুতরাং একটি উদ্ধৃতি নেই।

(২) আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '১-ইমাম হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন'।[৯৯৭]

আরয রইল যে, ১৯৭৩ নং এর অধীনে 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী'র কোন বর্ণনা নেই। বরং 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কুরাশী'র বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন কিনানা আল-কুরাশী আল-আমিরী আল-মাদানী'। যিনি

৯৯৭. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৭।

সাইয়ারু আবিল হাকামের ছাত্র। যেমনটা ইমাম ইবনু আবী হাতিম বলেছেন।[৯৯৮]

ইমাম ইবনু আবী হাতিমের উক্তি হতে গাফেল হয়ে কতিপয় মুহাক্কিক 'সাইয়ারু আবিল হাকাম'-এর ছাত্র আব্দুর রহমান বিন ইসহাক-এর নির্দিষ্টতা 'আল-ওয়াসিতী আল-কূফী' দ্বারা করেছেন। যা ভুল।[৯৯৯]

মুসতাদরাক হাকেমের মধ্যে (হা/৩৪২২) যদিও মূলত 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী'-ই রয়েছেন। কিন্তু মূল গ্রন্থে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কুরাশী-ই রয়েছেন। আর এটা ইমাম হাকেমে কিংবা তার চেয়ে উপরের কোন রাবীর ভুল হয়ে থাকবে। সুতরাং ইমাম হাকেম এখানে এ রাবীকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কুরাশী মনে করে তাসহীহ করেছেন।

৮৬৮৮ নং হাদীসের অধীনে আল-ওয়াসিতী রয়েছেন। কিন্তু এ তাসহীহ-এর ক্ষেত্রে ইমাম হাকেমের তাসাহুল রয়েছে। এজন্য ইমাম যাহাবী এ বিষয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এটি সহীহ নয়'।[১০০০]

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '২-ইমাম যাহাবী চুপ থেকেছেন (হা/১৯৭৩)। মুসলিমের শর্ত অনুসারে বলেছেন (হা/৩৪২২)। ইমাম যাহাবী এ রাবীকে যঈফও বলেছেন (হা/৩৪৭৭)।[১০০১]

আরয রইল যে, ১৯৭৩ নং সম্পর্কে আলোচনা গত হয়েছে যে, এখানে আল-ওয়াসিতী আল-কূফী নামক কোন রাবী নেই। আর ৩৪২২ নং হাদীসের আলোচনায় গত হয়েছে যে, এতে যদিও আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী লেখা হয়েছে। কিন্তু মূল গ্রন্থে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কুরাশী নামক রাবীই রয়েছেন। আর এটা ইমাম হাকেম কিংবা তার চেয়ে উপরের কোন রাবীর ভুল হয়ে থাকবে। সুতরাং ইমাম হাকেম এখানে এ রাবীকে আব্দুর রহমান বিন

---

৯৯৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/২১২, তাহকীক : আল-মুআল্লিমী।
৯৯৯. সহীহা ১/৫৩৪।
১০০০. আল-মুসতাদরাক হা/৮৬৮৮, যাহাবীর তালীক সহ।
১০০১. হা/৩৪৭৭; নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৭।

ইসহাক আল-কুরাশী মনে করে তাসহীহ করেছেন। এ ভুল সম্পর্কে ইমাম যাহাবীও অবগত হতে পারেন নি। এজন্য তিনি কোন সমালোচনা করেন নি। অবশ্য যে হাদীসের অধীনে ইমাম যাহাবীর তাযঈফ রয়েছে তাতে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী বিদ্যমান। আশরাফী সাহেব ৩৪৭৭ নং লিখেছেন। অথচ সহীহ হল, হাদীস নং ৩৪৪৭।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম যাহাবী এ রাবীকে সিকাহ বলেন নি। বরং যঈফ-ই বলেছেন।

উপরন্তু ইমাম যাহাবী তার নাভী নিচে সংক্রান্ত বর্ণনাটিকেও যঈফ বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহ নয়। আব্দুর রহমান অত্যন্ত যঈফ রাবী'।[১০০২]

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আল-ইসতাদরাক গ্রন্থে তার চুপ থাকা'।[১০০৩]

আশরাফী সাহেব না জানি কোন বিবেক ও যুক্তিবলে এ উদ্ধৃতি দিলেন? তিনি যে নম্বর পেশ করেছেন তা মুসতাদরাক হাকেমের নং। মুসতাদরাক নামক কোন গ্রন্থ ইবনুল মুলাক্কিন রচনা করেন নি। আর না তিনি হাকেমের মুসতাদরাক গ্রন্থের ইসতিদরাক রচনা করেছেন। তাহলে ইবনুল মুলাক্কিনের নাম নিয়ে ইমাম হাকেমের মুসতাদরাকের উদ্ধৃতি দেওয়ার অর্থ কি?

অবশ্য ইমাম যাহাবী মুসতাদরাকের যে তালখীস করেছেন সেই তালখীসের ইখতিসার করেছেন ইবনুল মুলাক্কিন। সেটাও এভাবে যে, কেবল হাদীসগুলিকে আলাদাভাবে একত্র করা হয়েছে। যেখানে ইমাম যাহাবী ইমাম হাকেমের উপর সমালোচনা করেছেন এবং আশরাফী সাহেব যে নং গুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলির অধীনে উল্লিখিত হাদীসগুলির উপর ইমাম যাহাবী ইমাম হাকেমের উপর কোন সমালোচনাই করেন নি। এজন্য ইবনুল মুলাক্কিনের গ্রন্থে এ সকল

১০০২. যাহাবী, তানকীহুত তাহকীক ১/১৪০।

১০০৩. ক্রমিক ১৯৭৩ ৩৪২২; নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৭।

হাদীসের থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। এমতাবস্থায় ইবনুল মুলাক্কিনের প্রতি এ বর্ণনা সম্পর্কে চুপ থাকার সম্বন্ধ করা খুবই বড় জাহালত।

অবশ্য যদি এটা বলা হয় যে, ইমাম যাহাবীর পক্ষ হতে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতীর তাযঈফ-এর উপর ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন চুপ থেকেছেন। এজন্য ইবনুল মুলাক্কিনের দৃষ্টিতেও এ বর্ণনাটি যঈফ। তাহলে সেটার একটা সুযোগ ছিল। কেননা ইমাম যাহাবীর তালখীসের যে ইখতিসার ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন করেছেন; তাতে কয়েকটি স্থানে ইমাম যাহাবীর উপরও তিনি সমালোচনা করেছেন। কিন্তু যে স্থানে ইমাম যাহাবী 'আব্দুল্লাহ বিন ইসহাক আল-কূফী'-এর তাযঈফ করেছেন সেখানে ইবনুল মুলাক্কিন ইমাম যাহাবীর সাথে কোনই মতানৈক্য করেন নি।[১০০৪]

বরং অন্য একটি গ্রন্থে ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন স্পষ্টভাবে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতীকে যঈফ বলতে গিয়ে বলেছেন,

وهو حَدِيث ضَعِيف؛ لأجل أبي شيبَة الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده، وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق فَإِنَّهُ ضَعِيف–

'এ হাদীসটি সনদের মধ্যে উল্লিখিত আবূ শায়বাহ্র কারণে যঈফ। আর তিনি হলেন আব্দুর রহমান বিন ইসহাক। কেননা তিনি যঈফ রাবী'।[১০০৫]

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৪-ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

هَذَا حَدِيثٌ حسن غَرِيبٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ–

'এ হাদীসটি হাসান গরীব। কতিপয় আহলে ইলম উক্ত আব্দুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তার হিফযের কারণে'।[১০০৬]

১০০৪. ইবনুল মুলাক্কিন, মুখতাসার তালখীসুল মুসতাদরাক ২/৮৬৪, ২/৯০১।
১০০৫. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৪/১৭৭।
১০০৬. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৭।

আরয রইল যে, উক্ত দুটির নং এর মধ্যে কোন একটির মধ্যেও ইমাম তিরমিযী 'হাসান' শব্দটি বলেন নি। আল্লামা আহমাদ শাকের, ডক্টর বাশশার এবং শুআঈব আরনাউত-এর নুসখাগুলিতেও এ নাম্বারগুলির অধীনে ইমাম তিরমিযীর তাহসীন বিদ্যমান নেই। অবশ্য অন্যত্র ইমাম তিরমিযী তার হাদীসকে হাসান বলেছেন। কিন্তু এ তাহসীন হয় তাসাহুলের উপর ভিত্তিশীল নতুবা শাহেদ বা মুতাবাতের কারণে করা হয়েছে। যদি এ রাবী ইমাম তিরমিযীর কাছে হাসানুল হাদীস হতেন তাহলে ইমাম তিরমিযী প্রতিটি স্থানে তার হাদীসকে হাসান বলতেন। কিন্তু তিনি এমনটা করেন নি।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৫-ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ তার দ্বারা স্বীয় সহীহ গ্রন্থে দলীল পেশ করেছেন (ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯৫৯)'।[১০০৭]

এটি একেবারেই ভুল। আশরাফী সাহেব যে নং এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার অধীনে বিদ্যমান সনদের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক-এর নাম-নিশানাও নেই। অন্য একটি স্থানে ইবনু খুযায়মাহ এটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এর দ্বারা মোটেও দলীল পেশ করেন নি। যেমনটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বরং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইবনু খুযায়মাহ বলেছেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না'।[১০০৮]

বরং অন্যত্র ইমাম ইবনু খুযায়মাহ পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে তাকে যঈফুল হাদীস বলেছেন।[১০০৯] সুতরাং এ বরাতটি প্রদান করা বেকার।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৬-হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাহসীন করার প্রতি ধাবিত ছিলেন (আল-কওলুল মুসাদ্দাদ পৃ. ৩৫)'।[১০১০]

এটি একেবারেই ভুল বর্ণনা। আশরাফী সাহেব হাফেয ইবনু হাজারের বাক্যটি উল্লেখ করেন নি। আর বাস্তবতা এই যে, হাফেয ইবনু হাজার এই গ্রন্থে এমন কোন আকর্ষণ প্রকাশ করেন নি। বরং অন্যান্য স্থানে হাফেয ইবনু হাজার

১০০৭. ঐ।

১০০৮. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৭।

১০০৯. ইবনু খুযায়মাহ, আত-তাওহীদ ২/৫৪৫।

১০১০. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৭।

রহিমাহুল্লাহ স্পষ্টভাবে এই রাবীকে 'কূফী যঈফ' বলেছেন।[১০১১] বরং 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত হাদীসটির উপর সমালোচনা করতে তিনি তাকে মাতরূক বলেছেন।[১০১২] এ ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থে 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত এ হাদীসকে যঈফ বলেছেন।[১০১৩] সুতরাং এ উদ্ধৃতিটিও অনর্থক।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৭-আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি সহীহ'।[১০১৪]

আরয রইল যে, ইবনুল কাইয়েম আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটিকে সহীহ বলেন নি। বরং তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর তাফসীরী বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে আলোচিত হয়েছে।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৮-ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ তার হাদীস দ্বারা তারীখ গ্রন্থে দলীল পেশ করেছেন'।[১০১৫]

এটাও একেবারেই ভুল। উদ্ধৃত স্থানে ইমাম নববী স্বীয় তরফ থেকে একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। আর তিনি তাতে ইমাম ইবনু মাঈনের কোন সমালোচনা উল্লেখ করেন নি। এজন্য ইমাম ইবনু মাঈনের প্রতি উক্ত রাবী দ্বারা দলীল গ্রহণ করার যে উক্তি সম্বন্ধ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভুল। বরং সত্য তো এটাই যে এই গ্রন্থে ইমাম ইবনু মাঈন দুটি স্থানে এই রাবীকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন।

একটি স্থানে তিনি লিখেছেন, 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী যঈফ'।[১০১৬]

১০১১. তাকরীবুত তাহযীব রাবী নং ৩৭৯৯।
১০১২. তালখীসুল হাবীর ১/৪৯০।
১০১৩. ফাতহুল বারী ২/২২৪; আদ-দিরায়া ১/১২৮।
১০১৪. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৭।
১০১৫. ঐ পৃ. ২৩৮।
১০১৬. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/৩২৬।

অন্য স্থানে তিনি বলেছেন, 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক হলেন নুমান বিন সাদের ছাত্র। তিনি যঈফ রাবী'।[১০১৭]

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '৯-ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি যঈফ, জায়েযুল হাদীস। তার হাদীস লেখা যাবে'।[১০১৮]

এখানে তো সম্পূর্ণ স্পষ্ট বিবরণের সাথে ইমাম ইজলী এ রাবীকে যঈফ আখ্যা দিলেন। যেমনটা স্বয়ং আশরাফী সাহেবও বর্ণনা করলেন। তাহলে এই তাওসীক থাকার সুযোগ কোথায়? তিনি 'জায়েযুল হাদীস' বলেছেন। এর অর্থ শুধু এই যে, তার হাদীস লেখা যেতে পারে। যেমনটা তিনি পরেই স্পষ্ট করে করে লিখেছেন দিয়েছেন যে, 'তার হাদীস লেখা যাবে'।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '১০-ইমাম মাকদেসী তার দ্বারা স্বীয় আল-মুখতারা গ্রন্থে দলীল পেশ করেছেন'।[১০১৯]

এটা সেই উদ্ধৃতি। যার উপর আব্দুল মালেক সাহেবের টীকার বরাত আশরাফী সাহেব দিয়েছেন। যার উল্লেখ সামনে আসছে। এ সনদে 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী' নেই। বরং 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কুরাশী' অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন কিনান আল-কুরাশী আল-আমিরী আল-মাদানী' রয়েছেন। আরও বিস্তারিত আলোচনা ইমাম হাকেমের বরাতের অধীনে আলোচিত হয়েছে।

যুক্তির খাতিরে যদি মেনে নেই যে, এখানে মূলত ওয়াসিতী-ই রয়েছেন। তাহলে জেনে রাখা উচিৎ যে, এ সনদে 'আল-কুরাশী' উপাধীটি নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এজন্য একে 'আল-কুরাশী' মনে করে ইমাম মাকদেসী এই বর্ণনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেজন্য ইমাম মাকদেসীর প্রতি আল-ওয়াসিতীর দ্বারা দলীল পেশ করার নিসবত সঠিক নয়। আর অন্য গ্রন্থে ইমাম মাকদেসী আব্দুর রহমান

১০১৭. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/৩৯১।
১০১৮. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৮।
১০১৯. ঐ।

বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফীর উক্ত ‘নাভীর নিচে’ বর্ণনাটির উপর সমালোচনা করতে গিয়ে তাকে যঈফ হিসেবে স্বীকার করেছেন।[১০২০]

পূর্বোক্ত ছত্রগুলিতে তার বক্তব্য অনুবাদসহ পেশ করা হয়েছে। অন্য আরেকটি স্থানে আশরাফী সাহেব লিখেছেন, ‘হযরত শায়েখ যিয়াউদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদেসী (মৃ. ৬৪৩ হি.) স্বীয় আল-আহাদীসুল মুখতারা গ্রন্থে {আমাদেরকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কুরাশী হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়ার আবুল হাকাম হতে, তিনি আবূ ওয়ায়েল হতে} সনদকে হাসান বলেছেন’।[১০২১]

আরয রইল যে-

প্রথমত : এ সনদে উল্লিখিত আব্দুর রহমান কূফী নেই। বরং কুরাশী রয়েছেন।
দ্বিতীয়ত : যেই তাহসীনকে আশরাফী সাহেব উদ্ধৃত করেছেন এবং সেটিকে ইমাম যিয়ার প্রতি মানসূব করেছেন সেটি ইমাম যিয়ার তাহসীন নয়। বরং ইমাম যিয়ার গ্রন্থের তাহকীককারী মুহাক্কিকের!!

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, ‘ইমাম রাযী তাম্মাম তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন’।[১০২২]

আমাদের কাছে যে নুসখা রয়েছে তাতে এই নম্বরের অধীনে এই রাবীর কোনই নাম-নিশানা নেই। অবশ্য অন্য স্থানে তাম্মাম রাযী রহিমাহুল্লাহ এই সনদের দ্বারা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এক্ষণে এখানে দলীল পেশ করার দ্বারা তাওসীক করার মর্মার্থ আসল কোথা হতে?

যদি এমন হয় ইতহিজাজ ‘তাওসীক’ হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক ঐ রাবী -যার বর্ণনা কোন মুহাদ্দিস স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন- তিনি সেই মুহাদ্দিসের কাছে মুহতাজ্জ বিহী হয়ে সিকাহ হয়ে গিয়েছেন?

১০২০. যিয়াউল মাকদেসী, আস-সুনানু ওয়াল-আহকাম ২/৩৬।
১০২১. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৮।
১০২২. ঐ।

আশরাফী সাহেব বলুন! এই আশ্চর্য বক্তব্য উসূলে হাদীসের কোন্ গ্রন্থে রয়েছে কিংবা কোন্ মুহাদ্দিস এমন বক্তব্য প্রদান করেছেন?

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ তার তাহসীনের প্রতি ধাবিত ছিলেন'।[১০২৩]

আশরাফী সাহেব ইমাম সুয়ূতীর বাক্যগুলি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি তার গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করেন নি। 'আত-তাআক্কুবাত' গ্রন্থে আমি এমন কোন স্থান পাইনি যেখানে ইমাম সুয়ূতীর এমন ধাবিত হওয়া প্রকাশিত হয়েছে।

বি. দ্র. এরপর ১৩ নং বাদ দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে আশরাফী সাহেব ১৪ নং নিয়ে এসেছেন।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, '১৪-ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি সালেহুল হাদীস'।[১০২৪]

এটা খুবই সাধারণ স্তরের তাদীল। বরং ইমাম বাযযার হতেই অন্য একটি উক্তির আলোকে অবগত হওয়া যায় যে, এটা জায়েযুল হাদীস-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তার হাদীস লেখা যাবে। যেমন অন্যত্র ইমাম বাযযার বলেছেন, 'তার হাদীস হাদীস হাফেযের হাদীসের মত নয়। আর তার হাদীস বরদাশত করা হয়েছে'।[১০২৫]

অর্থাৎ লেখা হয়েছে। যেমনটা প্রায় একই অর্থে ইমাম ইজলী বলেছেন। যা আলোচিত হয়েছে।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ডক্টর আব্দুল মালেক বলেছেন, 'হাদীসটি হাসান'।[১০২৬]

১০২৩. ঐ।

১০২৪. ঐ।

১০২৫. মুসনাদুল বাযযার ৬/৩১১।

১০২৬. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৮।

প্রথমত : ডক্টর আব্দুল মালেকও বর্তমান যুগের। সুতরাং তার বরাত দেয়া মৌলিকভাবে ভুল।

দ্বিতীয়ত : ড. আব্দুল মালেকও এই বরাতগুলির মধ্যে 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী'-এর হাদীসকে হাসান বলেন নি। বরং তিনি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কুরাশী অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন কিনানা আল-কুরাশী আল-আমিরী আল-মাদানীর হাদীসকে হাসান বলেছেন।[১০২৭]

সুতরাং এই উদ্ধৃতিটিও ভিত্তিহীন।

সামনে অগ্রসর হয়ে আশরাফী সাহেব আল্লামা আলবানীর বরাতটি দুবার অর্থাৎ ১৬ এবং ১৭ নং-এর অধীনে পেশ করেছেন।

প্রথমত : আল্লামা আলবানী আধুনিক আলেমদের একজন। এজন্য উসূলের দৃষ্টিকোণ থেকে রাবীদের উপর তার সমালোচনা সূচক উদ্ধৃতি পেশ করা ভুল।

দ্বিতীয়ত : আল্লামা আলবানী এ দুটির মধ্য হতে কোন বরাতেই এই রাবীকে সিকাহ বলেন নি। বরং তিনি যঈফ বলেছেন। তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'আল্লামা আলবানী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন'।[১০২৮]

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ শাহেদের ভিত্তিতে এই তাহসীন করেছেন। আর তিনি তিরমিযীর এই হাদীসকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের কারণে যঈফ-ই গণ্য করেছেন। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে এর সনদ সম্পর্কে লিখেছেন,

---

১০২৭. আল-আহাদীসুল মুখতারা-এর ৪৮৯, ৪৯০ নং টিকা দ্র.
১০২৮. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৮।

وضعفه بقوله : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن وهو كوفي- وقد تكلم بعض أهل الحديث- قلت لكن يشهد له الذي قبله واخر ذكرته انفا-

'ইমাম তিরমিযী এটা বলতে গিয়ে তাকে যঈফ বলেছেন যে, এ হাদীসটি গরীব। আমরা একে কেবল আব্দুর রহমান কূফীর সূত্রেই জানি। আর একাধিক মুহাদ্দিস তাকে সমালোচনা করেছেন- **আমি আলবানী বলছি :** কিন্তু এর পূর্বে যে হাদীসটি রয়েছে তা এটার জন্য শাহেদস্বরূপ। আর অন্যটি যা আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি'।[১০২৯]

আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'আল্লামা আলবানী সহীহ লি-গাইরিহ বলেছেন'।[১০৩০]

স্পষ্টভাবে যাহির রয়েছে যে, আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর সনদকে সহীহ বলেন নি। বরং তিনি এর মতনকে সহীহ লি-গাইরিহ বলেছেন।

তিরমিযীর যে নুসখাটি শায়েখ হাসান মশহূর (হাফিযাহুল্লাহ) আল্লামা আলবানীর তাহকীকসহ প্রকাশ করেছেন তাতে এ হাদীসটির নিচে লেখা রয়েছে-

'এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির সাথে একত্র হয়ে সহীহ'।[১০৩১]

প্রতীয়মান হল, আল্লামা আলবানীও এই দুটি বরাতের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে সিকাহ বলেন নি। বরং অন্যত্র তো আল্লামা আলবানী তাকে ঐকমতানুসারে যঈফ বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'ইনি সবার ঐকমতে যঈফ'।[১০৩২]

এটাই হল সেই ১৭টি উদ্ধৃতির হাকীকত। যেগুলির দ্বারা আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফীকে সিকাহ প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

১০২৯. আলবানী, তাহকীক মিশকাত ১/৩৮৮-৩৮৯; হিদায়াতুর রুওয়াত ২/৪৮।
১০৩০. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৮।
১০৩১. সুনানে তিরমিযী হা/২৯০৯।
১০৩২. সিলসিলা সহীহা ১/৫৩৪।

পাঠকগণ দেখতে পারছেন যে, ১৭-টির মধ্য হতে স্রেফ একটির গণনা বিদ্যমান রয়েছে। সেটারও নাম ও বাক্যগুলি নেই। তিনটি বরাত দেয়া হয়েছে আধুনিক আলেমদের থেকে। তন্মধ্যে আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র নাম দুবার পেশ করা হয়েছে। যা দুবার গণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুটি মূলত ১-টিই বরাত। হাফেয ইবনুল কাইয়েম, তাম্মাম রাযী এবং ইমাম সুয়ূতী তো তাওসীক-ই করেন নি। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের বরাত দেয়া হয়েছে।

ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ, হাফেয ইবনু হাজার, ইমাম ইবনু মাঈন, ইমাম ইজলী এবং ইমাম মাকদেসী তো এ রাবীকে যঈফ বলেছেন। কিন্তু শরম ও লজ্জার মাথা খেয়ে এই যঈফ আখ্যাদানকারী ইমামদেরকে তাওসীক আখ্যাদানকারী হিসেবে পেশ করা হয়েছে। মজার বিষয় এই যে, এই ইমামগণ স্রেফ এই রাবীকে যঈফ বলেই ক্ষান্ত হন নি। বরং এনাদের মধ্য হতে কয়েকজন ইমাম 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত হাদীসটিকে-ই যঈফ বলেছেন।

ইমাম বাযযার-এর তাদীলটি খুবই সাধারণ। আর তার থেকে জারাহ-ও বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম হাকেম হলেন মুতাসাহিল। সুতরাং যে রাবীর ব্যপারে তাযঈফ প্রমাণিত আছে তার ব্যাপারে এ দুজন ইমামের তাহসীন কিংবা তাসহীহ অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় ইল্লত

এর সনদে 'যিয়াদ বিন যায়েদ' নামক আরেকজন মাজহূল রাবী রয়েছেন। যাকে কোন ইমামই সিকাহ বলেন নি।

* ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি মাজহূল রাবী'।[১০৩৩]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি মাজহূল রাবী'।[১০৩৪]

১০৩৩. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৫৩২।
১০৩৪. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২০৭৮।

তৃতীয় ইল্লত

এ হাদীসে তৃতীয় ইল্লত তথা ত্রুটি হল যে, এ হাদীসকে বর্ণনা করতে গিয়ে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক ইযতিরাবের শিকার হয়েছেন। তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

সনদে ইযতিরাব

আব্দুর রহমান বিন ইসহাক এ বর্ণনাটির সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে কঠিন ইযতিরাবের শিকার হয়েছেন। যেমন কখনো কখনো তিনি এই হাদীসটিকে **{যিয়াদ বিন যায়েদ হতে, তিনি আবূ জুহাইফা হতে, তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে}** সনদে বর্ণনা করেছেন। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে আলোচিত হয়েছে।[১০৩৫]

আবার কখনো তিনি **{নুমান বিন সাদ হতে, তিনি আলী হতে}** এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই সুন্নাত হল বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করা'।[১০৩৬]

শুধু এটাই নয়। কখনো কখনো তিনি এই বর্ণনাটিকে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর পরিবর্তে আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। যেমন ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

---

১০৩৫. সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৫৬।

১০৩৬. সুনানে দারাকুতনী ২/৩৫।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ– قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ : يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ–

আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, ‘নামাযে কব্জিকে কব্জির উপর নাভীর নিচে রাখা সুন্নত। ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তিনি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক কূফীকে যঈফ রাবী বলতেন’।[১০৩৭]

উল্লিখিত সবগুলি সনদে প্রধান রাবী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী রয়েছেন। আর তিনি নিজের উপরের বর্ণনার সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়েছেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি যঈফ হবার অন্যতম কারণ এটাও। যেমনটা আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।[১০৩৮]

মতনে ইযতিরাব

শীআ যায়দীদের একটি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী এই বর্ণনার মতনকে বর্ণনা করতে গিয়েও ইযতিরাবের শিকার হয়েছেন। যেমন পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে এই বর্ণনাটির একটি মতন উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু যায়দী শীআদের আরেকটি গ্রন্থ ‘রাবুস সদা’–এর মধ্যে এ বর্ণনাটি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফীর সনদেই বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আবূ জাফর মুহাম্মাদ বিন মনসূর বিন ইয়াযীদ আল-মুরাদী আল-কূফী বলেছেন, রাসূলের সাহাবী আলী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ‘তিনটি বস্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে। **১.**

১০৩৭. আবূ দাঊদ ১/২০১।
১০৩৮. যঈফ আবূ দাঊদ ১/২৯২।

দ্রুত ইফতার করা। ২. সেহরী দেরীতে খাওয়া। ৩. সালাতে (ডান হাতের) তালু (বাম হাতের) তালুর (কব্জির) উপর স্থাপন করে নাভীর নিচে রাখা'।[১০৩৯]

ইমাম সুয়ূতী এই বাক্যের সাথে এই বর্ণনাটির জন্য আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাবলীতে ইবনু শাহীন, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আতা আল-ইবরাহীমী এবং আবুল কাসেম বিন মান্দার গ্রন্থসমূহের বরাত দিয়েছেন।

উক্ত গ্রন্থগুলিতেও এই বর্ণনাটির সনদ এটাই মর্মে সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এমনটা হয় কিংবা যদি শীআদের এই বইগুলিতে আবূ জাফর মুহাম্মাদ বিন মনসূর বিন ইয়াযীদ আল-মুরাদী আল-কূফী সঠিকভাবে সনদ বর্ণনা করেন; তাহলে জেনে রাখতে হবে যে, এই বর্ণনায় তিনি এর মতনটি ভিন্ন বাক্যে বর্ণনা করেছেন। এটাও তার ইযতিরাব। যা এই বর্ণনাটির যঈফ হওয়ার দলীল।

প্রকাশ থাকে যে, যেহেতু এই বর্ণনাটি খুবই যঈফ; সেহেতু একে শাওয়াহেদের অনুচ্ছেদে বর্ণনা করাও ভুল। আর আশরাফী সাহেব তো এই বর্ণনাটির গ্রহণযোগ্য হবার একটি দলীল দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'মুজতাহিদের ইজতিহাদ দ্বারা হাদীসের দুর্বলতা দুর হয়ে সেই হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহ হয়ে যায়। যদিও সেটি নিজে যঈফ হয়ে থাকে'।[১০৪০]

আরয রইল যে, এই হাস্যকর উসূলের কোন নাম-নিশানাও মুহাদ্দিসদের মধ্যে নেই। আর যদি এটাই উসূল হয়ে থাকে তাহলে শাফেঈ ফকীহগণ বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু-এর হাদীস হতেও দলীল গ্রহণ করেছেন। তাহলে আশরাফী সাহেব একে যঈফ প্রমাণ করার জন্য একাধিক পৃষ্ঠা কালো করলেন কেন?

মোটকথা : এ বর্ণনাটি খুবই যঈফ। বরং আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে প্রমাণিত আমলের বিরোধী হবার কারণে বাতিল। কেননা আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধা-ই প্রমাণিত আছে। যেমন আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

---

১০৩৯. রাবুস সাদা ১/৩১৯।

১০৪০. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৪০।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ–

জনাব ইবনু যরীর আয-যব্বী স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-কে দেখেছি যে, তিনি স্বীয় বাম হাত ডান হাত দ্বারা নিজের কব্জির উপর ধরে নাভীর উপর বাঁধতে দেখেছি'।[১০৪১]

উক্ত প্রমাণিত বর্ণনাটি দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, আলী রাযিআল্লাহু আনহু নামাযে নাভীর উপরে হাত বাঁধতেন। আর নাভীর উপর দ্বারা বুক বুঝানো হয়েছে। যেমনটা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর তাফসীরী বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতেই {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে এই উক্তিটি সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা (নামাযে) ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মাঝামাঝিতে রেখে স্বীয় বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে এই বর্ণনাটি তাহকীক সহ পেশ করা হয়েছে।

হাদীস-২ : আনাস রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন,

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل ببغداد، أنبا أبو عمر بن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا أبو حذيفة ثنا سعيد بن زَرْبِي عَن ثَابت عَن أنس قَالَ : من أَخْلَاق النُّبُوَّة تَعْجِيل الْإِفْطَار وَتَأْخِير السّحُور ووضعك يَمِينك على شمالك فِي الصَّلَاة تَحت السُّرَّة–

১০৪১. সুনানে আবূ দাঊদ হা/৭৫৭, সনদ হাসান।

রাসূলের সাহাবী আনাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেছেন, 'দ্রুত ইফতার করা, সেহরীতে দেরী করা এবং নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করা নবীদের আখলাক ছিল'।[১০৪২]

তাহকীক : এ বর্ণনাটি মওযূ ও মনগড়া। এতে সাঈদ বিন যারবী নামক একজন রাবী রয়েছেন। তিনি মাতরূক, অত্যন্ত সমালোচিত। মুহাদ্দিসগণ তাকে মওযূ ও মনগড়া হাদীস বর্ণনাকারী আখ্যায়িত করেছেন। নিচে তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের উক্তিসমূহ পেশ করা হল।—

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'সাঈদ বিন যারবী কিছুই নন'।[১০৪৩]

* ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন, 'তিনি শক্তিশালী ছিলেন না'।[১০৪৪]

তিনি আরও বলেছেন, 'তিনি আজব ও অদ্ভূত বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন'।[১০৪৫]

* ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি আজব ও অদ্ভূত বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন'।[১০৪৬]

* ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[১০৪৭]

* ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'সাঈদ বিন যারবী যঈফুল হাদীস, মুনকারুল হাদীস। তার কাছে আজীব ও গরীব মুনকার বর্ণনা রয়েছে'।[১০৪৮]

১০৪২. বায়হাকী, খিলাফিয়াত ২/২৫৩-২৫৪।
১০৪৩. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৪/৮৮।
১০৪৪. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৩/৩৬৯।
১০৪৫. ঐ ৩/৪৭৩।
১০৪৬. মুসলিম, আল-কুনা ওয়াল-আসমা ২/৭৫৮।
১০৪৭. সুওয়ালাতে আবূ উবাইদ আল-আজুর্রী পৃ. ৩১০।
১০৪৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৩।

* ইমাম ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'সাঈদ বিন যারবী যঈফ রাবী'।[১০৪৯]

* ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন, 'সাঈদ বিন আবী যারবী আবূ মুআবিয়া সিকাহ রাবী নন'।[১০৫০]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি অল্প বর্ণনা উদ্ধৃতকারী হওয়ার সাথে সাথে সিকাহ রাবীদের থেকে মওযূ ও মনগড়া বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন'।[১০৫১]

* ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি প্রত্যেকের কাছ থেকে এমন সব হাদীস বর্ণনা করতেন যেগুলির মুতাবাআত কেউ করতেন না। তার বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই এমন'।[১০৫২]

* ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস'।[১০৫৩]

* ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি মাতরূক রাবী'।[১০৫৪]

ইমাম ইবনু হামকান (মৃ. ৩৮০ হি. পূর্বে) এবং ইমাম বুরকানী রহিমাহুল্লাহও (মৃ. ৪২৫ হি.) ইমাম দারাকুতনীর এ কথাটির সাথে একমত হয়েছেন।[১০৫৫]

* ইমাম বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফ'।[১০৫৬]

১০৪৯. ফাসাবী, আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ২/৬৬০।
১০৫০. নাসাঈ, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৫৩।
১০৫১. আল-মাজরূহীন ১/৩১৮।
১০৫২. আল-কামিল ৪/৪১২।
১০৫৩. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৪/২৮।
১০৫৪. দারাকুতনী, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন ২/১৫৬।
১০৫৫. মুকাদ্দামা কিতাব আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৬৩।
১০৫৬. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৫৬৩।

এছাড়াও তিনি তার অন্য একটি গ্রন্থে বলেছেন, 'সাঈদ বিন যারবী যঈফ রাবীদের অন্যতম'।[১০৫৭]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ খেলাফিয়াত গ্রন্থেই এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর তাৎক্ষণিকভাবে বলেছেন, 'যারবী শক্তিশালী রাবী নন'।[১০৫৮]

কিন্তু এ সনদে যারবী নন। বরং সাঈদ বিন যারবী নামক রাবী রয়েছেন। সম্ভবত ইমাম বায়হাকী লিখতে গিয়ে ভুল করেছেন কিংবা কপিকারক ভুল করে ফেলেছেন।

'নসুরাতুল হক' গ্রন্থের ব্রেলভী লেখক ইমাম বায়হাকীর এই জারাহ 'তিনি শক্তিশালী রাবী নন' -এর জবাব দিতে গিয়ে উস্তাদ শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ্‌র কথা উদ্ধৃত করেছেন। যার সারাংশ হল যে, 'তিনি শক্তিশালী নন' -জারাহ দ্বারা যঈফ হওয়া বুঝানো হয় না'।[১০৫৯]

আরয রইল যে, সাধারণ নিয়ম হিসেবে এটা একেবারেই ঠিক যে, 'তিনি শক্তিশালী নন' দ্বারা যঈফ হওয়া বুঝায় না। কিন্তু এখানে বিষয়টি এমন নয়। কেননা ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ-এরই অন্যান্য বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এখানে যঈফ অর্থেই 'তিনি শক্তিশালী নন' বলেছেন। যেমন স্বয়ং ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ অন্যত্র তাকে ليس بقوي 'তিনি শক্তিশালী নন' বলেছেন। আর এর দারা রাবীকে তাযঈফ করা হয়। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যিয়াদ আন-নুমাইরী ও ইয়াযীদ আর-রাক্কাশী, সাঈদ বিন যারবী শক্তিশালী রাবী ছিলেন না'।[১০৬০]

বরং অন্য একটি স্থানে তিনি স্পষ্টভাষায় তাকে যঈফ বলেছেন।[১০৬১]

১০৫৭. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান ৪/৩২৪।
১০৫৮. বায়হাকী, আল-খিলাফিয়াত পৃ. ৩৭।
১০৫৯. নুসরাতুল হক ১/৩৭৬।
১০৬০. আত-তাখবীফু মিনান নার পৃ. ২৩৪।
১০৬১. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৫৬৩।

যদি মেনেও নেই যে, ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে এই রাবী যঈফ নন। তারপরও অন্য মুহাদ্দিসগণ তার উপর কঠোর জারাহ করেছেন। উপরন্তু কতিপয় ইমাম 'মুফাসসার জারাহ'-ও করেছেন। এজন্য ইমাম বায়হাকীর রায় শ্রবণযোগ্য নয়। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ-ও তাকে যঈফ-ই বলেছেন।

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'মুহাদ্দিসগণ তাকে যঈফ বলেছেন'।[১০৬২]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'তিনি মুনকারুল হাদীস'।[১০৬৩]

সাঈদ বিন যারবী ব্যতীত এ সনদে আবূ হুযায়ফাও রয়েছেন। তার সম্পর্কে রিজালের গ্রন্থসমূহে আমরা কিছুই পাই নি।

বি. দ্র. কিছু মানুষ এই বর্ণনাটি ইবনু হাযমের 'মুহাল্লাহ' গ্রন্থ হতে পেশ করেন। আরয রইল যে, 'মুহাল্লা' গ্রন্থে এই বর্ণনাটির সনদ-ই বিদ্যমান নেই।[১০৬৪] সুতরাং এই বরাতটি অনির্ভরযোগ্য।

উক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, এই বর্ণনাটি মাওযূ ও বানোয়াট। এর রাবী সাঈদ বিন যারবীর উপর অসংখ্য জারাহ করা হয়েছে। তাকে মাতরূক ও জাল হাদীস বর্ণনাকারীও বলা হয়েছে। এজন্য এই বর্ণনাটি মওযূ ও মনগড়া। কেননা এটি সহীহ হাদীসের বিরোধী।

এ বর্ণনাটির বাতিল হবার আরেকটি দলীল এটাও যে, 'নাভীর নিচে' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ ব্যতীত এই বর্ণনাটি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু ও অন্য সাহাবীগণ মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় 'নাভীর নিচে' বাক্যটি নেই। আর এর সনদটিও সহীহ।[১০৬৫]

১০৬২. যাহাবী, আল-কাশিফ ১/৪৩৫।
১০৬৩. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৩০৪।
১০৬৪. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/৩০।
১০৬৫. সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৭০।

চিন্তা করুন! যখন আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এই হাদীসটি 'নাভীর নিচে' -এর বর্ধিত অংশটুকু ব্যতিরেকে সহীহ সনদ সহকারে প্রমাণিত আছে; তখন আনাস রাযিআল্লাহু আনহু এতে 'নাভীর নিচে' অংশটুকু কিভাবে বর্ধিত করতে পারেন? এটাও এর দলীল যে, এ হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন একেবারেই ভুল। বরং কিছু স্থানে আনাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকেই এই বর্ণনাটি 'নাভীর নিচে'-এর বর্ধিতাংশটুকু ব্যতীত বর্ণিত আছে। যেমন আবূ মুহাম্মাদ হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আল-জাওহারী (মৃ. ৪৫৪ হি.) বলেছেন, 'আনাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইফাতর দ্রুত করা, দেরীতে সেহরী করা এবং নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা সুন্নত'।[১০৬৬]

তাহকীক : কিন্তু এর সনদ যঈফ। তদুপরি সম্ভাবনা রয়েছে যে, আনাস রাযিআল্লাহু আনহুও এই বর্ণনাটিকে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাত ব্যতীত এই শব্দটি সহকারে বর্ণনা করেছেন। যে শব্দগুলি সহকারে অন্য সাহাবীগণ মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। আর আনাস রাযিআল্লাহু আনহুও অন্য সাহাবীদের ন্যায় 'নাভীর নিচে' বর্ধিতাংশ ব্যতীতই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মাতরূক রাবী তার থেকে বর্ণনা করার সমাপে 'নাভীর নিচে' অংশটুকু জুড়ে দিয়েছেন।

উক্ত বর্ধিতাংশটুকুর বাতিল ও মিথ্যা হওয়ার আরেকটি দলীল এটাও যে, আনাস রাযিআল্লাহু আনহু নিজেই আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর তাফসীর করার ক্ষেত্রে এটা বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তা বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে এই বর্ণনাটির সনদ তাহকীক সহ আলোচিত হয়েছে।

১০৬৬. জাওহারী, আস-সাবি ওয়াল-হাদী মিন আমালী 'কাফ' /৯ 'বা'।

হাদীস-৩ :

আলী (রা)-এর হাদীস (মুসনাদে যায়েদ)

মহামিথ্যুক আবূ খালেদ ওমর বিন খালেদ আল-ওয়াসতী (মৃ. ১২০ হি.) বলেছেন,

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال : ثلاث من اخلاق النبوة– تعجيل الافطار–وتأخير السحور–ووضع الكف علي الكف تحت السرة–

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেছেন, তিনটি বস্তু আম্বিয়া কেরামের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ১. দ্রুত ইফতার করা। ২. দেরীতে সেহরী করা। ৩. ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির উপর রেখে নাভীর নিচে রাখা।[১০৬৭]

তাহকীক : এই বর্ণনাটি বাতিল ও মিথ্যা। কেননা এটা এমন গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে যা মনগড়া ও বানোয়াট। মুসনাদে যায়েদ বিন আলী নামে পরিচিত এই গ্রন্থটি যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব আল-কুরাশী আল-হাশিমীর (মৃ. ১২২ হি.) প্রতি মানসূব করা হয়েছে। যেখানে যায়েদ বিন আলী স্বীয় বাবা ও দাদা {তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা আলী (রা)} সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই নিসবতকরণ মিথ্যা। কেননা কোনভাবেই এটা প্রমাণিত নেই যে, যায়েদ বিন আলী রাযিআল্লাহু আনহু এমন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মুসনাদে যায়েদ বিন আলীর যে নুসখা রয়েছে তাতে দুটি স্থানে গ্রন্থটির সনদ বিদ্যমান রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

‘আমাকে আব্দুল আযীয বিন ইসহাক বিন জাফর বিন হায়সাম আল-কাযী আল-বাগদাদী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আবুল কাসেম আলী বিন মুহাম্মাদ আন-নাখাঈ আল-কূফী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে সুলায়মান বিন ইবরাহীম বিন উবাইদ আল-মুহারিবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নাসর বিন মুযাহিম আল-মুনকিরী আল-আত্তার আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইবরাহীম বিন আয-যাবারকান আত-তায়মী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে

১০৬৭. মুসনাদে যায়েদ বিন আলী পৃ. ১৮৩।

আবূ খালেদ আল-ওয়াসিতী রহিমাহুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে যায়েদ বিন আলী হাদীস বর্ণনা করেছেন...'।[১০৬৮]

তাহকীক : এ সনদের প্রতিটি রাবী বিতর্কিত। বরং কিছু রাবী হলেন মাতরূক, নিকৃষ্ট মাযহাবের অনুসারী। কিন্তু সবার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করার পরিবর্তে আবূ খালেদ বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর হাকীকত বর্ণনা করাই যথেষ্ট হবে। কেননা তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি নিজের পক্ষ হতে এই সংকলনটি বানিয়ে একে যায়েদ বিন আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন।

আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী যায়েদ বিন আলী (রা)-এর গ্রন্থ বর্ণনা করেন নি। বরং তিনি নিজেই এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, যায়েদ বিন আলী (রা) কোন গ্রন্থই প্রণয়ন করেন নি। কোন মুহাদ্দিস তাকে গ্রন্থের লেখক বলেও অভিমত দেন নি। এটা এ কথার দলীল যে, এ সংকলনটির রচয়িতা হলেন উক্ত আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী। আর তিনি তার পক্ষ হতে মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা দিয়ে কার্য হাসিল করতে গিয়ে এ বইটি প্রণয়ন করে যায়েদ বিন আলী (রা)-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন।

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

كذاب، يروي عن زيد بْن علي، عن آبائه، أحاديث موضوعة، يكذب–

'তিনি অনেক বড় মিথ্যুক। তিনি {যায়েদ বিন আলী হতে, তার বাবা ও দাদা হতে} বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি খুব মিথ্যা বলতেন'।[১০৬৯]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর রচিত মুসনাদে যায়েদ বিন আলী

১০৬৮. মুসনাদে যায়েদ বিন আলী পৃ. ৪৮, ৩৮৭।

১০৬৯. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২১/৬০৫। তিনি ইমাম আসরামের গ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও উকায়লীর আয-যুআফা গ্রন্থটিও দেখুন (৩/২৬৮)। এর সনদ সহীহ।

নামে পরিচিত এই সংকলনটির পুরোটাই মিথ্যা ও বানোয়াট। যেটি আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী বানিয়েছেন।

* একই কথা ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহও (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

شيخ كُوفِي كَذَّاب يرْوى عَن زيد بن عَليّ عَن ابائه عَن عَليّ–

'তিনি কূফী শায়েখ এবং খুব বড় মাপের মিথ্যুক। তিনি {যায়েদ বিন আলী হতে, তিনি তার বাবা ও দাদা হতে} সূত্রে আলী (রা) হতে বর্ণনা করতেন'।[১০৭০]

প্রতীয়মান হল, ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহও **{যায়েদ বিন আলী হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি তার দাদা হতে}** সূত্রে বর্ণিত আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর বর্ণনাগুলিকে মিথ্যা ও মনগড়া বলেছেন। মনে রাখতে হবে, আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী এই পুরো সংকলনটি 'যায়েদ বিন আলী' হতে **{তিনি তার বাবা হতে, তিনি তার দাদা হতে}** সূত্রে যায়েদ বিন আলী থেকে আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর বর্ণনাগুলিকে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বিশেষভাবে মওযূ ও মনগড়া আখ্যা দিয়েছেন।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, মুসনাদে যায়েদ বিন আলী নামে আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর সাজানো এই পুরো সংকলনটিই মওযূ ও মনগড়া। যেটি আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী বানিয়েছেন। আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর এই সংলকলনটির বিরুদ্ধে বিশেষ সমালোচনার সাথে সাথে আরও একাধিক দলীল রয়েছে। যদ্বারা এই সংকলনটির মওযূ ও মনগড়া হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন-

- ✓ **যায়েদ বিন আলী রহিমাহুল্লাহ :** যার নাম দিয়ে এ সংলকনটি বানানো হয়েছে। তার সন্তানদের মধ্যে হুসাইন বিন যায়েদ কিংবা ঈসা বিন যায়েদ কিংবা পৃথিবীর বুকে কোন ব্যক্তিই এ সংকলনটির কোন একটি বর্ণনাও এ সনদে যায়েদ বিন আলী হতে বর্ণনা করেন নি। তাহলে সমগ্র

১০৭০. তারীখে ইবনু মাঈন (দারেমীর বর্ণনা) পৃ. ১৬০।

দুনিয়ায় আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী একাই এ সংকলনটি পেলেন কোথা হতে?

- ✓ অনুরূপভাবে এর উপরের স্তরে দেখুন যে, ইমাম মুহাম্মাদ বাকের রহিমাহুল্লাহ এই যায়েদ বিন আলীর-ই ভাই। অর্থাৎ ইনিও আলী বিন হুসাইনের ছেলে। যার থেকে যায়েদ বিন আলী এই বর্ণনাগুলি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বাকের এই সংকলন গ্রন্থটির একটি বর্ণনাও স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন নি। অর্থাৎ তিনি কোন একটি বর্ণনাতেও যায়েদ বিন আলীর মুতাবাআত করেন নি। অথচ ইনি বয়সে যায়েদ বিন আলীর চেয়ে ৫০ বছরের বড়।

যদি বাস্তবেই যায়েদ বিন আলী এবং তার বাবা ও দাদা হতে এ হাদীসগুলি বর্ণিত হত; তাহলে তো তার বড় ভাই ইমাম বাকেরও স্বীয় পিতা আলী রহিমাহুল্লাহ বিন হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহু হতে এই হাদীসগুলির মধ্য হতে কিছু না কিছু অবশ্যই বর্ণনা করতেন। কিন্তু তিনি তার স্বীয় পিতা আলী বিন হুসাইন হতে এই সংকলনটির একটি বর্ণনাও উদ্ধৃত করেন নি। যা এ কথাটির দলীল যে, এই বর্ণনাগুলি না তো ইমাম বাকেরের ভাই আলী বিন যায়েদের কাছে ছিল; আর না তার বাবা আলী বিন হুসাইনের কাছে ছিল। বরং এগুলি সব আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর বানানো।

একই অবস্থা সনদের উপরের স্তরেও রয়েছে। উপরের স্তরেও না তো আহলে বাইতের অন্য সদস্যদের মুতাবাআত পাওয়া যায়; আর না যমীনের বুকে অন্য কোন ব্যক্তির মুতাবাআত পাওয়া যায়। এটাও একটা আজব তামাশা যে, গ্রন্থটির সকল হাদীস {যেগুলির সংখ্যা ৬০০} সবগুলি একই সনদে বর্ণিত। যা নিম্নরূপ-

‘আমাকে যায়েদ বিন আলী হাদীস বর্ণনা করেছেন তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা আমীরুল মুমিনীন আলী হতে (মওকূফ অথবা মরফূ হিসেবে)’।

চিন্তা করুন! একটি হাদীসের সকল হাদীস মাত্র একটি সনদেই বর্ণিত। যার সকল স্তর একই। এটা কি খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় নয়? এর চাইতে বড় আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, এ হাদীসের একটিরও কোন মুতাবাত বর্ণনা দুনিয়ার কোন ব্যক্তি হতে পাওয়া যায় না!

সমগ্র দুনিয়ায় হাদীসের এমন একটি গ্রন্থও কি দেখানো যেতে পারে, যা একটি সনদে সকল স্তরে একইরূপে বর্ণিত। যার কোন একটি হাদীসেরও কোন মুতাবাত পুরো দুনিয়ার কোন ব্যক্তি খুঁজে পান নি?

ইলমে রিজালের সাধারণ ছাত্রও কোন গ্রন্থের সনদের এই ধরন দেখা মাত্রই বলে উঠবেন যে, এর লেখক একজন কাযযাব ও বড় মিথ্যুক। এটাই কারণ যে, অসংখ্য মুহাদ্দিস এই গ্রন্থের লেখক আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীকে একমত হয়ে হাদীস জালকারী ও কাযযাব আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ্‌র বরাত আলোচিত হয়েছে। আরও উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

* ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৬ হি.) বলেছেন, 'তিনি খুব বড় মাপের মিথ্যুক'।[১০৭১]

* ইমাম ইসহাক বিন রাহাওয়াইহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীস জাল করেন'।[১০৭২]

* ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীস জাল করতেন'।[১০৭৩]

* ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি খুব বড় মিথ্যুক।[১০৭৪]

* ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'আমর বিন খালেদ আবূ খালেদ আল-ওয়াসিতী অনেক বড় মিথ্যুক'।[১০৭৫]

১০৭১. আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ১/৭০০।
১০৭২. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/২৩০, সনদ সহীহ।
১০৭৩. ঐ ৬/২৩০, সনদ সহীহ।
১০৭৪. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২১/৬০৬। তিনি আজুর্রী হতে বর্ণনা করেছেন।
১০৭৫. কিতাবুয যুআফা ওয়াল-মাতরূকীন পৃ. ১৫৯।

* ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন, 'আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী হাদীস জাল করায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন'।[১০৭৬]

* মুহাম্মাদ বিন তাহের বিন কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) বলেছেন, 'আমর বিন খালেদ অনেক বড় কাযযাব'।[১০৭৭]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'মুহাদ্দিসগণ তাকে কাযযাব বলেছেন'।[১০৭৮]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী অনেক বড় মাপের মিথ্যুক'।[১০৭৯]

আরও বিস্তারিত ও অন্য উক্তিগুলি অধ্যয়নের জন্য রিজালের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করুন।[১০৮০]

প্রতীয়মান হল, এ বর্ণনাটি মিথ্যায় পূর্ণ ও মনগড়া। যেটি আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী বানিয়েছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯১১ হি.) বলেছেন,

عن علي قال : ثلاثة من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطار- وتأخير السحور- ووضع الأكف علي الأكف تحت السرة في الصلاة-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'তিনটি বস্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ১. দ্রুত ইফতার করা। ২. দেরীতে

১০৭৬. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৩৪৯।
১০৭৭. ইবনুল কায়সারানী, যাখীরাতুল হুফফায ২/৮৯২।
১০৭৮. যাহাবী, আল-কাশিফ ২/৭৫।
১০৭৯. ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ১/২৫৯।
১০৮০. মাকালাতে ইরশাদুল হক আসারী ২/৭৩-৭৭।

সেহরী করা। ৩. আর নামাযে কব্জির উপর কব্জি স্থাপন করে নাভীর নিচে রাখা’।[১০৮১]

ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ-এর উক্ত গ্রন্থ হতে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে আল্লামা আলাউদ্দীন মুত্তাকী আল-হিন্দী (মৃ. ৯৭৫ হি.) এটি কানযুল উম্মাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০৮২]

আরয রইল, ইমাম সুয়ূতী এর সনদ উল্লেখ করেন নি। আর সনদবিহীন বক্তব্য দলীল হয় না। ইমাম সুয়ূতী ইবনু শাহীন, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আতা আল-ইবরাহীমী এবং আবুল কাসেম ইবনু মান্দার গ্রন্থাবলীর বরাত দিয়েছেন। কিন্তু এ গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় না।

খুব সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই গ্রন্থগুলিতেও এই বর্ণনাটি আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী আল-কূফী নামক কাযযাব ও মিথ্যুকের সনদ দিয়েই বর্ণিত হয়েছে। যেমনটা তিনি তার মনগড়া বই মুসনাদে যায়েদ-এর মধ্যে একে যায়েদ বিন আলী এবং তার বাবার সনদ হতে উল্লেখ করেছেন। যার বাস্তবতা পূর্বোক্ত ছত্রগুলিতে নির্দেশ করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাবলীতেও যায়েদ বিন আলী এবং তার বাবা ও দাদার সনদ দ্বারা আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী আল-কূফী কাযযাবের বর্ণনা বিদ্যমান আছে। যেমন ইমাম ইবনু মাজাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৩ হি.) বলেছেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ–

১০৮১. আল-জামেউল কাবীর হা/৭৮২, ১৭/৬০৩।
১০৮২. কানযুল উম্মাল হা/৩৩২৭১।

আলী ইবনু আবূ তালিব রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার বাহুর একটি হাড় ভেঙ্গে গেল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে পট্টির উপর মাসাহ করতে নির্দেশ দেন'।[১০৮৩]

প্রতীয়মান হল, আহলে সুন্নাত ইমামগণ এ সনদ দ্বারা আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী আল-কূফী কাযযাবের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এজন্য ইমাম সুয়ূতীর উল্লেখকৃত গ্রন্থাবলীতেও এই বর্ণনাটি এই সনদ দ্বারা বর্ণিত হওয়া অসম্ভব নয়। অথবা সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, এ বর্ণনাটি উক্ত আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফীর সনদ দ্বারা হয়ে থাকবে; যিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর বরাতে নাভীর নিচে হাত বাঁধাকে সুন্নাত বলেছেন। যেমনটা আলোচিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, যায়দী শীআদেরই একটি গ্রন্থ 'রাবুস সাদা'-এর মধ্যে বর্ণনাটি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফীর সনদ দ্বারা বিদ্যমান। যেমন আবূ জাফর মুহাম্মাদ বিন মনসূর বিন ইয়াযীদ আল-মুরাদী আল-কূফী বলেছেন,

حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي قال : ثلاثة من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطار– وتأخير السحور– ووضع الأكف علي الأكف تحت السرة في الصلاة–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনটি বস্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ১. দ্রুত ইফতার করা। ২. দেরীতে সেহরী করা। ৩. আর নামাযে কব্জিকে কব্জির উপর স্থাপন করে নাভীর নিচে রাখা।[১০৮৪]

এ সনদেই আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাবলীতেও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন,

---

১০৮৩. ইবনু মাজাহ হা/৬৫৭।

১০৮৪. রাবুস সাদা ১/৩১৯।

فَإِنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا، يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি ঘর রয়েছে। যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়'।[১০৮৫]

স্মর্তব্য যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ্‌র উমূমী তাসহীহ হতে এ হাদীসটি আলাদা রয়েছে। কেননা ইমাম ইবনু খুযায়মাহ এ হাদীসকে লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফীর কারণে একে তাসহীহ করা হতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِي شَيْبَةَ الْكُوفِيِّ–

'যদি এ হাদীসটি সহীহ হয় তাহলে। কেননা আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আবূ শায়বাহ আল-কূফীর উপর অন্তর সন্তুষ্ট নন'।[১০৮৬]

উপরন্তু অন্য একটি স্থানে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ এর রাবী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফীকে স্পষ্টভাবে যঈফ বলেছেন।

ইমাম আবূ আলী ইবনু মানসূর আত-তূসী (মৃ. ৩১২ হি.) বলেছেন,

حدثنا علي بن الْمُنْذِرِ الكوفي، حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا–

প্রতীয়মান হল, আহলে সুন্নাতের ইমামগণও এ সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এজন্য ইমাম সুয়ূতীর উল্লেখকৃত গ্রন্থাবলীতেও এই বর্ণনাটি এই সনদসহ থাকা

১০৮৫. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৩/৩০৬।
১০৮৬. ঐ।

অসম্ভব নয়। তবে বিষয়টি যাই হোক না কেন। সর্বাবস্থায় এ বর্ণনাটি বাতিল। কেননা ইমাম সুয়ূতীর গ্রন্থে এ বর্ণনাটির সনদ উল্লেখ নেই। আর যে সকল কিতাবের মধ্যে এর সনদ পাওয়া যায় সেগুলির আলোকে এ বর্ণনাটি অত্যন্ত যঈফ ও বাতিল।[১০৮৭]

এ বর্ণনাটির বাতিল হওয়ার আরেকটি দলীল এটাও যে, 'নাভীর নিচে'-এর বর্ধিতাংশ ব্যতীত এই শব্দগুলি সহকারে ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু ও অন্য সাহাবাগণ এ হাদীসটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় 'নাভীর নিচে' শব্দাবলী নেই। আর তাদের সনদটিও সহীহ।[১০৮৮]

চিন্তা করুন! যখন আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ হাদীসটি নাভীর নিচে-এর বর্ধিতাংশ ব্যতীত সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত তখন আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর মধ্যে নাভীর নিচে-এর সংযোজন কিভাবে করতে পারেন? এটাও এর দলীল যে, এ হাদীসের মধ্যে নাভীর নিচে সংযোজনটি একেবারেই ভুল। বরং কিছু স্থানে আলী (রা) হতেই এ বর্ণনাটি 'নাভীর নিচে' অংশটুকু ব্যতীত বর্ণিত আছে। যেমন আবূ মুহাম্মাদ হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন আলী বাগদাদী আল-খাল্লাল (মৃ. ৪৩৯ হি.) বলেছেন,

ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، ثنا سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ : أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فِي قِرَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَدْ تَسَحَّرْنَا بِالْكُوفَةِ فَسِرْنَا إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ، فَوَجَدْنَاهُ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ السُّحُورِ فَقَالَ : يَا هَمْدَانُ، أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلصِّيَامِ مِنْ هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَى اللَّيْلِ، مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَمْسَى–

১০৮৭. মুসতাখরাজ তূসী আলা জামিত তিরমিযী ৬/৩৫২।
১০৮৮. সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৭০, ৫/৬৭। মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।

এ বর্ণনায় আলী (রা) বলেছেন, তিনটি বস্তু আম্বিয়ে কেরামের আখলাকের মধ্যে রয়েছে। ১. দ্রুত ইফতার করা। ২. সেহরী দেরীতে করা। ৩. নামাযে হাতের উপর হাত রাখা।[১০৮৯]

তাহকীক : তবে এর সনদ যঈফ। তারপরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ বর্ণনাটি আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোনরূপ সংযোজন ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। যে বাক্যাবলী সহকারে অন্য সাহাবীগণ এটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আলী (রা)ও অন্যান্য সাহাবার ন্যায় 'নাভীর নিচে' অংশটুকু ব্যতীত একে বর্ণনা করে থাকবেন। কিন্তু মাতরূক ও কাযযাব রাবীগণ এতে 'নাভীর নিচে' অংশটুকু যোগ করে দিয়েছেন।

এ বর্ধিতাংশটুকুর বাতিল ও মিথ্যা হবার আরেকটি দলীল এটাও যে, আলী (রা) হতেই { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } -এর তাফসীরে এ উক্তিটি সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে যে, নামাযে স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে সেটি বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে এই বর্ণনাটি পুরো সনদের সাথে তাহকীকসহ পেশ করা হয়েছে।

১০৮৯. হাসান আল-খাল্লাল, আল-মাজালিসু ওয়াল-আশারাহ হা/৪৪, পৃ. ৪৪

হাদীস-৪

আলী (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} আয়াতের তাফসীরে বিকৃত বর্ণনা

ذَكَرَ الْأَثْرَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ–

আলী (রা) {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} আয়াতটির তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে রাখা উদ্দেশ্য'।[১০৯০]

আরয রইল, তামহীদের এই কপিতে গ্রন্থটির মুহাক্কিক 'নাভী' শব্দটি নিজের পক্ষ হতে যুক্ত করে দিয়েছেন। মূল নুসখা -যে কপি হতে এ গ্রন্থটি ছাপানো হয়েছে- তাতে এই বর্ণনাটির শেষে {السرة} 'নাভী' শব্দটি নেই। বরং {الثندوة} শব্দটি রয়েছে। {الثندوة}-এর অর্থ হল ছাতি। লিসানুল আরবে রয়েছে, 'পুরুষের বুকের ছাতিকে {الثندوة} বলা হয়। যেভাবে নারীর ছাতিকে {الثدي} বলা হয়'।[১০৯১]

দেওবন্দীদের অভিধান 'আল-কামূসুল ওয়াহীদ' গ্রন্থে বলা আছে, 'পুরুষের স্তন'।[১০৯২]

{تحت الثندوة}-এর অর্থ বুকের ছাতির নিচে। আর ছাতির নিচে বুক-ই হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হানাফীদের নারীরা নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার হুকুম দেন। আর তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আদ-দুররুল মুখতার'-এর মধ্যে রয়েছে যে,

تَضَعُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ ثَدْيَيْهَا–

নারী এবং হিজড়ারা কব্জির উপর কব্জি রেখে তা বুকের উপর হাত বাঁধবে।[১০৯৩]

১০৯০. আত-তামহীদ ২০/৭৮।
১০৯১. লিসানুল আরব ১/৪১।
১০৯২. আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ২২৪।
১০৯৩. আদ-দুররুল মুখতার ১/৪৮৭, ইবনু আবেদীনের টিকা সহ।

অনুরূপভাবে হানাফীদের আরেকটি গ্রন্থে আছে,

وَتَضَعُ يَمِينَهَا عَلَى شِمَالِهَا تَحْتَ ثَدْيَيْهَا–

‘নারীরা ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে স্তনের নিচ বরাবর রাখবে’।[১০৯৪]

এছাড়াও হানাফীদের আরেকটি গ্রন্থে আছে,

المرأة تضعهما تحت ثدييها–

‘নারীরা উভয় হাতকে ছাতির নিচে রাখবে’।[১০৯৫]

আহনাফদের উপরিল্লিখিত গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে, নারীরা তাদের ছাতির নিচে হাত বাঁধবে। অথচ হানাফীদের কিছু গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নারীরা তাদের বুকের উপর হাত বাঁধবে। যেমন আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে,

فانها تضع علي صدرها–

‘নারীরা তাদের বুকের উপর হাত বাঁধবে’।[১০৯৬]

অনুরূপভাবে হানাফীদের আরেকটি গ্রন্থে রয়েছে,

وَإِذا كبر وضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وَالْمَرْأَة تضع على صدرها–

‘পুরুষেরা তাকবীর দিয়ে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে রাখবে। আর নারীরা বুকের উপর রাখবে’।[১০৯৭]

আহনাফদের এই গ্রন্থাবলীতে এটা বলা হয়েছে যে, নারী স্বীয় বুকের উপর হাত বাঁধবে। অন্যদিকে এর পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে এটা বলা হয়েছে যে, নারীরা স্বীয় ছাতির নিচে হাত বাঁধবে। প্রকাশ থাকে যে, আহনাফরা এটাই বলবেন যে,

---

১০৯৪. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩৩৯।
১০৯৫. মুনিয়াতুর মুসল্লী পৃ. ৯৫।
১০৯৬. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩২০।
১০৯৭. তুহফাতুল মুলূক পৃ. ৬৯।

এ দুটি কথার মধ্যে অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে একই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, নারী স্বীয় বুকের উপর হাত বাঁধবে।

আমরাও এটাই বলছি যে, এ বর্ণনায় যে ছাতির নিচে হাত বাঁধার বাক্যগুলি রয়েছে এবং অন্য বর্ণনাগুলিতে যে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে- উভয়ের মধ্যে অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে একই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের উদ্দেশ্য হল বুকে হাত বাঁধা।

মোটকথা : আলী (রা)-এর এই বর্ণনাটিও নাভীর নিচে হাত বাঁধার দলীল নয়। বরং বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল। কেননা এ বর্ণনার শেষে 'নাভী' শব্দটিই নেই। বরং 'সুন্দুওয়া' (ছাতি) শব্দটি রয়েছে। নিচে এ কথাটির পক্ষে দশটি দলীল পেশ করা হল-

প্রথম দলীল : মুহাক্কিকের স্বীকারোক্তি

'আত-তামহীদ' গ্রন্থে মুহাক্কিক টিকায় এ কথাটি স্বীকার করেছেন যে, এ বর্ণনার শেষে নাভী শব্দটি তিনি স্বয়ং যোগ করেছেন। আর আসল পান্ডুলিপিতে 'নাভী' শব্দটি নেই। বরং এর স্থলে 'সুন্দুওয়া' শব্দটি রয়েছে। যেমন যে পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটি রয়েছে সেই পৃষ্ঠায় এ শব্দটির পরে ৪২ লিখে টিকাতে মুহাক্কিক লিখেছেন, 'নুসখায়ে ইস্তাম্বুলের মধ্যে সুন্দুওয়া শব্দটি রয়েছে। আর আওকাফের নুসখার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। সম্ভবত সহীহ এটাই যেটি আমি বানিয়েছি। যেমনভাবে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে'।[১০৯৮]

আত-তামহীদ গ্রন্থের যে পৃষ্ঠায় মুহাক্কিক 'নাভী' শব্দটি নিজের পক্ষ হতে বানিয়েছেন। আর টিকায় তিনি সেটি উল্লেখও করেছেন।

আমাদের ধারণা মুহাক্কিক সাহেব পান্ডুলিপিতে থাকা এই শব্দটি সহীহভাবে পড়তে-ই সক্ষম হন নি। মূলত এ শব্দটি 'সুন্দুওয়া'। যেমনটা খতীব বাগদাদীর বর্ণনা সামনে আসছে। আর 'সুন্দুওয়া'র অর্থ ছাতি। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

১০৯৮. আত-তামহীদ ২০/৭৮, টিকা নং ৪২।

যেহেতু মাখতূতাত ও কলমী নুসখার মধ্যে অসংখ্য বর্ণনার উপর নুকতা লেখাই হত না। কিংবা লেখা হলেও তিন নুকতা ও দু নুকতাকে কখনো কখনো এমনভাবে লেখা হত যে, পড়ার সময় উভয়টিকে একই রকম প্রতিভাত হত। এক্ষণে আসল পান্ডুলিপিতে আসল পান্ডুলিপিতে 'সুন্দুয়া' শব্দটির 'সা'-এর উপর তিনটি নুকতা স্পষ্টভাবে ছিল না হয়তো। এজন্য মুহাক্কিক এই হরফ-এর উপর দুটি নুকতা বিদ্যমান মনে করেছেন। আর এরই ভিত্তিতে তিনি এই শব্দকে 'আত-তুন্দুয়া' পড়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এ খন্ডের তাহকীকের মধ্যে মুহাক্কিকের সামনে স্রেফ দুটি নুসখাই ছিল। একটি মাকতাবা ইস্তাম্বুলের নুসখা। যেটি মুহাক্কিক 'আলিফ' আলামত ব্যবহার করেছেন। অপরটি 'ইদারাতুল আওকাফ'-এর নুসখা। যেটির ক্ষেত্রে মুহাক্কিক 'কাফ'-এর আলামত ব্যবহার করেছেন।

এ দুটি নুসখার মধ্যে স্রেফ একটি নুসখার মধ্যে এ শব্দটি বিদ্যমান। যেমনটা তিনি টিকায় ইশারা করেছেন। আর যে নুসখায় এ শব্দটি রয়েছে সেটি তুরস্কের মাকতাবা ইস্তাম্বুলের নুসখা। যেখানে কতিপয় হরফ-এর নিশানা মুছে গেছে। যেগুলি পড়ার যোগ্য নয়। যেমনটা স্বয়ং মুহাক্কিক লিখেছেন, 'এখানে কয়েকটি হরফ মুছে গিয়েছে। আর কতিপয় অংশ পুরোটাই পড়ার অযোগ্য'।[১০৯৯]

মুহাক্কিকের এ কথাটির উল্লেখের পর এটা মনে হচ্ছে যে, এখানেও শব্দটি খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। যার কারণে মুহাক্কিক সাহেব একে পরিপূর্ণভাবে পড়তে-ই পারেন নি। ফলে তিনি 'সুন্দুওয়া'-কে 'তুন্দুওয়া' পড়েছেন। আর যেহেতু 'তুন্দুওয়া' শব্দটি অর্থহীন সেহেতু মুহাক্কিক সাহেব একে অর্থপূর্ণ করার জন্য একে বদলে দিয়ে 'সুর্রা' শব্দটি যোগ করেছেন।

আরয রইল, যদি মুহাক্কিক এ শব্দটি দেখতে না পেয়ে থাকেন তাহলে তার তাসহীহ এভাবে হত যে, কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীত স্রেফ তা বর্ণে একটি নুকতা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে 'সুন্দুওয়া' করা যেত। এ ব্যতীত এতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত করার কোনই সুযোগ নেই। কারণ-

১০৯৯. আত-তামহীদ, ভূমিকা পৃ. ৪ 'দাল'।

প্রথমত : 'তুন্দুওয়া'-এর তা বর্ণে স্রেফ একটি নুকতা বৃদ্ধি করলে শব্দটি অর্থবোধক হয়ে যায়। সুতরাং আসল শব্দটির মধ্যে আরও বেশী পরিবর্তন সাধন করার কোনই বৈধতা রইল না।

দ্বিতীয়ত : একটি নুকতার সংযোজনের পর এ বর্ণনাটির অর্থও অন্য সনদের মধ্যে বর্ণিত শব্দের সাথে মিলে যায়। যেমনটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত : খতীব বাগদাদীর 'মুওয়াযযিহু আওহামিল জাময়ি ওয়াত-তাফরীক' গ্রন্থে এ বর্ণনাটি ঠিক অনুরূপ সনদ ও মতনে রয়েছে। আর এতে স্পষ্টভাবে আস-সুন্দুওয়া শব্দটি রয়েছে। এটাও শক্তিশালী দলীল যে, এই বর্ণনার মধ্যে মূলত এ শব্দটিই রয়েছে। বর্ণনাটি সামনে আসছে।

চতুর্থত : আভিধানিক অর্থে 'আস-সুন্দুওয়া'-এর তাফসীরের মধ্যে 'আস-সুন্দুওয়া' শব্দটি অর্থগতভাবে উপযুক্ত। কিন্তু আভিধানিকভাবে 'আস-সুর্রা' (নাভী) শব্দটি ওয়ানহারের সাথে সামান্যতমও সম্পর্ক রাখে না। বরং ওয়ানহারের তাফসীরের মধ্যে আস-সুর্রা (নাভী) শব্দটি নিয়ে আসা অত্যন্ত হাস্যকর।

মুহাক্কিক সামনে অগ্রসর হয়ে বলেছেন, 'যেমনটি বর্ণিত আছে'। এর দ্বারা মুহাক্কিক সাহেব সম্ভবত আবূ দাঊদ ইত্যাদিতে বিদ্যমান আব্দুর রহমান বিন ইসহাক কূফী নামী ঐকমতকৃত যঈফ ব্যক্তির বর্ণনাকে বুঝিয়েছেন। এখানে তিনি তাফসীরী কোন বর্ণনাকে বুঝান নি। কেননা আলী (রা)-এর তাফসীরী এমন কোন বর্ণনা কোনও গ্রন্থে সরাসরি বিদ্যমান নেই। দুনিয়ার সমগ্র হানাফী মিলেও দুনিয়ার কোন একটি কোণ থেকেও আলী (রা)-এর এমন তাফসীরী বর্ণনা আদৌ দেখাতে সক্ষম হবেন না। কস্মিনকালেও নয়।

যদি মুহাক্কিক তাফসীরী বর্ণনাকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে এমন তাফসীরী বর্ণনা কোথাও নেই। তাছাড়া মুহাক্কিক সাহেব কোন বরাতও দেন নি। যদি মুহাক্কিকের উদ্দেশ্য আবূ দাউদে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী নামক ঐকমতকৃত যঈফ রাবীর বর্ণনা হয়ে থাকে তাহলে আরয রইল যে, এ বর্ণনাটি সবার ঐকমতে যঈফ। সাথে সাথে এটি কোন তাফসীরী বর্ণনাও নয়। উপরন্তু এর সনদও একেবারেই ভিন্ন। আর এর রাবীগণও ভিন্ন ভিন্ন।

সুতরাং সবার ঐকমতে যঈফ এই ভিন্ন বর্ণনা ও ভিন্ন উদ্ধৃতির ভিত্তিতে এই তাফসীরী বর্ণনার মধ্যে পরিবর্তন করা খুবই আশ্চর্যজনক। কেননা কোন বর্ণনার শব্দাবলীর তাসহীহ-এর জন্য সেই বর্ণনাটিকে একই সনদে একই মতনে অন্যান্য একাধিক গ্রন্থে অনুসন্ধান করতে হবে। এরপর তাসহীহ করতে হবে। এ উসূলের আলোকে মুহাক্কিকের উচিৎ ছিল যে, এ তাফসীরী বর্ণনাকে উক্ত মতন ও সনদের সাথে অন্য গ্রন্থে অনুসন্ধান করা। এমনটা করলে তিনি নিজেই প্রতীয়মান হতেন যে, এ বর্ণনার অন্যান্য অসংখ্য সনদে স্পষ্টভাবে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। এজন্য মুহাক্কিক সাহেবকে যদি শব্দটিকে তাসহীহ করাই দরকার ছিল তাহলে তা-এর উপর শ্রেফ একটি নুকতা বাড়িয়ে আস-সুন্দুওয়া করে দিতেন। কেননা এমনটা করার দ্বারা অর্থগতভাবে এ শব্দটি এই বর্ণনাটির অন্যান্য সনদে বর্ণিত শব্দের সাথে মিলে যায়।

বরং খতীব বাগদাদীর গ্রন্থে এই বর্ণনাটি একই সনদ ও মতনের সাথে রয়েছে। আর এতে স্পষ্টভাবে আস-সুন্দুওয়া শব্দটি বিদ্যমান। যেমনটা সামনে আসছে।

এছাড়াও এই বর্ণনায় কুরআনী শব্দ ‘ওয়ানহার’-এর তাফসীর রয়েছে। আর অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দুওয়া (ছাতির নিচে)-এর মর্ম ‘নাহর’ গলার নিচের দিকের অংশর সাথে মিল রাখে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করুন যে, নাভী-এর সাথে নহরের সম্পর্ক কোথায়? কোথায় নহর আর কোথায় নাভী? নহর তো শরীরের উপরাংশে এবং নাভী শরীরের নিচের অংশে বিদ্যমান। তাহলে এ দুটির মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে? এ দুটির মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ন্যায় পার্থক্য থাকার পরও কোন বিবেক ও যুক্তিবলে মুহাক্কিক সাহেব ওয়ানহারের তাফসীরের মধ্যে নাভী শব্দটি নিয়ে এসেছেন তা বোধগম্য নয়।

যাহোক, **প্রথমত :** মুহাক্কিক সাহেব এ শব্দটি সহীহভাবে পড়তে সক্ষম হন নি। **দ্বিতীয়ত :** তিনি তো ভুলই পড়েছিলেন। কিন্তু তাসহীহ করার সমাপে এই শব্দটিকে ‘সুন্দুওয়া’ করা উচিত ছিল। যেমন তার তাহকীকের পর এই গ্রন্থটির তাহকীক আরেকজন মুহাক্কিক ড. আব্দুল্লাহ আত-তুর্কী করেছেন। তিনি স্বীয় মুহাক্কাক নুসখায় ‘আস-সুন্দুওয়া’ লিখেছেন। আর তিনি টিকাতেও এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তার পূর্বের মুহাক্কিক স্বীয় নুসখায় একে নাভী লিখে দিয়েছিলেন। নুসখাটির ছবি লক্ষ্য করুন-

আত-তামহীদ গ্রন্থের অন্য একটি মুহাক্কাক নুসখা যেখানে মুহাক্কিক সঠিকভাবে আস-সুন্দুওয়া লিখেছে-

ড. আব্দুল্লাহ আত-তুর্কী পরে তাহকীক করেছেন। আর তিনি অবগতও হয়েছেন যে, তার পূর্বে একজন মুহাক্কিক সাহেব এখানে 'নাভী' শব্দটি যোগ করেছেন। এরপরও ডক্টর আব্দুল্লাহ তুর্কী এখানে 'আস-সুর্রা' শব্দটি লিখেন নি। বরং 'আস-সুন্দুওয়া' শব্দটি-ই লিখেছেন।

প্রকাশ থাকে, ডক্টর আব্দুল্লাহ আত-তুর্কী টিকায় লিখেছেন, (মীম) আস-সুর্রা। এর দ্বারা কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, কোন পান্ডুলিপির আলামত এটি। কেননা ডক্টর আত-তুর্কী নিজের কাছে থাকা পান্ডুলিপিসমূহের মধ্য হতে কোনটিতেই মীম আলামতটি ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি এই আলামতটি মুদ্রিত নুসখা বুঝাতে ব্যবহার করেছেন। আর এর দ্বারা ঐ মুদ্রিত নুসখাটি উদ্দেশ্য যেটির মুহাক্কিক এ শব্দটিকে ভুলক্রমে আস-সুর্রা বানিয়ে দিয়েছেন। যেমনটা ডক্টর আব্দুল্লাহ আত-তুরর্কী স্বীয় তাহকীকের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি সেই মুদ্রিত নুসখাটির প্রতি ইশারা করার জন্য আলামত হিসেবে মীম বর্ণটি ব্যবহার করবেন।

এই পুরো আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, এ বর্ণনাতেও নাভীর নিচে শব্দটি নেই। বরং কিতাবের মুহাক্কিক স্বীয় তরফ হতে আস-সুর্রা বানিয়ে দিয়েছেন।

দলীল-২ : আবুল ওয়ালীদ এবং তার ছাত্র আসরামের সূত্রেই খতীব বাগদাদীর বর্ণনা

আত-তামহীদ গ্রন্থে ইবনু আব্দুল বার্র এই বর্ণনাকে আবুল ওয়ালীদের ছাত্র আসরামের বরাতে বর্ণনা করেছেন। আর আসরামের সনদ দিয়েই খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ এ বর্ণনাটিকে স্বীয় সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزقويه حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول {فصل لِرَبِّك وانحر} قَالَ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ الثَّنْدُوَةِ-

আলী (রা) {فصل لِرَبِّك وانحر}-এর তাফসীরে বলেছেন যে, এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ছাতির নিচে (বুকের উপর) রাখা উদ্দেশ্য।[১১০০]

খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই সহীহ বর্ণনাটি আবুল ওয়ালীদের ছাত্র আসরামের সূত্রেই রয়েছে। আর তাতে বর্ণনার শেষে স্পষ্টভাবে تَحْتَ الثَّنْدُوَةِ শব্দটি বিদ্যমান। এ বর্ণনাটি অকাট্যভাবে ফায়সালা করে দিয়েছে যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত বর্ণনাটির শেষে تَحْتَ الثَّنْدُوَةِ শব্দদ্বয় থাকা উচিৎ।

প্রকাশ থাকে, আত-তামহীদ গ্রন্থটির পান্ডুলিপিতে খুব বেশী ভুল পরিলক্ষিত হয়। যেমনটা স্বয়ং মুহাক্কিক সাহেব ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। খতীব বাগদাদীর এই বর্ণনাটি সম্মুখে আসার পর এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে এ বর্ণনাটির সনদের মধ্যে আসেম আল-জাহদারীর উপর 'তার পিতা হতে' সূত্রটি বাদ পড়েছে। যার কারণে আত-তামহীদ সংক্রান্ত বিকৃত বর্ণনাটি থাকার সাথে সাথে মুনকাতি-ও প্রমাণিত হয়েছে। অথচ খতীব বাগদাদীর এই বর্ণনার মতনটিও নিরাপদে রয়েছে। আর সনদটিও সহীহ। আল-হামদুলিল্লাহ।

তৃতীয় দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এ বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলও বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

১১০০. মুওয়াযযিহু আওহামিল জাময়ি ওয়াত-তাফরীক হা/৩৭৯, সনদ সহীহ।

قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة : سَمِعَ عاصما الجحدري عَنْ أَبِيهِ عَنْ عقبة بْن ظبيان : عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عنه : فصل لربك وانحر وضع يده اليمني على وسط ساعده على صدره–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فصل لِرَبِّك وانحر}-এর তাফসীরে বলেছেন যে, 'এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে স্থাপন করে বুকে রাখা উদ্দেশ্য'।[১১০১]

এ বর্ণনাটিও এর দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এই তাফসীরী বর্ণনাতে ঐ শব্দটি থাকাই সঠিক। যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল বহন করছে। নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ বর্ণনাকে শায়বানের ছাত্র আবুল হুরাইশ আল-কিলাবী হতে আহমাদ বিন জুনাহ আল-মুহারিবী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মতনে পরিবর্তন সাধন করেছেন। ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আলী (রা) এই আয়াত {فصل لِرَبِّك وانحر}-এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে সেটি নাভীর নিচে রাখা উদ্দেশ্য'।[১১০২]

আরয রইল যে, এ বর্ণনাটি বাতিল ও মুনকার। কেননা এই বর্ণনাটিকে শায়বান হতে বর্ণনাকারী আহমাদ বিন জুনাহ হলেন আহমাদ বিন জুনাহ আল-মুহারিবী।[১১০৩] তিনি মাজহূল রাবী। এই মাজহূল রাবী শায়বানের সিকাহ-সাবত, মুতকিন এবং হাফেয ছাত্র ও একাধিক গ্রন্থের লেখক ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বিন হাইয়ানের বিপরীতমুখী বর্ণনা করেছেন। এজন্য ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ এ মাজহূলের বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর সাথে সাথে সতর্ক করে

১১০১. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৬/৪৩৭; বায়হাকী কুবরা ২/৪৫, সনদ সহীহ।
১১০২. বায়হাকী, খিলাফিয়াত হা/১৪৮১।
১১০৩. বায়হাকী, আয-যুহদুল কাবীর হা/৭৮১।

বলেছেন, 'আহমাদ বিন জুনাহ ব্যতীত (হাফেয মুহাম্মাদ বিন হাইয়ান) আবুল হুরাইশ হতে বুকের উপর শব্দগুলি বর্ণনা করেছেন'।[১১০৪]

সুতরাং এই মাজহূল রাবীর বর্ণনা বাতিল ও মুনকার। এর কোন মূল্য নেই।

চতুর্থ দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা এবং একটি সনদ

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এই বর্ণনায় হাম্মাদ বিন সালামাহ্‌র ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈল-এর বর্ণনাটি ইমাম বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন। আর এতেও বুকের উপর হাত বাঁধার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

رواهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ فِي تَرْجَمَةِ عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ سَمِعَ عَاصِمًا الْجَحْدَرِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ سَاعِدِهِ عَلَى صَدْرِهِ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: أنبأ مُوسَى، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ–

আলী (রা) {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন যে, 'এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[১১০৫]

এ বর্ণনাটিও এর দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এই তাফসীরী বর্ণনার মধ্যে ঐ শব্দটিই সঠিক যা বুকের উপর হাত বাঁধার উপর দলীল নির্দেশক। নাভীর নিচে হাত বাঁধার বর্ণনাটি সঠিক নয়।

১১০৪. বায়হাকী, খিলাফিয়াত হা/১৪৮১।
১১০৫. বায়হাকী কুবরা ২/৪৫, সনদ সহীহ।

পঞ্চম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীর বর্ণনা

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এই বর্ণনাকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে।

যেমন ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৯ হি.) বলেছেন,

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন যে, ‘এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর স্থাপন করা উদ্দেশ্য’।[১১০৬]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনাতে ঐ শব্দটি সহীহ যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল প্রদান করছে। নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে নয়।

ষষ্ঠ দলীল : হাম্মাদের ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনাহল আল-আনমাতীর বর্ণনাটির আরেকটি সনদ

আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনহাল আনমাতীর বর্ণনাটিকে ইমাম আবূ ইসহাক আস-সালাবীও বর্ণনা করেছেন। আর এতেও তিনি বুকের হাত বাঁধা উল্লেখ করেছেন।

১১০৬. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত হা/১২৮৩, ৩/৯১, সনদ সহীহ।

যেমন ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আস-সালাবী আবূ ইসহাক রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪২৭ হি.) বলেছেন,

أخبرنا عبد الله بن حامد قال : أخبرنا محمد بن الحسين قال : حدّثنا أحمد بن يوسف قال : حدّثنا حجاج قال : حدّثنا حماد عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قال : وضع اليد اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعها على صدره–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[১১০৭]

এ বর্ণনাটিও এর দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর তাফসীরী বর্ণনাতে ঐ শব্দটিই সঠিক যা বুকে হাত বাঁধার পক্ষের দলীল; নাভীর নিচের পক্ষের নয়।

সপ্তম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র শায়বান বিন ফার্রূখ-এর বর্ণনা

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই বর্ণনাকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র শায়বান বিন ফার্রূখও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় বুকে হাত বাঁধার পক্ষে বক্তব্য রয়েছে। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا أَبُو الْحَرِيشِ الْكِلَابِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ كَذَا قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ–

১১০৭. তাফসীরুস সালাবী ১০/৩১০, সনদ সহীহ।

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[১১০৮]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনার মধ্যে ঐ শব্দটিই সঠিক যা বুকে হাত রাখার পক্ষে বলছে। নাভীর নিচে নয়।

অষ্টম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র আবূ আমর আয-যারীরের বর্ণনা

আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র আবূ আমর আয-যারীরও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় বুকে হাত রাখার কথা রয়েছে। যেমন তাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ عَاصِمًا الْجَحْدَرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، فِي قَوْلِهِ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى السَّاعِدِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[১১০৯]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনাটির ঐ শব্দই সঠিক যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল প্রদান করছে; নাভীর নিচের পক্ষে নয়।

১১০৮. বায়হাকী কুবরা হা/২৩৩৭, ২/৪৬, সনদ হাসান।

১১০৯. তাহাবী, আহকামুল কুরআন হা/৩২৩, ১/১৮৪। হাদীসটির মতন সহীহ। আর এর রাবীগণ সিকাহ। কিন্তু সনদ থেকে উকবা বিন যবিয়ান বাদ পড়েছেন।

নবম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র আবূ সালেহ আল-খুরাসানীর বর্ণনা

‘আত-তামহীদ’ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র আবূ সালেহ খুরাসানীও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় বুকে হাত রাখার কথা রয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু জারীর তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন,

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا أبو صالح الخراساني، قال : ثنا حماد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال في قول الله : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য’।[১১১০]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনাটির ঐ শব্দই সঠিক যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল প্রদান করছে; নাভীর নিচের পক্ষে নয়।

দশম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মিহরান বিন আবী ওমর আত্তার-এর বর্ণনা

আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র মিহরান বিন আবূ ওমর আল-আত্তারও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় বুকে হাত রাখার কথা রয়েছে। যেমন তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন,

---

১১১০. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২। হাদীসটির মতন ইবনু হুমাইদের মুতাবাআতের কারণে সহীহ।

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا مهران، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، عن أبيه، عن علي رضى الله عنه (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره–

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[১১১১]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনাটির ঐ শব্দই সঠিক যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল প্রদান করছে; নাভীর নিচের পক্ষে নয়।

এই সকল দলীলের সাথে এ বিষয়টিও গভীরভাবে ভাবুন যে, পূর্ববর্তী হানাফীদের মধ্য হতে একজনও এ বর্ণনাটিকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার দলীলের মধ্যে পেশ করেন নি। এমনকি ইবনুত তুরকুমানী হানাফী এই বর্ণনাটিকে মুযতারিব বললেও এ শব্দটিকে ইযতিরাব বলেন নি। বরং কিছু সনদে হাত বাঁধার উল্লেখ নেই এবং কিছু সনদে আছে; আর কিছু সনদে {كرسوع} শব্দটি রয়েছে- ব্যাস এসব কারণে তিনি 'মতনে ইযতিরাব আছে' বলেছেন। কেননা তিনি কোথাও এ বর্ণনায় এ শব্দটি উদ্ধৃত করেন নি।

এছাড়াও ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ যখন আবূ মিজলায হতে 'নাভীর উপরে' বর্ণনাটি পেশ করেছেন তখন ইবনুত তুরকুমানী 'আত-তামহীদ' গ্রন্থের-ই বরাতে তাৎক্ষণিকভাবে বলে দিয়েছেন যে, তার থেকে নাভীর নিচে হাত বাঁধাও বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই তাফসীরী বর্ণনার বিরুদ্ধে 'নাভীর নিচে' বর্ণনাটি 'আত-তামহীদ' গ্রন্থ হতে মোটেও বর্ণনা করেন নি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'তামহীদ' গ্রন্থে এমন কোন বর্ণনা আদৌ ছিল

১১১১. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২। হাদীসটির মতন ইবনু হুমাইদের মুতাবাআতের কারণে সহীহ।

না। প্রকাশ থাকে যে, সনদ ও মতনের উপর ইযতিরাবের দাবীর জবাব আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

৫-মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে বিকৃত বর্ণনা

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে তাহরীফ করে লেখা হয়েছে,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تحت السرة–

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্র নবীকে দেখেছি। তিনি নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করেছিলেন'।[১১১২]

তাহকীক : আরয রইল, এ বর্ণনায় 'নাভীর নিচে' শব্দগুলি নেই। বরং হানাফীরা নিজের মাসলাক প্রমাণ করার জন্য এ হাদীসে তাহরীফ করেছেন। আর নিজেদের পক্ষ থেকে তারা এতে 'নাভীর নিচে' শব্দগুলি সংযুক্ত করেছেন।

এ কাজটি সর্বপ্রথম পাকিস্তানের হানাফী প্রতিষ্ঠান 'ইদারাতুল কুরআন ওয়াল-উলূম আল-ইসলামিয়া করাচী' করেছে। অতঃপর তাদেরকে অনুকরণ করে পাকিস্তানের মুলতানের অপর একটি প্রকাশনী 'তাইয়েব একাডেমী' মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বার অন্য একটি নুসখায় এই তাহরীফ করেছে। আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে পাকিস্তানের তৃতীয় আরেকটি প্রকাশনী 'ইমদাদিয়া মুলতান'ও এই নুসখায় বিকৃতি সাধন করেছে।

অতঃপর যখন আলেমগণ তাদেরকে ধরলেন তখন বেচারা মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেব মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে নিজের তাহকীকের মধ্যেও ভিত্তিহীন বস্তুর সাহায্য নিয়ে মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে এ বর্ণনার মধ্যেই নাভীর নিচে অংশটুকু যোগ করে দিলেন।

১১১২. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০।

এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা সামনে পেশ করব। কিন্তু এর পূর্বে আমরা মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর কয়েকটি মুদ্রিত ও পান্ডুলিপি নুসখার বরাত দিচ্ছি। যেগুলিতে এ হাদীসটি নাভীর নিচে-এর সংযোজন ব্যতীত বিদ্যমান।

প্রথম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আবুল কালাম আযাদ একাডেমি হিন্দুস্তান হতে মুদ্রিত (১৩৮৬ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (১/৩৯০), আবুল কালাম আযাদ একাডেমি হিন্দুস্তান হতে মুদ্রিত (১৩৮৬ হি.)।

দ্বিতীয় নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, দারুস সালাফ মুম্বাই হতে মুদ্রিত, হিন্দুস্তান, (১৩৯৯ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (১/৩৯০), দারুস সালাফ মুম্বাই হতে মুদ্রিত, হিন্দুস্তান, (১৩৯৯ হি.)।

তৃতীয় নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : হাবীবুর রহমান আযামী হানাফী, মাকতাবা ইমদাদিয়া, মক্কা মুকার্রমা হতে মুদ্রিত, (১৪০৩ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (২/৩৫১), তাহকীক : হাবীবুর রহমান আযামী হানাফী, মাকতাবা ইমদাদিয়া, মক্কা মুকার্রমা হতে মুদ্রিত, (১৪০৩ হি.)।

চতুর্থ নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : কামাল ইউসুফ হূত, দারুত তাজ হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪০৯ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (১/৩৩৪), তাহকীক : কামাল ইউসুফ হূত, দারুত তাজ হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪০৯ হি.)।

পঞ্চম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : সাঈদ আল-লাহ্হাম, দারুল ফিকর হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪০৯ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : সাঈদ আল-লাহ্হাম, দারুল ফিকর হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪০৯ হি.)।

ষষ্ঠ নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন, দারুল কুতুব ইলমিয়া হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪১৬ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন, দারুল কুতুব ইলমিয়া হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪১৬ হি.)।

সপ্তম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : হামদ আল-জুমআ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান, মাকতাবাতুর রুশদ হতে মুদ্রিত, রিয়াদ (১৪২৫ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (২/৩৩৪), তাহকীক : হামদ আল-জুমআ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান, মাকতাবাতুর রুশদ হতে মুদ্রিত, রিয়াদ (১৪২৫ হি.)।

অষ্টম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : উসামা বিন ইবরাহীম, দারুল ফারূক হতে মুদ্রিত, মিসর (১৪২৯ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : উসামা বিন ইবরাহীম, দারুল ফারূক হতে মুদ্রিত, মিসর (১৪২৯ হি.)।

নবম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : সাদ বিন নাসির আশ-শাতরী, দারু কুনূযি ইশবীলিয়া, রিয়াদ (১৪৩৬ হি.)।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (৩/৩৬৪), তাহকীক : সাদ বিন নাসির আশ-শাতরী, দারু কুনূযি ইশবীলিয়া, রিয়াদ (১৪৩৬ হি.)।

পাঠক! লক্ষ্য করুন! দুনিয়াব্যাপী হকপ্রিয় মুহাক্কিকগণ মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থের তাহকীক করছেন ও প্রকাশ করছেন। কিন্তু তারা কেউই আলোচ্য হাদীসটির 'নিচে নাভীর' নিচে অংশটুকু যোগ করেন নি। এমনকি তাদের মধ্য হতে কিছু মুদ্রিত নুসখা হানাফী আলেমরাই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এতেও 'নাভীর নিচে' বর্ধিতাংশটুকু নেই।

শুধু মুদ্রিত গ্রন্থাবলী-ই নয়। বরং পান্ডুলিপিতেও সাঁড়াশী অভিযান চালান। পুরো দুনিয়াতে এ গ্রন্থটি সহজলভ্য। আর সমগ্র দুনিয়াব্যাপী এর নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপিও বিদ্যমান। কিন্তু এর কোন নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপিতে আলোচ্য হাদীসটির মধ্যে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন নেই।

কেবল দুটি পাণ্ডুলিপিতে এ সংযোজন পাওয়া যায়। কিন্তু এ পাণ্ডুলিপিদ্বয় নির্ভরযোগ্য নয়। এছাড়াও নুসখা কপিকারক ভুলক্রমে এ সংযোজনটি যুক্ত করেন। অন্যান্য সাক্ষ্য ও আলামত যেমনটা দলীল নির্দেশ করছে। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন! সমগ্র দুনিয়ায় ইনসাফ প্রিয় মুহাক্কিকগণ মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থটির তাহকীক করছেন এবং প্রকাশ করছেন। কিন্তু কেউই আলোচ্য হাদীসটির মধ্যে 'নাভীর নিচে' সংযোজন করছেন না। এমনকি এর কতিপয় মুদ্রণ হানাফী প্রকাশরা করেছেন। কিন্তু সেগুলিতেও নাভীর নিচে সংযোজন নেই।

শুধু মুদ্রিত কপিগুলি নয়। বরং পাণ্ডুলিপিগুলিও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। সমগ্র বিশ্বে এ গ্রন্থটি ব্যপক প্রসিদ্ধ। আর পুরো দুনিয়ায় এর নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিও বিদ্যমান। কিন্তু এর কোন একটি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিতেও আলোচ্য হাদীসটির মধ্যে নাভীর নিচে সংযোজন নেই।

শুধু দুটি পাণ্ডুলিপিতে এই সংযোজন পাওয়া যায়। কিন্তু এ পাণ্ডুলিপিদ্বয় নির্ভরযোগ্য নয়। উপরন্তু কপিকারক ভুলক্রমে এই সংযোজন করে দিয়েছেন। যেমনটা অন্যান্য সাক্ষ্য ও আলামত এর পক্ষে দলীল প্রদান করছে। যার বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.)-এর কাছেও মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্‌র একটি নুসখা ছিল। তিনি এই গ্রন্থটি থেকে অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এমনকি আলোচ্য হাদীসটির পর ইবরাহীম নাখাঈর যে বর্ণনাটি রয়েছে সেটিও তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর পূর্বে তিনি মারফূ হাদীসের কোন-ই উল্লেখ করেন নি।[১১১৩]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, এই প্রাচীন নুসখার এ বর্ণনাতেও উক্ত সংযোজন নেই। হানাফীদের নন্দিত আল্লামা ইবনুত তুরকুমানীও (মৃ. ৭৪৫ হি.) মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্‌র কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বরং তিনি হাত বাঁধা সম্পর্কে

১১১৩. আত-তামহীদ ২০/৭৫।

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হতেই ইবরাহীম নাখাঈর এই আসারটি নিজের সমর্থনে পেশ করেছেন।[১১১৪]

কিন্তু এ আসারটির পূর্বে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি নিজের সমর্থনে তিনি উদ্ধৃত করেন নি। যা এ কথাটির দলীল যে, তার সম্মুখে থাকা মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর যে নুসখাটি ছিল তাতেও এ হাদীসের মধ্যে উপরোক্ত সংযোজনটি ছিল না।

আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী হানাফী (মৃ. ১১৬৩ হি.) রহিমাহুল্লাহও বলেছেন,

في ثبوت زيادة تحت السرة نظر، بل هى غلط، منشأه السهو فإني راجعت نسخةصحيحة للمصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند، وبهذا الألفاظ، إلا أنه ليس فيها تحت السرة–

'নাভীর নিচে শব্দদ্বয় প্রমাণের ক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে। বরং এটি ভুল ও ভ্রমের ফসল। কেননা আমি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর সহীহ নুসখা দেখেছি। আর তাতে আমি উপরোক্ত বাক্যেই এ হাদীসটি দেখেছি। কিন্তু তাতে আমি {নাভীর নিচে} শব্দাবলী পাই নি'।[১১১৫]

এখানে শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী স্পষ্টভাবে সহীহ নুসখার বরাত দিয়েছেন যে, এতে এই সংযোজন নেই।

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী রহিমাহুল্লাহও মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তিনটি পান্ডুলিপি দেখেছেন। কিন্তু তিনি তার একটিতেও নাভীর নিচে সংযোজনটি পান নি। যেমন মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৫৩ হি.) স্বয়ং লিখেছেন, 'কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নেই যে বিষয়টি অনুরূপই হতে হবে। কেননা আমি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তিনটি নুসখা দেখেছি। এ তিনটির মধ্য হতে একটিতেও এই সংযোজন আমি পাই নি'।[১১১৬]

১১১৪. আল-জাওহারুন নাকী ২/৩১।
১১১৫. ফাতহুল গফূর পৃ. ৫২।
১১১৬. ফায়যুল বারী ২/২৬৭।

এ ব্যতীত বর্তমান যামানার মুহাক্কিকগণ মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর যে পরিমাণ নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপি একত্র করেছেন তার একটির মধ্যেও উক্ত সংযোজন নেই। স্বয়ং আওয়ামা স্বীকার করেছেন যে, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর চারটি নুসখার মধ্যে এই সংযোজন নেই।[১১১৭]

উপরোক্ত সবগুলির নুসখা আমার (লেখকের) কাছে নেই। নতুবা সবগুলি হতে ছবি তুলে দিতাম। তবে এ ব্যাপারে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। যখুনি আমি নুসখাগুলি হাতে পাব; সাথে সাথে আলোচ্য বিষয়ের পৃষ্ঠার ছবি যুক্ত করে দিব। ইনশাআল্লাহ।

আপাতত একটি নুসখার ছবি আমরা পেশ করছি। এতে আলোচ্য হাদীসটির ভিতরে ‘নাভীর নিচে’ শব্দটি নেই। লক্ষ্য করুন-

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে বিকৃতি সাধনের ইতিহাস

পূর্বের আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থের কোনও নির্ভরযোগ্য নুসখাতে আলোচ্য হাদীসটির ভিতরে ‘নাভীর নিচে’ সংযোজন নেই। এজন্য মুহাক্কিগণ স্ব স্ব তাহকীক কৃত নুসখায় এ হাদীসের ভিতরে ‘নাভীর নিচে’ শব্দটি যোগ করেন নি। কিন্তু হানাফীগণ চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি ও প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রদর্শন করতে গিয়ে এখান (ভারতবর্ষ) হতে যখন মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ প্রকাশ করলেন তখন এ হাদীসের ভিতরে ‘নাভীর নিচে’ অংশটুকু নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে যোগ করে এতে বিকৃতি সাধন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। নিচে এ বিকৃতি সাধনের পুরো ঘটনা অধ্যয়ন করুন-

বিকৃতি সাধনের প্রথম চেষ্টা

সমগ্র দুনিয়ায় সর্ব প্রথম ইদারাতুল কুরআন আল-উলূমিয়া আল-ইসলামিয়া করাচীর হানাফী আলেমগণ এই ঘৃন্যতম বিকৃতি সাধন করেছেন। তারা আদ-দারুস সালাফিয়া মুম্বাইর মুদ্রিত নুসখাটি নিয়েছেন। আর সেটির ফটোকপি নিয়ে নিজেদের উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হাদীসটির মধ্যে ‘নাভীর

১১১৭. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩/৩২১।

নিচে’ শব্দটি তারা নিজের পক্ষ হতে জবরদস্তী সংযোজন করেন। অথচ দারুস সালাফিয়া মুম্বাইর নুসখায় এই সংযোজনের কোন নাম-নিশানাও নেই।

‘আদ-দারুস সালাফিয়া মুম্বাই’র এই নুসখাটি মূলত ঐ নুসখাটির ফটোকপি ছিল যা সর্বপ্রথম ‘আবুল কালাম আযাদ একাডেমি হিন্দুস্তান’ হতে ১৩৮৬ হিজরীতে ছাপানো হয়েছিল। এর প্রথম মুদ্রণেও এ হাদীসটির মধ্যে ‘নাভীর নিচে’ অংশটুকু ছিল না। অথচ প্রথমবার যারা প্রকাশ করেছেন তারাও হানাফী-ই ছিলেন। এ দুটির ফটোকপির ছবি আমরা পূর্বেই পেশ করেছি।[১১১৮]

ছবিটি লক্ষ্য করুন এবং দেখুন যে, এ দুটি মুদ্রণের মধ্যে কোন একটিতেও আলোচ্য হাদীসের অভ্যন্তরে ‘নাভীর নিচে’ শব্দাবলী নেই।

কিন্তু ইদারাতুল কুরআন ওয়াল-উলূম আল-ইসলামিয়া করাচী-এর কর্নধারেরা এই নুসখাটির কপি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। আর তারা এ হাদীসের মধ্যে জোর করে ‘নাভীর নিচে’-এর সংযোজন করেন। আর তাও আবার মোটা হরফে ও কোনরূপ টিকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই!!

এ বিকৃতি সাধনের সময় মূল কিতাবের ইবারতের সাথে যে তামাশা করা হয়েছে সেটিও তাদের নুসখায় দেখা যেতে পারে। যেমন যে ইবারতের মধ্যে ‘নাভীর নিচে’-এর সংযোজন রয়েছে সেই একই লাইনের শব্দাবলী ও হরফসমূহকে সম্পূর্ণভাবে রেখে দিয়েছেন তারা। কিন্তু এরপরও এর শেষে ‘রবী’ শব্দটির পর ‘আন’ শব্দটির জন্য কোন স্থান বাকী থাকে নি। সেজন্য তারা এই ‘আন’ শব্দটি সামনের ছত্রের শুরুতে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এমনটা হওয়া সম্ভব হয় নি। আর এর ‘আইন’ বর্ণটি পুরোপুরি গায়েব হয়ে যায়। যেমনটা তাদের ছাপানো নুসখার মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে।

নিচে আমরা দুটি লাইনের বিকৃতির আগে ও বিকৃতির পরের ছবি পেশ করছি। পাঠকগণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করুন-

---

১১১৮. মূল গ্রন্থে সবগুলি নুসখার ছবি প্রদান করা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে সেগুলি যুক্ত করব ইনশাআল্লাহ। অনুবাদক।

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন! কীভাবে জেনে-বুঝে হাদীসের মধ্যে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আর এসবই চুপিচুপি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে টিকা বা ভূমিকায় কোন স্পষ্ট বিবরণী প্রদান করা হয় নি যে, এই পরিবর্তনের পেছনে তাদের নিকটে বৈধতার কি দলীল ছিল। সুতরাং চুপচাপ এভাবে পরিবর্তন করাই হল তাদের পক্ষ থেকে বিকৃতি সাধনের দলীল। এই বিকৃত পৃষ্ঠাটির পূর্ণাঙ্গ ছবি সামনে লক্ষ্য করুন-

পাঠকবৃন্দ! খেয়াল করুন যে, অন্য প্রকাশনীর একটি মুদ্রিত গ্রন্থের ফটোকপি নিয়ে সেটি ছাপিয়ে ও চুপচাপ মতনে নিজেদের তরফ থেকে একটি শব্দ যোগ করে দেয়া কতই না নিকৃষ্ট কাজ!!

এই নিকৃষ্ট খেয়ানত সম্পর্কে আহলে হাদীস আলেমদের দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে তারা প্রতিবাদ করেন এবং পুরো ইসলামী বিশ্বকে তারা এ সম্পর্কে সাবধান করেন। যেমন পাকিস্তানের-ই শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ এ বিষয়ে 'খেদমাতে হাদীস কে পারদে মেঁ তাহরীফে হাদীস' শিরোনামে লিখেছেন। যদ্বারা পুরো দুনিয়ার সামনে তাদের প্রতারণা প্রকাশিত হয়ে যায়।

বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় অপচেষ্টা

যখন কোন ভাল মানুষ কোন ভাল কাজের সূচনা করেন তখন অন্যান্য ভাল লোকেরাও সেটির পুণরাবৃত্তি করেন। ঠিক অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যখন কোন মন্দ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তখন অন্যান্য মন্দ লোকদের জন্য তা আদর্শ হয়ে যায়। যখন ইদারাতুল কুরআনের পরিচালকেরা অন্যদের থেকে মুদ্রিত নুসখা নিয়ে এসে তাতে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন করল তখন তাদের সমমনা লোকরাও এই নীতি পালন করা শুরু করে।

যেমন পাকিস্তান 'তাইয়েব একাডেমী মুলতান'-এর পরিচালকেরা উস্তাদ সাঈদ আল-লাহ্হামের তাহকীককৃত দারুল ফিকর বৈরূত হতে প্রকাশিত মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর নুসখাটি গ্রহণ করেন। আর সেই নুসখার যে পৃষ্ঠায় ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি ছিল তাতে বিকৃতি করতে গিয়ে তার শেষে 'একটি নুসখায় নাভীর নিচে রয়েছে' লিখে দিয়েছেন। তারা বন্ধনীতে এটি লিখেছেন। অথচ উস্তাদ সাঈদ আল-লাহ্হামের মূল নুসখায়

‘নাভীর নিচে’ শব্দদ্বয় নেই যা দারুল ফিকর হতে মুদ্রিত হয়েছিল। যেমনটা আমরা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে ছবি পেশ করেছি।

কিন্তু লজ্জাহীনতার চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়ে তারা অন্যের তাহকীককৃত মুদ্রিত নুসখা নিয়ে তার ফটোকপিতে সেটি গোপন রেখে হাদীসের মধ্যে নিজেদের তরফ হতে বিকৃতি সাধন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এই বিকৃত নুসখার ছটি দেখুন-

পাঠকগণ! আপনারা দেখলেন যে, কিভাবে ইদারাতুল কুরআনের পরিচালকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে তাইয়েব একাডেমী মুতলতানও অন্য একটি মুদ্রিত নুসখার সাথে একই চালাকী করলেন। এভাবে তাইয়েব নিজে তো ‘নাপাক একাডেমী’ প্রমাণিত হল; সাথে সাথে ইদারাতুল কুরআনকেও এই নাপাকী পৌঁছিয়ে দিল।

সহীহ মুসলিমের হাদীস রয়েছে। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ–

‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার এক কাজের নেকী পাবে। এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও নেকী পাবে। তবে এতে তাদের নেকী কোন অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থী) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে তাদের

সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না'।[১১১৯]

বিকৃতি সাধনের তৃতীয় প্রচেষ্টা

গুনাহে জারিয়ার এই সিলসিলা এখানেই শেষ নয়। বরং পাকিস্তানেরই আরেকটি প্রকাশনী 'মাকতাবা ইমদাদিয়া মুলতান'-এর পরিচালকেরাও এ কাজে পরিপূর্ণরূপে সাহায্য করেন। তারাও উস্তাদ সাঈদ আল-লাহ্হামের তাহকীক কৃত নুসখাটি মুদ্রিত করেন এবং সেখানেও ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীসের মধ্যে বন্ধনীতে 'নাভীর নিচে' সংযোজন করেছেন। মজার কথা এই যে, এই প্রকাশনীই যখন প্রথমবার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তখন তাতে কোন বিকৃতি ছিল না। কিন্তু যখন ইদারাতুল কুরআন-এর পক্ষ হতে সুন্নাতে সাইয়েআ জারী হল তখন তাঁরাও এর উপর আমল করতে অগ্রসর হলেন। আর নিজের গুনাহকে প্রসার করার সাথে সাথে ইদারাতুল কুরআনকেও এর সাথে শরীক করেন।

এই প্রকাশনীর পূর্বের মুদ্রিত নুসখার ছবি নিম্নরূপ-

বিকৃতি সাধনের চতুর্থ প্রচেষ্টা

একদিকে বিকৃতি সাধনের যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে; অন্যদিকে ইদারাতুল কুরআনের কর্ণধারেরা -যারা এই বিকৃতি সাধনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- তারা সমালোচিত হতে থাকে। সবদিক থেকে তাদের উপর ধিক্কার বর্ষণ হতে লাগল। এমনকি তাদের খেয়ানত ও তাহরীফ আরবী ভাষাতেও পেশ করা হল। আর তাদের বিকৃতি সাধনের ষড়যন্ত্রকে উন্মোচন করা হল। এক্ষণে এই বেচারাদের বড়ই অসুবিধার সৃষ্টি হল এবং কোথাও মুখ দেখানোর জো রইল না।

স্বীয় ভাইদের এই করুণ পরিস্থিতি দেখে কাওসারী সম্প্রদায়ের তৃতীয় রুকন মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেবের মন্দ আত্মা (তাকে এ পাপাচারে অগ্রসর হতে)

১১১৯. সহীহ মুসলিম হা/১০১৭।

প্ররোচনা দেয়। এরপর তিনি স্বীয় ভাইদের বিকৃতি সাধনকে আরেকধাপ এগিয়ে দিলেন। তিনি চতুর্থবারের মত এ হাদীসে বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা চালালেন।

যেহেতু এর পূর্বে তার ভাইয়েরা অন্যদের মুদ্রিত নুসখা নিয়ে তাতে বিকৃতি সাধন করছিলেন এজন্য তিনি অন্য রাস্তা ধরলেন। আর সেটি এভাবে যে, তিনি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর নিজের তাহকীককৃত নুসখায় দুটি অনির্ভরযোগ্য নুসখার সাহায্য নিয়ে এই বিকৃতি সাধনের কাজটি সম্পাদন করলেন।

মূলত মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ 'কিতাবুর রদ্দি আলা আবী হানীফা' নামে শিরোনাম রচনা করেছেন। এতে ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবূ হানীফা কোন্ কোন্ হাদীসের বিরোধীতা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ-এর এই রদ্দ মুহাম্মাদ আওয়ামা বরদাশত করতে পারলেন না। ফলে তিনি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহর নতুন মুদ্রণের বাহানা বানালেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্র জান বাঁচানো। আর এসবের সাথে সাথেই তিনি নিজ হাতেই নাভীর নিচে- বিকৃতি সাধনের খেদমত পেশ করলেন।

যেহেতু হিন্দুস্তানের কিছু হানাফী ধোঁকাবাজীর চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেবের তাহরীফকৃত নুসখা পেশ করে বলেন যে, দেখ দেখ! আরব মুলকে ছাপা হওয়া নুসখাতেও 'নাভীর নিচে' শব্দগুলি বিদ্যমান। এজন্য আমি জরুরী মনে করছি যে, এই নুসখা এবং এর তাহকীককারী মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেব এবং তার দলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করি। যেন সরল-সোজা জনগণের আওয়ামার ফুঁসলানো ও তার ধোঁকাবাজীতে নিমজ্জিত হবার কোন পথ বাকী না থাকে।

কাওসারী সম্প্রদায়ের পরিচিতি

হিন্দ-পাক উপমহাদেশে একটি বিশেষ দল হাদীস ও মুহাদ্দিসীনদের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনার বাজার খুলে রেখেছেন। হাদীসের খেদমতের নামে হাদীস ও মুহাদ্দিসদের উপর তিরস্কার করা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসবই ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি মজনূন সুলভ ভালবাসা ও ফিকহে হানাফীর ওয়াফাদারীত্বের কারণে হচ্ছে। যেমন বুখারীর ব্যাখ্যা রচনার বাহানায় 'আনওয়ারুল বারী' নামক বইতে হাদীস এবং মুহাদ্দিসদের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার প্রচার করা হয়েছে তা এই সম্প্রদায়েরই কাজ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ রঈস নদবী রহিমাহুল্লাহ্‌র উপর রহম করুন। যিনি 'আল-লামহাত ইলা মা ফী আনওয়ারিল বারী মিনায যুলুমাত' নামক গ্রন্থ রচনা করে এই বিষময় গ্রন্থের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। এবং তিনি এই সম্প্রদায়ের উৎসাহ দমিয়ে দিয়েছেন।

ঠিক অনুরূপভাবে একটি দল আরবের মধ্যেও উজ্জীবিত রয়েছে। তাদের মিশন হল, খেদমতে হাদীসের আড়ালে হাদীস এবং মুহাদ্দিসদের উপর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা এবং ফিকহে হানাফীর সাথে নিমক হালালী করা ও ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি পাগলসূলভ ভালবাসার প্রদর্শনী করা। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনজনের নাম খুব বেশী প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একজন হলেন যাহেদ কাওসারী। যিনি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাকে কিছু আলেম 'মাজনূনে আবূ হানীফা' উপাধী দিয়েছেন। আর শায়েখ বিন বায রহিমাহুল্লাহ তাকে {المجرم الاثم} 'অপরাধী, পাপাচারী' এবং {الافاك الاثيم} 'মিথ্যুক ও পাপাচারী' বলেছেন।[১১২০]

তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র ভালবাসায় একদিকে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ্‌র কিতাব 'মাকামে আবূ হানীফা' স্বীয় ধোঁকাপূর্ণ টিকাসহ প্রকাশ করেছেন; অন্যদিকে মহান মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তানীবুল কাওসারী নামক বই রচনা করেছেন। যেখনে হাদীস এবং মুহাদ্দিসদের বিরুদ্ধে ইচ্ছামত অপমানসূলভ কথা ও ভর্ৎসনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র ফযল করমে এই বইটির জবাব আমীরুল মুমিনীন ফিল-জারহি ওয়াত-তাদীল খ্যাত আসমাউর রিজালের ফকীহ আল্লামা ও মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান বিন ইয়াহ্‌ইয়া আল-ইয়ামানী আল-মুআল্লিমী রহিমাহুল্লাহ প্রদান করেছেন। যা

১১২০. বারাআতু আহলিস সুন্নাহ পৃ. ৩।

আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাওসারী মিনাল আবাতীল’ নামে শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র তাহকীক সহ দুটি খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি কেবল যাহেদ কাওসীর জবাব তা কিন্তু নয়। বরং অসংখ্য রাবীর জীবনী, আসমাউর রিজালের পরিচিতি, ইলালের সুক্ষ্ম বিষয়াবলী, জারাহ-তাদীলের উসূল এবং অসংখ্য হাদীস বিষয়ক উপকারী তথ্যের উৎস। এ গ্রন্থটি কাওসারী সম্প্রদায়ের ইমারতকে ভেঙ্গে তছনছ করে রেখেছে।

মনে রাখতে হবে, যাহেদ কাওসারী শিরকী আকীদার ধারক ছিলেন। তিনি গাইরুল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কবরের উপর গম্বুজ ও মসজিদ বানানোর প্রবক্তা ছিলেন। ইমাম ও মুহাদ্দিসদের শানে তিনি চরম বেআদবী করেছেন। এমনকি তিনি রাসূলের সাহাবী আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-কেও ছেড়ে দেন নি। এ সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ্‌র একাধিক প্রবন্ধ মাকালাতে ইরশাদুল হক আসারী-এর মধ্যে অধ্যয়ন করুন।[১১২১]

এই দলটির দ্বিতীয়জনের নাম হিসেবে আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহের নাম আসবে। ইনি যাহেদ কাওসারীর খাস শাগরেদ। এমনকি কিছু আলেম তাকে ‘আল-কাওসারী আস-সাগীর’ উপাধীও প্রদান করেছেন।[১১২২]

এই জনাব যাহেদ কাওসারীকে এতটাই ভালবাসতেন যে, তিনি নিজের পুত্রের নাম যাহেদ রেখেছিলেন। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ আকীদা তাহাবিয়ার তাহকীকের ভূমিকায় তার সম্পর্কে অধ্যয়নযোগ্য কিছু কথা বলেছেন।[১১২৩]

যাহেদ কাওসারীর ছাত্র হবার উপর গর্ব করা, নিজের মাশরাবের লোকদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা ও স্তুতি গাওয়া এবং নসের মধ্যে বিকৃতি সাধন করা তার প্রিয় কাজ ছিল।[১১২৪]

১১২১. আরও দেখুন আল্লামা শায়েখ আব্দুর রাযযাক হামাহ প্রণীত আল-মুকাবালা বাইনাল হুদা ওয়ায-যলাল গ্রন্থটি।

১১২২. তাম্বীহুল আরীব আলা বাযি আখতায়ি তাহরীরি তাকরীবিত তাহযীব পৃ. ১৫৮।

১১২৩. মুকাদ্দামা শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়া পৃ. ২১-৬২।

১১২৪. তাহরীফুন নুসূস গ্রন্থটি দেখুন।

অনুরূপভাবে এই দলের তৃতীয় রুকন হলেন মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেব। এই জনাব ছোট কাওসারীর সুযোগ্য ছাত্র তো বটেই; সাথে সাথে বড় কাওসারীরও দেওয়ানা ছিলেন। যেমন তিনি তার একাধিক বইতে কাওসারী আযমকে অতীব ভারী ভারী আদব ও উপাধী দ্বারা ভূষিত করেছেন। যেমন তিনি একটি স্থানে লিখেছেন, 'আমাদের শায়েখদের শায়েখ, আল্লামা আল-হুজ্জত শায়েখ মুহাম্মাদ যাহেদ আল-কাওসারী রহিমাহুল্লাহ'।[১১২৫]

তার বইগুলি অধ্যয়নের দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বড় ও ছোট কাওসারী হতে তিনি পূর্ণরূপে উপকার হাসিল করেছেন। আর ধোঁকা, প্রতারণা, কপটতা, মানুষকে সংশয়ে পতিত করা, বাহানা ও ষড়যন্ত্রের কাজে তিনি 'কাওসারী দক্ষতা' উত্তরাধিকারসূত্রে হাসিল করেছেন। সালাফ ও আহলে হাদীসদের দুশমনদেরকে বড় বড় উপাধী দিয়ে ভূষিত করা এবং সালাফী আলেমদেরকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করা তার অভ্যাস ছিল। বরং সীমাহীনতার উদাহরণ দেখুন যে, একটি স্থানে তিনি আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহকে 'জাহেল' পর্যন্ত বলেছেন। যেমন তিনি স্বীয় নিকৃষ্টতম বই 'আসারুল হাদীস'-এ লিখেছেন, 'যার ব্যাপারে এই জাহেল (আলবানী) আল-আয়াতুল বাইয়িনাত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন'।[১১২৬]

এ বইতে তিনি শুধু আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহকেই নয়; বরং আরও কয়েকজন আলেম; এমনকি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের বিরুদ্ধেও বিষোদগার করেছেন।[১১২৭] এজন্য শায়েখ মাশহূর হাসান সালমান তার এই গ্রন্থকে 'ঐ সকল গ্রন্থ যেগুলি পড়তে আলেমগণ সতর্ক করেছেন'-এর তালিকায় ভুক্ত করেছেন।[১১২৮]

শুধু এটাই নয়। বরং আওয়ামা এবং তার উস্তাদ আবূ গুদ্দাহ উভয়েই শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ-এর

১১২৫. মুসনাদে ওমর বিন আব্দুল আযীয পৃ. ২৩৫, **তাহকীক :** আওয়ামাহ।

১১২৬. আসারুল হাদীস পৃ. ১০২।

১১২৭. আসারুল হাদীস পৃ. ১৩৬-১৩৭।

১১২৮. কুতুবুন হাযযারা মিনহাল উলামা ১/১৬৮।

উপরও অপবাদ লেপন করেছেন। যার দাঁতভাঙ্গা জবাব ড. রবী বিন হাদী মাদখালী প্রদান করেছেন।[১১২৯]

এটাই হল আওয়ামা সাহেবের ইলমী নসবনামা। যিনি আলোচ্য হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজনে চতুর্থবার অপচেষ্টা করেছেন। আর যার বরাতে সাধারণ জনতাকে ধোঁকা দেয়া হয় যে, আরব হতে প্রকাশিত নুসখাতেও 'নাভীর নিচে' সংযোজন রয়েছে। এক্ষণে আমরা সামনে আওয়ামা সাহেবের বিকৃতির বাস্তবতা স্পষ্ট করব। এর পূর্বে তার নুসখার আলোচ্য হাদীসের পৃষ্ঠার ছবি অধ্যয়ন করুন-

নোট : আওয়ামা সাহেবের নুসখার মধ্যে এ হাদীসটি তিন পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল। নিচে তিনটি পৃষ্ঠার সূচনাংশের ছবি প্রদত্ত হল-

বিকৃতির প্রথম সাহায্য

আওয়ামা সাহেব এ হাদীসের মধ্যে তাহরীফ করার জন্য সর্বপ্রথম এ ছবিটি দিয়েছিলেন-

আওয়ামা সাহেব প্রথম নম্বরে যে পান্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছিলেন তা হল শায়েখ আবেদ সিন্ধী হানাফী (মৃ. ১২৫৭ হি.)-এর পান্ডুলিপি। যা একেবারেই অনির্ভরযোগ্য।

মনে রাখতে হবে যে, এই নুসখাটি শায়েখ আবেদ সিন্ধী নিজ হাতে লেখেন নি। বরং অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। যিনি বেপরোয়াভাবে এ ভুলটি করেছেন। আর এই নুসখাটি পূর্ণাঙ্গরূপে কপি করার পর আসল নুসখার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল নাকি হয় নি? তারও কোন স্পষ্ট বিবরণ নেই। বরং যে আসল নুসখা হতে এ নুসখাটি নকল করা হয়েছিল তাতেও কোন হদিস পাওয়া যায় না। উপরন্তু এই নুসখায় নাসেখ অসংখ্য ভুল করেছেন। অসংখ্য সনদ ও মতনে গড়বড় করেছেন।[১১৩০]

১১২৯. 'তাকসীমুল হাদীস' গ্রন্থটি পড়ুন।
১১৩০. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৬৮, তাহকীক : হামদ আল-জুমআ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান।

এ কারণগুলির উপর ভিত্তি করে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নুসখাটি মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। বরং স্বয়ং আওয়ামা সাহেবই এই পান্ডুলিপির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'এই নুসখাটি ইসতিনাস-এর জন্য। এর উপর নির্ভর করার জন্য নয়'।[১১৩১]

চিন্তা করুন! যখন স্বয়ং আওয়ামা সাহেব এটা ঘোষণা করেছেন যে, এ নুসখাটি নির্ভরযোগ্য নয় তখন জনাব 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন মানার ক্ষেত্রে এর উপর নির্ভর করেন কিভাবে?

শুধুই আওয়ামা নন। বরং তার পূর্বে যতজন মুহাক্কিক মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তাহকীক করেছেন তারা কেউই এ নুসখাটির উপর নির্ভর করেন নি। আর না কেউ এর সাহায্য নিয়ে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' অংশটি সংযোজন করেছেন।

আওয়ামা সাহেবের পূর্বে শায়েখ হামদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জুমুআ এবং শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-লুহাইদানও মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তাহকীক করেছেন। আর তারাও এটা প্রকাশ্যে বলেছেন যে, উক্ত নুসখাটি নির্ভরযোগ্য নয়।[১১৩২]

এ নুসখাটির অনির্ভরযোগ্য হবার সাথে সাথে এ বিষয়টির উপরও চিন্তা করুন যে, ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর মারফূ হাদীসটির অব্যবহিত পরেই ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি রয়েছে। মারফূ হাদীস ও আসার উভয়টি একসাথে লক্ষ্য করুন-

* حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ **يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ**-

---

১১৩১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ **১/২৮, তাহকীক :** আওয়ামাহ।

১১৩২. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ **১/৩৬৮-২৬৯, তাহকীক :** হামদ আল-জুমুআহ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান।

* حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضَعُ **يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ** تَحْتَ السُّرَّةِ[১১৩৩]–

মারফূ ও আসার উভয়ের মধ্যে বোল্ড কৃত অংশটুকু গভীর মনোযোগ সহকারে দেখুন।

মারফূ হাদীসের শেষে {**يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ** } অংশটি রয়েছে। আর ইবরাহীম নাখাঈর আসারের মধ্যে {تحت السرة} -এর পূর্বে হুবহু একই শব্দাবলী রয়েছে।

এজন্য এটা অসম্ভব নয় যে, মারফূ হাদীসের এই শব্দাবলী লিখতে গিয়ে নুসখা কপিকারকের দৃষ্টি সামনের আসারের মধ্যে বিদ্যমান একই শব্দাবলীর উপর গিয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি এখানে এই শব্দাবলীকে মারফূ হাদীসের শব্দসমূহ মনে করে নকল করেছেন। যেহেতু সেখানে ‘নাভীর নিচে’ ছিল তাই এখানেও সেটি নকল হয়ে গিয়েছে।

* মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তাহকীককারী শায়েখ হামদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জুমুআ এবং শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীমও একই কথা বলেছেন। এ দুজন মুহাক্কিকই স্বীয় তাহকীককৃত নুসখায় ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর এ হাদীসটির টিকায় শায়েখ আবেদের নুসখায় বিদ্যমান ‘নাভীর নিচে’-এর সংযোজনের বরাত প্রদান করে সেটিকে খন্ডন করেছেন। আর তারা একে কাতিবের ভুল আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেছেন, ‘শায়েখ আবেদের নুসখায় {**شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ** تَحْتَ السُّرَّةِ} এর সংযোজন রয়েছে। সম্ভবত লেখকের নযর এর পরে থাকা আসারের উপর পড়েছে। আর তিনি তা থেকে ‘নাভীর নিচে’ নকল করে দিয়েছেন’।[১১৩৪]

১১৩৩. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/১৯০।
১১৩৪. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২/৩৩৪-২৬৯, **তাহকীক :** হামদ আল-জুমুআহ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান।

* এ কথাটিই শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী হানাফী রহিমাহুল্লাহও বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

في ثبوت زيادة تحت السرة نظر، بل هى غلط، منشأه السهو فإنى راجعت نسخةصحيحة للمصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند، وبهذا الألفاظ، إلا أنه ليس فيها تحت السرة –

وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعى ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث، وفى اخره (في الصلاة تحت السرة)–

فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر، فأدرج لفظ الموقوف فى المرفوع[১১৩৫]। –

* বরং মজার বিষয় এই যে, অন্যত্র একজন কাতেব হতে এ ধরনের একটি ভুল হয়েছিল। আর সেখানে স্বয়ং আওয়ামা সাহেবও অনুরূপ কথা বলেছিলেন। যেমন একজন কাতেব মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর একটি নুসখার একটি স্থানে অনুরূপ ভুল করেছেন। আর সেখানে আওয়ামা সাহেবও এটাই বলেছেন যে, কাতিবের দৃষ্টিজনিত কারণে এমনটা লেখা হয়েছে। যেমনটা আমরা সামনে আওয়ামা সাহেবের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করব।

প্রতীয়মান হল, মুহাক্কিকগণ ও আলেমগণ এ নুসখাটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি। আর তারা এর উপর নির্ভরও করেন নি। শুধু মুহাক্কিক ও আলেমগণই নন; অতীতে যারা কাতিব ছিলেন তারাও শায়েখ আবেদ সিন্ধীর এই নুসখার উপর নির্ভর করেন নি। কেননা এ নুসখা হতে নকল করতে গিয়ে অসংখ্য কাতিব নিজের নুসখা বানিয়ে ফেলেছেন।[১১৩৬]

কিন্তু এ লোকেরা এ নুসখা হতে নকল করার পরও তাদের নিজেদের নুসখায় ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর মারফূ হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' শব্দাবলী

১১৩৫. ফাতহুল গফূর পৃ. ৫২, **তাহকীক :** ড. যিয়াউর রহমান আযামী রহিমাহুল্লাহ।{শায়েখ আসারীর প্রবন্ধটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বইয়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে।-অনুবাদক}।

১১৩৬. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৬৯, **তাহকীক :** হামদ আল-জুমুআহ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান।

উদ্ধৃত করেন নি। বস্তুত এ সকল কাতেবগণ উক্ত নুসখাটিকে ভুল নুসখা-ই মনে করতেন। সম্ভবত একটি নুসখা রয়েছে যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এটা শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখা হতেই বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে এ সংযোজনটি রয়েছে। সেই নুসখাটি হল মক্কার মুফতী আব্দুল কাদেরের নুসখা।

আওয়ামা সাহেব এ নুসখাটিরও বরাত দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তার ছবিও দেননি এবং কোন পরিচিতিও প্রদান করেন নি। আসলে এ নুসখাটি আওয়ামা সাহেবের হাতেই আসে নি। বরং 'দিরহামুস সুর্রা'-এর উদ্ধৃতিতে এর বরাত দিয়েছেন। আর এ গ্রন্থেও এ নুসখাটির কোন বিস্তারিত আলোচনা নেই।

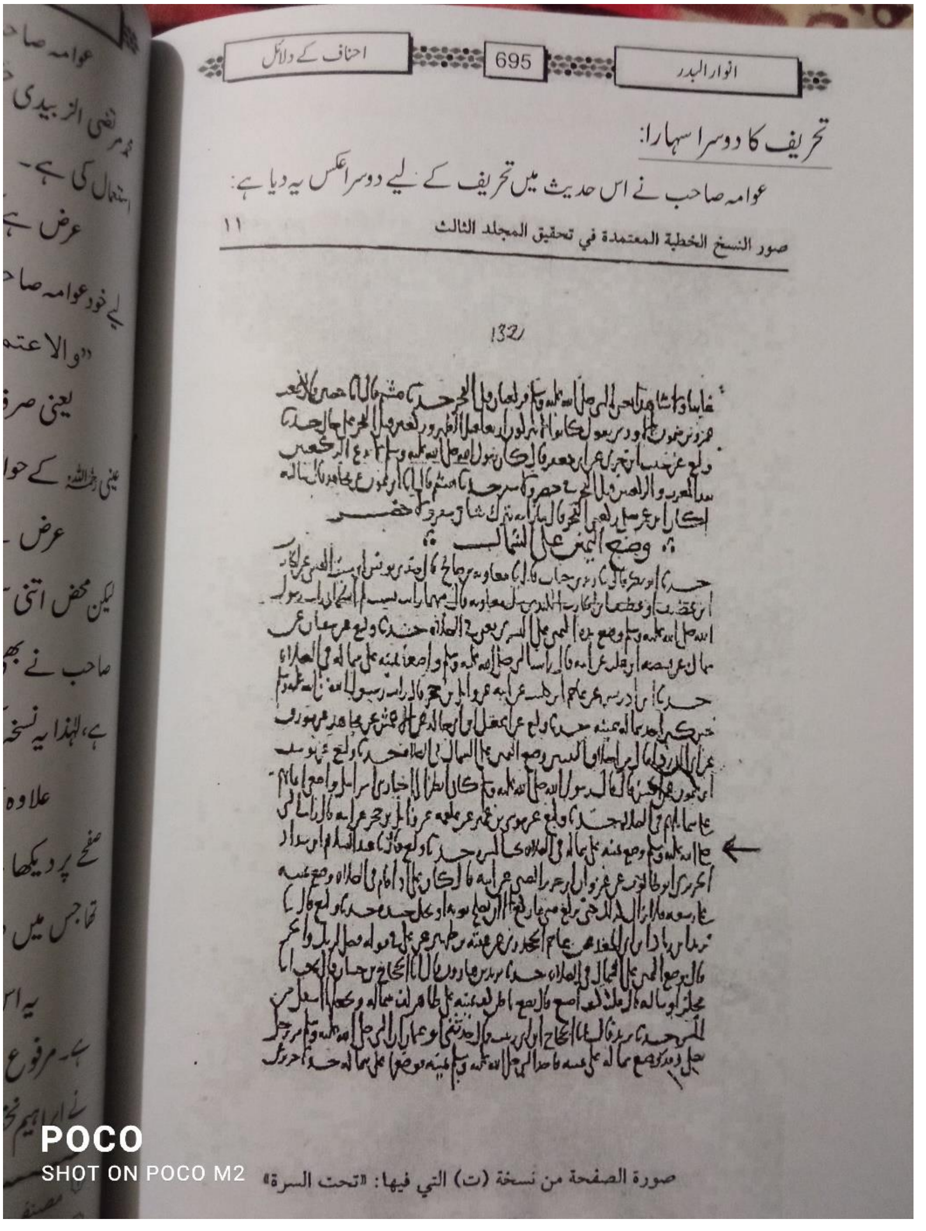
শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ এ ব্যাপারে চমৎকার লিখেছেন।[১১৩৭]

আরয রইল, খুব সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ নুসখাটিও শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখা হতেই বর্ণিত। এর নাসেখ কোনরূপ বাছ-বিছার ব্যতীতই এ সংযোজনকে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। যদি বাস্তবতা এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে এ নুসখাটিরও কোন-ই মূল্য নেই। আর যদি ঘটনা এমন না হয় তাহলে এটি 'মাজহূল নুসখা'। এর নাসেখের কোন কিছু জানা যায় না। এমনকি এ নুসখাটির মূল কোন্‌টি তাও জানা যায় না। মূল নুসখার সাথে মিলিয়ে এটা কপি করা হয়েছে কি না সেটারও কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ সকল কারণে শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখার যে অবস্থা এ নুসখাটিরও সেই একই অবস্থা। অর্থাৎ উভয় নুসখাটিই অনির্ভরযোগ্য ও গণনার অযোগ্য।

বিকৃতির দ্বিতীয় সহায়

আওয়ামা সাহেব এ হাদীসের মধ্যে বিকৃতি সাধন করার জন্য দ্বিতীয় যে ছবি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ-

১১৩৭. মাওলানা দাউদ আরশাদ হাফিযাহুল্লাহ, হাদীস আওর আহলে তাকলীদ পৃ. ৪৩৩। {সম্পূর্ণ লেখাটি বইয়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে-অনুবাদক}।



احناف کے دلائل 695 انوار البدر

تحریف کا دوسرا سہارا:

عوامہ صاحب نے اس حدیث میں تحریف کے لیے دوسرا عکس یہ دیا ہے:

صور النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق المجلد الثالث ١١

132

وضع اليمين على الشمال

صورة الصفحة من نسخة (ت) التي فيها: «تحت السرة»

আওয়ামা সাহেব যে দ্বিতীয় নুসখা সম্পর্কে ছবিটি দিয়েছেন সেটি শায়েখ মুহাম্মাদ মুরতাযা যুবায়দীর নুসখা। এজন্য আওয়ামা সাহেব 'তা'-এর আলামত ব্যবহার করেছেন।

আরয রইল যে, এ নুসখাটিও অনির্ভরযোগ্য। এর নির্ভরযোগ্য হবার শর্তগুলি অনুপস্থিত। এজন্য খোদ আওয়ামা সাহেবও এ নসুখা সম্পর্কে বলেছেন, 'এর উপর নির্ভর করা উপকারী'।[১১৩৮]

অর্থাৎ কেবল উপকারী। কিন্তু ইয়াকীনী নয়। সেটাও কেবল এজন্য যে, এতে আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ-এর টিকা রয়েছে। এবং শায়েখ যুবায়দী রহিমাহুল্লাহ্র মুরাজাআতে এ নুসখাটি রয়েছে।

আবারও আরয রইল যে, এমন কোন্ নুসখা রয়েছে যা কোন আলেমের মুরাজাআত হতে মুক্ত থাকে? কিন্তু কেবল এতটুকু বলার দ্বারা কোন নুসখার নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না। এজন্য খোদ আওয়ামা সাহেবও একে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্ভরযোগ্য বলেন নি। বরং কেবল 'নির্ভরতা'কে উপকারী বলেছেন। সুতরাং এ নুসখাটিও নির্ভরযোগ্য নয়।

এ ব্যতীত এ নুসখা হতে যে পৃষ্ঠার ছবি আওয়ামা সাহেব দিয়েছেন সেই একই পৃষ্ঠায় দেখলে স্পষ্টভাবে নযরে আসবে যে, এ হাদীসের পর পরই ইবরাহীম নাখাঈর 'নাভীর নিচ'-এর যে শব্দাবলী সম্বলিত যে আসার ছিল তা এই নুসখায় নেই!!

এটি এ বিষয়ের দলীল যে, এখানে নাসেখের দৃষ্টির ভুলের কারণে গাফেলতী হয়েছে। মারফূ হাদীসটি নকল করার সময় তার দৃষ্টি সামনে থাকা ইবরাহীম নাখাঈর আসারের উপর পড়ে যায়। তিনি ইবরাহীম নাখাঈর আসারটিকে মারফূ হাদীসের শেষের অংশ মনে করেছেন। ফলে তিনি মারফূ হাদীসের মধ্যে সেই আসারকে শামিল করে নিয়েছেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছেন। এরপর তিনি ইবরাহীম নাখাঈর আসার ও সেটির সনদ লেখেন নি। কেননা যখন এই অংশকে তিনি মারফূ হাদীসের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন তখন তার মনে হয়েছে যে, এ শব্দাবলী তো লেখা হয়েই গেছে। এজন্য ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি এখানে গায়েব।

১১৩৮. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ **১/৩০**, **তাহকীক :** আওয়ামাহ।

স্বয়ং আহনাফের কয়েকজন আলেম হতেও এই বিবরণী পাওয়া যায়। যেমনটা শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্দী হানাফী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন।[১১৩৯]

একজন অত্যন্ত বড় মাপের হানাফী আলেমের বক্তব্য এটি। যার মাঝে গোঁড়ামীর দখলদারী থাকতে পারে না। এটা যে শুধু একজন হানাফী আলেমর-ই বক্তব্য তা কিন্তু নয়। বরং হানাফীদের মধ্য হতে-ই কয়েকজন আলেম এমনটা বলেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেমন মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী রহিমাহুল্লাহও শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ্‌র সমর্থন করে লিখেছেন, 'বিষয়টি এমন হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা আমি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তিনটি নুসখা দেখেছি। আর এই তিনটি নুসখার মধ্য হতে একটিতেও এ সংযোজন আমি পাই নি'।[১১৪০]

শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আধুনিককালের আহনাফেরই একজন বিখ্যাত আলেম মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী গত হয়েছেন। যাকে আহনাফ অত্যন্ত বড় মুহাদ্দিস ও অনেক বড় মুহাক্কিক মনে করেন। তিনিও মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তাহকীক করেছেন। আর তার সামনেও এ নুসখাটি ছিল। কিন্তু তিনি নাসেখের এই ভুলকে 'দৃষ্টির ভুল'-ই মনে করেছেন। আর স্বীয় নুসখায় এটি সংস্কার করে তিনি মারফূ হাদীসটি নাভীর নিচে-এর সংযোজন ব্যতিরেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর ইবরাহীম নাখাঈর যে আসারটি এই নুসখা হতে বাদ পড়েছিল তা বন্ধনীতে রেখে কিতাবের মধ্যে শামিল করেছেন। আর তিনি টীকায় পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, মূল নুসখাতে নাসেখের ভুলের কারণে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি বাদ পড়েছে। আর এ আসারের শেষাংশটি মারফূ হাদীসের মধ্যে শামিল করা হয়েছিল। যার সংশোধন করা হল। যেমন মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব স্বীয় মুহাক্কাক নুসখাতে এ স্থানে টিকা লিখেছেন, 'ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি মূল নুসখা হতে বাদ পড়েছে। আর তার শেষের অংশটি উপরের মারফূ হাদীসের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

১১৩৯. দুর্রাহ পৃ. ৬৮। {দেখুন হাদীস আওর আহলে তাকলীদ (পৃ. ৪২৭) তথা শায়েখ আসারীর প্রবন্ধটি-অনুবাদক}।
১১৪০. ফায়যুল বারী ২/২৬৭।

আমি নুসখা {বা} এবং হায়দারাবাদের নুসখাটির মাধ্যমে এ আসারটি যুক্ত করেছি’।[১১৪১]

চিন্তা করুন! এনারা সকলেই হানাফীদের বর্ষীয়ান আলেম। যারা একমত হয়ে বলছেন যে, এখানে নাসেখ ভুল করেছেন। কিন্তু আফসোস! আওয়ামা সাহেবের এ সত্য হজম হয় নি। তিনি এ ভুলকে ‘ভুল’ মানতেও প্রস্তুত নন। বরং তিনি তার নিজের আকাবেরদের ‘এখানে নাসেখের ভুলের কারণে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটির শেষ অংশ মারফূ হাদীসের মধ্যে শামিল করা হয়েছে’ উক্তিটির জবাবে আবেগের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, ‘এর জবাব এই যে, এটি ধারণা ও সন্দেহ। যা আল্লাহ এবং তার রাসূলের দুশমনদের জন্য সন্তোষজনক। যদি এ দরজা খুলে দেয়া হয় তাহলে আমাদের দীনের কোন উৎসের-ই নির্ভরযোগ্যতা অবশিষ্ট থাকবে না’।[১১৪২]

আরয রইল, আওয়ামা সাহেবের এ কথাটি ঠিক অনুরূপ। যেমনভাবে কুরআনে কিছু কাফের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ–

‘তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল। যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ! বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?’ (নামল ২৭/১৪)।

আমরা এ কথাটি এজন্য বলছি যে, এখানে নিজের আকাবেরদের যে কথাটি আওয়ামা সাহেব আবেগের বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করেছেন; ঠিক একই কথা আওয়ামা সাহেব একই গ্রন্থের অন্যত্র স্বীকার করে বসে আছেন!!

অন্যত্র একজন নাসেখ ঠিক এমন ভুলই করেছিলেন। তিনি সেখানে পিছনের বর্ণনাকে আগের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। আর তিনি সামনের মতন

১১৪১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৫১, **তাহকীক :** হাবীবুর রহমান আযামী।
১১৪২. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩/৩২০, **তাহকীক :** আওয়ামাহ।

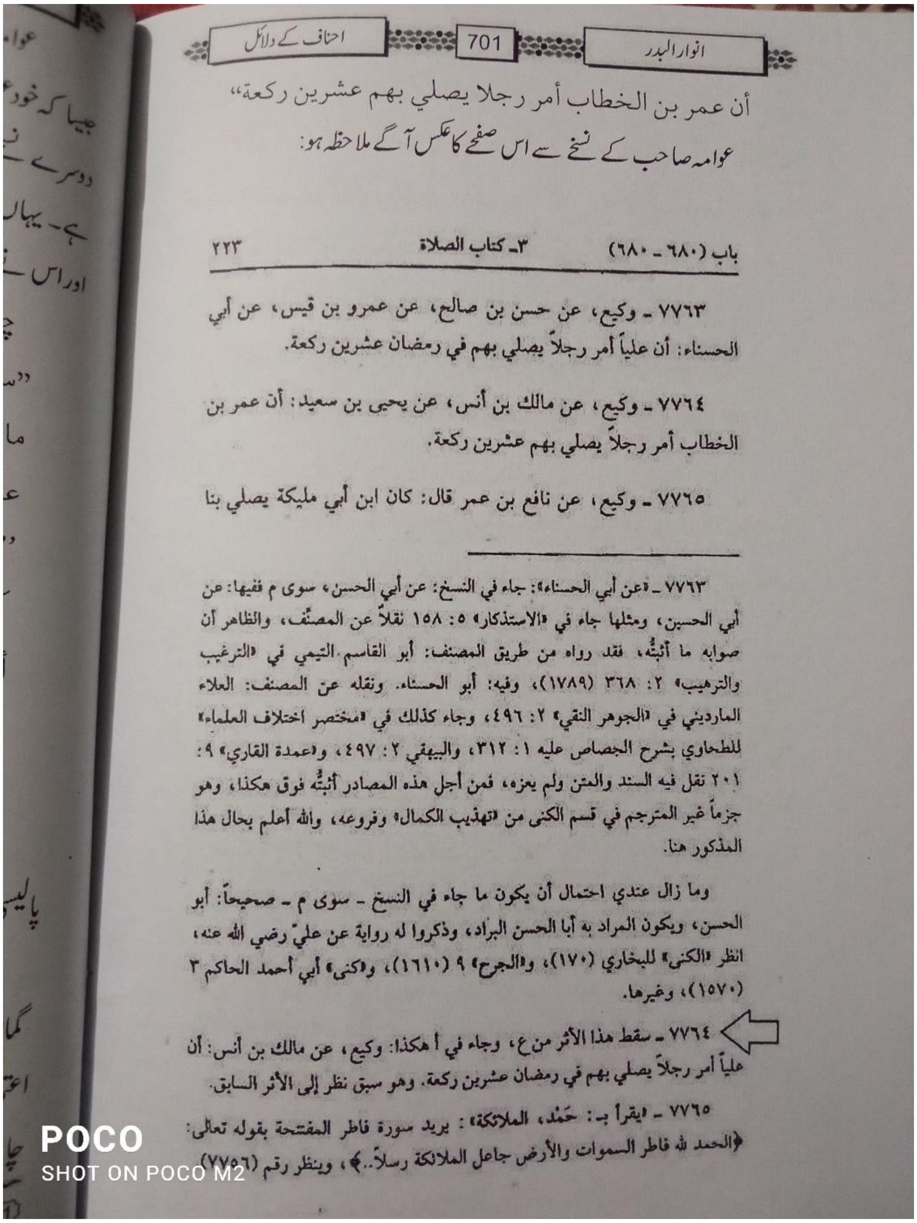
গায়েব করে দিয়েছেন। যেমন আওয়ামা সাহেবের তাহকীককৃত প্রকাশিত মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর ৫ম খন্ডে (হা/৭৭৬৩) এ আসারটি রয়েছে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً[১১৪৩]–

এরপরেই রয়েছে-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً–

১১৪৩. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/২২৩, **তাহকীক :** আওয়ামাহ।



أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة"

عوامہ صاحب کے نسخے سے اس صفحے کا عکس آگے ملاحظہ ہو:

٧٧٦٣ - وكيع، عن حسن بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن أبي الحسناء: أن علياً أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة.

٧٧٦٤ - وكيع، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة.

٧٧٦٥ - وكيع، عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا

٧٧٦٣ - «عن أبي الحسناء»: جاء في النسخ: عن أبي الحسن، سوى م ففيها: عن أبي الحسين، ومثلها جاء في «الاستذكار» ٥: ١٥٨ نقلاً عن المصنِّف، والظاهر أن صوابه ما أثبتُّه، فقد رواه من طريق المصنف: أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» ٢: ٣٦٨ (١٧٨٩)، وفيه: أبو الحسناء. ونقله عن المصنف: العلاء المارديني في «الجوهر النقي» ٢: ٤٩٦، وجاء كذلك في «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي بشرح الجصاص عليه ١: ٣١٢، والبيهقي ٢: ٤٩٧، و«عمدة القاري» ٩: ٢٠١ نقل فيه السند والمتن ولم يعزه، فمن أجل هذه المصادر أثبتُّه فوق هكذا، وهو جزماً غير المترجم في قسم الكنى من «تهذيب الكمال» وفروعه، والله أعلم بحال هذا المذكور هنا.

وما زال عندي احتمال أن يكون ما جاء في النسخ - سوى م - صحيحاً: أبو الحسن، ويكون المراد به أبا الحسن البراد، وذكروا له رواية عن عليّ رضي الله عنه، انظر «الكنى» للبخاري (١٧٠)، و«الجرح» ٩ (١٦١٠)، و«كنى» أبي أحمد الحاكم ٣ (١٥٧٠)، وغيرها.

٧٧٦٤ - سقط هذا الأثر من ع، وجاء في أ هكذا: وكيع، عن مالك بن أنس: أن علياً أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة. وهو سبق نظر إلى الأثر السابق.

٧٧٦٥ - «يقرأ بـ: حَمْد، الملائكة»: يريد سورة فاطر المفتتحة بقوله تعالى: ﴿الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً..﴾، وينظر رقم (٧٧٥٦).

আওয়ামা সাহেবের দৃষ্টিতে শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখা হতে অন্য আসারটি গায়েব। যেমনটা স্বয়ং আওয়ামা সাহেব টীকায় লিখেছেন। আর আওয়ামা সাহেবের কথানুপাতেই অন্য একটি নুসখায় এ আসারটি বিদ্যমান। কিন্তু তাতে এর মতনের স্থলে পূর্বের আসারের মতনটিই বিদ্যমান। এখানে আওয়ামা

সাহেব এটি স্পষ্ট করেছেন যে, সম্ভবত নাসেখের নজর পরের আসারটির উপর পড়েছিল এবং তিনি পরের মতনটি এখানে দুবার লিপিবদ্ধ করেছেন।

যেমন আওয়ামা সাহেব এ পৃষ্ঠার টীকায় লিখেছেন, 'এ আসারটি আইন অর্থাৎ শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখাতে নেই। আর আলিফ অর্থাৎ মাকতাবা আহমাদ সালেস-এর নুসখাটিতে অনুরূপ রয়েছে,

وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً–

এমনটা কাতিবের পক্ষ হতে প্রথম আসারটির প্রতি ভুলক্রমে দৃষ্টি পড়ার কারণে হয়েছে'।[১১৪৪]

পাঠক! লক্ষ্য করেছেন যে, আওয়ামা সাহেব কি লিখছেন? এটা কি দ্বিমুখী নীতি নয়?

আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে, আওয়ামা সাহেবের সেই আবেগী বক্তব্য কোথায় গেল? যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, এভাবে ধারণা করলে আল্লাহ্‌র দুশমন খুশী হবে। আর এ দরজা যদি খুলে দেয়া হয় তাহলে দীনের উৎস সমূহের উপর নির্ভরতা উঠে যাবে। যদি এ ধরনের ধারণার সুযোগ না থাকত এবং এটি বন্ধ হওয়া উচিৎ ছিল; তাহলে খোদ আওয়ামা সাহেব এ স্থানে এই বদ ধারণা কিভাবে পেলেন এবং আল্লাহ্‌র দুশমনদের খুশীর জন্য এ দরজা কিভাবে উন্মুক্ত করে দিলেন?

পরিষ্কারভাবে যাহির হচ্ছে যে, আওয়ামা সাহেবও এটা মানেন যে, দৃষ্টির ভুলের কারণে কাতেবের পক্ষ হতে এ জাতীয় ভুল হয়ে থাকে। আর অন্যান্য নুসখার সাহায্যে সেটির সংস্কার করা তাহকীকের দাবী। কিন্তু যেহেতু আলোচ্য মাসলায় তার মাসলাক ও সাথীদের বাঁচানো উদ্দেশ্য ছিল; সেহেতু তিনি নিজের কাছে স্বীকৃত সত্যকেও অস্বীকার করে বসেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

১১৪৪. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/২২৩, **তাহকীক :** আওয়ামাহ।

সম্ভবত আওয়ামা সাহেবও ধারণা করেছিলেন যে, এই পরিষ্কার বাস্তবতার বিপরীতে তার আবেগী আলোচনার মধ্যে কোনই মূল্য নেই। এজন্যই তিনি খড়কুটোর সাহায্য নেবার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন, 'এছাড়াও এ সম্পর্কে কি বলবেন যে, শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখায় এসবই প্রমাণিত আছে। যেখানে মারফূ হাদীস ও আসার উভয়টি বিদ্যমান। আর উভয়টির শেষে নাভীর নিচে শব্দাবলী রয়েছে'।[১১৪৫]

আরয রইল, পূর্বের পৃষ্ঠাগুলিতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, স্বয়ং আওয়ামা সাহেব এই নুসখাকে অনির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে এখানে এই অনির্ভরযোগ্য নুসখা হতে দলীল গ্রহণ করা 'ডুবন্ত ব্যক্তির খড়কুটোর সাহায্য গ্রহণ' ব্যতীত আর কি হতে পারে?

আরও জানার বিষয় এই যে, খোদ আওয়ামা সাহেব অন্যত্র নুসখার মধ্যে এ জাতীয় ভুলের উপর নির্ভর করেন নি। যেমন আমরা আওয়ামা সাহেবের তাহকীককৃত নুসখার বরাতে অনুরূপ ভুলের যে উদাহরণ পেশ করেছি তা আরেকবার অধ্যয়ন করুন। আওয়ামা সাহেব হাশিয়ায় লিখেছেন যে, শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখাতে সাইয়েদুনা ওমর ফারূক (রা)-এর আসারটির সনদ ও মতন গায়েব। কিন্তু মাকতাবা আহমাদ আস-সালেসের নুসখাতে এই আসারটি সনদ ও মতন সহ বিদ্যমান। কিন্তু এতে ওমর ফারূক (রা)-এর পরিবর্তে আলী (রা)-এর নাম রয়েছে। অর্থাৎ আওয়ামা সাহেব স্বীকার করেছেন যে, এ নুসখায় আলী (রা)-এর পূর্বে থাকা আসারের সাথে সাথে তার থেকেই এই আসারটি দ্বিতীয়বার অন্য সনদ দ্বারা বর্ণিত আছে।

এখন কি আমরা আওয়ামা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, এখানে তো আলী (রা)-এর প্রথম আসারের সাথেই অন্য আসার অন্য সনদে বর্ণিত। তাহলে এখানে কাতেবের ভুল হল কিভাবে?

এটা সুবিদিত যে, প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি এখানেও দৃষ্টি ভুলের কথা বলবেন যে, নজরের ভুলের কারণে নাসেখ সাহেব দ্বিতীয় আসারের মধ্যেও প্রথম

১১৪৫. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/২২০, **তাহকীক :** আওয়ামাহ।

আসারের মতন যুক্ত করে দিয়েছেন। আর আওয়ামা সাহেবও এখানে এমনটিই বলেছেন।

একই কথা আমরাও নাভীর নিচে-এর মাসলায় বলছি। অর্থাৎ শায়েখ মুরতাযা যুবায়দীর নুসখাতে দৃষ্টির ভুলে নাসেখের দ্বারা ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি বাদ পড়েছে। আর এর শেষের অংশে প্রথম বর্ণনাটি যুক্ত গিয়ে গিয়েছে। শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখায় যদিও উভয়টি বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রথম বর্ণনার মধ্যে দৃষ্টির ভুলে নাসেখ সামনের বর্ণনাটির শেষ অংশটিও শামিল করে দিয়েছেন।

মজার ব্যাপার দেখুন যে, কাতেব হাত বাঁধার বর্ণনায় যেভাবে ভুল করেছেন ঠিক অনুরূপভাবেই তারাবীহ-এর বর্ণনার মধ্যেও ভুল করেছেন।

* যেমন একটি নুসখায় যেভাবে কাতেবের ভুলক্রমে নাভীর নিচে সংক্রান্ত মারফূ হাদীসের পর ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি গায়েব হয়েছে; ঠিক অনুরূপভাবেই কাতেবের ভুলের কারণে তারাবীহ সংক্রান্ত আলী (রা)-এর আসারের পর ওমর ফারূক (রা)-এর আসারটিও গায়েব রয়েছে।

* যেভাবে একটি নুসখায় হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীস ও আসার বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু কাতেবের ভুলের কারণে আসারটির মতন হাদীসের মতনের মধ্যে শামিল হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে তারাবীহ সম্পর্কে একটি নুসখার মধ্যে আলী ও ওমর ফারূক (রা) উভয়েরই আসার বিদ্যমান। কিন্তু কাতেবের ভুলের কারণে অন্য আরেকটি আসারের মধ্যে প্রথম আসারটির মতন শামিল হয়ে গিয়েছে।

মোটকথা : কাতেব ও নাসেখের পক্ষ হতে এ জাতীয় ভুল হয়ে থাকে। এর অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। আমরা শ্রেফ আওয়ামা সাহেবের বাক্যে-ই একটি উদাহরণ পেশ করেছি। অনুরূপ আরও কিছু উদাহরণের জন্য শায়েখ ইরশাদুল হক আসারীর একটি প্রবন্ধ যা ‘হাদীস আওর আহলে তাকলীদ’ (১/২৪৮-৪৩১) গ্রন্থে রয়েছে। সেটি অধ্যয়ন করুন।

আরও আরয রইল যে, এ নুসখাটি শায়েখ মুরতাযা যুবায়দীর। তিনি স্বয়ং এর উপর নির্ভর করেন নি। শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন।[১১৪৬]

প্রকাশ থাকে যে, শায়েখ মুরতাযা যুবায়দীর এ নুসখাটি শায়েখ কাসেম কুতলূবুগা হানাফীর যুগে ছিল। আর তিনি এর দ্বারা স্বীয় ইবনু আবী শায়বাহ্র এই বর্ণনাটি {নাভীর নিচে}-এর সংযোজন বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, যখন এই আসল নুসখাটিই অনির্ভরযোগ্য এবং তাতে কাতেবের ভুল হয়েছে তখন এই নুসখা দ্বারা শায়েখ কাসেমের বর্ণনা করার দ্বারা কিছু যায় আসে না। কেননা তিনি যেখান হতে বর্ণনা করেছেন সেখানেই তো ভুল সংঘটিত হয়ে আছে।

মনে রাখতে হবে, শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগার এ নুসখা ব্যতীত অন্য কোন নুসখা দেখার নসীবই হয় নি। নতুবা তিনি নুসখার ইখতিলাফের বিষয়টি অবশ্যই উল্লেখ করতেন এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। যেমনটা অন্য আলেমরা করেছেন।

হয়রানীর বিষয় এই যে, আওয়ামা সাহেব স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগার সামনে এই নুসখাটিই ছিল। আর তিনি সেই নুসখা হতেই এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তারপরও তিনি এ বর্ণনার টিকায় নিজস্ব মতবাদ অনুপ্রবেশ করাতে গিয়ে কাসেম বিন কুতলূবুগার সামনে থাকা নুসখাটিকে আলাদা একটি নুসখা হিসেবে গণ্য করেছেন। এর বিস্তারিত জবাবের জন্য শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ্র প্রবন্ধটি 'হাদীস আওর আহলে তাকলীদ' গ্রন্থে দেখুন (১/৪৩২)।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

একজন ব্যক্তি ভ্রমে পতিত হয়ে বলেছেন যে, শায়েখ কাসেম বিন কুতুলূবুগা যখন এই বর্ণনাটি স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন তখন সে সময়ের কোন আলেম তার উপর কোনরূপ সমালোচনা করেন নি। এরপর একটি দীর্ঘ সময়

১১৪৬. হাদীস আওর আহলে তাকলীদ ১/৪৩৬-৪৩৭। {পরিশিষ্ট দ্র. -অনুবাদক}।

অতিবাহিত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কেউ তার খন্ডন করেন নি। এর দ্বারা জানা যায় যে, লেখকের নুসখায় এ শব্দটি প্রমাণিত ছিল। নতুবা আল্লামা কাসেমের উপর সমালোচনা করা হত।

আরয হল-

প্রথমত : হানাফী ফিকহের এই গ্রন্থটিকে অসংখ্য আলেম দেখে থাকবেন মর্মে ধারণা করা খুবই হাস্যকর। ভাই! এটি কি লওহে মাহফূয হতে অবতারিত কুরআনে মাজীদ নাকি কিতাবুল্লাহ্‌র পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ যে, অস্তিত্ব লাভের সাথে সাথেই পুরো দুনিয়াতে সর্বজনীন হয়ে যাবে? এটা তো একজন গোঁড়া হানাফীর ফিকহে হানাফীর তাখরীজের কিতাব। দুনিয়ার আলেমগণ এটি নিয়ে মাথা ব্যাথা করবেন কেন?

অন্যান্য আলেমের কথা তো অনেক দূরের বিষয়। খোদ আহনাফ আলেমদের মাঝেও এ গ্রন্থটি সর্বজনীন হওয়া প্রমাণিত নয়। বর্তমান সময়ের যে মুহাক্কিক সাহেব এটির তাহকীক করেছেন তিনিও এ গ্রন্থের কেবল দুটি নুসখাই পেতে সক্ষম হয়েছেন। এর দ্বারাও ধারণা পাওয়া যায় যে, খোদ আহনাফের দৃষ্টি হতেও এ গ্রন্থটি অগোচরেই রয়ে গেছে। অন্য আলেমদের দৃষ্টিগোচর হওয়া তো অনেক পরের কথা।

অন্যান্য আলেমের কথা বাদ নি। খোদ আহনাফের আলেমদের থেকে প্রমাণ করুন যে, কাসেম বিন কুতলূবুগার এই ইবারতটি কতজন হানাফী আলেম পড়েছেন এবং সেটি প্রচার করেছেন? কাসেম বিন কুতলূবুগার পরও হানাফী আলেমগণ যুগ-যুগ যাবত এ মাসলাটির উপর আলোচনা করেছেন। কিন্তু কোন একজন হানাফী আলেমও কাসেম বিন কুতুলূবুগার এই অখ্যাত গ্রন্থটি হতে ইবারত নকল করেছেন কি?

যদি এ গ্রন্থের ইবারত অন্য আহনাফের দ্বারাও নকল করা হত এবং সেটি প্রচারিত হত তাহলে নিঃসন্দেহে আহলে ইলম এর খন্ডন করতেন। যেমন সম্প্রতি যখন কিতাবটির এই ইবারতটি জনসম্মুখে আনা হল তখন এর খন্ডনও রচিত হতে লাগল। বরং সর্ব প্রথম খোদ হানাফী আলেমরাই এর খন্ডন করেছেন। যেমনটা বরাত সহ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : এটাও তো সম্ভব যে, যার দৃষ্টি এই ইবারতের উপর পড়েছিল তিনিও একে স্পষ্টভাবে ভুল ও প্রচলিত না হবার কারণে উপেক্ষা করেছিলেন। যেমনটা খোদ শায়েখ মুরতাযা যুবায়দীর ক্ষেত্রে হয়েছে। যার নুসখা হতে এ ইবারতটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি তো স্বয়ং এ নুসখাটির মালিক। কিন্তু এরপরও তিনি এ মাসলায় কথা বলার সমাপে এ বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন নি। অনুরূপভাবে আল্লামা আইনী এই নুসখা হতে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু তিনিও এ মাসলার উপর আলোচনা করতে গিয়ে এই বর্ণনার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন নি। সাথে সাথে তারা এ নুসখাটির বিরুদ্ধে খন্ডনও রচনা করেন নি। পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারা এই বর্ণনাটিকে স্পষ্ট বাতিল হবার কারণে উপেক্ষা করেছিলেন। কাসেম বিন কুতলূবুগার ইবারতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত : আরেকটি মজার বিষয় দেখুন যে, ফিকহে হানাফীর-ই একটি গ্রন্থে ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতেই 'নাভীর নিচে' হাত বাঁধার মারফূ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

দুনিয়ার কোন গ্রন্থেই এ হাদীসটি নেই। অথচ এখনও কোন গায়ের হানাফী এ কিতাবে বর্ণিত এ হাদীসের উপর সমালোচনা করেন নি! তাহলে কি এটা মনে করতে হবে যে, এ হাদীসটি সহীহ সনদ দ্বারা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে প্রমাণিত ছিল? এজন্যই কি এর বিরুদ্ধে রদ করার সাহস কেউ করতে পারেন নি?

পরিষ্কার যাহির হচ্ছে যে, এই সনদবিহীন বর্ণনার বাতিল হওয়া এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, কেউই একে রদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। আর হানাফীরাও এ মাসলায় কথা বলতে গিয়ে এটি উপেক্ষা করেছেন। তবে কেউই এর উপর সমালোচনা করেন নি।

অবশ্য সম্প্রতি অতীতে শায়েখ মুহাম্মাদ হাশেম ঠাঠবী যখন এ হাদীসকে পুণরায় বর্ণনা করলেন তখন একজন হানাফী আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে, 'এ বর্ণনাটি সনদবিহীন'।[১১৪৭]

১১৪৭. দুর্রাহ পৃ. ৬৬।

চতুর্থত : ইলযামী জবাব হিসেবে আবেদন রইল যে, হানাফী আলেমদের মধ্য থেকেই আল্লামা আব্দুল হক দেহলবী স্বীয় 'শারহু সিফরিস সাআদাহ' গ্রন্থে তিরমিযীর বরাতে হুলব আত-তাঈ (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার শব্দাবলীও বর্ণনা করেছেন।[১১৪৮]

অথচ তিরমিযীর প্রাপ্ত কোন নুসখাতেই এ হাদীসের ভিতরে বুকের উপর বাঁধার শব্দাবলী নেই। এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কেউ এর রদ্দ করেন নি। অথচ যিনি তিরমিযীর বরাতে এটি লিখেছেন তিনি হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আর হিন্দুস্তানে আহলে হাদীস ও আহনাফের মধ্যে যে মাসলাকী বিরোধ রয়েছে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এরপরও আজ পর্যন্ত কোন হানাফীই এর কোনরূপ জবাব প্রদান করেন নি। তাহলে কি এটা মনে করতে হবে যে, সুনানে তিরমিযীর মধ্যে এ হাদীসটি ঐ শব্দাবলীসহ প্রমাণিত আছে?

মোটকথা : শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগার বরাত প্রদান করাই অনর্থক।

আওয়ামা সাহেব লিখেছেন, 'যিনি সংযোজন করেছেন তার রয়েছে ইলম, ইসবাত ও হুজ্জত। আর যারা নাকোচ করছেন তাদের সাথে কি রয়েছে?'[১১৪৯]

আমরা বলছি যে, সংযোজনকারী তো ইসবাত করেছেন। অর্থাৎ নাভীর নিচে- অংশটুকুর সংযোজন করেছেন। কিন্তু তার ইলম ও হুজ্জত হবার কোনই দলীল নেই। আওয়ামা সাহেবের কাছেও কোন দলীল নেই। সম্ভবত আওয়ামা সাহেব এখানে এই উসূলকে যুক্ত করতে চাইছেন যে, সিকাহ রাবীর সংযোজন গ্রহণযোগ্য হয়। যেমনটা তারই সমমনা লোকেরা এ কথা বলে থাকেন। এ প্রসঙ্গে নিবেদন রইল যে-

প্রথমত : আওয়ামা সাহেবেরই বরাতে পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তার সম্মুখে একটি নুসখায় তারাবীহ সম্পর্কে আলী (রা)-এর আসার অন্য একটি সনদের সাথে দুবার বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই নুসখায় এই সংযোজন রয়েছে। আর

১১৪৮. শারহু সিফরিস সাআদাহ পৃ. ৪৪।

১১৪৯. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩/৩২০, **তাহকীক :** আওয়ামাহ।

অন্যান্য নুসখায় এর উল্লেখ নেই। কিন্তু আওয়ামা সাহেব এখানে এই উসূল প্রয়োগ করে এই সংযোজন গ্রহণ করেন নি। বরং সেই দ্বিতীয় সনদের আসারকে ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এবং তিনি বলেছেন, এটি ওমরেরও আসার নয়; আলীরও আসার নয়। আর কাতেবের দৃষ্টির পদস্খলনের কারণেই এই ভুল হয়েছে।

আমরা বলছি যে, নাভীর নিচে মাসলাতেও কাতেবের থেকে দৃষ্টিচ্যুত হবার কারণে ভুল হয়েছে। এজন্য এখানেও এই উসূল প্রযোজ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত : হাদীসের সাধারণ ছাত্রও জানে যে, সিকাহ রাবীর সংযোজন গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু যে নুসখায় এ সংযোজনটি রয়েছে সেটির নাসেখদের সিকাহ হওয়া প্রতীয়মান নয়। বরং খোদ আওয়ামা সাহেবও এই নুসখাগুলিকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। এমতাবস্থায় এ উসূলের শ্লোগান প্রদান করার মানে কি? যদি অনির্ভরযোগ্য নুসখার মধ্যেও অন্য কোন মতন দ্বারা সমর্থন হয় তাহলেও গ্রহণ করা যেত। কিন্তু এখানে এমন কোন ব্যাপার নেই।

তৃতীয়ত : মাজহূল রাবীর সংযোজন তো অনেক দূরের ব্যাপার। সিকাহ রাবীর সংযোজনও শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা হয় না। বরং করীনা দেখে ফায়সালা করতে হবে। আর এখানে করীনা এটাই নির্দেশ করছে যে, কাতেবের ভুলের কারণে নাভীর নিচে-এর সংযোজন হয়েছে। সুতরাং যদিও সিকাহ কাতেব হতে হয়ে থাকে তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এখানে তো এই ভুল মাজহূল কাতেব করেছেন।

চতুর্থত : এই বর্ণনাটি অন্য মুহাদ্দিসগণও স্ব স্ব সনদে এই মতনের সাথে উল্লেখ করেছেন। আর কেউই এই বর্ণনার মধ্যে নাভীর নিচে-সংযোজন উদ্ধৃত করেন নি। যা এ কথাটির দলীল যে, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থেও এই বর্ণনাটি অনুরূপভাবে থাকা উচিৎ। এ সম্পর্কে শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ-এর প্রবন্ধটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।[১১৫০]

১১৫০. হাদীস আওর আহলে তাকলীদ ১/৪৩৭-৪৩৯।

কিছু মানুষ বলেন যে, মুসনাদে আহমাদে হুলব আত-তাঈ (রা)-এর হাদীসের মধ্যে বুকের উপর হাত বাঁধার যে সংযোজন রয়েছে তা নাকি অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে নেই।

আরয রইল, এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুসনাদে আহমাদের উপর অভিযোগ করা সঠিক নয়। কেননা মুসনাদে আহমাদের নুসখাগুলিতে এই সংযোজন সম্পর্কে কোনই মতানৈক্য নেই। বরং মুসনাদে আহমাদে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ-এর সূত্রেই ইবনুল জাওযী ও অন্যরাও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আর তাতেও বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাটির উপর একে কিয়াস করা যাবে না।

রইল এ বিষয়টি যে, মুসনাদে আহমাদের বর্ণনার মধ্যে উপরের স্তরে কিছু রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারাও বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেন নি। তাহলে জবাবে আরয রইল যে, এটা রাবীদের ইখতিলাফ। নুসখার ইখতিলাফ নয়। এর বিস্তারিত জবাব গত হয়েছে।

পঞ্চমত : সহীহ ইবনু খুযায়মার মধ্যে ওয়ায়েল বিন হুজর (রা) হতেই বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনা প্রমাণিত আছে। সুতরাং মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-তে তার বর্ণনায় নাভীর নিচে-এর সংযোজনটি তার প্রমাণিত বর্ণনার বিরোধী। আর যখন সংযোজিত অংশ নিয়ে মতানৈক্য হয় তখন তা বাতিল হয়ে থাকে। যদিও তা সিকাহ হতেই বর্ণিত হোক না কেন। প্রতীয়মান হল, সিকাহ রাবীর সংযোজন বিষয়ক উসূলটি এখানে কোনভাবেই প্রয়োগ হতে পারে না।

সামনে অগ্রসর হয়ে আওয়ামা সাহেব আরও তিনটি নুসখার বরাত প্রদান করেছেন।-

১. কাসেম বিন কুতলূবুগার নুসখা।

২. মুফতী আব্দুল কাদের সিদ্দীকীর নুসখা।

৩. মুহাম্মদ আকরাম সিন্দীর নুসখা।[১১৫১]

১১৫১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩/২২০, **তাহকীক :** আওয়ামাহ।

আরয রইল, কাসেম বিন কুতলূবুগার নুসখাটিই হল যুবায়দীর নুসখা। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অবশিষ্ট দুটি নুসখা মাজহূল। খোদ আওয়ামা সাহেবও এর কোন পরিচিতি প্রদান করেন নি। এজন্য এদুটি নুসখা অনির্ভরযোগ্য। এছাড়াও আব্দুল কাদের সিদ্দীকীর নুসখাটি আবেদ সিন্দীর নুসখার মত। এজন্য সম্ভবনা রয়েছে যে, এটি আবেদ সিন্দীর নুসখা হতেই বর্ণিত হয়ে থাকবে।

অনুরূপভাবে মুহাম্মদ আকরাম সিন্দীর নুসখাটি যুবায়দীর নুসখার মতই। কেননা এখানেও নাখাঈর আসারটি বাদ পড়েছে।[১১৫২] এজন্য সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটাও যুবায়দীর নুসখা হতেই বর্ণিত। এমতাবস্থায় এই দুটি নুসখার আলাদা কোন মূল্য থাকে না।

সারকথা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে আহনাফ তাহরীফ করে এর একটি হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' অংশটি বৃদ্ধি করেছেন।

যখন তাদের এই চুরি ধরা পড়ে গেল তখন তারা যত্রতত্র সাহায্য অনুসন্ধান করতে লাগলেন। যদি বাস্তবেই এই সব সাহায্যের কোন দম থাকত তাহলে এ লোকেরা তখুনি এগুলি পেশ করতেন। যখন তারা এ হাদীসে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তখন তারা চুপ ছিলেন। কিন্তু যখন তাদেরকে ধরা হল তখন তারা 'ভিত্তিহীন সমর্থন' অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

১১৫২. তারসীউদ দুর্রাহ পৃ. ৮৪-৮৫।

অধ্যায়-৩

তাবেঈনদের উক্তিসমূহ

আহনাফ যখন নিজেদের মাসলাক সম্পর্কে হাদীস পান না তখন তারা সাধারণ জনতার সরলতাকে পুঁজি করে তাবেঈনদের উক্তিসমূহ পেশ করে সেটি হাদীসের তালিকায় শামিল করেন। অথচ তাবেঈদের কথা ও কাজ ঐকমতানুসারে শারঈ হুজ্জত নয়। বরং খোদ ইমাম আবূ হানীফা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাবেঈদের কথা ও আমলকে হুজ্জত মানতেন না। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا حَكَمُ بْنُ مُنْذِرٍ قَالَ نَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الجوهرى وابو عبد الله مُحَمَّدُ بْنُ حِزَامٍ الْفَقِيهُ قَالا نَا الْفَضْلُ بن عبد الجبار قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ نَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا جَاءَنَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخَذْنَا بِهِ وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِينَ زَاحَمْنَاهُمْ–

'আবূ হামযা আস-সুক্কারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ হাদীস আসে তখন আমি সেটা গ্রহণ করি এবং সেটার বিরোধীতা করি না। আর যখন সাহাবা হতে আসে তখন আমি বাছাই করি। আর যখন কোন তাবেঈ হতে আসে তখন তা আমি ইজতিহাদ করি এবং তাদের উক্তি দ্বারা মাসলা বের করি না'।[১১৫৩]

এই বর্ণনা মোতাবেক ইমাম আবূ হানীফা সহীহ হাদীস ও সাহাবার উক্তিসমূহ নিয়ে মুযাহামাত করতেন না। অর্থাৎ তিনি সেগুলিকে হুজ্জত মনে করতেন। কিন্তু তাবেঈনদের কথা নিয়ে তিনি মুযাহামাত করতেন। অর্থাৎ সেগুলির মোকাবেলায় তিনি স্বয়ং ইজতিহাদ করতেন। অবশ্য তিনি কোন নতুন উক্তি আবিষ্কার করতেন না।

১১৫৩. ইবনু আব্দুল বার্র, আল-ইনতিফা পৃ. ১৪৪।

এর অর্থ এটাই দাঁড়াল যে, তিনি তাবেঈদের উক্তিকে দলীল মনে করতেন না। আমার দৃষ্টিতে উপর্যুক্ত বর্ণনাটি সহীহ নয়। কিন্তু আহনাফ এ সনদের অনুরূপ সনদ দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি মানসূব বিষয় দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। এজন্য ইলযামী জবাব আমি এটি পেশ করলাম। মজার বিষয় এই যে, এসব লোকেরা ইমাম আবূ হানীফাকে তাবেঈ বলেন যা ঠিক নয়। কিন্তু তারা এ বিষয়ে (হাত বাঁধার বিষয়ে) ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র কথা বা আমলকে দলীল হিসেবে পেশ করেন না।

যাহোক, যেহেতু তাবেঈদের উক্তিসমূহ দলীল নয়। এজন্য এ বিষয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। কিন্তু তারপরও পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা তাদের উক্তিসমূহও পেশ করছি।

(১) তাবেঈ আবূ মিজলায রহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ : يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ–

হাজ্জাজ বিন হাস্‌সান বলেছেন, আমি আবূ মিজলায হতে শুনলাম কিংবা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমি কিভাবে আমল করব? তখন তিনি বললেন, ‘মুসল্লী তার ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে রেখে নাভীর নিচে রাখবে’।[১১৫৪]

আরয রইল, এটি একজন তাবেঈর উক্তি। যা ঐকমতানুসারে দলীল নয়। উপরন্তু অন্য তাবেঈদের থেকে এর বিপরীতে ‘নাভীর উপরে’ হাত বাঁধার স্পষ্ট বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। যেমনটা সামনে আসছে। বরং স্বয়ং আবূ মিজলায হতেও নাভীর উপরে হাত বাঁধার উক্তি বর্ণিত আছে। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ প্রসিদ্ধ তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (রা) হতে ‘নাভীর উপর’ হাত বাঁধার উক্তি উদ্ধৃত করে একই সনদে ইমাম আতার উক্তি নকল করে বলেছেন,

১১৫৪. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০।

وَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَصَحُّ أَثَرٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَثَرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ–

'আতা বলেছেন, আবূ মিজলায লাহেক বিন হুমাইদ অনুরূপ বলেছেন। আর এ ব্যাপারে সাঈদ বিন জুবায়ের ও আবূ মিজলাযের উক্তিদ্বয় সবচেয়ে সহীহ'।[১১৫৫]

এটি ইমাম আতার উক্তি। যা পূর্বের সনদের সাথে যুক্ত। সুতরাং ইবনুত তুরকুমানীর একে 'সনদবিহীন' বলা ঠিক নয়।[১১৫৬]

(২) তাবেঈ ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তি

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ–

ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, 'একজন মানুষ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে রাখবে'।[১১৫৭]

আরয রইল, এটি ইবরাহীম নাখাঈ হতে প্রমাণিতই নয়। কেননা এর সনদে রবী বিন সুবাইহ রয়েছেন। কতিপয় বিদ্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। কিন্তু কতিপয় তার উপর জারাহও করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসে যঈফ ছিলেন'।[১১৫৮]

হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) সততার দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে সিকাহ বলার পর তার বর্ণনার ব্যাপারে বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত যঈফ রাবী'।[১১৫৯]

১১৫৫. বায়হাকী কুবরা ২/৪৭।
১১৫৬. দারজুদ দুরার (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৬১।
১১৫৭. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০।
১১৫৮. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/২৭৭।
১১৫৯. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৯/৯৩। তিনি ইয়াকূব হতে বর্ণনা করেছেন।

ইজায আশরাফী সাহেব এই রাবীকে সিকাহ প্রমাণ করার জন্য ইমাম ইজলী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবূ যুরআহ, ইমাম ইবনু মাঈন, ইমাম ইবনু শাহীন-প্রমুখ বিদ্বানদের উক্তি সমূহ পেশ করেছেন। যার উপর পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'।[১১৬০]

জবাব : প্রথমত : ইমাম ইজলীর এ কথাটি সনদবিহীন ও জমহূর মুহাদ্দিসের খেলাফ।

দ্বিতীয়ত : ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ সততার বিষয়টির প্রতি নির্দেশ করতে গিয়েও এমন তাওসীক প্রদান করতেন। এ জন্য উক্তিটি তার যঈফ রাবী হওয়ার বিপরীত নয়।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই'।[১১৬১]

জবাব : ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহও কেবল সততার দৃষ্টিকোণ থেকে তার তাওসীক করেছেন। যেমনটা তার বক্তব্য প্রমাণ করছে। যা সামনে আসছে। উপরন্তু এ কথাটির শক্তিশালী দলীল এটাও যে, অন্য উক্তি সমূহের মধ্যে খোদ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এ রাবীর উপর জারাহ করেছেন। তিনি রবী বিন সুবাইহকে উল্লেখ করেছেন এবং তার উপর সমালোচনা করতে গিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।[১১৬২]

ইমাম আহমাদের অন্য ছাত্র বলেছেন, 'যেন ইমাম আহমাদ তাকে যঈফ বলেছেন'।[১১৬৩]

১১৬০. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।
১১৬১. ঐ।
১১৬২. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ৭৭।
১১৬৩. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ২৩৫।

এজন্য ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্র এ উক্তিটিও তার যঈফ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'আবূ যুরআহ বলেছেন, তিনি শায়েখ, সালেহ, সদূক'।[১১৬৪]

জবাব : অন্য মুহাদ্দিসদের জারাহকে সম্মুখে রেখে এই বাক্যটিকেও সততার প্রতি নির্দেশকারী গণ্য করতে হবে। আর এটিকে তার উপর কৃত জারাহ-এর পরিপন্থী নয় মনে করতে হবে।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার মাঝে কোন অসুবিধা নেই'।[১১৬৫]

জবাব : ইবনু মাঈনও অন্য মুহাদ্দিসদের ন্যায় এই বাক্যটিতে শুধু তার সততার বিষয়ে ইশারা করেছেন। এর শক্তিশালী দলীল এই যে, অন্যান্য স্থানে খোদ ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ তার উপর জারাহ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রবী বিন সুবাইহ একজন যঈফুল হাদীস রাবী'।[১১৬৬]

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইবনু শাহীন বলেছেন, তিনি সিকাহ রাবী'।[১১৬৭]

জবাব : আশরাফী সাহেব সম্পূর্ণ কথা উদ্ধৃত করেন নি। উদ্ধৃত গ্রন্থে ইবনু শাহীন মূলত ইমাম ইবনু মাঈনের-ই কথা বর্ণনা করেছেন এবং পূর্ণভাবে সেটি এই যে, 'ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, তিনি একজন সিকাহ রাবী। তিনি অন্যত্র বলেছেন, যঈফ রাবী। আবার তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। তিনি সৎ মানুষ'।[১১৬৮]

অর্থাৎ ইবনু শাহীন রহিমাহুল্লাহ ইবনু মাঈন হতে তাওসীক উদ্ধৃত করার পর তাৎক্ষণিকভাবে ইবনু মাঈন হতে-ই তাযঈফও বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি

১১৬৪. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।
১১৬৫. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।
১১৬৬. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৪৬৫, সনদ সহীহ।
১১৬৭. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।
১১৬৮. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।

ইবনু মাঈন হতে সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যা সততার অর্থ বহন করছে। এর দ্বারা পরিষ্কার ইশারা পাওয়া যায় যে, ইবনু শাহীন ইবনু মাঈনের বলা সিকাহ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে বলেন নি। বরং সততার অর্থে বুঝেছেন।

প্রতীয়মান হল, মুহাদ্দিসগণ হিফয ও যবতের ক্ষেত্রে তাকে যঈফ-ই বলেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুযার ও নেক মানুষ ছিলেন সেহেতু কতিপয় মুহাদ্দিস এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার তাদীলও করেছেন। যার অর্থ কেবল এটাই যে, তিনি একজন শুধুই দীনদার ও নেককার মানুষ ছিলেন। যদিও হিফযের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দুর্বল রাবী ছিলেন।

তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে টিকায় বাশশার আওয়াদ সাহেব লিখেছেন,

فخلاصة القول فيه أنه كان رجلا صالحا غزاء دينا ثقة في دينه وجهاده، ولكنه كان ضعيفا في الحديث كما قال يعقوب بن شَيْبَة، وابن حبان وغيرهما-

'সারকথা এই যে, তিনি নেক, মুজাহিদ ও দীনদার মানুষ ছিলেন। স্বীয় দীন ও জিহাদে সিকাহ ছিলেন। কিন্তু হাদীসে যঈফ ছিলেন। যেমনটা ইয়াকূব বিন শায়বাহ ও ইবনু হিব্বান প্রমুখেরা বলেছেন'।[১১৬৯]

আশরাফী সাহেবের পক্ষ হতে পেশকৃত তাদীলসমূহের পর্যালোচনার পর এখন তার উপর মুহাদ্দিসদের জারাহ লক্ষ্য করুন-

* আফফান বিন মুসলিম আস-সাফফার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১৯ হি.) বলেছেন, 'রবী বিন সুবাইর হাদীস সবই মাকলূব'।[১১৭০]

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীসে যঈফ ছিলেন'।[১১৭১]

১১৬৯. মিযযী, হাশিয়া তাহযীবুল কামাল ৯/৯৪।
১১৭০. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৪৬৪, সনদ সহীহ।
১১৭১. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/২৭৭।

* ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন, ‘তিনি যঈফ রাবী’।[১১৭২]

* ইমাম যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৭ হি.) বলেছেন, ‘তিনি যঈফুল হাদীস রাবী’।[১১৭৩]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) মুফাস্‌সার জারাহ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘হাদীস তার ক্ষেত্র নয়। তিনি তার বর্ণিত হাদীসে খুব বেশী ভুলের শিকার হতেন’।[১১৭৪]

* ইমাম জাওযাজানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৯ হি.) বলেছেন, ‘রবী বিন সুবাইহ-এর হাদীসকে যঈফ আখ্যা দিতে হবে। উভয়েই (মুবারক বিন ফাযালাহ ও সুবাহই) সাবত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন’।[১১৭৫]

* হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন, ‘তিনি অত্যন্ত যঈফ’।[১১৭৬]

প্রতীয়মান হল, এই রাবী যঈফ-ই। আর কিছু মুহাদ্দিস তার উপর মুফাস্‌সার জারাহ করেছেন। সুতরাং যে সকল উক্তিতে তার তাদীল বর্ণিত আছে সেগুলির দ্বারা তার সততা বুঝানো হয়েছে। অথবা সেগুলির দ্বারা তাকে মারজূহ রাবী বুঝানো হয়েছে।

** আশরাফী সাহেব লিখেছেন, ‘আব্দুর রাযযাকের আমালী গ্রন্থে এ আসারটির মুতাবি বিদ্যমান’।[১১৭৭]

জবাব : আমালী গ্রন্থের সনদটি নিম্নরূপ-

قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ السُّرَّةِ، يَعْنِي تَحْتَهَا–

১১৭২. আল-কামিল ৪/৩৮, সনদ সহীহ।
১১৭৩. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৩/২৪৮।
১১৭৪. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/২৯৬।
১১৭৫. আহওয়ালুর রিজাল পৃ. ২১০।
১১৭৬. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৯/৯৩। তিনি ইয়াকূব হতে বর্ণনা করেছেন।
১১৭৭. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।

এ সনদে ফারকাদ নামক রাবী রয়েছেন। আর তিনি হলেন ফারকাদ বিন ইয়াকূব সাবাখী। যিনি অত্যন্ত যঈফ রাবী।[১১৭৮]

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী ও মুনকারুল হাদীস'।[১১৭৯]

* ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত মুনকারুল হাদীস'।[১১৮০]

* হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত যঈফ রাবী'।

তারা ব্যতীত আরও একাধিক মুহাদ্দিস তার উপর জারাহ করেছেন। সুতরাং এ সনদটিও অতন্ত যঈফ ও প্রত্যাখাত।

উপরন্তু আবূ মাশারের-ই সূত্রে মুগীরা এ প্রসঙ্গে ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে স্রেফ হাত বাঁধার কথা বর্ণনা করেছেন। আর নাভীর নিচে হাত বাঁধার উল্লেখ করেন নি। যেমন লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ–

'ইবরাহীম নাখাঈ বলেছেন, এতে কোন অসুবিধা নেই যে, নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে'।[১১৮১]

তাহকীক : এর রাবীগণ সিকাহ। অবশ্য মুগীরা মুদাল্লিস রাবী। আর তিনি আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রবী বিন সুবাইহ এ বাক্যগুলির মুতাবাত করেছেন। যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীম নাখাঈর এই বাক্যগুলিই হল আসল মতনের অংশ। কিন্তু নাভীর নিচে-এর বর্ধিংতাংশটুকু রবী বিন সুবাইহ

১১৭৮. আব্দুর রাযযাক আস-সানআনী, আল-আমালী ফী আসারিস সাহাবা পৃ. ৫২।
১১৭৯. তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর পৃ. ৩৯১।
১১৮০. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩৩/১৬৭।
১১৮১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৪৩।

বর্ণনা করেছেন যার কোন মুতাবি নেই। সুতরাং তার দুর্বলতার কারণে তার সংযোজনকৃত বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্য।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ হতে 'নাভীর নিচে'-এর কথাটি প্রমাণিত নেই। এজন্য ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ –

'নাভীর নিচে হাত বাঁধার কথা আলী, আবূ হুরায়রা এবং ইবরাহীম নাখাঈ হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এ কথাটি তাদের থেকে প্রমাণিত নেই।[১১৮২]

মনে রাখতে হবে, ইবরাহীম নাখাঈর হাত ছেড়ে নামায পড়াও বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রমাণিত নেই। হাদীসটি নিম্নরূপ-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ–

'হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখাঈ হতে বর্ণিত আছে যে, উভয়েই নামাযে হাত ছেড়ে দিয়ে সালাত আদায় করতেন'।[১১৮৩]

তাহকীক : এই সনদে হুশাইম ও মুগীরার আনআনাহ রয়েছে। আর এ দুজনই মুদাল্লিস রাবী। সুতরাং এ বর্ণনাটিও প্রমাণিত নেই।

(২) তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের রহিমাহুল্লাহর-উক্তি

উপরোক্ত আসারের বিপরীতে তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের রহিমাহুল্লাহ হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি নাভীর উপরে হাত বাঁধার কথা বলেছেন। যেমন ইমাম আব্দুর রাযযাক রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১১ হি.) বলেছেন,

---

১১৮২. আত-তামহীদ ২০/৭৫।

১১৮৩. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৪৪।

أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأنا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَيْنَ مَوْضِعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: فَوْقَ السُّرَّةِ –

'সাঈদ বিন জুবাইরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নামাযে কোথায় হাত বাঁধব? তিনি বললেন, নাভীর নিচে'।[১১৮৪]

ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'সাঈদ বিন যুবাইরের সনদে ইবনু জুরাইজ রহিমাহুল্লাহ এবং আবুয যুবায়ের রহিমাহুল্লাহ নামক দুজন মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন'।[১১৮৫]

আরয রইল, ইমাম ইবনু জুরাইজ এখানে সামার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং তাদলীসের অভিযোগটি বেকার। আর আবুয যুবায়ের বলেছেন, আতা আমাকে বলেছেন। অর্থাৎ আবুয যুবায়েরও সামার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং তার উপর কৃত তাদলীসের অভিযোগও অনর্থক। আশরাফী সাহেব! আপনি কি এতটুকুও জানেন না যে, মুদাল্লিস রাবী যখন সামার বিষয়টি পরিষ্কার করে বলে দেন তখন তার আনআনার উপর অভিযোগ করা যায় না?

সারকথা এই যে, তাবেঈদের কথা হুজ্জত নয়। বিশেষত যখন তা হাদীস ও আসারে সাহাবার বিপরীত হয়। এ ব্যতীত এ প্রসঙ্গে তাবেঈদের একাধিক উক্তি রয়েছে। তাবেঈ সাঈদ বিন জুবাইর হতে নাভীর উপর হাত বাঁধা বর্ণিত আছে। আর আবূ মিজলায হতে নাভীর নিচে হাত বাঁধা বর্ণিত আছে। কিন্তু তাদের থেকেই আবার এর উল্টোটাও বর্ণিত আছে। আর ইবরাহীম নাখাঈ হতে বর্ণিত কোন উক্তির-ই সনদ সহীহ নয়।

১১৮৪. আব্দুর রাযযাক সনআনী, আল-আমালী ফী আসারিস সাহাবা পৃ. ৫২; ফাওয়ায়েদ ইবনু মান্দাহ ২/২৩৪, সনদ সহীহ।

১১৮৫. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৫৮।

ইমাম চতুষ্টয়ের উক্তি

(১) ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য হতে কেবল ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ হতেই একটি উক্তি বর্ণিত আছে। আর তা এই যে, নাভীর নিচে হাত বাঁধতে হবে। এর বিপরীতে অবশিষ্ট তিনজন ইমাম হতে এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত আছে। যার মধ্যে একটি উক্তির মধ্যে বুকে হাত বাঁধাও বর্ণিত আছে।

(২) ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ হতে হাত ছাড়ার কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে নামায আদায় করা। কিন্তু অন্য মালেকীগণ ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ্র প্রতি এই নিসবতকে ভুল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ্র সহীহ উক্তি হিসেবে এটাই তারা নির্দেশ করেছেন যে, তিনিও হাত বাঁধার পক্ষে মত দিয়েছেন।[১১৮৬]

এ প্রসঙ্গে একটি দলীল এটা দেয়া হয়েছে যে, তিনি মুওয়াত্তায় সাহল বিন সাদ আস-সায়িদীর হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেখানে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আরয রইল যে, সাহল বিন সাদ আস-সায়িদী (রা)-এর এই হাদীস দ্বারা বুকের উপর হাত বাঁধা প্রমাণিত হয়। যেমনটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং যদি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসকে গ্রহণ করেন তাহলে এই হাদীসের আলোকে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ্র উক্তিও বুকের উপর হাত বাঁধারই হবে। আর আহনাফরা বলেন যে, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ মুওয়াত্তা গ্রন্থে যে হাদীস আনতেন তা তার মাযহাব হয়ে থাকে এবং তিনি তার উপর আমল করেন। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের টিকায় রয়েছে, 'ইমাম মালেকের এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি মুওয়াত্তা গ্রন্থে যে হাদীস বর্ণনা করতেন তা তার মাযহাব হত। আর তিনি এর উপর আমল করতেন'।[১১৮৭]

১১৮৬. দেখুন 'হাইয়াতুন নাসিক' গ্রন্থ।

১১৮৭. হাশিয়া হিদায়া পৃ. ৩১২।

এছাড়াও ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ হতে 'বুকের নিচের' উক্তিও বর্ণিত আছে।[১১৮৮]

(৩) ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ হতে স্পষ্টভাবে বুকে হাত বাঁধার উক্তি বর্ণিত আছে।-

'ইমাম শাফেঈর মাযহাব এটাই যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকে রাখতে হবে। কেননা ইবনু খুযায়মাহ তার সহীহ গ্রন্থে ওয়ায়েল বিন হুজর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নামায পড়তে দেখেছি। সেসময় তিনি স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকে রেখেছিলেন'।[১১৮৯]

আরও চিন্তা করুন! ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তির উপর দলীলস্বরূপ ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও বুকে হাত বাঁধার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও আহনাফের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতেও সম্পূর্ণ স্পষ্ট বিবরণের সাথে বুকের উপর হাত বাঁধার উক্তি ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি মানসূব করা হয়েছে।[১১৯০]

* আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আর ইমাম শাফেঈর মতে, নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে'।[১১৯১]

* আকমালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ বাবারতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৮৬ হি.) লিখেছেন, 'শাফেঈদের কাছে উত্তম এটাই যে, নামাযী উভয় হাত বুকের উপর রাখবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} 'তুমি তোমার

১১৮৮. ফাতহুল গফূর পৃ. ৯১।
১১৮৯. শারহু মুখতাসার আত-তাবরীযী আলা মাযহাব ইমাম শাফেঈ পৃ. ৯২।
১১৯০. হিদায়া শরহে বিদায়াতুল মুবতাদী ১/৪৯।
১১৯১. উমদাতুল কারী ৫/২৭৯।

রবের জন্য সালাত পড় ও নহর কর'। মুফাসসিরগণ বলেছেন, এর দ্বারা ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন বুঝানো হয়েছে।[১১৯২]

* আব্দুশ শাকূর লাখনোবী হানাফী লিখেছেন, 'এ মাসলাতেও ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বিরোধীতা করেছেন। তার মতে পুরুষেরাও বুকের উপর হাত বাঁধবে'।[১১৯৩]

কিছু মানুষ ইমাম শাফেঈ হতে বুকের নিচে-এর উক্তি নকল করেছেন। আরয রইল যে, ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ হতে বুকের উপর কথাটি স্পষ্টভাবে আসার পর বুকের নিচে-এর মর্ম এটাই হবে যে, তাকে সীনার উপরিভাগের অংশ ধরে নিয়ে বলতে হবে যে, এর নিচে হাত রাখতে হবে। এ অবস্থায় নিচের অংশটিও বুক হিসেবেই গণ্য হবে। সুতরাং উভয়ে উক্তির মাঝে কোন তাআরুয নেই।

* শায়েখ হাশেম ঠাঠবী হানাফী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আর বুকের নিচে এবং বুকের উপর-এর ইখতিলাফ সম্পর্কে পরবর্তী কিছু শাফেঈ ইমাম যেমন -মুহাল্লা শারহুল মিনহাজ গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার মাক্কী শারগুল আবাব গ্রন্থে এ জবাব প্রদান করেছেন যে, শাফেঈদের উক্তি বুকের নিচে-বাক্যে সদর দ্বারা বুকের উপর ও নিচের উভয় অংশ বুঝানো হয়। আর ওয়ায়েল (রা)-এর যে হাদীসে বুকের উপর শব্দাবলী রয়েছে। যদ্বারা বুকের নিচের অংশ বুঝানো হয়েছে'।[১১৯৪]

আরয রইল, এর সমর্থন সাহল বিন সাদ (রা)-এর যিরা সংক্রান্ত এবং ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর তালু, কব্জি ও বাহু সংক্রান্ত হাদীস থেকেও হয়। কেননা এ সকল হাদীসের আমল দ্বারা হাত বুকের নিচের অংশেই থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, আহনাফের মাসলাক এই যে, নারীরা সালাতে বুকে হাত বাঁধবে। কিন্তু তারা এটা বলার জন্য বুকের উপর শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। যেমন আহনাফের প্রসিদ্ধ 'আল-বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে আছে,

فانها تضع علي صدرها

১১৯২. আল-ইনায়া হাশিয়া হিদায়া ১/২০১।

১১৯৩. ইলমুল ফিকহ-এর টিকা পৃ. ২১০।

১১৯৪. দিরহামুস সুর্রা পৃ. ৪৭।

'তারা বুকের উপর হাত বাঁধবে'।[১১৯৫]

অনুরূপভাবে আহনাফের আরেকটি গ্রন্থে আছে, 'পুরুষেরা তাকবীর বলার পর ডান হাত বাম হতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করবে। আর নারীরা বুকের উপর রাখবে'।[১১৯৬]

আবার কোথাও 'বুকের নিচে' শব্দাবলী রয়েছে। যেমন হানাফী ফিকহের মাজমাউল বিহার নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, 'শাফেঈদের কাছে নামাযী বুকের নিচে হাত রাখবে। যেভাবে আমাদের নারীগণ রাখেন'।[১১৯৭]

এ কিতাবে হানাফী নারীদের জন্য নামাযে বুকের নিচে হাত বাঁধার আমল নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে উপরোল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে হানাফী নারীদের জন্য নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার আমল নির্দেশ করা হয়েছে। প্রশ্ন এই যে, এ দুটি কথা কি ভিন্ন ভিন্ন? যদি না হয় –বরং অর্থগত দিক দিয়ে এ দুটি কথা একই– তাহলে ঠিক অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ হতে বর্ণিত বুকের উপর ও বুকের নিচে– শব্দাবলীর অর্থও একই। যেমনটা পূর্বে স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে এ প্রসঙ্গে ব্যাপকতার বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ যেখানেই হাত রাখা হোক না কেন সবই জায়েয। কিন্তু নাভীর উপর হাত বাঁধাই তার নিজস্ব আমল ছিল। যেমনটা তার পুত্র ইমাম আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে,

رَأَيْت ابي اذا صلى وضع يَدَيْهِ احدهما على الاخرى فَوق السُّرَّة–

'আমি আমার বাবাকে দেখেছি, যখন তিনি নামায পড়তেন তখন তিনি হাত দুটি একটি অপরের উপর রেখে নাভীর উপরে রাখতেন'।[১১৯৮]

১১৯৫. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩২০।

১১৯৬. তুহফাতুল মুলূক পৃ. ৬৯।

১১৯৭. মাজমাউল আনহার ১/৯৩।

১১৯৮. মাসায়েলে আহমাদ, আব্দুল্লাহর বর্ণনা পৃ. ৭২ তাহকীক : যুহাইর।

কিন্তু ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতেই কিছু মানুষ এটা বর্ণনা করেন যে, তিনি নামাযে বুকে হাত বাঁধাকে মাকরূহ মনে করতেন। কেননা হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তাকফীর' করতে নিষেধ করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন,

قال في رواية المزني : "أسفل السرة بقليل ويكره أن يجعلهما على الصدر " وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر–

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ মুযানীর বর্ণনা মোতাবেক বলেছেন যে, 'নাভীর কিছুটা নিচে হাত রাখতে হবে। আর ইমাম আহমাদ বুকে হাত বাঁধাকে অপছন্দ করতেন। কেননা আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে তিনি তাকফীর করতে নিষেধ করেছেন। তাকফীর হল বুকের উপর হাত বাঁধা'।[১১৯৯]

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্র পক্ষ থেকে অপছন্দ করার কারণ হিসেবে এটা বলা হয়েছে যে, 'হাদীসে তাকফীর করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তাকফীরের অর্থ হল, 'বুকের উপর হাত বাধা'।

এর জবাবে নিবেদন রইল যে-

প্রথমত : যে হাদীসের ভিত্তিতে এ কথাটি বলা হয়ে থাকে তা প্রমাণিত নয়। সুতরাং মূল হাদীসটি প্রমাণিত না হওয়ার কারণে এর দ্বারা গৃহীত দলীলও অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত : যদি এ হাদীসটিকে প্রমাণিতও মেনে নেয়া হয়, তাহলেও এতে এ কথাটির স্পষ্ট বিবরণ নেই যে, এটা নামাযের অবস্থায় এবং আল্লাহ্র জন্যও নিষিদ্ধ। যেমন কিছু বিষয় নামাযের বাইরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু নামাযের মধ্যে জায়েয। যেমন নামাযের বাইরে

১১৯৯. ইবনুল কাইয়িম বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ৩/৬০১; আরো দেখুন : মাসায়েলে আহমাদ আবূ দাঊদ সিজিস্তানীর বর্ণনা পৃ. ৪৮।

কাউকে তাযীমী কিয়াম (সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকা) করা জায়েয নেই। কিন্তু নামাযের অভ্যন্তরে আল্লাহ্‌র জন্য তাযীমী কিয়াম করা জায়েয। বরং এটি নামাযের অন্যতম একটি ফরয বিধান।

তৃতীয়ত : তাকফীরের অর্থ শুধু বুকের উপর হাত বাঁধা নয়। বরং বুকের উপর হাত বেঁধে কোন কিছুর জন্য নত হওয়াকে তাকফীর বলা হয়। যেমন 'আল-মুজামুল ওয়াসীত' গ্রন্থে আছে, 'তিনি তার নেতার জন্য তাকফীর করলেন। অর্থাৎ তার সম্মানে স্বীয় হাতকে বুকের উপর রেখে নিজের মাথাকে রুকূর ন্যায় অবনত করলেন'।[১২০০]

নামাযে বুকের উপর হাত বাধার সময় নামাযী ব্যক্তি এ অবস্থায় থাকেন না। উপরন্তু নামাযের মধ্যে এই আমলটি (বুকে হাত বাধার আমল) গাইরুল্লাহ্‌র জন্যও করা হয় না।

উক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, তাকফীরের নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত হাদীসটি প্রথমত প্রমাণিত নেই। উপরন্তু নামাযের সাথেও এর কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং এর ভিত্তিতে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র নামাযে বুকের উপর হাত বাধাকে মাকরূহ আখ্যা দেয়া শ্রুত নয় (ইমাম আহমাদ হতে এমনটা শ্রবণ করা হয়নি)।

বরং সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইমাম আহমাদও পরবর্তীতে এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিয়েছিলেন এবং বুকের উপর হাত বাঁধার প্রবক্তা হয়ে গিয়েছিলেন। যেমনটা শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত হানাফী সিন্ধী ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতেও বুকের উপর হাত বাধার মতামত উদ্ধৃত করেছেন।[১২০১]

অনুরূপভাবে আল্লামা রুশদুল্লাহ রাশেদী রহিমাহুল্লাহ্‌র কথানুসারে শায়েখ আব্দুল হক দেহলবী রহিমাহুল্লাহ্‌ও 'শারহু সিফরিস সাআদাহ' গ্রন্থে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে বুকের উপর হাত বাধার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।[১২০২]

১২০০. আল-মুজামুল ওয়াসীত ২/৭৯১ ৭৯২।

১২০১. ফাতহুল গফূর পৃ. ১৪; নুসখায়ে মাকতাবা মিশকাত আল-ইসলামিয়া।

১২০২. দারজুদ দুরার ফী ওয়াযিল আইদী আলাস সদর পৃ. ১৪।

এছাড়াও এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। যেখানে বুকের উপর হাত বাধার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।[১২০৩]

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে এ উক্তিটি বর্ণনা করে সহীহ ইবনু খুযায়ামার হাদীসটির মধ্যে থাকা মুআম্মালের এককভাবে বর্ণনা করার বিষয়ে সমালোচনা করেছেন।

এর জবাব আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১২০৪] তাছাড়াও স্বয়ং ইবনুল কাইয়েম তার আরেকটি গ্রন্থে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের তরীকা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে আঁকড়ে ধরে জোড়ার উপর রেখে বুকের উপর রাখতেন’।[১২০৫]

এর দ্বারাও প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে এ কথাটি প্রমাণিত যে, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধতেন।

একটি অভিযোগের জবাব

কিছু মানুষ বলেন যে, বুকের উপর হাত বাঁধার উক্তি কোন আলেম হতে প্রমাণিত নেই। এজন্য এমন কথা বলার অর্থ হল নতুন বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা।

বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে–

প্রথমত : আল্লাহ তাআলা ফকীহদের উক্তি ও ফতওয়াকে হেফাযত করার দায়িত্ব নেন নি। বরং আল্লাহ তাআলা কেবল কিতাব ও সুন্নতের হেফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

১২০৩. এ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।

১২০৪. এ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।

১২০৫. আস-সালাতু ওয়া হুকমু তারিকিহা পৃ. ১৬০।

لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة وإنما تعهد بحفظهما فقط كما قال : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو لم نعلم-

'আল্লাহ তাআলা এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি যে, কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমলকারী প্রতিটি আলেমের নামকে তিনি সংরক্ষণ করবেন। বরং তিনি কেবল কিতাব ও সুন্নতকে হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমি যিকর নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব। সুতরাং যে কোন প্রমাণিত নসের উপর আমল করা ওয়াজিব। এই প্রমাণিত নসের প্রবক্তা কিংবা আমলকারীদেরকে জানা যাক বা না যাক'।[১২০৬]

সুতরাং এ দাবী করাই যেতে পারে না যে, পুরো দুনিয়াতে এ কথাটি কারো নয়। অর্থাৎ কোন ইমাম এমনটি বলেন নি।

দ্বিতীয়ত : কথার কথা যদি মেনে নেই যে, কেউই এর উপর আমল করে নি তাহলেও কোন ব্যক্তির আমল না থাকার কারণে রাসূলের প্রমাণিত সুন্নাতকে বর্জন করা যাবে না।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'হাদীস {যা প্রমাণিত} তার উপর তাৎক্ষিণকভাবে আমলা করা জরুরী। যদিও পূর্বের কোন ইমাম সে হাদীস মোতাবেক আমল না করে থাকে'।[১২০৭]

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যখন সুন্নত প্রমাণিত হয়ে যায় তখন তা কিছু মানুষ কিংবা অধিকাংশ লোক বর্জন করার কারণে ছাড়া যাবে না'।[১২০৮]

তৃতীয়ত : এ কথাটি ভুল যে, আলেমদের মধ্য হতে কেউ এর পক্ষে কথা বলেন নি। বরং এ উক্তি সাহাবী হতেও প্রমাণিত আছে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) ও আলী (রা)-এর তাফসীরে বুকের উপর হাত বাঁধার তাফসীর

১২০৬. আদাবুয যিফাফ পৃ. ২৬৭।
১২০৭. শাফেঈ, আর-রিসালাহ পৃ. ৪২৩।
১২০৮. শরহে নববী আলা সহীহ মুসলিম ৮/৫৬।

করেছেন। সুতরাং প্রকাশ থাকে যে, ঐ দুজন সাহাবীও বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বলেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবও সাহাবা হতে এর পক্ষে প্রমাণ রয়েছে মর্মে স্বীকার করেছেন।

এছাড়াও পূর্বের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা নির্দেশ করে এসেছি যে, ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ হতেও এ উক্তিটি বর্ণিত আছে। কিছু বর্ণনা মোতাবেক ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতেও এটি বর্ণিত আছে। আর মর্মগতভাবে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ হতেও এ উক্তি বর্ণিত আছে। এ ব্যতীত ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সুনান গ্রন্থে বুকে হাত বাঁধার অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ

'নামাযে উভয় হাতকে বুকের উপর রাখা সুন্নাত-এর অনুচ্ছেদ'।

এজন্য এ বলা সঠিক নয় যে, আহলে ইলমদের মধ্য হতে কেউই বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বলেন নি।[১২০৯]

চতুর্থত : নতুন বিষয় আবিষ্কার করা নিষেধ মর্মে আলেমগণ যা বলেছেন তার দ্বারা তারা গায়ের মানসূস বিষয়ের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতে গিয়ে নতুন মতকে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু বুকের উপর হাত বাঁধা ইজতিহাদী বিষয় নয়। বরং এ সম্পর্কে সরীহ নস বিদ্যমান। যার সম্মুখে ইজতিহাদের কোনই অবকাশ নেই। সুতরাং বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে বলা কোন ফতওয়াবাজী কিংবা ইজতিহাদী বিষয় নয়। বরং সরীহ নসের পরিপূর্ণ আনুগত্য। আর সরীহ নস এসে যাবার পর সেটি গ্রহণ করা ও তার উপর আমল করার জন্য এর অপেক্ষায় থাকা যাবে না যে, উম্মতের মধ্য হতে কেউ বিষয়টির উপর আমল করেছেন নাকি করেন নি। কেননা নবী মুকার্রম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য প্রতিটি উম্মতের উপর আবশ্যক।

১২০৯. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৪৬।

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল

হানাফীরা স্বীয় মতের পক্ষে আকলী দলীলও প্রদান করে থাকেন। অথচ সরীহ নসের বিদ্যমান থাকার পরও আকল ও মানতিক ব্যবহার করার কোন অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় মৌলিকভাবেই আকলী দলীল সমূহের উপর আলোচনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কিন্তু যেহেতু হানাফীদের পক্ষ থেকে পেশকৃত আকলী দলীল খুবই অদ্ভূত ও বিরল হয়ে থাকে {বরং অত্যন্ত হাস্যকর হয়ে থাকে}, এজন্য পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা সেগুলির পর্যালোচনাও পেশ করছি।

* যেমন নাভীর নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে হানাফীদের আকলী দলীলগুলি লক্ষ্য করুন।-

(১) 'নাভীর নিচে হাত বাঁধা লজ্জাস্থান আবৃত করার ও লুঙ্গিকে হেফাযত রাখার অধিক উত্তম উপায়। এভাবে হাত বাঁধার সাথে সাথে সতরের সংরক্ষণও হয়ে যায়'।[১২১০]

আরয রইল, সম্ভবত এমন কোন বিবেকবান মানুষ পাওয়া যাবে না যিনি এই যুক্তির সামনে নিজের বিবেকের উপর মাতম করবে না। পোষাকের মূল উদ্দেশ্যই হল লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা। এমন কোন আহাম্মক রয়েছে কি? যে নামাযের মত পবিত্র ইবাদতের মধ্যে লজ্জাস্থান হেফাযতের পরোয়া না করে সালাতে এসে কাপড় খুলে যাওয়ার আশঙ্কা করে। সারাদিনের দৌড়-ঝাপ ও ভারী ভারী কাজে তো লুঙ্গি খোলার কোন ভয় থাকে না। তাহলে নামাযের মত অত্যন্ত শান্ত ইবাদতের মধ্যে লুঙ্গি খুলে যাবার আশঙ্কা কোন বিবেক ও যুক্তির আলোকে হচ্ছে তা প্রতীয়মান নয়।

১২১০. দিরহামুস সুর্রাহ পৃ. ৪৮।

মজার বিষয় এই যে, হানাফীরা নারীদের সতরকে এই অতীব উত্তম উপায় হতে মাহরূম করে রেখেছেন। তাদের জন্য এই বৈধতা রাখা হয়েছে যে, তারা বুকে হাত বাঁধবে। কি আশ্চর্য!!

প্রশ্ন এই যে, নারীদের কি সতর ও পোষাক সামলানোর দরকার নেই? বরং নারীদেরকে তো আরও বেশী এর উপর আমল করা জরুরী।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

প্রকাশ থাকে যে, নারীরা নাভীর নিচে হাত বাঁধবে এবং পুরুষরা নাভীর নিচে হাত রাখবে মর্মে হানাফীরা যে পার্থক্য করেছেন তার পক্ষে কোন দলীল নেই। কিছু মানুষ মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে তাবারানীর একটি হাদীসের বরাত দিয়ে প্রতারণা করেন যে, এখানে নারীদের বুকে হাত বাঁধার দলীল রয়েছে। আরয রইল যে, মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থের হাদীসটির ভাষ্য এই যে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.

قُلْتُ : لَهُ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مَنَاقِبِ وَائِلٍ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ حُجْرٍ، عَنْ عَمَّتِهَا أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘হে ওয়ায়েল বিন হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন স্বীয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করবে। আর নারীরা স্বীয় হাত বুক পর্যন্ত উঠাবে’।

আমি (ইমাম হায়সামী) বলছি, সহীহ ও অন্যান্য গ্রন্থেও রফউল ইদাইন সম্পর্কে এ হাদীসটি ব্যতীত তার হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এটি ইমাম তাবারানী ওয়ায়েল বিন হুজরের মানাকিব-এ একটি দীর্ঘ হাদীসে মায়মূনা বিনতে হুজর, তিনি তার চাচা উম্মে ইয়াহইয়া বিন আব্দুল জাব্বার-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আমি

উম্মে ইয়াহইয়া সম্পর্কে অবগত হতে পারি নি। সনদের বাকী রাবীগণ সিকাহ্'।[১২১১]

এ বর্ণনাকে ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ রফউল ইদাইনের অনুচ্ছেদে পেশ করেছেন। আর শেষে তিনি বলেছেন, 'রফউল ইদাইনের ব্যাপারে এ হাদীস ব্যতীতও তার বর্ণিত হাদীস রয়েছে'।[১২১২]

প্রতীয়মান হল, রফউল ইদাইনের সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক রয়েছে। হাত বাঁধার সাথে নয়। ইমাম হায়সামী ব্যতীত অন্য ইমামগণও একে রফউল ইদাইনের সাথে সম্পৃক্ত বলেছেন।

বরং সমগ্র বিশ্বের একজন আলেমও এ হাদীসকে হাত বাঁধা সম্পর্কে মনে করেন নি।

যদি কথার কথা, এ হাদীসের সম্পর্ক নামাযে হাত বাঁধার সাথেই হয়ে থাকে; তাহলে এ হাদীসের শুরুর দিকের অংশটির উপর লক্ষ্য করা যাক। তা এই যে, 'যখন তুমি সালাত আদায় করবে তখন তোমার হাত কান বরাবর উত্তোলন করবে'। এ বাক্যটি যে ইবারতে রয়েছে ঠিক একই ইবারতের পরেই সামনের বাক্যটি রয়েছে। এখন যদি সামনের বাক্যটি হাত বাঁধা সম্পর্কে হয় তাহলে প্রথমটির সম্পর্কও হাত বাঁধার সম্পর্কেই হতে হবে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে হানাফী পুরুষদেরকে আহলে হাদীস ভাইদের চেয়েও দু কদম বেশী অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ নামাযে বুক থেকে যথেষ্ট উপরে কান বরাবর উভয় হাত ঝুলিয়ে দিতে হবে!!

মজার বিষয় এই যে, একজন হানাফী আলেমও এ হাদীসকে রফউল ইদাইনের সাথে সম্পর্কে বলে মেনে নিয়েছেন। আর এরই ভিত্তিতে তিনি নারী-পুরুষের নামাযে এই পার্থক্য নির্দেশ করেছেন যে, রফউল ইদাইনের তরীকা উভয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন।[১২১৩]

১২১১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৩।

১২১২. আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৬৩।

১২১৩. মাওলানা আব্দুর রঊফ সাখরূবী, খাওয়াতীন কা তারীকায়ে নামায পৃ. ৩৭।

প্রকাশ থাকে যে, এ বর্ণনাটি হাত বাঁধার সাথে অপ্রাসঙ্গিক হবার সাথে সাথে যঈফও। যেমনটা খোদ ইমাম হায়সামী ইশারা করেছেন।[১২১৪]

কিছু মানুষ নারীদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে এই দলীল দেন যে, বুকে হাত বাঁধার ক্ষেত্রে ইজমা আছে। অথচ এটি একেবারেই ভুল দাবী। বরং অত্যন্ত অদ্ভুতও বটে। কেননা মালেকী মাযহাবের একটি জামাআত হাত ছেড়ে দিয়ে সালাত আদায় করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের মতে, তাদের নারীরাও হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়বে। এই একটি কথা দ্বারা ইজমার দাবী বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায়।

এ ছাড়াও আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আওয আল-জাযীরী লিখেছেন,

الحنابلة قالوا: السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلها تحت سرته.

‘হাম্বলীরা বলেন যে, পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য সুন্নত এই যে, ডান হাতের তালু বাম হাতের (তালু বরাবর) পিঠের উপর স্থাপন করে নাভীর নিচে রাখবে’।[১২১৫]

প্রতীয়মান হল, নারীদের বুকে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে ইজমার দাবীটি প্রত্যাখ্যাত। মূলত আহনাফদের কাছে নারী-পুরুষের সালাতের পার্থক্য বিষয়ক কোন দলীল-ই নেই। না সহীহ, না যঈফ আর না মাওযূ। এজন্য এ হযরতগণ নাম সর্বস্ব ইজমার বরাত দিয়ে লোকদেরকে সন্তুষ্ট রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। মুকাল্লিদরা এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু হকের অনুসন্ধানকারীদের কাছে এ জাতীয় অনর্থক কথার কোনই মূল্য নেই।

বিনোদন

যুক্তি-১ : কিছু হানাফী আলেম বলেন, ‘পুরুষ নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধলে নারীদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন আবশ্যক হয়ে যাবে’।

১২১৪. যঈফা হা/৫৫০০।

১২১৫. আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২২৭।

আরয রইল-

প্রথমত : বুকের উপর হাত বাঁধার প্রমাণ পুরুষদের সম্পর্কেই বলা হয়। আর নারীরা এ হুকুমের অনুগামী। এমতাবস্থায় যদি সাদৃশ্য দুর করা উদ্দেশ্য হত তাহলে হানাফীদের উচিত ছিল পুরুষদেরকে বুকের উপর হাত বাঁধতে বলা। এবং নারীদেরকে তাদের অনুসারী হওয়া থেকে দুরে রাখা। আর তাদেরকে এটা বলা উচিত ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের বিপরীতে নাভীর নিচে হাত বাঁধে।

দ্বিতীয়ত : নারীদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বিরত থাকার মানে এই নয় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের বিরোধীতা করতে হবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, ঐসব বিষয়ে নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না যেগুলি পুরুষদের সাথে খাস করা হয়েছে।

যুক্তি-২ : হানাফীরা আকলী দলীল হিসেবে এটাও দিয়ে থাকেন যে, নাভীর নিচে হাত বাঁধা নম্রতা ও সম্মানের আলামত।[১২১৬]

আরয রইল, পুরো দুনিয়াতে কোথাও এই অবস্থানকে সম্মানের আলামত বলা হয় নি। বরং একে বেআদবী মনে করা হয়। এর বিপরীতে বুকে হাত বাঁধাকে অবশ্যই সম্মানের একটি পদ্ধতি গণ্য করা হয়। যেমনটা অভিধানের গ্রন্থে রয়েছে। যেমন আল-মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে রয়েছে যে,

(كفر) لسَيِّده انحنى وَوضع يَده على صَدره وطأطأ رَأسه كالركوع تَعْظِيمًا لَهُ–

'সে তার মনীবকে সম্মান করল। অর্থাৎ তার সম্মানে স্বীয় হাত বুকে রেখে মাথা অবনত করে ঝুঁকিয়েছে'।[১২১৭]

উপরন্তু এখানেও এ প্রশ্ন উঠে যে, যদি নাভীর নিচে হাত বাঁধাই সম্মানের প্রতীক হয় তাহলে হানাফী নারীরা বুকে হাত বেঁধে এই সম্মান করার পদ্ধতি বাতিল করছে কেন?

১২১৬. দিরহামুস সুর্রা পৃ. ৪৫।

১২১৭. আল-মুজামুল ওয়াসীত ২/৭৯১, ৭৯২।

যুক্তি-৩ : কিছু মানুষ বলেন যে, বুঁকে হাত বাধা আহলে কিতাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আরয রইল যে, আহলে কিতাব একে অপরের সম্মানে বুকে হাত রেখে মাথা নত করে। আর আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে গিয়ে নামাযের ভিতরে বুকে হাত রেখে কিয়াম করে থাকি। এখানে উভয়ের মাঝে মিল কোথায়?

এছাড়াও যে বস্তু কিতাব ও সুন্নাহ হতে প্রমাণিত হবে সেটি আহলে কিতাবের লোকেরা করে থাকলেও তার বিরোধীতা করা যাবে না। যেমন আহলে কিতাবরাও ডান হাত দিয়ে খাবার গ্রহণ করে। তাহলে কি আমরা তাদের বিরোধীতায় বাম হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করব?

উপরন্তু এখানেও ঐ একই প্রশ্ন আসে যে, যদি বুকে হাত বাধা আহলে কিতাবের সাথে সাদৃশ্য হয়ে থাকে তাহলে হানাফী নারীরা কেন নামাযে বুকের উপর হাত বেধে আহলে কিতাবদের তাকলীদ করে?

দুআ রইল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে আকলে সালীম তথা খাটি বিবেক দান করেন। এবং কিতাব ও সুন্নতের আনুগত্য করার তওফী দান করেন। আমীন।[১২১৮]

আবুল ফাওযান কিফায়াতুল্লাহ আস-সানাবিলী

১৮/৮/২০১৪ ইং

১২১৮. **অনুবাদ সমাপ্ত :** ১৫/৬/২০২১ রোজ বিকাল ৫ : ১০, মিস্ত্রিপাড়া, মামা স্কুল, সৈয়দপুর, নীলফামারী। **সম্পাদনা শেষ :** ৩১/১/২০২২ রাত ১ : ৪০। আন্ধারমুহা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

পরিশিষ্ট

‘মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ’-এর মধ্যে বিকৃতি

মূল : আল্লামা, মুহাদ্দিসুল আসর

আবুল বদর মাওলানা ইরশাদুল হক আসারী

অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামার দুঃসাহস

‘মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ’ গ্রন্থে হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর-এর সালাতে হাত বাঁধার হাদীসটি নিয়ে নিয়ে দীর্ঘ দিন যাবত আলোচনার বিষয় বস্তু বনে গিয়েছে যে, এতে تحت السرة ‘নাভীর নিচে’ শব্দাবলী আছে নাকি নেই? ‘আল-মুসান্নাফ’ গ্রন্থটির প্রথম ভলিউম সর্ব প্রথম হিন্দুস্তানের ‘মাওলানা আবুল কালাম একাডেমী হায়দারাবাদ’ থেকে ১৩৮২ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৬ ইং সনে প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথম খন্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটি রয়েছে। কিন্তু এতে تحت السرة ‘নাভীর নিচে’ শব্দাবলী নেই। এর ফটোকপি দ্বিতীয় দফায় ‘আদ-দারুস সালাফিইয়া বোম্বাই’ হতে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু এতেও تحت السرة

শব্দগুলি নেই। কিন্তু এই একই নুসখাটিকে যখন 'ইদারাতুল কুরআন করাচী' -এর পরিচালকগণ প্রকাশ করলেন তখন তারা এতে মোটা অক্ষরে 'تحت السرة' (নাভীর নিচে) শব্দ দুটি সংযোজন করে দিয়েছেন। যা প্রতিটি মানুষ স্বচক্ষে দেখতে সক্ষম হবেন।

এরপর 'তাইয়েব একাডেমী মুলতান' এবং 'মাকতাবাহ ইমদাদিয়া মুলতান' -এর পরিচালকগণ উস্তাদ 'সাঈদ আল-লাহ্‌হাম' -এর তাহকীক সহ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ প্রকাশ করেন। তারাও নিজেদের পক্ষ হতে 'নাভীর নিচে' (শব্দদ্বয়) সংযোজন করে দেন। অসততা ও বিকৃতির চূড়ান্ত দেখুন যে, উস্তাদ সাঈদ আল-লাহ্‌হামের তাহকীকে এই কপিটিই এর পূর্বে 'দারুল ফিকর বৈরূত' প্রকাশ করেছিল; কিন্তু তাতে এই সংযোজনটি আদৌ নেই। 'আরবাবে তাইয়েব একাডেমী' 'মাকতাবা রাশিদিইয়া পীরাফঝাড়া' -এর লিখিত কপি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহর আলোচ্য হাদীসের পৃষ্ঠায় যে লজ্জাজনক বিকৃতি করে তার ফটোকপি প্রকাশ করেছিল তা ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ 'অন্ধকারের উপর অন্ধকার' -এর সত্যায়ন। আল্লাহর নিকটেই অভিযোগ রইল।

সম্প্রতি ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২০০৬ ইং সনে 'মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ-এর একটি সংস্করণ শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামার তাহকীকে 'দারুল কিবলাহ মুয়াস্‌সাতু উলূমিল কুরআন' হতে প্রকাশিত হয়েছে। আর তাতেও تحت السرة 'নাভীর নিচে' -এর সংযোজন করা হয়েছে। 'ইদারাতুল কুরআন করাচী'র এই পদক্ষেপ তো সরাসরি চুরি ও বল প্রয়োগের নিকৃষ্ট উদাহরণ। কোন্ নুসখার (কপি) ভিত্তিতে তারা এই সাহস করলেন? তারা এই বিষয়টির কোনই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। 'তাইয়েব একাডেমী মুলতান' -এর অপকর্মই

তাদের মিথ্যাচারের দলীল। যেমনটি একটু আগেই আমি ইশারা করেছি। অবশ্য শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দুটি কপির উপর ভিত্তি করে تحت السرة 'নাভীর নিচে' -এর সংযোজন করেছেন। তন্মধ্যে একটি কপি 'শায়েখ মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধী'র এবং অপরটি 'শায়েখ মুহাম্মাদ মুরতাযা আয-যুবায়দী'র। যেমন এই হাদীসের (হা/৩৯৫৯, ৩/৩২০) অধীনে তিনি লিখেছেন,

تحت السرة زيادة ثابتة في ت ع كما يري القارى الكريم صورتها في مقدمة هذا المجلد-

'নাভীর নিচে' সংযোজনটি 'তা' এবং 'আইন' নুসখাদ্বয়ে প্রমাণিত। যেমনটি মুহতারাম পাঠকগণ এই খন্ডের ভূমিকাতে এই দুটি কপির ছবি অবলোক করেন' (হা/৩৯৫৯, ৩/৩২০)।

'তা' দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লামা মুহাম্মাদ মুরতাযা যুবায়দীর নুসখা এবং 'আইন' দ্বারা শায়েখ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধীর নুসখা বুঝানো হয়েছে। শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামার ইশারা মোতাবেক আমি অত্র দুটি নুসখার ছবিও দেখেছি। উক্ত দুটি নুসখার (কপির) যে পরিচিতি তিনি 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে পেশ করেছেন তাও দেখেছি। কিন্তু তার আলোচনা মোতাবেকই 'নাভীর নিচে' -এর সংযোজনটি সঠিক নয়। কেননা মরহূম শায়েখ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধীর কপি মোতাবেক খোদ শায়েখ আওয়ামা স্পষ্ট করেছেন, هي نسخة للاستئناس لا للاعتماد 'এই কপিটি সমর্থক হিসেবে গ্রহণ করেছি; নির্ভর করার জন্য নয়' (পৃ. ২৭)।

সুতরাং যখন এই নুসখাটির অনিশ্চিৎ অবস্থান তিনি নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন তখন পুণরায় এর উপর 'নির্ভর' করা মাসলাক বাঁচানোর অপকৌশল ব্যতীত

আর কি হতে পারে? এই কপিটি নির্ভরযোগ্য নয় কেন? এ ব্যপারেও তিনি স্বয়ং ইশারা দিয়েছেন যে, ليست بخطه 'এই কপিটি শায়েখ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধীর হস্ত লিখিত নয়'। বরং তিনি 'মুহসিন বিন মুহসিন আয-যিরাকী' হতে ১২২৯ হিজরীতে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। শায়েখ সিন্ধী এর ভূমিকাতে স্রেফ এর অনুচ্ছেদ সমূহের সূচি লিখেছিলেন। এই কপিটি কি আসল কপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল? আর যে মূল কপি হতে শায়েখ সিন্ধীর জন্য (নতুন) কপি নকল করা হয়েছিল সেটার নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু? এ আলোচনাটিও শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা লিখেন নি। বাহ্যত প্রতীয়মান হয়, এই ব্যপারেও গবেষণা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ এর কোন সন্ধান নেই। যা এই নুসখাটির আরো বেশী অনির্ভরযোগ্য হওয়া সমর্থিত করছে।

রইল অপর কপিটি। যা শায়েখ মুহাম্মাদ মুরতাযা আয-যুবায়দী আল-হানাফীর। যার সম্পর্কে তিনি স্বয়ং লিখেছেন, 'এতে কতিপয় স্থানে আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ্‌র টীকা রয়েছে। আর এই কপিটিই শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগার সম্মুখে ছিল। এই কপি হতেই শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগা 'আত-তারীফু ওয়াল-ইখবার বি-তাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার' গ্রন্থে এই হাদীসটিকেও বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদকে 'জাইয়েদ' বলেছেন। এই কপি সম্পর্কেও তিনি বলেছেন যে, 'এর উপর নির্ভর করা উপকারী'।

মূলত এর উপরও নির্ভর করা সুনিশ্চিৎ নয়। (বরং) নির্ভর করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এই কপিতেও ঐ ক্রটিই রয়েছে; যার প্রতি আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী 'ফাতহুল গফূর ফী ওয়াযইল আইদী আলাস সুদূর' গ্রন্থে ইশারা করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, তার বক্তব্য হল-

'নাভীর নিচে-এর সংযোজনের ক্ষেত্রে আপত্তি আছে। বরং এই সংযোজনটি ঠিক নয়। এটি ভুলবশত হয়েছে। কেননা আমি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর সহীহ নুসখাটি অধ্যয়ন করেছি। তাতে এই হাদীসটি এই শব্দে সনদসহ রয়েছে। তবে এতে 'নাভীর নিচে' শব্দাবলী নেই। এই হাদীসের পর ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি বর্ণিত রয়েছে। এই হাদীসের শব্দাবলী ইবরাহীম নাখাঈর আসারের শব্দাবলীর নিকটবর্তী। আর এর শেষে 'সালাতের মধ্যে নাভীর নিচে' শব্দাবলী রয়েছে। সম্ভবত লেখকের দৃষ্টি একস্থান (মারফূ হাদীসটি) হতে অন্য স্থানে (ইবরাহীম নাখাঈর আসারটির শেষ লাইনে) লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। ফলে 'মাওকূফ' -এর শব্দাবলী 'মারফূ' -এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর যা আমি উল্লেখ করেছি তা এটি প্রমাণ করে যে, মুসান্নাফ-এর প্রতিটি কপি এই সংযোজনের ক্ষেত্রে একমত নয়। অসংখ্য আহলুল হাদীস (মুহাদ্দিসগণ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা 'নাভীর নিচে'র শব্দাবলী উল্লেখ করেন নি। বরং আমি কাসেম (বিন কুতলূবুগা) ব্যতীত কোন আহলে ইলম তথা আলেম হতেই এই রেওয়ায়াতটি অত্র সংযোজন সহকারে শ্রবণও করি নি, (কোন নুসখায়) দেখিও নি' {ফাতহুল গফূর পৃ. ৭৭, ৭৮ (মুদ্রিত : ১৯৭৭) তাহকীক : যিয়াউর রহমান আযামী)}।

এই কথাই আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী 'দুর্রাহ ফিয-যিহার গশশ নাকদ আস-সুর্রাহ' গ্রন্থেও বলেছেন। যেমন তিনি বলেন-

'এই হাদীসটি ইবনে আবী শায়বাহ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি বর্ণনা করেছেন। উভয়ের শব্দাবলী একই রকম। তবে ইবরাহীম নাখাঈর আসারের শেষে 'নাভীর নিচে' শব্দগুলি আছে। ইবনে আবী শায়বাহর বিভিন্ন কপি রয়েছে। কতিপয় নুসখায় ইবরাহীম নাখাঈর

উপরোল্লিখিত আসারটি থাকাসত্ত্বেও হাত বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে। আর কতিপয় নুসখাতে মারফূ হাদীসের সাথে ‘নাভীর নিচে’ শব্দাবলী আছে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি ব্যতিরেকেই। এ জন্য এই সম্ভাবনা আছে যে, মারফূ হাদীসের মধ্যে সংযোজনটি কপিকারকের ভুলের কারণে হয়েছে। যার মাঝে এক ছত্রের (লাইনের) মত একটি ইবারত বাদ পড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটির শব্দাবলী মারফূ হাদীসের ভিতরে লিখিত হয়েছে’ (পৃ. ৫)।

আল্লামা সিন্ধী যে কথাগুলি বার বার বলেছেন; শায়েখ মুহাম্মাদ মুরতাযা আয-যুবায়দীর কপির অবস্থাও ঠিক অনরূপ। আর এই কপিটিই এর পূর্বে আল্লামা কাসেম বিন কুতলূবুগার নিকটে ছিল। যেমনটি শায়েখ মুহাম্মদ আওয়ামা স্পষ্ট করেছেন। এবং এই কপিতে স্রেফ মারফূ হাদীসটি রয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি এ থেকে বাদ পড়েছে। যেমনটি এই ছবি হতে সুস্পষ্ট হয় যা শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা তৃতীয় ভলিউমের সাথে প্রকাশ করেছেন। এ কারণেই যখন এখান থেকে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি বাদ রয়েছে তখন এর দ্বারা আল্লামা হায়াত সিন্ধীর কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সমর্থিত। তা হল, নকলকারী লেখকের দৃষ্টি পরিবর্তনের কারণে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটির মধ্যে ‘নাভীর নিচে’র শব্দগুলি মারফূ হাদীসের বর্ণনার সাথে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর মধ্যখানে আসারের শব্দাবলী সনদসহ বাদ পড়েছে। কিন্তু শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সেটি বড়ই হাস্যকর ও আশ্চর্যজনক। তার বক্তব্যটি হল-

‘এই ধারণা ও সন্দেহের দ্বারা আল্লাহ তাআলার ও ইসলামের দুশমনগণ খুশী হবে। যদি এই দরজা খুলে দেয়া যায় তাহলে আমাদের দীনী উৎস সমূহের

কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তা সত্ত্বেও আমরা কি করব যখন এই সব (বক্তব্য) শায়েখ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধীর নুসখার মধ্যে প্রমাণিত। যেথায় হাদীস ও আসার- উভয়টি আছে। আর উভয়টির সাথে 'নাভীর নিচে' শব্দাবলী রয়েছে (আল-মুসান্নাফ ৩/৩২১)।

আমি শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামার কাছে আবেদন করব যে, তিনি ঈমানদারীসহ বলবেন যে, পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থসমূহে লেখকদের এই প্রকারের দৃষ্টিচ্যুতির উদাহরণ কি পাওয়া যায় না? ইবারত নকল করার সময় এই প্রকারের ত্রুটি হয় না? সম্মানিত পাঠকদের পরিতুষ্টির জন্য আমি কতিপয় উদাহরণ উপস্থাপন করছি–

(১) 'মুসনাদে ইমাম আহমাদ' গ্রন্থে একটি হাদীসের সনদ ও তার মতন এইরূপ রয়েছে-

'আমাদেরকে সুলায়মান বিন দাঊদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আব্বাদ বিন মানসূর আমাদেরকে হাদীস বলেছেন ইকরিমাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে যে, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'জাম' (নামক স্থানে) -এ বিরতি দিলেন। যখন সবকিছু পরিষ্কার হল সূর্য উদয় হওয়ার আগে, তখন তিনি যাত্রা করলেন (আল-মুসনাদ হা/৩০১২, ১/৩২৭, মাতবাআহ মায়মুনিয়াহ, যা সবচেয়ে প্রাচীন মুদ্রণ; প্রকাশনায় : দারুল ইহইয়া আত-তুরাস এবং আল-মাকতাবুল ইসলামী বৈরূত)।

মুসনাদে আহমাদের তিনটি প্রকাশনীতেই এই রেওয়ায়াতটি এভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। অথচ বিষয়টি একেবারেই এর বিপরীত। সঠিক হল, এই সনদের মতন

ও এর পরের বর্ণনাটির সনদের কিছু অংশ লেখকের ভুলের জন্য বিলুপ্ত হয়েছে। আসল সনদ ও মতন এইরূপ-

'আমাদেরকে সুলায়মান বিন দাঊদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আব্বাদ বিন মানসূর আমাদেরকে হাদীস বলেছেন ইকরিমাহ হতে, তিনি (ইবনে আব্বাস হতে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ তায়বাহকে এশার সময়ে পাঠালেন। তিনি সিঙ্গা লাগালেন ও তাকে মজুরি দিলেন। আবূ দাঊদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যামআহ হতে, তিনি ইকরিমাহ হতে), তিনি ইবনে আব্বাস হতে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'জাম'-এ বিরতি দিলেন। যখন সবকছি পরিষ্কার হল সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে, তখন তিনি যাত্রা শুরু করলেন'।

'মুসনাদে আহমাদ' যা 'বায়তুল আফকার আদ-দাওলিইয়া আর-রিয়ায' হতে একটি ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে এই রেওয়ায়াতটি রয়েছে (পৃ. ২৭০)। আর মুহাক্কিক ইশারা করেছেন যে, মুদ্রিত মুসনাদে আহমাদের 'মাতবাহ মায়মুনিয়াহ' (হতে প্রকাশিত) নুসখার মধ্যে প্রথম সনদের কিছু অংশ ও তার মতন এবং দ্বিতীয় সনদের প্রথমের অংশটি লেখকের ভুলের কারণে বাদ পড়েছে। বন্ধনীতে আমরা তা স্পষ্ট করেছি। লেখকের দৃষ্টি প্রথম সনদের ইকরিমাহর পরে দ্বিতীয় সনদের ইকরিমার উপর পড়ে গিয়েছিল। আর দ্বিতীয় সনদটির মতন প্রথম সনদটির মতনের সাথে জুড়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি আল্লামাহ ইবনে জাওযী 'আত-তাহকীক' গ্রন্থে (২/৪৭৫), হাফেয ইবনে হাজার 'আতরাফুল মুসনিদ' গ্রন্থে (৩/২০০) এবং আল্লামা যায়লাঈ 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে (৪/৭৪) এভাবেই নকল করেছেন। অর্থাৎ আবূ দাঊদ 'যামআহ' হতে, তিনি ইকরিমাহ হতে। আর টীকাকার পাদটীকায় এ

বিষয়টি প্রকাশ করেছেন যে, মুসনাদে ইমাম আহমাদ গ্রন্থে (১/৩২৭) এই রেওয়ায়াতটি এই সনদে নয় বরং 'সুলায়মান বিন দাঊদ (বলেছেন), আমাদেরকে আব্বাদ বিন মানসূর হাদীস বর্ণনা করেছেন ইকরিমাহ হতে' (সনদের মাধ্যমে) আছে। তার শব্দগুলি হল- 'ইবনে আব্বাসের হাদীসটি এই সনদে আমি পাই নি। বরং তার সনদটি এইরূপ- আমাদেরকে আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আমাকে হাদীস বলেছেন আমার পিতা। (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে সুলায়মান বিন দাঊদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আব্বাদ বিন মানসূর আমাদেরকে হাদীস বলেছেন ইকরিমাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে'।

যেভাবে মুসনাদে আহমাদের মধ্যে লেখকের দৃষ্টি নীচের ছত্রে ইকরিমাহর উপর পড়ে গিয়েছিল ও মধ্যকার অংশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; (ঠিক অনুরূপভাবে) 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থের আল্লামা যুবায়দীর নুসখাতে মারফূ রেওয়ায়াতটি লিখতে গিয়ে 'সালাতের মধ্যে' (শব্দাবলী) হতে দৃষ্টি নিচের ছত্রে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটির মধ্যে 'সালাতের মধ্যে'-এর উপর পড়ে গিয়েছে। ফলে তিনি মারফূ হাদীসটির সাথে এর পরের 'নাভীর নিচে' শব্দাবলী লিখে দিয়েছেন। আর মাঝখানে ইবরাহীম নাখাঈর আসারের সনদ ও এর মতনের প্রথম অংশটি লেখকের দৃষ্টির ভুলে বিলুপ্ত হয়েছে। যদি এই সোজা-সাপ্টা বিষয়টির দ্বারা দীনের উৎস সমূহ হতে নির্ভরতা উঠে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে মুসনাদে আহমাদের উপর নির্ভর করার অর্থ কি? মুসনাদে আহমাদের মধ্যে এই একটি হাদীসই নয়; আলেমগণ খুব ভাল জানেন যে, 'মাতবা মায়মুনিইয়া' -এর মধ্যে অসংখ্য হাদীস বাদ গিয়েছে। কিন্তু কেউই নুসখার ভিন্নতার বিষয়টিকে দীনের উপর অনির্ভরতা হিসেবে অভিহিত করেন নি। শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা এই

বাস্তবতা সম্পর্কে বেখবর নন। কিন্তু মাযহাবী গোঁড়ামী এ বাস্তব সত্য গ্রহণ করতে প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করেছে।

(২) ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর 'মুসনাদ' গ্রন্থের বিষয়েই শেষ কথা নয়। বরং জামে তিরমিযীর মত বহুল প্রচলিত ও সিলেবাসভুক্ত গ্রন্থের অধিকাংশ নুসখাতে 'মানাকিবে মুআয বিন জাবাল' এবং 'যায়েদ বিন সাবেত' এবং 'উবাঈ বিন কাব' ও 'আবূ উবাঈদ রাযিআল্লাহ তাআলা আনহুমদের' অনুচ্ছেদ এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ 'কাতাদা, আনাস হতে' একটি রেওয়ায়াত 'আমার উম্মতের সবচাইতে দয়ালু হচ্ছে আবূ বকর' বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, 'আবূ কিলাবাহ আনাস হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ বিন বাশশার আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আব্দুল মাজীদ আস-সাকাফী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। (তিনি বলেছেন) খালেদ আল-হায্যা আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ কিলাবাহ হতে, তিনি আনাস বিন মালেক হতে। তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই বিন কাবকে বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন তোমাকে সূরা আল-বাইয়িনাহ পাঠ করে শুনাতে' (তিরমিযী, তুহফাহ সহ ৪/৩৪৪)।

অথচ এই রেওয়ায়াতটি অত্র সনদে আদৌ (বর্ণিত) নয়। বরং এই সনদ দ্বারা 'আমার উম্মতের সবচাইতে দয়ালু হচ্ছে আবূ বকর' (হাদীসটি) বর্ণিত। আর হাদীস 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাঈ বিন কাবকে বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন' এর সনদটি এইরূপ- 'আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন বাশশার হাদীস বলেছেন। (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন জাফর হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) শুবাহ

আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি কাতাদাকে বলতে শুনেছি, তিনি আনাস হতে বর্ণনা করেন।

লেখকের ভুলে প্রথম সনদটি নকল করতে গিয়ে পরের সনদের মধ্যে 'আনাস হতে' -এর সাথে সংযোজিত হয়েছে। আর মাঝখানে প্রথম সনদের মতন যা 'রহম করি আমার উম্মতকে' -এর শব্দাবলীর সাথে ছিল- এবং দ্বিতীয় হাদীসের সনদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লামাহ আল-মিয্যী রহিমাহুল্লাহ 'তুহফাতুল আশরাফ' (১/২৫৯, ৩২৫) গ্রন্থে এই ভুলের ব্যপারে সতর্কবাণী প্রদান করেছেন। বরং তিনি এটাও বলেছেন, 'হাফেয ইবনে আসাকিরও এই রেওয়ায়াতটিকে অনুরূপভাবে ভুল সনদে বর্ণনা করেছেন'। এছাড়াও তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, 'একটি হাদীস আরেকটি হাদীসের লিপিবদ্ধ হয়েছে'। তিরমিযীর অধিকাংশ নুসখাতে এই রেওয়ায়াতটি এভাবে আছে। অবশ্য আল্লামা ইবনুল আরাবীর ব্যাখ্যা 'আরিযাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে (১২/২০২, ২০৩) এবং ডক্টর বাশশার আওয়াদের তাহকীক-এ 'দারুল গরব আল-ইসলামী' হতে যে নুসখাটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই রেওয়ায়াতটি ঠিক সনদ ও মতনে রয়েছে (৬/১২৭, ১২৮)।

হাদীসের গ্রন্থসমূহেই নয়; রিজালের গ্রন্থসমূহেও এই প্রকারের ভুল বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে আছে- 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান হতে। তিনি বলেছেন এবং উল্লেখ করেছেন, আমাদেরকে মুনকার রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন মদপায়ী সম্পর্কে। তাকে চেনা যায় না'। এক্ষণে 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে আসল ইবারতটির মধ্যে মনোযোগ দিন। আর চিন্তা করুন যে, বাস্তবতা কি থেকে কি হয়ে গিয়েছে!

'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুআবিয়া বিন সুফিয়ান বলেছেন, 'তারপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন'। তাকে চেনা যায় না। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে, তিনি বলেছেন, 'তারপর তিনি মুনকার হাদীসটি বর্ণনা করলেন মদ্যপায়ী সম্পর্কে -যাকে চেনা যায় না' (লিসানুল মীযান ৩/৬০৩)।

আপনারা গবেষণা করেছেন যে, 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে' -এর জীবনীটুকু লেখকের ভুলে বাদ পড়ে গিয়েছে। প্রথম ছত্রে 'তারপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করলেন' হতে দ্বিতীয় ছত্রের মধ্যে লিখতে গিয়ে 'তারপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করলেন' -এর উপর নযর চলে গিয়েছে। আর এভাবেই মধ্যকার অংশটি বাদ পড়েছে। যেমনটি আমি বন্ধনীর দ্বারা সুস্পষ্ট করেছি। 'ইবনে মুআবিয়া বিন সুফিয়ান' -এটির 'মুআবিয়া বিন আবী সুফিয়ান হতে' হয়ে যাওয়া তো সাধারণ বিষয়।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে ও রিজালের পুস্তকগুলিতে এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ আমাদের দৃষ্টিতে রয়েছে। আমাদেরকে তো স্রেফ এই আবেদনটি পেশ করতে হবে যে, লেখকের এই ধরণের গাফলতী এবং লেখনীজনিত ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। উসূলে হাদীসে লেখনীর মূলনীতি এবং গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখা ইত্যাদির যে সকল শর্তসমূহ উল্লেখ আছে, সেগুলি এ সকল ভুলের ভিত্তিতে রয়েছে। লেখকের এই ধরণের উদাসীনতা তো যে কোন বিদআতী অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু পেরেশানী এই যে, শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাও এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করছেন। বরং একে দীনের উৎসসমূহের উপর 'অনির্ভরতার মাধ্যম' বলেছেন। অথচ এই ধরণের মনুষ্য ভুল-ভ্রান্তি হতে তো হাদীস জালকারীদের ধোঁকাবাজী থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন ইলমধারী দীনের উৎস সমূহের উপর সন্দেহ করেন নি। এটি তো এক দু

শব্দের অথবা কিছু ছত্রের (লাইনের) বিষয়। হাদীস জালকারীগণ গ্রন্থসমূহে কিভাবে কিভাবে পরিবর্তন সাধন করেছেন, পুস্তক লিখে কিভাবে সেগুলি ইসলামের ইমামদের প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন, গ্রন্থসমূহ ধার করে এনে সেগুলি (থেকে ইচ্ছামাফিক বিষয়বস্তু) মুছে ফেলা এবং সংযোজন করতে থেকেছেন। কিন্তু এ সকল শঠতা থাকা সত্বেও কোন নির্ভরযোগ্য আলেম দীনের উৎস সমূহের মধ্যে সন্দেহ এবং আশংকার ভীতি ছড়ান নি। মুহাদ্দিসগণ প্রতিটি যুগেই দুধ (থেকে) দুধ এবং পানি (হতে) পানি (পৃথক করে) দেখিয়েছেন। কিন্তু আফসোস হল, লেখকের ভুলের ক্ষেত্রে দীনের উৎস সমূহ সমালোচিত হচ্ছে মর্মে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা অনুভব করছেন।

আমাদের এই সংক্ষিপ্ত স্বচ্ছ বক্তব্য হতে এই বিষয়টি অর্ধ দিবসের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, লেখকের ভুল ও বিচ্যুতি হওয়া অসম্ভব নয়। আল্লামা হায়াত সিন্ধী যে কথাটি ‘আল-মুসান্নাফ’ গ্রন্থে ‘নাভীর নিচে’ -এর সংযোজনের সম্পর্কে বলেছিলেন তা একটি পরিষ্কার বাস্তবতা। আর এই ধরণের বিচ্যুতের আরও অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান।

এখন রইল এই কথা যে, শায়েখ মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধীর কপিতে যখন মারফূ হাদীস এবং ইবরাহীম নাখাঈর আসারের সাথে দু’ জায়গায় ‘নাভীর নিচে’ -এর শব্দাবলী রয়েছে তখন এর দ্বারা এর আশংকার জবাব দূর হয়ে যায়; যার প্রকাশ আল্লামা হায়াত সিন্ধী করেছিলেন। আমি ক্ষণে ক্ষণে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামার উপর আশ্চর্য হচ্ছি যে, তিনি একদিকে গ্রন্থের ভূমিকার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ‘শায়েখ মুহাম্মাদ আবেদের নুসখাটি নির্ভরযোগ্য নয়। তার দ্বারা আমরা কেবল (বর্ণনাটির অবস্থা) অবগত হতে পারে’। কিন্তু এখানে উক্ত অনির্ভরযোগ্য কপির পক্ষে বড়ই দৃঢ়তার সাথে নির্ভরতা প্রকাশ

করার ক্ষেত্রে কোনই বাঁধা অনুভব করছেন না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

আমি হয়রান হয়ে আছি যে, যে কপিকে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা স্বয়ং অনির্ভরযোগ্য বলেছেন তার উপরই এই নির্ভরতা আসে কিভাবে? আর এই নুসখাটির বিপরীতে যে চারটি কপির মাঝে এই বর্ধিত অংশটুকু নেই; সেগুলির উপর অনির্ভরতা আসে কিভাবে? অথচ এই কপির মধ্য হতে একটি হল ঐ কপি যার সম্পর্কে স্বয়ং শায়েখ আওয়ামা বলেছেন, এটি সবচেয়ে পুরাতন কপি যা ৬৪৮ হিজরীতে লিখা হয়েছে। এর লেখাও বড়ই পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। এর নকলকারীও 'মুতকিন' (শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য)। আর এই কপিটিও আসল হতে মিলিয়ে দেখা হয়েছে (পৃ. ৩৮, ৩৯)।

যার আলামত তিনি خ 'খ' দ্বারা দিয়েছেন। এগুলির চাইতে সবচেয়ে সহীহ এবং পুরাতন নুসখার উপর নির্ভরতা নেই কেন? তিনটি অতিরিক্ত নুসখা হতেও তার সমর্থন মেলে। এই চারটি নুসখার উপর তো তিনি নির্ভরতা প্রকাশ করছেন। এর উপর নির্ভরতাকে মাযহাবী দলীলবাজি না বলে আর কি বলা যাবে?

এটাই নয়। আরো আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, এই দুটি নুসখা (আল্লামা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী এবং আল্লামা মুহাম্মাদ যুবায়দীর কপিদ্বয়) ব্যতীত 'তৃতীয়' আরোও তিনটি নুসখা এই সংযোজনকে সমর্থন করছে। সেই কপিগুলি কার থেকে এসেছে; তার (আওয়ামার) বাক্যগুলি হল- 'একটি কপি আল্লামা কাসেমের এবং এটাই হল নুসখা 'তা' (অর্থাৎ আল্লামা যুবায়দীর নুসখা)। অপরটি হল মক্কা মুকার্রামার মুফতী আল্লামা আব্দুল কাদের সিদ্দীকীর। তৃতীয়টি হল আল্লামা মুহাম্মাদ আকরাম সিন্ধীর কপি। তার থেকে আল্লামা মুহাম্মাদ

হাশেম ঠাঠবী স্বীয় 'তারসীউদ দুর্রাহ আলা দিরহামিস সুর্রাহ' গ্রন্থে নকল করেছেন।

পেরেশানী হল, আল্লামা কাসেমের নুসখাকে আল্লামা যুবায়দীর কপি বলার পরও একে অন্য আরেকটি কপি হিসেবে কিভাবে চালানো যেতে পারে? অতঃপর উক্ত কপিকে শায়েখ আবেদের কপির সাহায্যকারী বলাও 'আঁধারের উপর অন্ধকার' -এর সত্যায়ন। যখন শায়েখ কাসেমের কপিতে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি নেই তখন এটি শায়েখ আবেদের কপির সাহায্যকারী কিভাবে হল? স্রেফ এই কারণেই যে, এতে 'নাভীর নিচে' (অংশটুকু) মারফূ রেওয়ায়াতের সাথে আছে। যদি এই বর্ধিতাংশটুকু মারফূ রেওয়ায়াতের মধ্যে সহীহ হয়ে থাকে তবে নাখাঈর আসারটির বাদ পড়ার বিষয়টি এত জোরালোভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে কেন? আর এটি নির্ভরযোগ্য নুসখা হল কিভাবে? যখন তিনি স্বয়ং বলেছেন যে, 'অত্র নুসখাটির উপর নির্ভর করা উপকারী'-তো এখন এর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা থাকা কোন্ ধরণের ইলমী খেদমত?

(অবশিষ্ট) রইল 'আল্লামা মুহাম্মাদ আকরাম সিন্ধী'র নুসখাটি। তো এর উল্লেখ করার মধ্যেও শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা সততা ও আমানতের প্রদর্শন করেন নি। কেননা যে গ্রন্থের উদ্ধৃতি দ্বারা তিনি এই নুসখাটির কথা উল্লেখ করেছেন; সেই গ্রন্থেই শায়েখ মুহাম্মাদ হাশেম সিন্ধী বলেছেন, 'প্রকাশ থাকে যে, শায়েখ মুহাম্মাদ আকরামের নুসখার মধ্যে নাভীর নিচে-এর শব্দাবলী হাদীসের শেষে রয়েছে। যেমনটি এখনও এতে (এই কপিতে) বিদ্যমান। আর তা থেকে নাখাঈর আসার নাভীর নিচে শব্দদ্বয় পরিপূর্ণরূপে বাদ গেছে' (তাওসীউদ দুর্রাহ আলা দিরহামিস সুর্রাহ পৃ. ৭)।

নিন জনাব! শায়েখ মুহাম্মাদ আকরামের কপির পর্দা তো খোদ 'শায়েখ মুহাম্মাদ হাশেম' উন্মোচন করে দিয়েছেন। এতেও ঐ ত্রুটি ও দোষটি রয়েছে যা 'শায়েখ কাসেম' এবং পরবর্তীতে 'আল্লামা যুবায়দী'র কপিতে রয়েছে। এক্ষণে ইনসাফপূর্ণ শর্ত হল, এটি 'নাভীর নিচে' -এর (অংশটির) সহীহ্ হওয়ার সমর্থক কিভাবে হল? যেমনটি পূর্বেই আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি।

রইল মক্কা মুকার্রমার মুফতী আল্লামা আব্দুল কাদেরের নুসখাটি। তো এ সম্পর্কে সন্দেহ ব্যতীতই শায়েখ মুহাম্মাদ হাশেম লিখেছেন, 'এতে মারফূ ও নাখাঈর আসার-উভয়টি আছে। উভয়ের মধ্যে 'নাভীর নিচে' -শব্দাবলী রয়েছে'।

কিন্তু তিনি এটি আদৌ উল্লেখ করেন নি যে, এই নুসখাটি কোন কপি হতে নকলকৃত এবং নকলকারী কে। এটি মূল কপির সাথে মিলিয়ে লিখিত ও নির্ভরযোগ্য (হিসেবে গণ্য হয়েছে) নাকি নয়? যতক্ষণ এই বিষয়গুলি প্রমাণিত না হয়; (ততক্ষণ পর্যন্ত) এর উপর নির্ভর করা আলেমের জন্য শোভনীয় নয়। এমন নুসখা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা স্রেফ 'ডুবন্ত ব্যক্তির খড়কুটো আঁকড়িয়ে বেঁচে থাকার প্রচেষ্ট করা' -এর নামান্তর।

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা 'নাভীর নীচে' -এর 'প্রমাণ' এবং 'তিনটি নুসখা'-এর মধ্যে এর অস্তিত্বের উপর আলোচনার পর এটিও অবশ্যই অনুধাবন করেছিলেন যে, 'ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিইয়া (করাচী)' -এর পক্ষ হতে প্রকাশিত 'আল-মুছান্নাফ' -এর কপিতে 'নাভীর নিচে' -এর বৃদ্ধির লজ্জাজনক বিকৃতিকে প্রমাণিত করতে হবে। যেমন এই বরাত হতে তিনি বলেছেন, 'ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিইয়া' -এর পরিচালক শায়েখ নূর আহমাদ আমাকে হারামে নববীতে (মসজিদে নববীতে) বলেছেন যে, আল-মুসান্নাফের নুসখাতে 'নাভীর নিচে' -এর সংযোজন শায়েখ মুহাম্মাদ

হাশেমের তাহকীকে ভিত্তিতে করা হয়েছে। যা তিনি 'তাওসীউর দুর্রা' গ্রন্থে (বর্ণনা) করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, তিনটি হস্তলিখিত কপিতে এই সংযোজন বিদ্যমান। এর দ্বারা তার (আওয়ামার) পরিপূর্ণ প্রশান্তি হয়েছে। তখন তিনি 'নাভীর নীচে' (শব্দদ্বয়) সংযোজন করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যাচার করার কোনই সাহস করেন নি আর না তিনি মাযহাবের সমর্থনে নসকে (হাদীসের ভাষ্যকে) পরিবর্তন করেছেন' (সংক্ষেপিত, টীকা ৩/৩৬১, ৩২২)।

আরয রইল, এই কথাটিই খোদ মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব আমাকে (ইরশাদুল হক আসারীকে) বলেছিলেন। আমি সম্মানিত উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিস ফায়সালাবাদী (আল্লাহ তার কবরকে আলোকিত করুন) -এর বন্ধুর গ্রন্থ সমূহ ক্রয় করার জন্য 'ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিইয়া' গিয়েছিলাম। হযরতুল উস্তাদ গ্রন্থগুলির খোঁজে ব্যস্ত হয়ে যান এবং এই অধম মাওলানা নূর আহমাদ-এর নিকটে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তিনি 'আল-মুসান্নাফ' সম্পর্কে ঐ কথাই বলেছিলেন যা শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা উল্লেখ করেছেন। এর কিছুকাল পর ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৭ ইং -তে সর্ব প্রথম আমিই এই বিকৃতি সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বকে অবগত করেছিলাম।[১২১৯] উদাহরণস্বরূপ, মুহাদ্দিসদের মাসলাকের প্রসিদ্ধ মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আল-ইতিসাম' -এর ২০ জুমাদাস সানী, ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ২০ ফেব্রুয়ারী

১২১৯. প্রায় ইসলামের প্রতিটি বিষয়েই অনারবরা এগিয়ে রয়েছেন। এরপরও এক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী রোগে আক্রান্ত মানুষ আরবদের চেয়ে অনারবদেরকে সব সময় ছোট করে দেখে আসছে এবং যত্রতত্র প্রচার করছে।-অনুবাদক।

১৯৮৭ ইং সনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। যা পরে আমার ‘মাকালাত’ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে মুদ্রিত হয়েছিল।[১২২০]

গবেষণাযোগ্য বিষয় এই যে, মরহূম[১২২১] মাওলানা নূর আহমাদ যা বলেছেন তার ভিত্তিতে ‘নাভীর নিচে’ -এর বৃদ্ধি কৃত অংশটি কি সঠিক ও সহীহ হয়ে যায়? যে মুদ্রিত (নুসখাটির) ছবি তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার দুটি মুদ্রণে এই সংযোজন আদৌ নেই; যেমনটি প্রথমেই আমরা উপস্থাপন করে এসেছি। এই কপির ছবিতে এই সংযোজনটি –যা অন্য হরফ দ্বারা কম্পোজ করা হয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে– তা বানোয়াট ও বিকৃত। হাদীসের গ্রন্থসমূহে (কোন শব্দ বা বাক্য) বাদ পড়া এবং (লেখনি জনিত) ত্রুটি দূর করার কোন নিয়ম আছে নাকি নেই?[১২২২]

‘আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়াঈ’ ‘আল-জামি লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি’ ‘আল-ইলমা মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ’ এবং উসূলে হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থসমূহে ‘তাসহীহ’ (বিশুদ্ধকরণ) এবং ‘ইলহাক’ (পরিশিষ্ট সংযোজন) -এর কোনই মূলনীতির উল্লেখ নেই? যদি থাকে তবে সেগুলি বাদ দিয়ে লাগামহীনভাবে সংযোজিত এই বর্ধিতাংশটুকু বিকৃতি না হয়ে আর কি হতে পারে?

১২২০. বর্তমানে এটি মাকালাতের ৩য় খন্ডে রয়েছে।-অনুবাদক।

১২২১. বর্তমানে শব্দটি মৃত অর্থে উর্দূ ভাষায় ব্যবহার হয়।-অনুবাদক।

১২২২. হাদীসের ইবারত হতে কোন শব্দ বাদ গেলে তা টিকাকারে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু এখানে হানাফী প্রকাশকরা নিজেদের শক্তিপ্রদর্শন করতে গিয়ে মূল হাদীসের মধ্যে দুটি অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন করে দিয়েছেন। যা উসূলের বিরোধী। যদি নাভীর নিচে শব্দদ্বয় হাদীসে থেকে থাকতো তাহলে তা উসূল অনুসারে সংযোজিত হল না কেন?-অনুবাদক।

‘আল-মুসান্নাফ’ হাবীবুর রহমান আযমীর তাহকীক ও সম্পাদনায় ‘মাকতাবা ইমদাদিয়া মক্কা মুকার্রামাহ’ হতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মারফূ রেওয়ায়াত যা ‘নাভীর নিচে’ (শব্দদ্বয়) ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র আসারটি বন্ধনীতে এইরূপে নকল করেছেন, **‘(৩৯০৭- আমাদেরকে ওয়াকী হাদীস বর্ণনা করেছেন রবী বিন আবী মাশার হতে, তিনি ইবরাহীম হতে। তিনি বলেছেন, ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখবে)’**।

এই আসারের উপর টীকা নং (১) -এ তিনি লিখেছেন, ‘এই আসারটি আসল কপি হতে বাদ পড়েছে। কিন্তু এর শেষ অংশটি (অর্থাৎ নাভীর নিচে) উপরের (মারফূ) রেওয়ায়াতের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে। আমি এর সংশোধনী ‘বা’ এবং ‘হায়দারাবী নুসখা’ হতে করেছি’।

মরহূম মওলানার উক্ত বাক্যগুলি এবং ইশারা দ্বারা এই কথা স্বচ্ছ হয় যে—

(১) তার নিকটেও ‘আল-মুসান্নাফ’ -এর ঐরূপ কপিই ছিল যা শায়েখ মুরতাযা যুবায়দী এবং শায়েখ কাসেমের নিকটে ছিল। যেখানে হযরত ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি ছিল না। আর এর শেষের অংশটি ‘নাভীর নিচে’ মারফূ রেওয়ায়াতের সাথে যুক্ত ছিল। আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীও এমন নুসখার প্রতিই ইশারা করেছিলেন।

(২) মাওলানা আযমী দুটি নুসখার উপর ভিত্তি করে ইবরাহীম নাখাঈর আসারকে বন্ধনীর ভিতরে (বর্ণনা) করেছেন। কেননা যে কপিকে তিনি মূল এবং বুনিয়াদী বলেছেন তাতে এই আসারটি ছিল না।

(৩) মাওলানা আযমী মূল কপিতে বাদ পড়ার ভিত্তিতে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ এবং দীনের উৎস সমূহ সম্পর্কে আশঙ্কার শিকার ছিলেন না। যা শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা প্রকাশ করেছেন।

(৪) তিনি মূল কপি হতে মারফূ রেওয়ায়াতের সাথে 'নাভীর নিচে' -এর শব্দ থাকা সত্ত্বেও এর উপর নির্ভর করেন নি। যেমনটি শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা এর উপর নির্ভর করে মারফূ হাদীসের সাথে তাকে অবশিষ্ট রেখেছেন, আর তার প্রমাণে দুটি পৃষ্ঠাকে (কলমের কালি দ্বারা) কালো করে ফেলেছেন।

(৫) যেই কপির উপর মারফূ রেওয়ায়াতের মধ্যে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা নির্ভর করেছেন সেই কপিতে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি বাদ পড়ার কারণে তা পুণরায় অনির্ভরযোগ্য গণ্য হয়। আর অপর নুসখা 'বা' যা স্বয়ং তার নিকটে নির্ভরযোগ্য নয়; (তা) হতে তিনি আসারটি নকল করেন এবং এই পার্থক্যের কোনই আবশ্যকতা অনুভব করেন নি। আর এ সকল চালাকি তাহকীক এবং সততার দ্বারা স্রেফ (মাযহাবী) গোড়ামীপূর্ণ মাসলাককে বাঁচানোর জন্যই করা হচ্ছে!!-সুবহানাল্লাহ।

আমাদের এই আবেদন এবং মাওলানা আযমীর প্রণালী হতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'ইদারাতুল কুরআন' এর পরিচালকগণ সতর্কতা এবং ইশারা ব্যতীত যা সংযোজন করেছেন সেটিও ভুল এবং ইলমী আমানতের বিরোধী।

শায়েখ আওয়ামা 'ইদারাতুল কুরআন' -এর প্রতিরক্ষাই শুধু করবেন না; 'তাইয়েব একাডেমী' এবং 'মাকাতাবায়ে ইমদাদিয়া মুলতান' -এর বিষয়টিও চিন্তা করুন। যারা দারুল ফিকর হতে উস্তাদ সাঈদুল লিহামের তাহকীক হতে প্রকাশিত 'আল-মুসান্নাফ' -এর কপিতে স্পষ্ট ধোঁকাবাজি করেছেন। আর বড়ই

সাহসিকতার সাথে এতে ‘নাভীর নীচে’ -এর সংযোজন করেছেন। অবশ্য তারা তাকে বন্ধনীর মাঝে নকল করেছেন। এবং টীকায় সংযোজনের কারণও উল্লেখ করেছেন। যে সম্পর্কে আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে আরয করব।

‘দারুল ফিকর’ হতে এই কপিটি (যখন) প্রকাশিত হয়েছিল তখন মারফূ রেওয়ায়াতের মধ্যে ‘নাভীর নিচে’ -এর বৃদ্ধিটুকু ছিল না। কিন্তু ‘তাইয়েব একাডেমী’ এবং ‘মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া’ (যখন) এই কপির আলোকচিত্র প্রকাশিত করেছেন তখন এর মধ্যে ‘নাভীর নিচে’ -এর সংযোজন করে দিয়েছেন। তারা এর উপরই থেমে থাকেন নি। বরং ‘মাকতাবা রাশিদিইয়া পীরাফ ঝান্ডা’ -এর কপি হতে হাত বাঁধা সম্পর্কিত পৃষ্ঠার ছবিও ‘নাভীর নীচে’ -এর সংযোজনের সাথে প্রকাশ করে দিয়েছেন। ‘মাকতাবা রাশিদিইয়া’-এর এই নুসখাটি লেখক একাধিকবার দেখেছে এবং তা হতে উপকৃত হয়েছে। আর উক্ত আলোচ্য রেওয়ায়াতটির উদ্ধৃতির জন্য দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ হয়েছিল। যেথায় মারফূ রেওয়ায়াতের সাথে ‘নাভীর নিচে’ (অংশটুকু) আদৌ নেই। এই কথাই এই কপির বরাতে মুহতারাম হাফেয সানাউল্লাহ যিয়া সাহেব হাফেযাহুল্লাহ স্বীয় পুস্তিকা ‘নামায মেঁ হাত কাহাঁ বাধেঁ’ গ্রন্থে (পৃ. ৪) কসম খেয়ে বলেছেন যে, এই কপিতে মারফূ রেওয়ায়াতের সাথে ‘নাভীর নিচে’ -এর শব্দাবলী আদৌ নেই। বরং তিনি হযরত সাইয়েদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ আর-রাশেদীর (আল্লাহ তার কবরকে আলোকিত করুন) ব্যাখ্যা বর্ণনাও করেছেন যে, এই কপিতে এই শব্দগুলি নেই। যাকে আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি দান করেছেন তিনি আজও ‘মাকতাবা রাশিদিইয়া’ -র মধ্যে এই কপিটি দেখে তুষ্ট হতে পারেন। শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা (আমাদেরকে) বলুন যে, এটি (হাদীস) বিকৃত করার (ন্যায়) নিকৃষ্ট সাহস নয়? আর এই সকল ভেল্কিবাজি মাযহাবের সমর্থনে রাখা হচ্ছে না?

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেছেন যে, নুসখা 'তা' -এর কয়েকটি স্থানের আলামতের উপর আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ্‌র টীকা রয়েছে। এই কপিটিই শায়েখ কাসেমের নযরে ছিল। আর তিনি 'আত-তাসরীফু ওয়াল-আখবার' গ্রন্থে 'নাভীর নিচে' -এর শব্দাবলী হতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এই কপিটিই শায়েখ মুহাম্মাদ মুরতাযা যুবায়দীর নিকটে ছিল। বরং যখন তিনি 'ইহইয়াউল উলূম'-এর ব্যাখ্যা লিখছিলেন তখনও এই কপিটি তার দৃষ্টি সীমায় ছিল। আর এই কপি হতে তিনি আসারসমূহ এবং অন্য বিষয়গুলি নকল করেন। বরং এই ব্যাখ্যার (৩/২৭০) মধ্যে এই কপির কপিকারক এবং কপির তারিখও উল্লেখ করেন। যেমনটি গ্রন্থের ভুমিকায় তিনি (পৃ. ২৯) এর বিশদ আলোচনা করেছেন।

(১) কিন্তু চিন্তার বিষয় বরং সমাধান জরুরী মাসআলা এই যে, আল্লামা মুরতাযা যুবায়দী একে 'ইহইয়াউল উলূম' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় 'ইতহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন' গ্রন্থের এই তৃতীয় খন্ডের মধ্যে হাত বাঁধা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হানাফী মাসলাক-এর দলীল হযরত আলীর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াতটি 'মুসনাদে আহমাদ' এবং 'দারাকুতনী' ইত্যাদি গ্রন্থ হতে তো উল্লেখ করছেন; কিন্তু 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থের এই 'সহীহ' এবং 'জাইয়্যেদ সনদ' হতে বর্ণিত 'রেওয়ায়াত' উল্লেখ করছেন না কেন? তার বাক্যগুলি হল- 'আবূ হানাফীর দলীল হল যা আহমাদ, দারাকুতনী এবং বায়হাকী আলী হতে বর্ণনা করেছেন' (ইতহাফুস সাদাহ ৩/৩৭)।

এটিই নয়। বরং হানাফী মাসলাকের সমর্থনে তিনি 'উকূদুল জাওয়াহির আল-মুনীফাহ' নামে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি 'আল-মুসান্নাফ' নাম দিয়ে একটি স্বতন্ত্র পর্ব লিখেছেন। সেখানেও তিনি 'আল-

মুসান্নাফ’ গ্রন্থের এই রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু কেন? প্রকাশ থাকে যে, যদি তার নিকটে এই রেওয়ায়াত এই রূপে শুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য হত তাহলে এর উল্লেখ করতেন। এটি এই বিষয়ের শক্তিশালী ইঙ্গিত যে, ‘আল-মুসান্নাফ’ গ্রন্থের কপিতে এই রেওয়ায়াতের বর্ণনায় তিনি স্থিরচিত্ত ছিলেন না। আল্লামা কাসেমের ঐ কপি হতেই নকল করা তো নির্ভরযোগ্য গণ্য; হয় কিন্তু আল্লামা যুবায়দীর একে এড়িয়ে যাওয়া এই নুসখাটির অনির্ভরযোগ্য হওয়ার দলীল নয় কেন?

(২) বরং আল্লামা আইনীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই কপিতে কয়েকটি স্থানের উপর তার টীকা রয়েছে। তিনিও সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা ‘উমদাতুল কারী’ এবং হেদায়ার ব্যাখ্যা ‘আল-বিনায়া’তে এই রেওয়ায়াতকে উল্লেখ করেন নি। তিনি হযরত আলীর যঈফ রেওয়ায়াতকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা তো করেছেন। কিন্তু কি কারণে তিনি ‘আল-মুসান্নাফ’ -এর ‘জাইয়েদ সনদ’ দ্বারা এই রেওয়ায়াতকে নির্ভরযোগ্য অনুধাবন করছেন না; এটি কি ইঙ্গিত নয় যে, আল্লামা আইনীও এই সনদ এবং মতনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না?

(৩) আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্র (মৃ. ৪৬৩ হি.) ‘আত-তামহীদ’ গ্রন্থে (২০/৭৪, ৭৬) সালাতে হাত বাঁধার মাসআলা সম্পর্কে ‘আল-মুসান্নাফ’ হতে কতিপয় আসার নকল করেছেন। এবং (২০/৭৫) এর উপর সংক্ষিপ্ততভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইবরাহীম নাখাঈ এবং আবূ মিজলায নাভীর নীচে হাত বাঁধার প্রবক্তা ছিলেন। আর কোন ইলম নেই যে, এই দুজনের এই আসারদ্বয় ‘আল-মুসান্নাফ’ গ্রন্থে বিদ্যমান আছে। বরং আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্র ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি সম্পর্কে ‘প্রমাণিত নয়’ বলে আসারটির দুর্বলতার প্রতি ইশারাও করেছেন। যদি ওয়ায়েল বিন হুজরের রেওয়ায়াতের মধ্যেও ‘নাভীর

নীচে’ -এর শব্দ থাকত তবে সেটিও তিনি উল্লেখ করতেন। একে উল্লেখ না করাও এই বিষয়ের দলীল যে, ‘আল-মুসান্নাফ’ গ্রন্থে এই সংযোজনটি ভুল এবং ভিত্তিহীন।

এখানে এই কথাও স্মর্তব্য যে, কোন মাসআলার উপর দলীলের উল্লেখ না করা এবং কোন মাসআলার উপর গ্রন্থের সাথে সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে কতিপয় আসার নকল করা এবং ‘নির্ভরযোগ্য সনদ’ হতে উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতকে উল্লেখ না করার মধ্যেও পার্থক্য একেবারেই সুস্পষ্ট। আল্লামা যায়লাঈ, হাফেয ইবনে হাজার, আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন, আল্লামা ইবনে হুমাম ইত্যাদি পরবর্তীদের মধ্য হতেও কেউ এই রেওয়ায়াতের উল্লেখ করেন নি। তাদের সম্পর্কে সম্ভব যে, এটি বলা হবে যে, তারা ‘আল-মুসান্নাফ’ -এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন নি; আর না উক্ত অনুচ্ছেদের আসারসমূহকে এই ‘আল-মুসান্নাফ’-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্র সম্পর্কে এ কথাটি বলার সম্ভাবনা নিশ্চিৎভাবে নেই।

(৪) শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা রেওয়ায়াতসমূহের তাখরীজ এবং সেগুলির সনদসমূহের নিশানা করেন। এই অনুচ্ছেদ ‘ডান হাত বামের উপর রাখা’ -এর রেওয়ায়াতগুলিকেও ব্যাপকভাবে তিনি তাখরীজ করেছেন। কিন্তু এই (নাভীর নিচে হাত বাঁধা) রেওয়ায়াতটির তাখরীজ কেন করেন নি?

তিনি সকল মনোযোগ বরং পুরো শক্তি ‘নাভীর নিচে’ -এর বৃদ্ধিকৃত অংশটুকুর সহীহ হওয়ার পক্ষে খরচ করেছেন। কিন্তু এর তাখরীজের উদ্ধৃতি প্রদান করা হতে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু কেন? ‘ওয়াকী’ মূসা বিন নুমায়ের হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি তার পিতা হতে’ -এর সনদ দ্বারা এই বিষয়ের কোথাও কোনই রেওয়ায়াত কি ছিলও না যে, তার সম্পর্কে তিনি চুপ থেকেছেন?

যদি ছিল, তাহলে তা হতে মৌনতা অবলম্বন এবং বেপরোয়া থাকা এই আশঙ্কার ভিত্তিতে নয় যে, তার দ্বারা এই বর্ধিতাংশটুকুর নির্ভরযোগ্যতা অর্জিত হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা-ই 'আর-রাকীবুল আলীম বিন-নিইয়াত' (অন্তরের নিয়তের পর্যবেক্ষক, অবগত)। যেমনটি তিনি এই রেওয়ায়াতের উপর আলোচনার সমাপ্তিতে লিখেছেন। কিন্তু মানহাজ হতে সরে গিয়ে এর তাখরীজ করা থেকে বিরত থাকা এই বিষয়টি দোষে দুষ্ট হচ্ছে না যে, এখানে বিষয়টি গোপন রাখা এবং চালাকী রয়েছে। অন্য কথায়, সকল কারবারই শিশুসুলভ আখ্যা পাবে আর মাসলাকী সমর্থনের দলীলবাজি হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

আমরা নিবেদন করছি যে, ইমাম ওয়াকীর এই সনদটি থেকে এই রেওয়ায়াতটি মুসনাদে আহমাদ (৪/৩১৬), সুনানে দারাকুতনী (১/২৮৬) এবং বাগাবীর শরহে সুন্নাহ (৩/৩০) গ্রন্থে 'নাভীর নিচে' অংশটুকু ব্যতীত রয়েছে। ইমাম ওয়াকীর সমকালীন ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারকও এই রেওয়ায়াতটি 'মূসা বিন নুমাঈর' হতে এই সংযোজন ব্যতিরেকে বর্ণনা করেছেন। অধ্যয়ন করুন নাসাঈ (১/১০৫), নাসাঈর আস-সুনানুল কুবরা; আত-তামহীদ (২০/৭২)। ওয়াকীর তৃতীয় (আরেকজন) সমকালীন ইমাম আবূ নুআইম ফযল বিন দুকাইন রহিমাহুল্লাহও এই রেওয়ায়াতটি সংযোজন ব্যতীত রেওয়ায়াত করেছেন। দেখুন আত-তামহীদ (২০/৭২), বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (২/২৮), তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর (২২/৯) মিযযীর তাহযীবুল কামাল (১১/৪৯৯, 'মূসা বিন নুমায়েরে'র জীবনী দ্র.)।

এটাই কারণ যে, হানাফী মাসলাকের প্রসিদ্ধ আল্লামা নিমাবী 'আত-তালীকুল হাসান' গ্রন্থে এই সংযোজনকে 'অসংরক্ষিত' বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমে তিনি এ সম্পর্কে হাফেয কাসেম বিন কুতলূবুগা, আল্লামা আবুত তাইয়েব আল-

মাদানী এবং শায়েখ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, ‘তারা একে {সনদ জাইয়েদ} {এর রাবীগণ সিকাহ} বলেছেন। অতঃপর আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর অবস্থান বর্ণনা করেছেন যে, এই সংযোজনটি লেখকের ভুলের কারিশমা। এরপর এর জবাবে আল্লামা কাসেম সিন্ধীর ‘ফাওযুল কিরাম’ গ্রন্থ হতে আল্লামা হায়াত সিন্ধীর খন্ডন বর্ণনা করেছেন যে, এই সংযোজনটি সহীহ। এই সকল বিস্তারিত আলোচনা নকল করার পর লিখেছেন, ‘ইনসাফের বিষয় এই যে, যদিও আল-মুসান্নাফ-এর অধিকাংশ নুসখার মধ্যে এটি থাকার কারণে সহীহ। কিন্তু এই বর্ধিতাংশটুকু সিকাহ রাবীদের বিরোধী হওয়ার কারণে অসংরক্ষিত রয়েছে’ (আত-তালীকুল হাসান পৃ. ৭১, মুলতান ছাপা)।

‘অধিকাংশ নুসখা’র বিষয়টি তো আমরা পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এখানে আমাদেরকে শ্রেফ এতটুকু উল্লেখ করতে হবে যে, আল্লামা নিমাবী এই বর্ধিত অংশটুকুকে ‘গায়ের মাহফূয’ বলেছেন। আর তিনি আল্লামা কাসেম ইত্যাদির ন্যায় নির্ভরযোগ্য নন যে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে।

বরং মাওলানা বদর আলেম ‘ফায়যুল বারী’-এর টীকায় আল্লামা নিমাবীর এই অবস্থানই তার অন্য আরেকটি গ্রন্থ ‘আদ-দুর্রাতুন নুসরাহ ফী ওয়াযইল ইদাইনি তাহতাস সুর্রাহ’ হতে নকল করেছেন যে, আল্লামা নিমাবী শায়েখ কাসেম ও শায়েখ মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধী এবং আল্লামা আবুত তাইয়েব আল-মাদানীর পরিবর্তে এই রেওয়ায়াতের তাওসীকের উপর সন্তুষ্ট নন। তার কথাগুলি হল- ‘আল্লামা যহীর আহসান নিমাবী এর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। {এ বর্ধিতাংশটুকু ক্রটিযুক্ত} -তিনি এই মতটির পক্ষে গিয়েছেন’ (হাশিয়াহ ফায়যুল বারী ২/২৬৭)।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ওয়াকী এবং তার অন্য সমকালীনগণের রেওয়ায়াতগুলি বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান। আর তাতে 'নাভীর নিচে' শব্দাবলী নেই। 'আল-মুসান্নাফ' -এর কয়েকটি কপিতেও এই বৃদ্ধি নেই। এখন এটি ইলম এবং সততার কোন্ মানদন্ড যে, 'অনির্ভরযোগ্য' এবং 'ভুল কপিসমূহ' -এর ভিত্তির উপর একে সহীহ বলা হচ্ছে? আর অন্য কপিতে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটির বাদ পড়ে যাওয়াও তিনি স্বীকার করেছেন। যেমনটি প্রথমে আবশ্যিকভাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

রইল আল্লামা নিমাবীর এই কথা যে, 'আল-মুসান্নাফ' -র অধিকাংশ কপিতেই এই বৃদ্ধিটুকু পাওয়া যায়। তো এই কথা তিনি মূলত প্রথমে আল্লামা কায়েম সিন্ধীর পুস্তিকা 'ফাওযুল কিরাম' হতে নকল করেছেন। আর এটির অবস্থা অবলোকন করেই তিনি অধিকাংশ কপিতে এর অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং তিনি কোন কপির কথা উল্লেখ করেন নি। অবশ্য 'আদ-দুর্রাতুয যুর্রাহ' গ্রন্থে 'মাকতাবা মাহমূদিয়া' -এর নাম তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই কপিতে এই বৃদ্ধিটুকু বিদ্যমান। আর এটিই সেই কপি যাকে শায়েখ আওয়ামা 'এর উপর নির্ভরযোগ্য করা যায় না' বলে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন।

'ফাওযুল কিরাম' -এর কপিটি 'পীরে ঝান্ডা' (ঝান্ডার পীর) -এর লাইব্রেরীতে লেখকের নযরে পড়েছিল। আর তার একটি নকল (কপি) লেখকের নিকটে বিদ্যমান আছে। বি-হামদিল্লাহ। এর বরাতে আল্লামা নিমাবী যা নকল করেছেন; সেই ইবারত এই সময়েও দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে। যেথায় শায়েখ কায়েম 'শায়েখ আব্দুল কাদের' -এর (মুফতী মক্কা মুকার্রমা) কপি এবং শায়েখ কাসেম-এর 'আত-তাসরীফু ওয়াল-আখবার বি-তাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার' গ্রন্থে এই রেওয়ায়াতকে নকল করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এখন বলুন যে, এটি 'দুটি

নুসখা’ কিভাবে বনে গেল? এই দুটি কপির বরাত দ্বারা এই কথাও প্রথমে গত হয়েছে এবং শায়েখ কাসেমের কপিটিই ত্রুটিযুক্ত। এর উপর নির্ভর করার অর্থ কি তাহলে?

এর বিপরীতে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী মরহূম আল্লামা হায়াত সিন্ধীর অবস্থান বর্ণনা করার পর বলেছেন, ‘বিষয়টি অনুরূপ হওয়াতে কোন আশ্চর্য নেই (যেমনটি আল্লামা হায়াত সিন্ধী বলেছেন)। কেননা আমি মুসান্নাফের তিনটি নুসখা অধ্যয়ন করেছি। সেগুলির কোন একটিতেও {নাভীর নিচে} অংশটুকু পাই নি’ (ফায়যুল বারী ২/২৬৭)।

আল্লামা কাশ্মীরী এই তিনটি কপির স্বচ্ছতা ব্যাখ্যা করেন নি যে, সেগুলি কোন্ কোন্ লাইব্রেরিতে ছিল। কিন্তু, যাহোক, দুটির বিপরীতে তিনটি তো আছে। আর শায়েখ আওয়ামা ‘আল-মুছান্নাফ’ গ্রন্থের (৩/৩২১) টিকায় স্বীকার করেছেন যে, চারটি নুসখাতে এই সংযোজন নেই।

মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমীও এই কপিগুলির উপর নির্ভর করেছেন; বিকৃত কপিগুলির উপর নয়। যেমনটি আলোচিত হয়েছে। ১৯৮৯ইং সালে ‘শায়েখ কামাল ইউসুফ’ -এর সম্পাদনায় ‘দারুত তাজ বৈরূত’ হতে যে ‘মুসান্নাফ’ -এর কপি প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও ‘নাভীর নিচে’ -এর বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু পরে ‘তাইয়েব একাডেমী (মুলতান)’ একে সংযোজন করেছে। যেমনটি আলোচিত হয়েছে। শায়েখ হাম্‌দ বিন আব্দুল্লাহ এবং শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীমের তাহকীক হতে ‘আল-মুসান্নাফ’ -এর একটি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছিল। অবগত হতে পারিনি যে, তা পূর্ণাঙ্গ হতে পেরেছে নাকি নয়। এই কপিকে তারা আটটি হস্তলিপি কপির এবং তিনটি মুদ্রিত কপির সাথে মিলিয়ে দেখে প্রকাশ করেছেন। এর ভূমিকায় তারা ইদারাতুল কুরানের পক্ষ হতে

(প্রকাশিত) বিকৃত নুসখাটির উল্লেখও করেছেন। তারা লিখেছেন, ‘এ হাদীসটি তিনটি মুদ্রিত নুসখার মধ্যে পাওয়া যায় (১/৩৯০) এই (নাভীর নিচে) বর্ধিতাংশটুকু ব্যতীত। ইদারাতুল কুরআনের প্রকাশক উৎসটি বলে দেন নি যে, কোথা হতে এই সংযোজনটি পাওয়া গিয়েছে আর কোথায় সেই নুসখাটি রয়েছে। এরই ভিত্তিতে ইদারাতুল কুরআনের প্রকাশিত নুসখাটির উপর নির্ভরযোগ্যতা বাকি থাকে নি। বরং এর সকল মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ আর নির্ভরযোগ্য রইল না। যারা নবীর উপর মিথ্যা বলতে পারেন তাদের উপর কি আশা করা যেতে পারে!’ (মুকাদ্দামা, আল-মুসান্নাফ ১/৫, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

তিনটি মুদ্রিত কপি এবং আটটি পাড়ুলিপির বিপরীতে ইদারাতুল কুরআন-এর সাহসের উপর যে প্রত্যাখ্যানমূলক আওয়ায এই হযরতগণ বুলন্দ করেছেন; তারপরও বলা যেতে পারে কি যে, ‘অধিকাংশ কপিতে এই (নাভীর নিচে) সংযোজনটি বিদ্যমান’।

কক্ষণো নয়। অতঃপর কক্ষণো নয়।

(৫) আল্লামা আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানী (মৃ. ৭৪৫ কিংবা ৭৪৯ হি.) ‘আল-জাওহারুন নাকী’ গ্রন্থে ইমাম বায়হাকীর উপর সমালোচনা করার সাথে সাথে হানাফী মাসলাকের পক্ষে যে উকালতি করেছেন; আলেমগণ তা অবগত রয়েছেন। সালাতে হাত বাঁধার মাসআলাতেও তিনি স্বীয় মাসলাককে বাঁচিয়েছেন। এবং এই প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকীর অবস্থানের বিপরীতে ‘মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ’ হতে আবূ মিজলাযের আসার ‘নাভীর নিচে’ হাত বাঁধা সম্পর্কে সনদবিহীনভাবে নকল করেছেন (আল-জাওহারুন নাকী ২/৩১)।

ইনসাফমূলক শর্ত হল যে, যদি 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে হযরত ওয়ায়েল বিন হুজরের রেওয়ায়াতের মধ্যে নাভীর নিচের শব্দাবলী থাকত তবে তিনি উল্লেখ করতেন না? ইমাম বায়হাকী 'হযরত ওয়ায়েল' -এর রেওয়ায়াতটি মূসা বিন নুমায়ের -এর সনদ দ্বারাও উল্লেখ করেছেন। যেথায় 'নাভীর নিচে' নেই। যেমনিভাবে আমরাও এখনই উল্লেখ করলাম। আর {মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সাওরী হতে, তিনি আসেম বিন কুলায়েব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ওয়ায়েল হতে} -এর সনদে {আলা সদরিহী} (বুকের উপর) এর শব্দাবলীও উল্লেখ করেছেন। আল্লামা মারদীনী প্রথম রেওয়ায়াতের উপর একেবারেই চুপ ছিলেন এবং অন্য দিকে মুআম্মালের উপর ভিত্তি করে সমালাচনা করেছেন। এর বিপরীতে 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থের মধ্যে 'সনদ জাইয়েদ' দ্বারা 'নাভীর নিচে' অংশটুকুর বর্ণনা করা হত তবে তিনিও নিশ্চিৎ উল্লেখ করতেন। তার এই চুপ থাকাও এ বিষয়টির পরিষ্কার দলীল যে, 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থের কোন নির্ভরযোগ্য নুসখাতে ৭৪৫ হিজরী পর্যন্ত 'নাভীর নিচে' -এর শব্দাবলী ছিল না।

আমাদের এই আবেদন দ্বারা দিনের মধ্যভাগের ন্যায় এ কথা পরিষ্কার হয় যে, 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে 'নাভীর নিচে' -এর সংযোজনটি হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহ তাআলা আনহুর হাদীসে নিশ্চিৎ ভাবে সহীহ নয়। আর শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা চারটি কপির মোকাবেলায় যে দুটি কপির উপর ভিত্তি করে সংযোজন করেছেন এবং একে সহীহ প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করেছেন; তা তার স্বীয় স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে ঠিক নয়।

প্রাচীন এবং নতুন নুসখাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে অনির্ভরযোগ্য এবং ভুল নুসখার উপর ভিত্তি করা মাসলাক বাঁচানোর অপকৌশল মাত্র। এটা কোন ইলমের

খেদমত নয়। অতঃপর তিনি ইদারাতুল কুরআনের প্রকাশিত বিকৃত নুসখাকে যে প্রতিরক্ষা করেছেন সেটাও তার ইলমী নির্ভরযোগ্যতা ও সততার বিরোধী।

তাইয়েব একাডেমী এবং মাকতাবা মুলতান হতে মুদ্রিত সংস্করণে রয়েছে যে, তারা দারুল ফিক্‌র হতে প্রকাশিত নুসখাকে যখন প্রকাশ করেছেন তখন তাতে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন করেছেন। কিন্তু এই সংযোজনটি বন্ধনীর মধ্যে করেছেন। তিনি (মুহাম্মাদ আওয়ামা) লিখেছেন, 'নাভীর নিচের এই শব্দদ্বয় মুসান্নাফের কতিপয় নুসখাতে বিদ্যমান। আর সিকাহ রাবীর সংযোজন গ্রহণযোগ্য। মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী ব্যতীত আর কেউই এটা অস্বীকার করেন নি (মৃ. ১২৬৮ হি.)। যিনি শীআ 'মুহাম্মাদ মুঈন তাতাবী ঠাঠবী'র ছাত্র ছিলেন'।

নিন, নাভীর নিচের শব্দদ্বয় সংযোজনের এই হল ভিত্তি।

প্রথমত : তিনি স্বয়ং কোন নুসখার বরাত দেন নি। এর প্রমাণের কেন্দ্রবিন্দু হল স্রেফ আল্লামা মুহাম্মাদ হাশেম সিন্ধীর 'দিরহামুস সুর্রাহ' গ্রন্থটি। যেমনটা পাদ টীকায় তিনি লিখেছেন। বরং উক্ত ভলিউমের শেষে এই পুস্তিকাটিও প্রকাশ করে দিয়েছেন। উক্ত পুস্তিকাটির মধ্যে যে ভিত্তি শায়েখ মুহাম্মাদ হাশেম উল্লেখ করেছেন সেটা আমরা পূর্বেই উপস্থাপন করেছি।

দ্বিতীয়ত : 'সিকাহ রাবীর সংযোজন গ্রহণযোগ্য' টীকাকারের ইলমী গভীরতার জন্য এই কথাটুকুই প্রমাণ বহন করছে। জনাব! এটা সিকাহ রাবীর সংযোজন তথা মতনে বৃদ্ধির বিষয় নয়। বরং এটা নুসখার প্রমাণিত হওয়ার বিষয়।

তৃতীয়ত : বলা হয়েছে যে, 'আল্লামা সিন্ধী ব্যতীত এর অস্বীকার আর কেউ করেন নি'। আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, আল্লামা নিমাবী এবং আল্লামা কাশ্মীরীও এই সংযোজনকে 'গায়ের মাহফূয' ও অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। বরং

এর অস্বীকার মওলানা হাবীবুর রহমান আযমীও করেছেন। যেমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আবার টীকাকারের সম্ভবত জানা নেই যে, শায়েখ মুহাম্মাদ হাশেমের পুস্তিকা 'দিরহামুস সুর্রাহ ফী ইযহারি গশশি নাকদিস সুর্রাহ' -এর পাতার উপর লেখা হয়েছে যে, তিনি এই গ্রন্থখানি স্বীয় শায়েখ আবুল হাসান-এর পরামর্শ ও সহযোগিতায় রচনা করেছেন। আর একই গ্রন্থে তিনি 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থের নুসখায় উক্ত বর্ধিতাংশটুকুকে লেখকের ভুল আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি আমরা পূর্বেই বর্ণনা করে এসেছি। এটা এই কথাটির দলীল যে, 'নাভীর নিচে' -এর সংযোজনটি স্রেফ আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীই অস্বীকার করেন নি; তার শায়েখ আবুল হাসান সিন্ধীও করেছেন। আরও নিবেদন রইল যে, 'দিরহামুস সুর্রাহ' গ্রন্থটির জবাব ঝান্ডার পীর শায়েখ সাইয়েদ রুশদুল্লাহ শাহ সাহেব (চারটি বিষয়ে ইলমধারী) 'দারজুদ দুরার ফী ওয়াযইল আইদী আলাস সদর' গ্রন্থে প্রদান করেছেন। যার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

فهذا تعليق انيق وتحقيق عميق ابديته لاظهار ما في الرسالة المسماة بدرهم الصرة

في وضع اليدين تحت السرة من الغش الموجب للعار–

এই জন্য এই সংযোজনটিকে শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করেন নি বলা-একেবারেই ভুল এবং টীকাকারের বেখবর থাকার দলীল।

চতুর্থত : টিকাকারের গোঁড়ামী আন্দায করুন যে, তিনি শায়েখ মুহাম্মাদ হিশামের উল্লেখ তো 'আশ-শায়েখ মুহাম্মাদ হাশিম আস-সিন্ধী' -এর শব্দাবলী দ্বারা করেছের। কিন্তু শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর সম্পর্কে স্রেফ 'মুহাম্মাদ হায়াত' লিখেছেন।

পঞ্চমত : তার গোঁড়ামীর আগুন তার মাথার উপরই নয়; বরং ‘মুহাম্মাদ হায়াত’ -এর পরিচিতির মধ্যে তিনি আরও লিখেছেন, ‘তিনি শীআ মতালম্বী মুহাম্মাদ মুঈন ঠাঠবীর ছাত্র ছিলেন’।

‘মুহাম্মাদ মুঈন সিন্ধী কে ছিলেন ও কেমন ছিলেন’- আমরা এই আলোচনার মধ্যে যেতে চাইছি না। যদি তিনি শীআ হয়ে থাকেন ও তার ছাত্র হওয়া আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর অপরাধ হয় তবে জাবের বিন ইয়াযীদ আল-জুফীর ন্যায় রাফেযীর সাথে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্র হওয়ার অর্থ কি? এদিকে মুহাম্মাদ মুঈনের ছাত্র হওয়ার উল্টা প্রভাব শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর উপর এটা হয়েছে যে, ‘ইবতালুয যারায়েহ’ গ্রন্থটি লিখে তিনি কবরপুজারী ও শীআদের খন্ডন করেছেন। অতঃপর শায়েখ সিন্ধী ‘আল্লামা আবুল হাসান আস-সিন্ধী আল-মাদানী’ হতে হাদীসের দরস গ্রহণ করেছেন। এবং তার মৃত্যুর পর তার মসনদের বিশ্বস্ত অধিকারী হয়েছিলেন। আর তিনি ২৪ বছর যাবত মসজিদে নববীর মধ্যে তার আসনে বসে দরস দিয়েছিলেন।

তিনি ব্যতীত শায়েখ আব্দুল্লাহ সালেম আল-মাক্কী, শায়েখ আবূ তাহের মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল-কুর্দী এবং শায়েখ হাসান বিন আলী আল-আজমীরও ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য হাছিল করেছেন। কিন্তু টীকাকারের স্বীয় অন্তর্নির্হিত নিকৃষ্ট মানসিকতা থাকার কারণে এই মাশায়েখগুলি দৃষ্টিতে আসে নি। মাওলানা সাঈয়েদ আব্দুল হাঈ লাখনোবী তাকে এই উপাধী দ্বারা স্মরণ করতেন- ‘আশ-শায়েখ, আল-ইমাম, আল-আলিম, আল-কাবীর, আল-মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হায়াত’ (নুযহাতিল খাওয়াতির ৬/৩০১)।

ষষ্ঠত : টীকাকার শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াতের মৃত্যু সন ১১৬৮ হিজরীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটাও ভুল। তাঁর মৃত্যু সাল ১১৬৩ হিজরীতে হয়েছে।

যেমনটি সাঈয়েদ আব্দুল হাঈ লাখনোবী উল্লেখ করেছেন, ‘এগারোশ তেষট্টি হিজরীতে’। এই স্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা আপনারা আন্দায করতে সক্ষম হচ্ছেন যে, ‘নাভীর নিচে’ অংশটুকু বৃদ্ধিকারীগণ কি পরিমাণ হক ও ইনসাফের পক্ষপাতিত্ব করেছেন! যাদের গোঁড়ামীর এই হল নির্দশন, তারা যদি একে সহীহ আখ্যা প্রদান করেন তবে আশ্চর্য হওয়ার কোন কিছু নেই।

***